CUK-H05087-1-P0U62

আনন্দময়ীর আগমনে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জেনে রাখুন

আপনাদের চির পরিচিত বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান

"বড়ুয়া—বেকারী"

—আপনার স্বাস্থ্যের জন্য—

বড়ুয়ার প্রাম কেক, নিমকি বিস্কুট এবং সিঙ্গারেড ক্রয় করা চাই।

(1)

নকল হইতে সাবধান

আমাদের জনপ্রিয়তা দেখে—বাজারে—ইহার নকল বাহির হইয়াছে, ক্রয়কালীন আমাদের ট্রেডমার্ক অথবা "বড়ুয়া বেকারী" টিকিট দেখিয়া নিবেন।

ফ্যাক্টরী ও অফিস

৬২ ৩এ, অরুণপ্রভা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

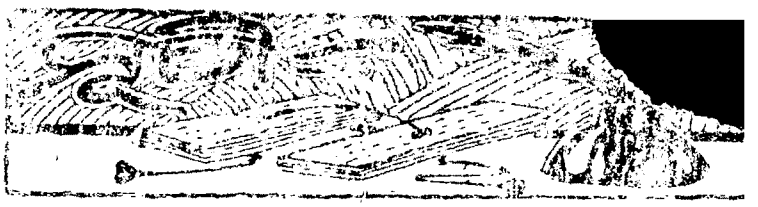

	বিষয়		লেখক
১।	শরৎ	(কবিতা)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
২।	কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ	(স্মৃতিকথা)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৩।	প্রাচীন সাহিত্যিকগণ ও য়ুরোপীয় সমাজ	(প্রবন্ধ)	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়
৪।	কাঠ বেড়াল	(গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৫।	ফ্রান্সে ও রুষিয়ায় বিদ্রোহ	(প্রবন্ধ)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬।	[illegible]	(প্রবন্ধ)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৭।	[illegible]	(ধর্ম্ম প্রবন্ধ)	শ্রীযুক্ত শ্রীমতী [illegible]
৮।	[illegible]	(প্রবন্ধ)	মহারাজ কুমার শ্রীবীরেন্দ্রসিংহ রায়
৯।	[illegible]	(গল্প)	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১০।	[illegible]	(গল্প)	শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ
১১।	[illegible]	(রাজনীতিক প্রবন্ধ)	শ্রীজনৈক যুবক [illegible]

টাঙরার হোটেল টি কোম্পানী

৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

পূজার আনন্দ উপভোগ করতে হলে

গান করবেন

'টাঙরার' এর এক পেয়ালা গরম চা—

হর্ষে পাবেন প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ও জলযোগে

—টাঙরার-এর চা—

দেখে চোখ জুড়াবে—খেয়ে পাবেন তৃপ্তি—খাইয়ে পাবেন তৃপ্তি।

দার্জ্জিলিং আসাম তুয়ার্স এর টাটকা চা

এখানে পাবেন।

উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিচালিত কলিকাতার রাজধানীর প্রতিষ্ঠান।

—ম্যানেজার—

—টাঙরার হোটেল টি কোম্পানী

৩ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	বাতাপি লেবু		শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৭৪
২।	বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সার		(শীলভদ্র)	৭৯
৩।	মোগল ও রাজপুত	(ঐতিহাসিক প্রবন্ধ)	শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	৮৭
৪।	নক্সাবন্ধুবের মুক্তি		শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়	৯২
৫।	জন্ম দুঃখী	(গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ [illegible]	৯৭

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট বেলিং কোং লিঃ

হেড অফিস—৩০ নং ধুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ—চাঁদপুর (ত্রিপুরা) রামগঞ্জ এবং চাটুহনী (নোয়াখালি)

পাট বাংলার নিজস্ব সম্পদ—পাটের ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং চেষ্টা।

ইহার অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য।

মজুমদার ব্রাদার্স লিঃ
ম্যানেজিং এজেণ্টস্।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার মজুমদার
ডিরেক্টার ইন-চার্জ্জ।

উৎসবে বিপদে বন্ধুঃ বিলাস ও সঞ্চয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশ—

বিশুদ্ধ গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার

এর

প্রাচীন প্রতিষ্ঠান—স্থাপিত ১২৯০

রাখালচন্দ্র দে

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার

২১ নং বড়বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	
১৬।	গ্রন্থ-সাহিত্যের জন্মরহস্য		শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস	...
১৭।	ভারতচন্দ্র—ঈশ্বরচন্দ্র-যুগের-কথা সাহিত্য		শ্রীকালীপদ সিংহ	...
১৮।	শিশু-সাহিত্য-মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	শ্রীমতী মণিমালা দেবী	...
১৯।	শ্রীশ্রীশারদীয়া		শ্রী[illegible]লোক[illegible]শাস্ত্রী	...
২০।	সুরের সমাধি	(গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়	...

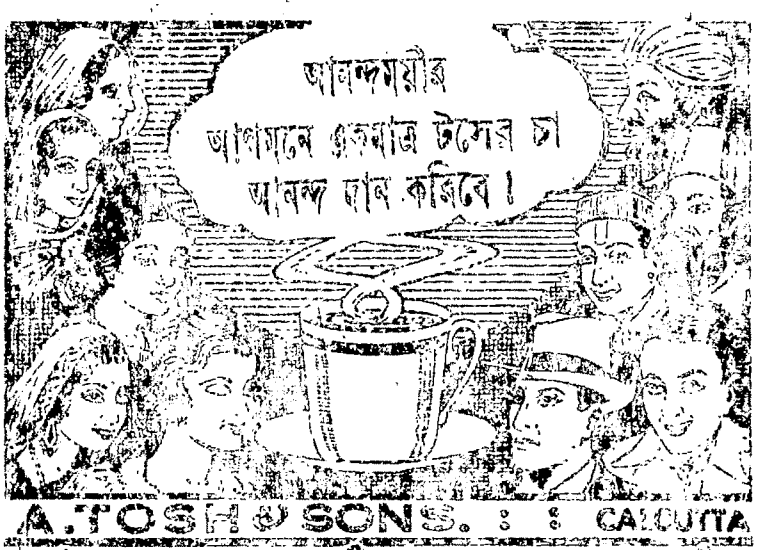

এ, টস এণ্ড সন্স কলিকাতা।

P1162

পাগল ও হিষ্টিরিয়া রোগীর স্বপ্নপ্রাপ্ত মহৌষধ

৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ পরীক্ষিত

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও পাটনা হাইকোর্টের ভারত-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মাননীয় [illegible] ঈশ্বায় আদেশের স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ ব্যবহারে গত ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল সহস্র সহস্র পাগল হিষ্টিরিয়া রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

একমাত্র প্রতিষ্ঠান - [illegible]

[illegible], [illegible], চিনা পেয়ার।

"শ্রীমাণি বাণি"
ভ্রোতলী ও শিবতলার
একমাত্র পরিচয়
পাবলীয়।
সকল রকম সিলের কৌটায়
পাওয়া যায়।
শ্রীমাণি ব্রাদার্স
৬ নং রামকৃষ্ণ রে ঘাট রোড
কলিকাতা।

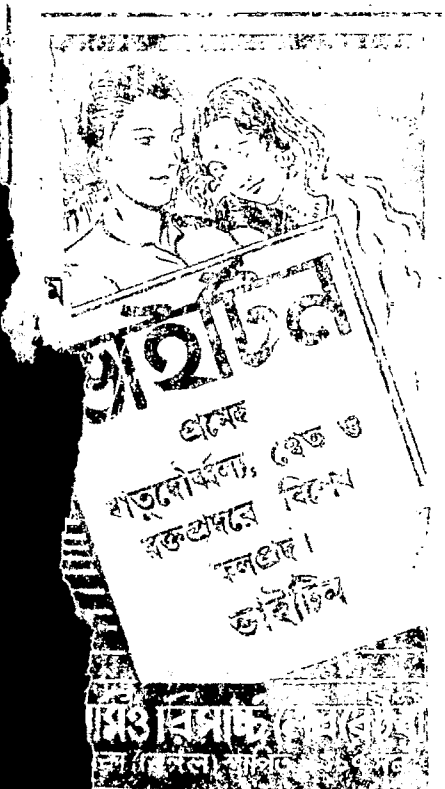

ভারতবাসী হিসাবে আপনি
নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করিবেন!
* * *
সুলেখা কালি
বিংশতি শিল্পোন্নতি ফাউনটেন পেন
কালির সহিত সাফল্যের সহিত
ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে।
* * *
মৈত্র ব্রাদার্স ৩৩ [illegible]
[illegible]
[illegible] কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক		পৃ
২১।	**রঙ্গ চিত্র ঃ—**			...	১২
		(ক)	সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের স্বরূপ		
		(খ)	তুলনায় আলোচনা		
		(গ)	মারাত্মক		
		(ঘ)	বাঙ্গালা		
২২।	সীতা	(কবিতা)	শ্রীমোহিতকুমার রায় চৌধুরী	...	১৩০
২৩।	যুদ্ধের ঘটনা		শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	...	১৩২
২৪।	বঙ্গদেশ কি রক্ষা পাইবে ?	(প্রবন্ধ)	শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	...	১৪৩
২৫।	চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ	(প্রবন্ধ)	শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়	...	১৫৬
২৬।	বঙ্গদেশ ও দামোদরের প্লাবন	(প্রবন্ধ)	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র	...	১৬০
২৭।	পরিণতি	(গল্প)	শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৭০
২৮।	অক্লান্তকর্ম্মা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	(প্রবন্ধ)	শ্রীমতী শান্তা দেবী	...	১৭৭
২৯।	বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ	(প্রবন্ধ)	শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়	...	১৮৪
৩০।	দিন-শেষে	(কবিতা)		...	২১৫

বধিরের শ্রবণশক্তি ?

চিরতরে আরোগ্য—পুনরাক্রমণের ভয় নাই

বধিরতা—অতি সহজ উপায়ে আশ্চর্য্যরূপে পুনরায় শ্রবণশক্তি ফিরাইয়া আনা হয়। শ্রবণযন্ত্রে যে কোন প্রকৈবল্য ঘটুক না কেন চিন্তার কারণ নাই। গ্যারাণ্টিযুক্ত এবং প্রসিদ্ধ **"এমারেল্ড পিলস্ এণ্ড র‍্যাপিড আউরা ড্রপ"** (রেজেষ্ট্রীকৃত) (একত্রে ব্যবহার্য্য) পূর্ণমাত্রা—২৭৸০ আনা, পরীক্ষামূলক চিকিৎসা—৭৷০ আনা।

শ্বেতী বা ধবল

শরীরের শাদা দাগ কেবলমাত্র ঔষধ সেবন দ্বারা অভূতপূর্ব্ব উপায়ে আরোগ্য করিবার এই ঔষধটি আধুনি উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। দৈব ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-সম্মত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত "নিউকোডারম (রেজিষ্ট্রীকৃত) প্রতি বোতল—২৫৸০ আনা মাত্র। ইতিমধ্যেই ইহার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে পড়িয়াছে। বংশানুক্রমিক অথবা যে কোন প্রকার ধবল হউক না কেন, এই ঔষধ সেবনে আরোগ্যের আমরা স্পর্দ্ধা সহকারে দিয়া থাকি।

অ্যাজমা কিউর

আপনি চিরদিনের মত হাঁপানীর হাত হইতে মুক্তি চান? আপনি অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে রোগ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছে মাত্র। আমি আপনাকে স্থায়ী ভাবে আরোগ্য করিব। পুনরাক্রমণ হইবে না। যত দিনের পুরাতন যে কোন প্রকার হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস, শূলবেদনা, অর্শ, ফিশচুলা সা সহিত আরোগ্য করা হয়।

ছানি (বিনা অস্ত্রে)

কাঁচা হউক পাকা হউক কিছু যায় আসে না। রোগীর বয়স যত বেশীই হোক কোন চিন্তার কা সুনিশ্চিতভাবে আরোগ্য হইবে। রোগশয্যায় বা হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। আপনার বিবরণ, রোগের ইতিহাসসহ পত্র লিখুন :—

ডাঃ শ্যারম্যান এফ সি এস, (ইউ-এস
বালিয়াডাঙ্গা (ফরিদপুর) বেঙ্গল।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভেলভেট স্নো

সৌন্দর্য্য
প্রকৃতির দান নয়
সাধনার ধন

পি, এম্, বাক্‌চি এণ্ড কোং
= কলিকাতা :: ঢাকা =

নগেন্দ্রনাথের -

হিমকল্যাণ

শরৎ আসে তার রূপ সম্ভার নিয়ে, প্রকৃতিদেবী সাজে
এক অপরূপ সাজে, শরৎ সুষমার এই স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর
মাঝে আপনার গৃহকে আনন্দ-মুখর করে তুলুক—
ভেষজ-বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর হিমস্নিগ্ধ

হি ম ক ল্যা ণ ।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

P1162
Page No. 21-22 missing

নারায়ণী বসুমতী

আশ্বিন] নমো নারায়ণায় [১৩৫১

শরৎ

নিবৃত্ত-মেদুর মেঘে ঝর ঝর বারি-বরিষণ—
চঞ্চল-চপলা-দীপ্তি, গুরুমন্দ্রে মেঘের গর্জ্জন।
অবসান বরষার কেকা-রবে শিখী আর
স্তব্ধতা বিদীর্ণ করি' বনভূমি করে না মুখর—
বিহগ-বিরাবে মিশে নির্ঝরের অশ্রান্ত ঝর্ঝর।
নীরসে সরস করি,' সরিৎসরসী ভরি,'
ধূসরে হরিৎ লেপে করি' স্নিগ্ধ নবীন শোভায়—
আপনারে নিঃস্ব করি স্নিগ্ধ বর্ষা লয়েছে বিদায়।

শঙ্খ-শুভ্র লঘু অভ্র মন্দ গতি ভাসিছে অম্বরে
ঊর্ম্মি-চূড়ে শুভ্রফেন শোভে যথা সুনীল সাগরে।
মেঘে আর রবিকরে যেন শুধু খেলা করে।
কোথা হতে আসে, আর কোথা যায় বলাকার দল?
স্বচ্ছনীর সরোবর জলচর-সঞ্চার-চঞ্চল।
চল চল ছল ছল তুলিয়া তরঙ্গদল—
কূলে কূলে ভরা জল নদী বহি যায় অবিরাম—
ভাসে স্রোতে তরুপত্র, করে খেলা কুসুমের দাম।

আলো করি' জলরাশি শত দলে ফুটে শতদল;
ঝ'রে-পড়া ফুলে ভরা শ্যামতৃণ শেফালীর তল।
রবির কিরণ পান করি' সারা দিনমান
দিনশেষে রাঙি উঠে স্থলে স্থল-কমলের দল।
কেতকী ঝোপের মাঝে গন্ধ ঢালে সমীরে চঞ্চল।
নানা বর্ণে মনোলোভা জবা-গাছে ফুলশোভা;
চিক্কণ হরিৎ অঙ্গ টগরের ভরা শ্বেত ফুলে—
বিকশিত কাশপুষ্প বায়ুভরে মাঠে মাঠে দুলে।

কহ্লার কমল ফুটে দিবালোকে, কুমুদ নিশায়।
কত জাতি কারণ্ডব মানসের এসেছে হেথায়!
ধান্যক্ষেত্রে—বদ্ধ জলে খেলে তা'রা দলে দলে—
বিহগ-বিরাবে করে মুখরিত বনানী গগন।
প্রভাতে সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ মৃদু-শীতে সুখদ পবন।
প্রভাতে দূর্ব্বার দলে শিশিরে হীরক ঝলে;
বৃক্ষপত্র-অগ্রে দুলে মন্দ বায়ে শিশিরের দুল।
করবীর শাখা নত—গুচ্ছে গুচ্ছে শোভিছে মুকুল।

ক্ষেত্র হ'তে শালি-গন্ধ ভাসি' আসে—
প্রাচুর্য্য-আভাস,
শ্রমের সাফল্য-তৃপ্তি আনি দেয় আশা-অবকাশ।
শ্যামকান্তি ধান্য-ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র;
দেখা দিবে শস্যশিরে এই বার কবিত কাঞ্চন;
সুধার আস্বাদ পা'বে ভাবে মনে ক্ষুধাতুর জন।
তাই নিরানন্দ-মুখে হাসি ফুটে আশা-সুখে,
নিরাশ-হৃদয়ে ফুটে অন্ধকারে আশার কিরণ।
কোজাগরে লক্ষ্মীপূজা প্রাচুর্য্যের পূজা আয়োজন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[স্মৃতি-কথা]

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদকর্ম্মণঃ॥

গীতার এই উপদেশ যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশের উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—"মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন ক'রে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হ'বে"—তাঁহাদিগের সংখ্যা আমাদিগের দেশে—বর্ত্তমান যুগে—অধিক নহে। যে অল্পসংখ্যক লোক সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কায করিয়াছেন—'বসুমতী'র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম।

গত ১৩ই বৈশাখ (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) অক্ষয় তৃতীয়ার পরদিন সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অক্ষয় তৃতীয়া তাঁহার জন্মতিথি—৫২ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৫৩ বৎসরের দ্বিতীয় দিবসে তিনি কর্ম্মবহুল জীবনের কায শেষ না করিয়াই লোকান্তরিত হয়েন। বাঙ্গালা সংবাদপত্র, বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ও বাঙ্গালায় সাহিত্য-প্রচার—এই ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য তিনি বঙ্গদেশে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সেই কার্য্যে তাঁহার সাফল্য ও কীর্ত্তি তাঁহাকে যশস্বী করিয়াছে। বোধ হয়, সেই কার্য্যের গুরু শ্রমই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম ও প্রধান কারণ।

পিতা উপেন্দ্রনাথকে পুত্র সতীশচন্দ্র "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা" পরিচয়ে পরিচিত করিয়া তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন—সাফল্যে তিনি পিতা অপেক্ষা ভাগ্যবান্।

যে পরিবেষ্টনে বালক সতীশচন্দ্র ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যভার বহনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা বিবিধ উপাদানে গঠিত। পিতা উপেন্দ্রনাথ পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য—বিবেকানন্দের "গুরু ভাই"; মাতা ভবতারিণী পরমহংস দেবের পত্নীর বাল্যকালের খেলার সাথী—সতীশচন্দ্র যখন বালক তখনই রামকৃষ্ণশিষ্য সন্ন্যাসীরা সর্ব্বদাই উপেন্দ্রনাথের দোকানে ও প্রতিষ্ঠানে আসিতেন—সন্ন্যাসী অদ্ভুতানন্দ বারাণসীবাসী হইবার পূর্ব্বে দীর্ঘ কাল "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দিরেই" বাস করিয়াছিলেন। সাধু সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গের প্রভাব সেই বিবিধ উপকরণের অন্যতম। আর এক উপাদান—সাহিত্য-সেবা। মার্কিণের প্রসিদ্ধ লেখক অলিভার ওয়েণ্ডওয়েল হোমস লিখিয়াছেন, গৃহের সন্তানদিগকে, যেন পুস্তকাগারে খেলা করিতে দেওয়া হয়; পুস্তক স্পর্শের ফলে তাহাদিগের প্রকৃতিতে জ্ঞানান্বেষণের আগ্রহ সঞ্চারিত হইবে। পুস্তকের কথা, সংবাদপত্র প্রচার, চারি দিকে বিক্ষিপ্ত কাগজ, মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালনশব্দ—সাহিত্য-সৃষ্টির ও সাহিত্য-সেবার সেই সকল উপকরণের পরিবেষ্টনের প্রভাব বালককে প্রভাবিত করিয়াছিল। ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পরে জলধর সেন, দীনেন্দ্র কুমার রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—'বসুমতীর' সেবা করিয়া গিয়াছেন। আর এক উপাদান—সংসারে নিবার্য্য অভাব। নিজ পরিবার বৃহৎ নহে—উপেন্দ্রনাথের এক কন্যা ও এক পুত্র ছিলেন—কন্যা দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন না; কিন্তু ভ্রাতার সংসার—দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় প্রভৃতির সংসার এ সবই উপেন্দ্রনাথের সংসারভুক্ত ছিল এবং সর্ব্বোপরি স্বামী ও স্ত্রী কেহই অর্থ-সঞ্চয়ের স্পৃহা পোষণ করেন নাই, কাযেই সে কৌশল আয়ত্ত করেন নাই। ফলে অবস্থা হইয়াছিল—"আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই"। সতীশচন্দ্র কটকের উকীল অকালনির্ব্বাপিত-জীবনদীপ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম কন্যা ইন্দুপ্রভাকে বিবাহ করিয়া ক্রমে ব্যবসার ভার পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিবার পরে লক্ষ্মী বাস বান্ধিয়াছিলেন। উপেন্দ্রনাথের ও তাঁহার পত্নীর সন্ন্যাসি-গৃহী ভাব তাহার অনুকূল ছিল না।

বাল্যকালে—বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠকালেও বালক সতীশচন্দ্র যখন তখন 'বসুমতী' কার্য্যালয়ে আসিতেন; তখন তাহা তাঁহার খেলার স্থান।—আমি তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছি।

ক্রীড়াক্ষেত্র কিভাবে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তাহা, বোধ হয়, তিনি আপনিও বুঝিতে পারেন নাই। পুত্রের অল্প বয়সেই পিতার কার্য্যভার গ্রহণ কতকটা স্বীয় আগ্রহে, কতকটা প্রয়োজনে। প্রয়োজনের কারণ, পিতার ব্যবসার বিস্তৃতি ও বিশৃঙ্খলা। শুনিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ এক দিন যখন পরমহংস দেবকে বলিয়াছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথের কিছুই করিলেন না, তখন তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ও ত কিছু চাহে না—চাহে কেবল যেটি (যে ব্যবসাটি) ছোট আছে, তাহা বড় হয়। তাহা হইবে।" তাহাই হইয়াছিল—বিডন ষ্ট্রীট হইতে গ্রে ষ্ট্রীটে এবং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে 'বসুমতী'র কার্য্যালয় বহুবাজার ষ্ট্রীটে বিস্তৃততর গৃহে লইতে হইয়াছিল। 'বসুমতী'র (তখন সাপ্তাহিক) প্রচারবৃদ্ধির জন্য বহু ব্যয়ে—অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া—মধুসূদনের ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী "উপহার" প্রদান করা হইয়াছিল।

সৎসাহিত্যপ্রচার চলিয়াছিল। কিন্তু সেই বিস্তৃতির ভিত্তি —ঋণবৃদ্ধি। কাযে কখন বাধা অনুভূত হয় নাই—হইলেও তাহা সহজে অতিক্রান্ত হইত; কিন্তু সর্ব্বনাশের ভয় পিতার না থাকিলেও পুত্রের ছিল। যদি কখন 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠানের রোমাঞ্চকর ইতিহাস রচিত হয়, তবে লোক পিতা-পুত্রের বিস্ময়কর কার্য্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে—বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে তাহা বুঝিতে পারিবে।

পিতার ব্যবসার ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করিয়া শিক্ষানবিশের কায করিয়াছিলেন। ঘড়ীর ব্যবসা হইতে কবিরাজী ঔষধের ব্যবসা পর্য্যন্ত করিয়া তিনি যত অর্থলাভ করুন বা না করুন প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই

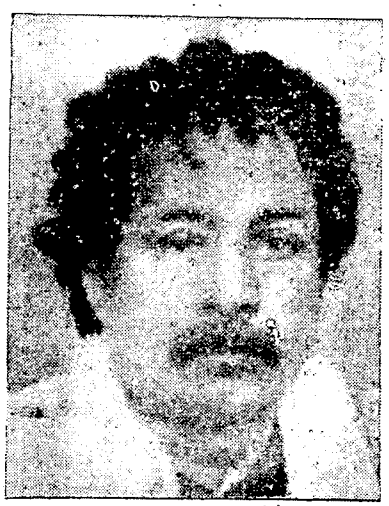

উপেন্দ্রনাথ

সতীশচন্দ্র

রামচন্দ্র

সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে সাফল্যের সোপান রচনা করিয়া দিয়াছিল। সেই সকল ব্যবসার জন্য তিনি ইংরেজীতে একখানি সংবাদপত্র প্রচারও করিয়াছিলেন এবং সেই অল্প বয়সেই একক বাঙ্গালার বাহিরে নানাস্থানে গমনও করিয়াছিলেন। তখন তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গৃহে শিক্ষকের নিকট অবসরকালে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার এই অধ্যয়নের স্পৃহা কখন শিথিল হয় নাই, পরন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার ফল তাঁহার 'সচিত্র মাসিক বসুমতী'র সম্পাদকের কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যে শয্যা তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে —দৈনিক সংবাদপত্রই পাঠ করিতেন না—কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনূদিত মহাভারতও নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া শান্তিপর্ব্বের উপদেশসমূহ বর্ত্তমান সময়ে কিরূপ প্রযোজ্য তাহার আলোচনা করিতেন; আর সঙ্গে সঙ্গে 'মাসিক বসুমতীর' জন্য প্রেরিত প্রবন্ধ পাঠ ও মনোনয়ন চলিত। তিনি স্বয়ং সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠের সুযোগ পায়েন নাই। সে জন্য, বোধ হয়, তাঁহার আক্ষেপ ছিল। কারণ, একমাত্র পুত্রকে ব্যবসার উপযোগী করিবার চেষ্টা অপেক্ষাও সেই শিক্ষাদানে তাঁহার অধিক উৎসাহ লক্ষিত হইত। পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যলাভের গৌরব অর্জ্জন করায় তিনি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হওয়ায় পুত্র যখন বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ব্যবসার ভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তিনি পুত্রের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে এম, এ, পরীক্ষা দিতে নির্দ্দেশ দেন। যাঁহারা ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে রাইল্যাণ্ড লাইব্রেরী নামক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, রাইল্যাণ্ড স্বয়ং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া যে আক্ষেপ মনে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে লোকশিক্ষার জন্য প্রভূত অর্থব্যয়ে ঐ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করিয়াছিল। সতীশচন্দ্রের পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে নিযুক্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে রাইল্যাণ্ডের কথা আমাদিগের মনে হয়।

সতীশচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজ উদ্যমে বাঙ্গালা সাহিত্যের

সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন এবং 'বার্ষিক বসুমতীর' জন্য রচনা সংগ্রহে ও 'সচিত্র মাসিক বসুমতীর' জন্য রচনা নির্ব্বাচনে ও সংশোধনে সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞাপন-রচনা যে সাহিত্য-শিল্পের নৈপুণ্য-পরিচায়ক হইতে পারে, তাহাও উপেন্দ্রনাথ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সেই নৈপুণ্যে পুত্র পিতার বৈশিষ্ট্যও অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে পাঠকের মনে হইত, তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইত, তাহাতে নূতন কিছু না থাকিলেও তাহা লোককে আকৃষ্ট করিতে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

সতীশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—তিনি কখন সাহিত্যিক ব্যবসা-বুদ্ধি সাহিত্যপ্রীতির ভাবাবেশে রঞ্জিত হইতে দেন নাই। সে বিষয়ে ব্যবসায়ী সাহিত্যিককে পরাভূত করিত। মেকলে বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাজনীতিক পিটের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সতীশচন্দ্রের কার্য্যে তাহাই মনে হয় :—

"He was doubtless right in thinking that, in general, poetry, history and philosophy ought to be sufferad like calico and cutleory, to find their proper price in the market."

সে বিষয়ে যে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, তাহাও তিনি বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বলিয়াই গ্রন্থকারভেদে লাভের অংশের তারতম্য করিতেন ; কিন্তু সাধারণতঃ সেই তারতম্যবিচারে ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয়ই অধিক প্রদান করিতেন।

সতীশচন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই পিতার নিকট হইতে কার্য্যভার সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পিতার প্রতিষ্ঠিত বিরাট প্রতিষ্ঠানের বিরাটত্ব রক্ষা করাই সে বিষয়ে তাঁহার কার্য্যের কারণ ছিল। পিতা যে বহু মূল্যবান পণ্যে পূর্ণ জাহাজ বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে ভাসাইয়াছিলেন, তাহা সাফল্যের বন্দরে উপনীত হইবার পথেই ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া শৈলমালায় আঘাত পাইয়া—নানা দুর্য্যোগে পথেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। পুত্র তাহাকে যে ভাবে ও যে পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাই সাফল্যের সরল পথ।

মৃত্যুকালে পিতার বয়স ৫৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল এবং তাহার অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসার কর্ত্তৃত্ব ক্রমে পুত্রের হস্তগত হইয়াছিল। যখন উপেন্দ্রনাথ মৃত্যু-শয্যায় তখনও সতীশচন্দ্র এত অল্প-বয়স্ক যে, পিতার মৃত্যুদিনে চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোগীর গৃহে সমবেত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে ও বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন, "ছেলেটি ত দেখছি বালক—ওকে আর কি বলব ; আপনাদের ব'লে যাই—রাত ৯টা কাটবে না।" যখন ব্যবসা বা সম্পত্তি সম্পর্কিত জটিল কার্য্যে সতীশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিকট যাইতেন, তখন ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে "ছোকরা" বলিয়াই অভিহিত করিতেন।

যখন উপেন্দ্রনাথের অকাল-মৃত্যুতে এই তরুণের স্কন্ধে 'বসুমতী' প্রতিষ্ঠানের গুরুভার পতিত হইল, তখন সতীশচন্দ্র আপনার স্বতন্ত্র সব ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—সেই সব ব্যবসায় অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। বিরাট প্রতিষ্ঠান, বিপুল ঋণ, পরিব্যাপ্ত বিশৃঙ্খলা, বহু পোষ্য—এই সকল লইয়া সতীশচন্দ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, তখন ৩ জন তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহাকে আশা না দিলে তিনি কায করিতে পারিতেন না—যিনি 'বসুমতীর' জন্য কাগজ সরবরাহ করিতেন তাঁহার সেই পিতৃবন্ধু আশা দিয়াছিলেন, ছাপিবার জন্য যত কাগজের প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি দিয়া যাইবেন—মূল্য পরে দিলেই হইবে ; মুদ্রাকর—তাঁহার পিতার আত্মীয়—আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বিভাগের কায চালাইয়া যাইবেন, তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহজন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না ; সম্পাদক বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিভাগের ভার তিনি লইলেন, অন্যান্য বিভাগে সুব্যবস্থা করিলেই হইবে।

সতীশচন্দ্র সেই ৩ জনের সে দিনের আশ্বাস-দান পরে বহু বার কৃতজ্ঞতাসহকারে উল্লেখ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আশ্বাস-দানের নৈতিক মূল্য যত অধিকই কেন হউক না—তাহার আর্থিক মূল্য অধিক হয় নাই। কারণ, তিনি তখন যে আর্থিক সঙ্কটের চিন্তায় বিব্রত হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। গ্রীষ্মকালে কোন কোন দিন দিনান্ত গগনে মেঘমালা পুঞ্জীভূত হইয়া যেমন গর্জ্জনে আপনার অন্তর্নিহিত বিপদের বিদ্যমানতা জানাইলেও বাতাসে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া যায়, সম্ভাবিত বিপদ তেমনই অন্তর্হিত হইয়াছিল। কারণ, সতীশচন্দ্রের ব্যবসাবুদ্ধিতে যেমন উপেন্দ্রনাথের সময়ে যে বিশৃঙ্খলা ও অমিতব্যয়িতা প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বদা বিব্রত রাখিত, তাহার স্থান শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল, তেমনই সৌভাগ্যদ্যোতক ঘটনা দামোদরের বন্যার মতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই ঘটনা——

গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে —তাহার পর ৪ দিনের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্র পরামর্শ করিয়া 'বসুমতীর' দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে থাকেন ; পাঠকদিগের সংবাদ-ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। তখন ক্ষুদ্রাকার দৈনিক সংস্করণে প্রধানতঃ যুদ্ধের সংবাদই থাকিত এবং তাহা বিক্রেতৃগণ "বসুমতী টেলিগ্রাফ" বলিয়াই ফিরি করিত। সেই নামেই 'দৈনিক বসুমতী' বহুদিন পরিচিত ছিল। তাহা এক পয়সা মূল্যেই বিক্রীত হইত। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন 'বসুমতীর' সম্পাদকরূপে—বাঙ্গালায় ভারতীয়-পরিচালিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া আমি

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলাতে গিয়াছিলাম, তখন 'গ্রাফিক' পত্রে ভারতীয় সম্পাদকদিগের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—যুদ্ধজনিত কারণে কাগজের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ায় পঞ্জাবের 'পয়সা আখবর' পত্র মূল্য ২ পয়সা করিতে বাধ্য হইলেও বাঙ্গালায় 'বসুমতী' মূল্য অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন—

"Mr. Hemendra P. Ghose, still sells his 'Basumati' (Calcutta) at that price."

তখন 'দৈনিক বসুমতী' আর সংবাদমাত্র বহন করে না—সর্ব্ববিষয়সম্পন্ন প্রভাতী সংবাদপত্রে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারের চেষ্টা পূর্ব্বেও হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল চেষ্টা স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই। 'বঙ্গবাসীর' যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল 'দৈনিক' পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহা স্বাবলম্বী করিতে পারেন নাই। 'সমাচার চন্দ্রিকা' আধ পয়সায় বিক্রীত হইত ; ফিরিওয়ালা হাঁকিত "আধেলা হামারা পাস হ্যায়"। তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরেজী সংবাদপত্র 'ইংলিশম্যানের' পরিচালকগণ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে সম্পাদক করিয়া 'সুপ্রভাত' বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন—স্থায়ী করিতে পারেন নাই। সেই সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালা দৈনিক পত্রে অন্তর্নিহিত দৌর্ব্বল্য ছিল এবং তাহাতেই সে সকলের স্থায়ী হইবার অন্তরায় ঘটে। সে সকলে ইংরেজীতে পরিচালিত সংবাদপত্রের মত বিদেশী সংবাদ "রয়টার" কর্ত্তৃক সরবরাহ হইত না—ইংরেজী সংবাদপত্রের ব্যয়-সাধ্য বহু উপকরণ প্রদত্ত হইত না। কাযেই সংবাদপত্র-পাঠকের ক্ষুধা বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠে সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে পারিত না—বাঙ্গালা সংবাদপত্র ইংরেজী সংবাদপত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হইতে পারিত। অথচ এ দেশে কয় জন লোক ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ? সে সকল ত্রুটি 'দৈনিক বসুমতীতেই' প্রথম সংশোধিত হয় এবং সে গৌরব—সে বিষয়ে অগ্রণী সতীশচন্দ্রের।

বাঙ্গালার বাঙ্গালী-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া আমি প্রথমে ইরাকের (মেসোপোটেমিয়ার) যুদ্ধক্ষেত্রে ও পরে য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি। তাহার ফলে 'বসুমতী'র যে সকল সুবিধা হয়, সে সকলের মধ্যে ছাপাইবার কাগজের সুবিধা

অন্যতম। গত যুদ্ধের সময় বিলাত হইতে কাগজ সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠান 'বসুমতীর' জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত কাগজ পাঠাইতেন—তাহা ব্যাঙ্কের নামে 'বসুমতীর' গুদামেই থাকিত। সে সময়ে কাগজের ব্যবসা করিলে 'বসুমতীর' প্রভূত অর্থলাভ হইতে পারিত; কিন্তু সংবাদপত্রের জন্য প্রেরিত কাগজ বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার কল্পনাও করা হয় নাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন দেশে নূতন ভাবের বন্যা আসিল; সেরূপ ভাবের বন্যা স্বদেশী ও বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের পরে আর কখন আইসে নাই। স্বদেশী যুগের আন্দোলন সম্বন্ধে বড় লাট লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছিলেন, তাহা—

"Awakening wave which is sweeping over the Eastern world, overwhelming old traditions, and bearing on its crest a flood of new ideas."

নূতন ভাবের তরঙ্গাভিঘাত বাঙ্গালায় অনুভূত হইল। 'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার কল্পনাতীতভাবে বর্দ্ধিত হইল। দিবারাত্রি ছাপিয়াও চাহিদার উপযুক্ত সরবরাহ করা অসম্ভব হইল। প্রেসের মোটর জ্বলিয়া যায়—সেই জন্য গামলায় লবণাক্ত জলে প্রেসের তার ডুবাইয়া ছাপা চলিতে লাগিল—সর্ব্বদা ভয়, কখন কল ভাঙ্গিয়া পড়ে। বুঝা গেল, রোটারী প্রেস না হইলে চাহিদা মিটান যাইবে না। সতীশ বাবু ও আমি উভয়ে পরামর্শ করিয়া রোটারী প্রেস আনাইবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। "সাবধানী" বন্ধুরা নানা আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। আমরা সে সকল অবজ্ঞা করিলাম। তখন আমার বন্ধু মিষ্টার স্যাণ্ডফ্রক 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক। তিনি আমাদিগকে রোটারী প্রেসে কিরূপে কায হয়, তাহা দেখাইলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম, 'বেঙ্গলী' পত্রের জন্য শ্রীযুত ঘনশ্যামদাস বিড়লা যে রোটারী প্রেস আনাইতেছিলেন, তাহা মিসিগানে রহিয়াছে; তিনি বিক্রয় করিতে পারেন। উভয়ে তাঁহার নিকট গমন করিলাম—মূল্য স্থির হইল। কিন্তু তখন 'বসুমতীর' ভাণ্ডারে তত টাকা মজুদ ছিল না। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনাধীন 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' টাকা দিতে সম্মত হইলেন। টাকা প্রদানের কয় দিন পরে ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন, মিশিগান হইতে প্রেস আনা সময়সাধ্য। তিনি টাকা ফিরাইয়া দিলেন। তখন জার্ম্মাণী হইতে রোটারী প্রেস আনিবার ব্যবস্থা হইল। প্রেস যখন আসিল, তখন তাহা খাটাইবার লোকের অভাব দেখা গেল—ইংরেজ এঞ্জিনিয়ারগণ তাহা পারিলেন না। জার্ম্মাণীর দূত জার্ম্মাণ জাহাজে আগত এঞ্জিনিয়ার পাঠাইয়া দিলে কল চলিল। সে দিন সতীশচন্দ্রের কি আনন্দ। আমরা সমস্ত রাত্রি সম্পাদকীয় কক্ষে, কার্য্যালয়ে ও ছাপাখানায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম; প্রভাতে রোটারী প্রেসে ছাপান কাগজ বাহির হইবার পরে যে যাহার গৃহে গমন করি। তখন কাগজ লইবার জন্য 'বসুমতী' কার্য্যালয়ের সম্মুখের পথ পর্য্যন্ত ফিরিওয়ালায় পূর্ণ—যেন "রথ দোলের ভীড়"। সে দিন অপরাহ্ণে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আসিয়া 'বসুমতীকে' অভিনন্দিত করিলেন। 'বসুমতী' রোটারী প্রেসে মুদ্রিত হইবে জানিয়া পূর্ব্বেই কেহ কেহ তাহার সাফল্য কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদিগের অন্যতম। ভূপেন্দ্রনাথের স্নেহে 'বসুমতী' কখন বঞ্চিত হয় নাই। তিনি যখন বিলাতে তখন সপ্তাহে এক দিন বিলাতী ডাক যাইলেও 'দৈনিক বসুমতী' তাঁহাকে পাঠাইতে হইত; তিনি বলিতেন, "সপ্তাহের সংবাদপত্র সপ্তাহ কাল পাঠ করি।" তিনি কখন কখন অযাচিতভাবে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 'বসুমতীর' উপকার করিয়াছেন।

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমি বলিয়াছিলাম, বৃটেনে লোক ফরাসী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র পাঠ করে না, ফ্রান্সে কেহ ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করে না—আমরা কেন বাঙ্গালা সংবাদপত্রেই পরিতৃপ্ত হইব না? সতীশচন্দ্র তাহা বুঝেন এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ত্রুটি সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন আমার দীর্ঘকালের বন্ধু কেশবচন্দ্র রায় "রয়টারের" ও "এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার" অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা এবং (পরে সার) উষানাথ সেন তাঁহার সহকারী। আমাদিগের আহ্বানে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রে সকল সংবাদ লইলেও তাহা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে—বিবেচনা করিয়া অনেক আলোচনার পরে মাসিক দেয় স্থির করা হইয়াছিল। 'দৈনিক বসুমতী' সংবাদ সম্বন্ধে যে কোন ইংরেজীতে পরিচালিত সংবাদপত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়।

'সচিত্র মাসিক বসুমতী' সতীশচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র ছিল, কিন্তু কোন মাসিকপত্র ছিল না। সেই অভাব দূর করিবার কথা যখন আমরা আলোচনা করিতেছিলাম; সেই সময় ভাগ্যক্রমে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ তাঁহার বহুমূল্য ছাপাখানার যন্ত্রপাতি

লইয়াও ছাপাখানার কাযে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সতীশচন্দ্রের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিয়া শেষে ছাপাখানাটি তাঁহাকে বিক্রয় করেন। সে সময় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পিতৃব্য ভূপেন্দ্রনাথ বসুরই মত, 'বসুমতীর' সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়চন্দ্রের সহিত সতীশচন্দ্রের সেই পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও বিজয় বাবুর নিকট হইতে ক্রীত ছাপাখানা তাঁহার গৃহ হইতে "বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে" স্থানান্তরিত করা হয় নাই—সিংহ মহাশয়ের গৃহেই উহা মুদ্রিত হয়। এই 'মাসিক বসুমতী' প্রকাশ-প্রসঙ্গে ২টি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথম মূল্য। বার্ষিক মূল্য কত হইবে তাহা লইয়া আমার সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। তিনি স্বল্পমূল্যে সাহিত্য

শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (যৌবনে)

প্রচারের যে রীতি 'বসুমতী ' সাহিত্য মন্দিরের" নীতি হইয়াছিল তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা স্থির করিতে চাহেন ; কিন্তু আমি ঐ প্রস্তাব কুণ্ঠার পরিচায়ক বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলি—প্রস্তাব করি, বার্ষিক মূল্য ৬ টাকাই করিতে হইবে। তিনি শেষে আমার মতানুসারেই কায করেন বটে, কিন্তু স্থির হয়, যাঁহারা প্রকাশের পূর্ব্বে বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা প্রথম বৎসর ৫ টাকায় পত্রিকা পাইবেন। দ্বিতীয়—সংখ্যা। তিনি যে কয় সহস্র পত্রিকা মুদ্রিত করেন, তাহা প্রকাশের ২ দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় এবং আবার পত্রিকা ছাপিতে হয়। তাহার কারণ, পূর্ব্বে কখন মাসিকপত্র ফিরিওয়ালা বিক্রয় করিত না। 'বসুমতীর' ফিরিওয়ালারা "কমিশনের" জন্য পত্রিকা ফিরি করে। তদবধি মাসিকপত্রও দৈনিক পত্রের মত ফিরি হয়।

ছাপাখানা লইয়া সিংহ মহাশয়ের সহিত পরিচয়ের ফলে সতীশচন্দ্র জানিতে পারেন—সিংহ মহাশয় তাঁহার পিতার অনুবাদ মহাভারতের একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছিলেন—কায অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সতীশচন্দ্র স্বল্প মূল্যে সেই সব কিনিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ ছাপাইয়া তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বিক্রয় করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সিংহ মহাশয়ের প্রথম সংস্করণের পরে তাঁহার শ্বশুর চন্দ্রনাথ বসু প্রকাশ করেন এবং তাহার পরে 'হিতবাদী' পত্র হইতে এক বার তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সব সংস্করণ শোভন নহে। সতীশচন্দ্র শেষে—মনু সংহিতার, রামায়ণের ও শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদসহ শোভন সংস্করণ প্রকাশের পরে—কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা মহাভারতের অতি উৎকৃষ্ট শোভন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ গ্রন্থকার সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সতীশচন্দ্র তাহা করিয়াছিলেন।

এ সব সতীশচন্দ্রের অমূল্য কীর্ত্তি—চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে।

বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।" "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দির " হইতে উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহন,

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, রঙ্গলাল, গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতির কবিতা রচনা ; বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রমুখ সাহিত্যগুরুদিগের প্রবন্ধাদি ; বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, স্বর্ণময়ী দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাতকুমার, নারায়ণচন্দ্র প্রমুখ ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস ও গল্প ; দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ প্রভৃতির নাটকাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদ ; চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত ; কথাসরিৎসাগর প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ এবং স্কট, ডিকেন্স প্রমুখ বিদেশী লেখকদিগের উপন্যাসের অনুবাদ---সবই "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দির" সাদরে পরিবেশন করিয়াছে। সে কীর্ত্তির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দির"---একটি গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্য সতীশচন্দ্রের চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে 'হিতবাদী' হইতে প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, ব্যবসা হিসাবে তাহা সফল হয় নাই---সেই জন্য তাঁহার ভক্তগণ সতীশচন্দ্রের প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথকে সম্মত হইতে দেন নাই। সেই ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমান প্রশান্তকুমার মহলানবিশ অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ রহস্য করিয়া সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন---"আমি সম্মত হইতে পারি ; কিন্তু তুমি প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতে পারিবে না।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচারকার্য্যে "'বসুমতী' সাহিত্য মন্দিরের" গৌরব যে অসাধারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

সতীশচন্দ্রের 'মাসিক বসুমতী' প্রচারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। পিতা উপেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্মজীবনে প্রথমাবস্থায় মাসিক পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া---'সাহিত্য-কল্পদ্রুমের' পরে 'সাহিত্য' পত্র প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। সে ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। 'সাহিত্যের' নিয়মাবলীতে তিনি কার্য্যাধ্যক্ষরূপে লিখিয়াছিলেন---"টাকা-কড়ি পাঠাইবার ও আমায় পত্র লিখিবার সময়---'৩ নং বীড্‌ন স্কোয়ার' এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।" তখন তাঁহার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার সম্পাদক। এক বৎসর পরে তিনি "বিশেষ দ্রষ্টব্যে" লিখেন :---

"আমি 'সাহিত্যের' সমুদায় স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। 'সাহিত্যের' বর্ত্তমান সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অতঃপর 'সাহিত্যের' স্বত্বাধিকারী হইলেন।'

তখনও মাসিকপত্র---যত প্রভাবশালীই কেন হউক না---আর্থিক লাভের কারণ হয় নাই। যে সকল কারণে 'বঙ্গদর্শন' ও 'আর্য্যদর্শন' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং 'সাধনাও' চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করে নাই---উহা তাহার অন্যতম কারণ।

'বঙ্গদর্শন' ১২৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে নূতন আকারে ও প্রকারে সচিত্র মাসিকপত্র 'প্রবাসী' প্রকাশিত করেন। তাহাতে বাঙ্গালা মাসিকপত্রে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই ধারায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশ আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঐ পত্র প্রকাশে প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সকল আয়োজন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয়। সতীশচন্দ্র---'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ৫০ বৎসর পরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' প্রকাশ করেন এবং তাহা বাঙ্গালা মাসিকপত্রসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করে।

সতীশচন্দ্র যেমন পিতার মাসিকপত্র প্রকাশের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তেমনই আপনার ত্যক্ত ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশের কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যৌবনে যখন তিনি উদ্যমের প্রাচুর্য্যে পিতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ব্যতীত অন্য ব্যবসার সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তিনি, সংবাদপত্রের ব্যবসা হিসাবে নহে, আপনার ব্যবসার বিস্তার সাধনের জন্য ইংরেজী সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা প্রধানতঃ বিজ্ঞাপনের বাহনরূপে কল্পিত। বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য ক্রেতার নিকট আপনার পণ্য পরিচিত করিবার জন্যই তাহার প্রকাশ। সেই অভিজ্ঞতা, ক্ষুদ্র বীজমধ্যে বৃহৎ বৃক্ষের প্রাণের মত, তাঁহার অন্তরে রক্ষিত ছিল। যখন রোটারী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল, তখন সেই অভিজ্ঞতা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ আসিয়াছে মনে করিয়া তিনি প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী ও আমি---দুইজনকে যুগ্ম সম্পাদক করিয়া ইংরেজী দৈনিক 'বসুমতী' প্রচার আরম্ভ করিলেন। সেই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি লাইনোটাইপ যন্ত্রাদিতে অল্প অর্থব্যয় করেন নাই। তাঁহার সেই চেষ্টা স্থায়ী হয় নাই। সতীশচন্দ্রের মত অসাধারণ ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের সেই চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্য সেই

ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। ইংরেজী 'বসুমতীর' তিরোভাব কতকটা "ইচ্ছামৃত্যু"। প্রথমে বিদেশী বিজ্ঞাপনদাতারা তাহাতে বিজ্ঞাপন দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, 'দৈনিক বসুমতী', 'সাপ্তাহিক 'বসুমতী', 'সচিত্র মাসিক বসুমতী' 'বসুমতী'-প্রতিষ্ঠানের সকল পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া আবার ইংরেজী 'বসুমতীতে' বিজ্ঞাপন দিলে কি একই পাঠক-সম্প্রদায়ের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে না? ইংরেজী 'বসুমতী' তাঁহাদিগের সেই ভুল দূর করিয়াছিল।

কিন্তু পিতার যে রোগ পুত্র পাইয়াছিলেন, সেই বহুমূত্র সতীশচন্দ্রকে আক্রমণ করায় তিনি আর ইংরেজী 'বসুমতীর' জন্য আবশ্যক মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তিনি কখন কার্য্য হইতে বিরত হইবার কল্পনা করিতে পারেন নাই—কর্ম্মই তাঁহার পক্ষে জীবন ছিল। তিনি মনে করিতেন—

"How dull it is to pause, to make
an end,
To rust unburnish'd not to
shine in use!"

কোন কায তিনি আপনি না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তাহা না হইলে যখন পুত্রকে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপ্রিয়তা তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় নাই। জীবনে তিনি এক বার অপরকে কার্য্য-ভার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উপযুক্ত লোক পায়েন নাই। তিনি ইংরেজী 'বসুমতীর' তৎকালীন কর্ম্মচারী-দিগকে কার্য্যভার প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তিনি যে সে জন্য মাসিক ৪ হাজার টাকা তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে দিতেও চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তখন ইংরেজী 'বসুমতী' স্বাবলম্বী হইতেছে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা সে ভার লইতে সাহস করেন নাই। চিকিৎসকগণ ও শুভার্থীরা তাঁহাকে কার্য্যভার লঘু করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন; কাযেই তখন, অনন্যোপায় হইয়া, তিনি ইংরেজী 'বসুমতীর' প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যিনি জীবনে কখন কোন কাযে অসাফল্য কি তাহা জানিতে পারেন নাই—জয়ের পর জয়েই অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এই কায যে কিরূপ বেদনার কারণ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সতীশচন্দ্র যে জাতীয়তার অনুরক্ত ছিলেন, তাহা অরবিন্দ-সমর্থিত জাতীয়তা। তিনি মনে করিতেন, আমা-দিগের পক্ষে আমাদিগের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অনুরাগী হওয়াই কল্যাণকর। তাহাতে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিকতাই লক্ষ্য করিয়া কায করিতে হইবে। এ বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, আমাদিগের এখনও পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে প্রদান করি-বার অনেক ঐশ্বর্য্য আছে; আর সেই জন্যই বিদেশীর বিজয়ের বাত্যা ও বিপ্লবের বন্যা হিন্দুকে তাহার কেন্দ্র-চ্যুত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। দেশবাসীকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দানের কার্য্য তিনি যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের দ্বারা সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে জাতীয়তায় প্রতিষ্ঠ করিবার কার্য্য তিনি তেমনই সংবাদপত্রের দ্বারা সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি কখন তাঁহার পত্রসমূহকে জাতীয় ভাবের বাহন ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন নাই এবং সেই জন্য পরাধীন দেশে শাসকদিগের অপ্রীতি

আজ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ জনসাধারণের তুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছে।

হিমকানন
মহোপকারী
কেশতৈল
এইচ, এল, পাল এণ্ড কোং
১৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতায়
ও সর্ব্বত্র দোকানেই পাওয়া যায়।

অর্জ্জন করিতেও কখন ভয় পায়েন নাই। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকারের বিরোধী ছিলেন। যখন সেই আইন অনুসারে কাযের ব্যবস্থারম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালায় ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন দলের মধ্যে কংগ্রেসের মতাবলম্বী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু কংগ্রেসের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বাঙ্গালায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিলেন না; অন্য কয়টি দলের মধ্যে মুসলমান দল কয়টি মিলিত করিয়া কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত স্বার্থসর্ব্বস্ব, জমীদার, তথা-কথিত তপশীল-ভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক—এই সকলের কয় জনকে লইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইল। তাহার পরে যখন, বহু প্রদেশে অকংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘের দ্বারা কার্য্য পরিচালন অসম্ভব বুঝিয়া, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন বিলাতে ভারত-সচিব ও ভারতে বড়লাট সচিবদিগের সহিত প্রাদেশিক গভর্ণরের সম্বন্ধ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিলেন, তখন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকারে সম্মত হইলেও বাঙ্গালায় আর কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব হইল না। সেই সময় 'দৈনিক বসুমতী' সচিবসঙ্ঘের কার্য্য জনগণের পক্ষে কিরূপ অকল্যাণকর তাহা বুঝাইয়া সচিবসঙ্ঘের অপ্রীতি-ভাজন হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখাইলে সতীশচন্দ্র সম্পাদক-পরিবর্ত্তন করিয়া সচিবদিগের কার্য্য সমর্থনে 'দৈনিক বসুমতীকে' প্রযুক্ত করিতে সম্মত হইবেন। পাবনায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ 'দৈনিক বসুমতীতে' প্রকাশিত হইল, তাহার সুযোগ লইয়া সচিবগণ পত্রিকা-প্রচার নিষিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া সতীশচন্দ্রকে ডাকিয়া—প্রেস অফিসারের মারফতে—জানাইলেন, সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে পদত্যাগ করাইলে তাঁহারা 'দৈনিক বসুমতীকে' অব্যাহতি দিবেন—নহিলে নহে। যে কয় দিন সময় দিয়া সচিবগণ 'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার নিষিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, সে কয় দিনের মাত্র দুই দিন অবশিষ্ট থাকিতে প্রেস অফিসার সতীশচন্দ্রকে টেলিফোনে ডাকিলেন—বলিয়া দিলেন, তাঁহাকে যাইতে হইবে—কিন্তু আমি যেন তাঁহার সঙ্গে না যাই। সতীশচন্দ্র ও আমি গমন করিলাম—আমি মোটরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, সতীশচন্দ্র প্রেস অফিসারের কক্ষে গমন করিলেন। অফিসার তাঁহাকে জানাইলেন, সচিবদিগের সর্ত্ত, আমাকে সম্পাদক-পদচ্যুত করিতে হইবে। সতীশচন্দ্র সে প্রস্তাব ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন; বলিলেন, "হেমেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করিয়া 'বসুমতীর' ক্ষতি করিতেছেন, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা দুই জন একযোগেই 'বসুমতীর' সেবা করিব।" তাহাতে তাঁহার সংবাদপত্র-প্রচার নিষিদ্ধ হইবে ও ব্যবসার ক্ষতি হইবে বলায় তিনি বলিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ—পিতার এক পুত্র; তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অভাব হইবে না—তাঁহারও একটিমাত্র পুত্র—তাহার জন্যও আর অর্থের প্রয়োজন নাই; সংবাদপত্র তিনি আর অর্থলাভের জন্য পরিচালিত করেন না—ক্ষমতা-পরিচালন ও দেশসেবাই তাঁহার এখন পত্র-পরিচালনের উদ্দেশ্য। এ কথা অফিসারও পরে আমাকে বলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তিনি সতীশচন্দ্রের কথায় তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এক জন সচিবও তাঁহাকে নিজ কক্ষে লইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ভীত হয়েন নাই। তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—বাঙ্গালী সংবাদপত্রের অধিকারীদিগের মধ্যে শিশিরকুমার ঘোষ এক বার ছোটলাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বলিয়াছিলেন—তাঁহার সে আহ্বানে যাইবার ইচ্ছা বা সময় কিছুই নাই; আর সতীশচন্দ্র এক বার তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেস অফিসারকে বলিয়াছিলেন—সরকারের দপ্তরখানায় যাইবার ইচ্ছা বা আগ্রহ কিছুই তাঁহার নাই।

প্রেস অফিসারের নিকট হইতে আসিয়া সতীশচন্দ্র আমাকে বলিলেন, পরদিন বেলা বারটার মধ্যে সরকারের প্রস্তাবের উত্তর দিতে হইবে। আমরা শরৎচন্দ্র বসুর সহিত পরামর্শ করিব স্থির করিলাম। তিনি তখন আসানসোলে একটি মামলা করিতে গিয়াছেন। আমরা আসানসোল যাত্রা করিলাম। পথে আমি বার বার তাঁহাকে বলিলাম, 'দৈনিক বসুমতী' রক্ষা করিতেই হইবে—আমি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি নাই। তিনি কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "'বসুমতী' আপনার ও আপনি 'বসুমতীর'—ইহাই আমার কাম্য।" তিনি সে দিন যাহা বলিলেন, তাহাতে বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের কথাই মনে পড়ে—সংবাদ-পত্র-পরিচালকদিগের কতকগুলি বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য্য; সে সকলের জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। কিন্তু আমরা দেশবাসীর সেবক—সঙ্কটকালে যদি ভয় পাইয়া তাহাদিগকে আমাদিগের ব্যবহারে হতাশ করি, তবে আমাদিগের পক্ষে স্বদেশে বাস করায় আর নির্ব্বাসিত হওয়ায় কোন প্রভেদ নাই।

আধুনিক ডিজাইনের জড়োয়া
গহনার জন্য "নভেলটীর"
সোরুমে আসুন!

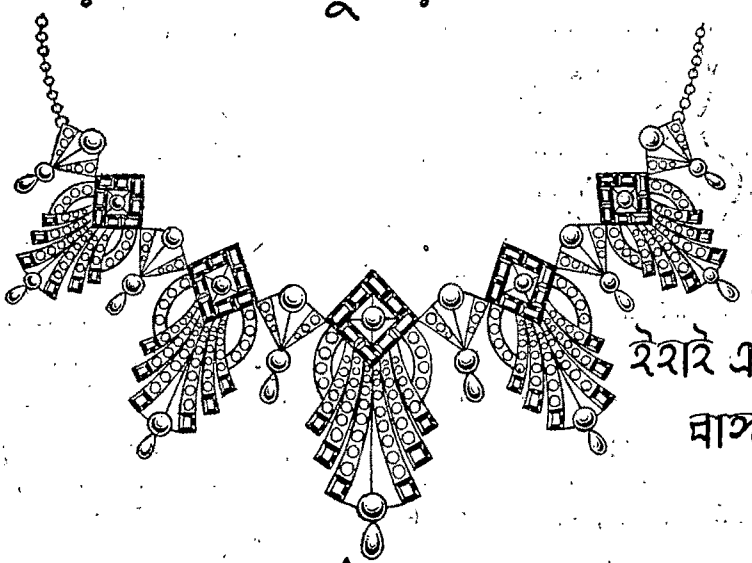

ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য
বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান

নভেলটী জুয়েলারী

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স এণ্ড
ডায়মণ্ড মার্চ্চেন্টস

১৬০/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা • ফোন-বি-বি-১২৫৩

আমরা আসানসোলে যাইয়া দেখিলাম, শরৎ বাবু চলিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগের ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১০টা হইল। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার নিকটে যাইয়া সব কথা বলিলে তিনি সতীশচন্দ্রের দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া সরকারের প্রস্তাবের যে উত্তর লিখিলেন, তাহা পাইয়া প্রেস অফিসার সতীশচন্দ্রকে বলিলেন, তাহা সচিবদিগের ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যায় আমার মনে হইল, এক বার সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারকে সমস্ত বিষয় জানাই। তিনি তখন সিমলায়—বড় লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য। সিমলা পর্য্যন্ত টেলিফোন লাইন কোন কারণে বন্ধ থাকায় বোম্বাই হইতে লাইন পাইলাম। তিনি সেই রাত্রিতেই বড় লাটকে কিছু বলিয়াছিলেন কি না এবং তাঁহার কথা শুনিয়া বড় লাট বাঙ্গালার গভর্ণরকে টেলিফোনে কোন নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিব না। পাঠক পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

সতীশচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ে দপ্তরখানায় যাইলে প্রেস অফিসার বলিলেন, সচিবরা সকলে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার সকল সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে আপনার কক্ষে বসাইয়া রাখিয়া প্রেস অফিসার সচিবদিগের নিকট গমন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সচিবদিগের নির্দ্দেশ—'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার নিষিদ্ধ হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, কিন্তু গভর্ণর টেলিফোন করিয়াছেন, তাঁহাকে না জানাইয়া যেন আদেশ জারি করা না হয়। তিনি লাট-গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া গভর্ণরের আদেশ দেখাইলেন, তিনি সচিবদিগের নির্দ্দেশ বাতিল করিয়া 'দৈনিক বসুমতীর' জন্য ১৫ হাজার টাকা জামিন দাখিল করিবার আদেশ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "'বসুমতীর' মত প্রবীণ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করা যায় না।" "You cannot stop a paper of 'Basumaty's' standing" ইহা যেন কোন নির্দ্দেশের প্রতিধ্বনি। পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিফোনে নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছিল, তিনি যেন অপেক্ষা করেন, 'দৈনিক বসুমতীর' জামিনের টাকা জমা লইতে হইবে। প্রেস অফিসারের টেবল হইতেই টেলিফোনে আমাকে সংবাদ জানাইয়া সতীশচন্দ্র আফিসে আসিয়া টাকা লইয়া জমা দিতে গমন করিলেন। কাল-বৈশাখীর মেঘ গর্জ্জনেই শেষ হইয়া গেল।

তাহার পরে হাইকোর্ট অভিযোগের কারণ প্রবন্ধ নির্দ্দোষ স্থির করায় ১৫ হাজার টাকা প্রত্যর্পিত হইল।

সচিবসঙ্ঘ আহত সর্পের মত অবস্থাগ্রস্ত হইয়া—তাঁহাদিগের কাযের বিরুদ্ধ সমালোচনা রাজদ্রোহ বলিয়া দুইটি মামলা উপস্থাপিত করিলেন। হাইকোর্টে নরেন্দ্রকুমার বসু 'বসুমতীর' পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন—সচিবগণ সরকার নহেন—গভর্ণরের পরামর্শদাতামাত্র।

'দৈনিক বসুমতীকে' বিপন্ন করিবার জন্য আরও অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়েও 'দৈনিক বসুমতীকে' অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। 'দৈনিক বসুমতীর' বিপদ ঘটে নাই। তবে সতীশচন্দ্র অর্থব্যয়ে কাতর হয়েন নাই।

শরৎচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রকুমার বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যবহারাজীবরা ব্যবহারাজীবরূপেই কায করেন নাই—আত্মীয়রূপেও কায করিয়াছেন। যখন সচিবসঙ্ঘ আর কোন উপায়ে 'বসুমতী'কে বিব্রত করিতে না পারিয়া পক্ষকাল তাহার প্রচার নিষিদ্ধ করেন, তখন ব্যবস্থা পরিষদে শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ অন্তর হইতে উদ্গত হইয়াছিল। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন বটে, "সতীশ বাবুর পান আর টাকা—দুই-ই ভাল"; কিন্তু প্রায় দশ বৎসরকাল 'বসুমতীর' উপর দিয়া যে সকল বিপদ বহিয়া গিয়াছে, সে সকল প্রহত করিতে তিনি 'বসুমতীর' বন্ধু ও সহকর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার সহিত 'বসুমতীর' সম্বন্ধ সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমাদিগকে লিখিত পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে:—

"প্রিয় হেমেন্দ্র বাবু,

আমাদিগের প্রিয় বন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিরশান্তিলাভ করিয়াছেন জানিয়া আমি মর্ম্মান্তিক শোকানুভব করিয়াছি। প্রায় দুই মাস মাত্র পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তাঁহার একমাত্র ও গুণবান পুত্রের অকালমৃত্যু তাঁহাকে কিরূপ আঘাত দিয়াছে তাহা অনুমান করা তখনই দুঃসাধ্য ছিল না বটে, কিন্তু সেই আঘাত যে সাঙ্ঘাতিক হইবে, তাহা আমি মনে করিতে পারি নাই। তাঁহার বৃদ্ধা শ্রদ্ধেয়া জননীর, পতিগতপ্রাণা ধর্ম্মানুরক্তা পত্নীর ও যে বালিকা পুত্রবধূর জীবনের আর কোন অর্থই রহিল না—ইঁহাদিগের কথা মনে করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তাঁহাদিগের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে মানুষের সহানুভূতি—যত আন্তরিকই

J. SAHA.
শ্রীকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদীয়
মহাসুগন্ধি কেশ তৈল
জেম কেমিক্যাল · কলিকাতা

কেন হউক না---ফলোপধায়ী হয় না। জগদম্বা তাঁহাদিগকে শান্তি প্রদান করুন।

"আমি যে সতীশবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বহু পরিমাণে তাঁহার আস্থাভাজন হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা আপনার অপেক্ষা অধিক আর কেহই জানেন না। তিনি নানা সময়ে আমার সহিত চিন্তার ও মতের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে আমি তাঁহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সমসাময়িক বহু সাংবাদিক অপেক্ষা তিনি সাংবাদিক হিসাবে বড় হইলেও আমার নিকট তিনি কেবল সাংবাদিকই ছিলেন না। তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচারে তাঁহার মত কায আর কেহই করেন নাই। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের ও সংস্কৃতির অন্যতম উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গজাত প্রেরণাবশে তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতা যে কায আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পবিত্র ন্যাসরূপে লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। যথাকালে তিনি তাহা তাঁহার প্রিয় পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু জগজ্জননীর অনুজ্ঞা অন্যরূপ হয় এবং যাঁহার উত্তরাধিকারী হইবার কথা---তিনিই পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার কায বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই।

"এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই যে, সতীশবাবু দেশের যে সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃতজ্ঞ পরবর্ত্তীরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্মরণ করিবে। তিনি আজ আর আমাদিগের মধ্যে নাই; কিন্তু তাঁহার 'বসুমতী' সাহিত্য মন্দির' বিরাজিত রহিয়াছে। আমি আশা করি, তাহা চিরকাল ও উত্তরোত্তর অধিক পবিত্র জ্ঞানমন্দিররূপে থাকিবে।"

পরাধীন দেশে স্বদেশসেবার আগ্রহের অপরাধে বন্দী শরৎচন্দ্র কুনুরে তাঁহার কারাগৃহ হইতে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে যে সমবেদনাসিক্ত সহানুভূতির অভিব্যক্তি আছে, তাহা মর্ম্মস্পর্শী---তাহাতে তিনি সতীশচন্দ্রের স্বজনগণের অশ্রুতে তাঁহার অশ্রু মিশাইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত সতীশচন্দ্রের চিত্র সম্পূর্ণ ও সুন্দর।

সচিবসঙ্ঘ যখন পক্ষকালের জন্য 'দৈনিক বসুমতীর' প্রচার নিষিদ্ধ করেন, তখন অন্য নামে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল---সচিবসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হইয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের জীবনের শেষাংশে তাঁহার সৌভাগ্য-গগনে বিষাদের মেঘ দেখা দিয়াছিল। প্রথমে তাঁহার এক কন্যার মৃত্যু তাঁহাকে প্রথম শোক প্রদান করে। তিনি স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবণতায় সে শোক কর্ম্মের বাহুল্যে ভুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাহার পরে তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্যে তাঁহাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে হয়। তখনও তিনি কর্ম্মে সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন।

মার্কিণের শিল্প-সমস্যা পুস্তকের লেখক বলিয়াছেন---শিল্পপতিরা সকলেই কঠোর পরিশ্রমকারী। কায তাঁহা[illegible]জীবনের ধ্যান হয় এবং হয় কাযের আগ্রহে নহেত ক্রমবর্দ্ধমান-পরিধি কার্য্যের প্রয়োজনে তাঁহারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে থাকেন। কাযেই তাঁহারা যেন মগ্ন থাকেন এবং একেবারে অবসর গ্রহণ না করিলে আর বিশ্রামলাভ করিতে পারেন না। অবসর গ্রহণ ও শ্রম---এতদুভয়ের মধ্যে কোন পথ নাই বুঝিয়া ধনকুবের কার্ণেগী বয়স ৬০ বৎসর হইলেই অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন---তাঁহার পরবর্ত্তী সোয়াব অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সেই অনুভব করিয়াছিলেন---মানুষের ক্ষমতার সীমা আছে---সে সীমা অতিক্রম করিলে স্বাস্থ্য থাকে না। সতীশচন্দ্রও তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু কাযের আগ্রহে ও প্রয়োজনে তিনি সেই অনুভূতি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি রোগে ও শোকে জীর্ণ তখন---পুত্রের ব্যবসার জাল গুটাইতে ও আপনার কাযের ব্যবস্থা করিতে তিনি---কাহারও নিষেধ না মানিয়া---যুবকের মত পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে শোকের সঙ্গে মানুষের হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত তাঁহাকে পীড়িত করিতে থাকে। কিন্তু তিনি বিপদের অনুভূতি অগ্রাহ্য করেন।

যে বিপদ সম্মুখীন হইলেও তিনি তাহাকে গ্রাহ্য করেন নাই---সেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল; আর নিবারিত হইল না। যে কায তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই অসমাপ্ত কাযের মধ্যে তিনি চিরবিশ্রামলাভ করিলেন।

তিনি যে বিরাট কার্য্যের জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া থাকে, তবুও তাহা লোককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিবে; হয়ত এক দিন তাহা সম্পূর্ণ হইবে।

"To carve thy fullest thought, what though
Time was not granted? Age in history
Like that Dawn's face which baffled Angelo,
Left shapeless, grander for its mystery,
Thy great Design shall stand and day
Flood its blind front from Orients far away."

---শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

প্রাচীন কলিকাতা ও য়ুরোপীয় সমাজ

[শ্রীযুত শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়]

বর্ত্তমান কলিকাতার সহিত প্রাচীন কলিকাতার তুলনা করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরের শোভা ও সৌন্দর্য্যও যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, শহরবাসীর জীবনধারাও তেমনি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয়দিগের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে বর্ত্তমান কালে যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, সে কালের য়ুরোপীয়দিগের সামাজিক প্রথা ও প্রকৃতির বিষয় অবগত থাকা প্রয়োজন। আজ আমরা সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিব।

কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্ চার্ণকের নাম আমাদিগের সুপরিচিত। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় (তৎকালীন সুতানুটীতে) আগমন করেন ও দুই বৎসর পরে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বর্ত্তমান কলিকাতার বৈঠকখানা নামক অঞ্চলে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি গড়গড়া লইয়া তাম্রকূট সেবন করিতেন ও নিকটবর্ত্তী খাল দিয়া যে সব ব্যাপারীরা নৌকায় পণ্যদ্রব্য লইয়া ভাগীরথী অভিমুখে আসিত, তাহাদিগের সহিত বাণিজ্য বিষয়েই কথোপকথন করিতেন। ব্যাপারীদিগের সেই "বৈঠক" হইতেই কালক্রমে ঐ অঞ্চল "বৈঠকখানা" নাম অর্জ্জন করে। এ কথা এখন প্রায় অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইলেও সত্য যে, কেবল জব চার্ণক নহে; সেকালে অধিকাংশ য়ুরোপীয় "হুক্কা" বা হুঁকার বিশেষ ভক্ত ছিলেন ও তজ্জন্য তাঁহাদিগের বেতনভুক্ হুঁকা-বরদার নিযুক্ত থাকিত।

ইংরেজদিগের বহু পূর্ব্বে আর্ম্মেনিয়ান ও পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যব্যপদেশে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন ও এই দেশীয়দিগের সহিতই তাঁহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। বিবাহের পর তাঁহাদিগের যে সন্তান-সন্ততি হইত, তাহারা য়ুরেশীয় নামে অভিহিত হইত ও ইণ্ডো-পর্ত্তুগীজ নামক এক প্রকার নব প্রবর্ত্তিত মিশ্রভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। ইংরেজরা বঙ্গে আসিবার পর জন-সাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রথম প্রথম এই ভাষাই শিক্ষা করিতেন। তাঁহারা কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগকে রোম্যান ক্যাথলিক ও য়ুরেশীয়দিগকে "হাফকাষ্ট" বা সঙ্কর জাতি বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেন।

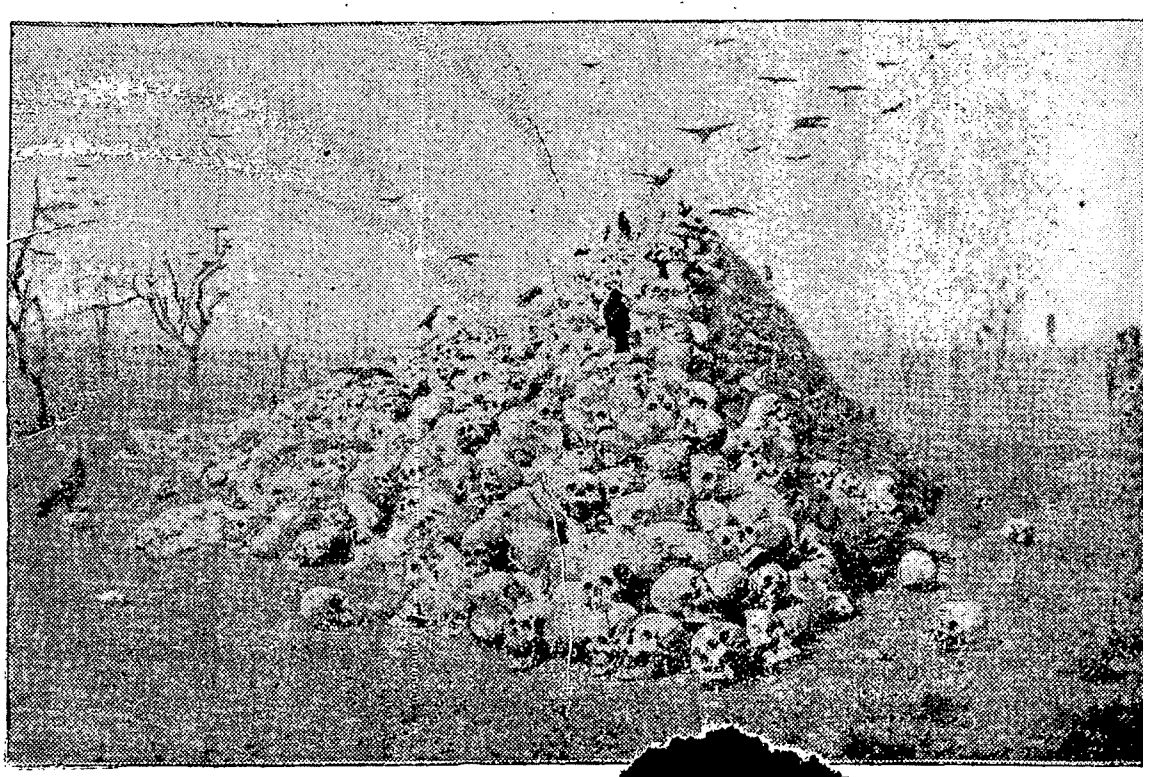

জনৈক্ষর স্বরূপ (প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ শিল্পী

সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতে পাই, নূতন নগর পত্তনের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত পর্ত্তুগীজ, আর্ম্মেনিয়ান, য়ুরেশীয়, ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকরাই কলিকাতার গণ্যমান্য নাগরিকরূপে পরিগণিত হইতেন ও ইঁহারা সকলেই প্রয়োজনহেতু বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে শিক্ষা করিতেন। অবশ্য তাঁহাদিগের হাতে পড়িয়া বহু ক্ষেত্রে বঙ্গবাণীর এরূপ রূপান্তর ঘটিত যে, তাহাকে ভিন্ন ভাষা বলিয়াই মনে হইত। সেকালের য়ুরোপীয়দিগের বঙ্গভাষায় অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য সময়ে সময়ে কৌতুকেরও সৃষ্টি হইত। অধীনস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরা "ডুলি" (পালকী) বাবদ একাধিক বার অতিরিক্ত ভাতার জন্য আবেদন করায় এক জন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ডুলি" কি জানোয়ার যে তাহার আহার্য্য যোগাইতে এত ব্যয় হয়? আর এক দিন লর্ড হেষ্টিংস প্রাতর্ভোজনের জন্য "চাপরাশি" বানাইতে বলিয়া তাঁহার পাচক বেচারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য সে বুঝিয়াছিল, প্রভু "চাপাটি" কথাটি ভুলিয়া যাইয়া তদর্থে "চাপরাশি" বলিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। বাঙ্গালা ভিন্ন তখন য়ুরোপীয়দিগকে অনেক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতে হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের নিকট বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ যুগের প্রারম্ভে কলিকাতার আয়তন বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিস্তৃত ছিল না। সূতানুটী, ডিহি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক যে তিনখানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতার পত্তন হয়, সেই তিনখানি গ্রামই অতি অস্বাস্থ্যকর লবণাক্ত জলাভূমির উপর অবস্থিত ছিল। জীবজন্তুর ও মনুষ্যের বিগলিত শব পথের উপর একাদিক্রমে তিন চারি দিন পড়িয়া থাকিত। সেই কারণে তৎকালে স্থানীয় লোকেরা জ্বর ও কলেরার অনুরূপ এক প্রকার ব্যাধিতে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে হাজারে হাজারে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতায় জ্বরের এরূপ প্রাদুর্ভাব হয় যে, সমস্ত অফিস বন্ধ থাকে। এইরূপ ব্যাধির আরও একটি কারণ ছিল। আদিম কলিকাতায় পাকা বাড়ী অল্পই ছিল। দুই একখানি যাহা ছিল, তাহাও একতল। একতল বাটীর স্যাঁৎসেঁতে জমিতে শয়ন করার জন্যই এরূপ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইত। ইহা ভিন্ন নিম্নশ্রেণীর য়ুরোপীয়দিগের মাতাল অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাতের ন্যায় এক প্রকার মারাত্মক ব্যাধি হইত ও তাহাদিগের যকৃতের উপর স্ফোটক হইয়া মৃত্যু হওয়া অতি সাধারণ ঘটনা ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদ[redacted] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন [redacted] এক-চেটিয়া অধিকার ছিল, সেই সময়ে কোম্পানীর কোন যুবক ইংরেজ কর্ম্মচারীকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিলে তিনি উহা নির্ব্বাসন দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। বস্তুতঃ, খুব দুর্দ্দান্ত ও স্বজনবর্জ্জিত "ডানপিটে" ইংরেজ যুবকরাই সেকালে সাধারণতঃ এ দেশে আসিত। ইহার ফলে এ দেশে ইংরেজদিগের যে সমাজ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, তাহার নৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা অতি নিন্দনীয় হয়। এই দুর্নীতিপরায়ণ ইংরেজ যুবকদিগকে যদিও কোম্পানী বেশ মোটা বেতন দিত, তথাপি তাহারা নানারূপ অসদুপায়ে উৎকোচ গ্রহণাদির দ্বারা, অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে ও সেই অর্থ ভোগবিলাসে অকুণ্ঠভাবে অপব্যয় করিতে বিরত হইত না। এই সকল কারণে উত্তরকালে যখন তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, তখন তাহাদিগের স্বদেশবাসীরা তাহাদিগকে নবাব নামে অভিহিত করিত। এই সকল যুবক এ দেশে অবস্থান-কালে অতিশয় আরামপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিত। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যতাপে তাহারা যাতনায় ছটফট করিত; অথচ এই কষ্ট লাঘব করিবার বিশেষ কোন উপায়ও ছিল না। কারণ, তখন খসখসের পর্দ্দারও প্রচলন হয় নাই, টানা পাখার সৃষ্টি হয় নাই ও বরফের কল ত দূরের কথা, জলের কলও বসে নাই। সুতরাং তাহারা অনেকে অগত্যা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থান জ্ঞানে বারাসাত, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিত ও অতিরিক্ত গরমের দিনে খসখসের পর্দ্দার অভাবে ক্যাম্বিসের পর্দ্দার ছায়ায় বসিয়া অবিরাম ধাঙ্গেশ্বরীর সদ্ব্যবহার করিত।

রাতারাতি নবাব হইবার প্রলোভনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী না হইয়াও তাহাদিগের বিনানুমতিতে কেহ কেহ ভারতবর্ষে বেআইনী বাণিজ্য করিতে আসিত। এই সকল দুঃসাহসী ও অনধিকারপ্রবেশকারী ইংরেজ "এ্যাড্‌ভেনচারার" ও "ইণ্টারলোপার" নামে অভিহিত হইত ও তাহারা অত্যন্ত অবজ্ঞার পাত্র ছিল। সেই জন্য ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর দশ মাইলের মধ্যে যদি এমন কোন য়ুরোপীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত, যে কোম্পানীর লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেখাইতে পারিত না, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া ইংলণ্ডগামী জাহাজে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইত।

সেকালে এ দেশবাসী ইংরেজরা দেশীয়দিগের সহিত নিয়ত বাসের ফলে বহু ক্ষেত্রে দেশীয় আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া যাইতেন, দেশীয় রমণী বিবাহ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত জব্ চার্ণক সহমরণোদ্যতা একটি হিন্দু রমণীকে সহমরণে নিবৃত্ত করিয়া বিবাহ করেন ও সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার সন্তান-সন্ততিও হয়। কিন্তু নবাগত ইংরেজরা

প্রথম যখন জাহাজ হইতে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের আত্মাভিমান প্রবল থাকায় তাঁহারা এদেশীয়দিগের আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন—এমন কি, প্রখর সূর্য্যকিরণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেও স্ত্রীজনসুলভ আচরণ বোধে দেশীয় "বাবু"দিগের ন্যায় ছাতা ব্যবহার করিতেন না। ফলে তাঁহারা কিছু দিনের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়িতেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের মৃত্যুও হইত।

য়ুরোপীয়রা অধিকাংশই প্রথমে সুতানুটী গ্রামে বাস করিতেন। তখন সেই গ্রামের বিস্তার বর্ত্তমান চিৎপুরের খাল হইতে যোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত ছিল। পরবর্ত্তী কালে শহর যখন আরও ভালরূপে গড়িয়া উঠিল ও কোম্পানীর চেষ্টায় ইহার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইল, তখন য়ুরোপীয়রা চৌরঙ্গী অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় পাকা রাস্তা ছিল না বলিলেও চলে। সেই কারণে তখন শকট আরোহণেরও বিশেষ প্রচলন হয় নাই। কেবল গভর্ণর ও পরিষদের অন্যতম প্রধান শকটে আরোহণ করিতেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ডুলি বা পালকী ব্যবহার করিতেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকরা পালকীতে বাড়ী বাড়ী রোগী দেখিতে যাইতেন। প্রত্যেক রোগীর জন্য তাঁহাদিগকে একটি করিয়া সোণার মোহর দর্শনী দিতে হইত; তাঁহারা ইহা ভিন্ন অতিরিক্ত যাহা পাইতেন, তাহাও অল্প নহে। ঔষধের মূল্য এত অধিক ছিল যে, সাধারণের পক্ষে উহা ক্রয় করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ পরবর্ত্তীকালে কোম্পানী নিজ তত্ত্বাবধানে পুরাতন কেল্লার মধ্যে একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ইংরেজ রমণী অতি বিরল ছিল। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র বঙ্গদেশে দুই শত পঞ্চাশ জনের অধিক ইংরেজ রমণী ছিলেন না। অথচ ঐ সময়ে বঙ্গদেশে প্রায় চারি সহস্র সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ছিলেন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর ভয়েই কোন ইংরেজ রমণী এ দেশে আসিতে চাহিতেন না। অল্পসংখ্যক রমণী যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা রাণীর ন্যায় সমাদরে থাকিতেন। গার্ডেনরীচে অর্থাৎ মেটিয়াবুরুজে যখন বিলাতী জাহাজ আসিত, তখন ইংরেজরা নবাগত স্বজাতীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেন ও আগন্তুকদিগের মধ্যে মহিলা থাকিলে তাঁহার বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে সেই স্থানেই স্থির হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, সাধারণতঃ এরূপ বিবাহের পরিণতি বিবাহ-বিচ্ছেদে হইত এবং তাহা অদূর ভবিষ্যতেই হইত। এই সকল নবাগতা ও নববিবাহিতা রমণী স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অথবা সংসারের কাযকর্ম্মের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না; সে সব কায দাসদাসীরাই সম্পন্ন করিত। বেচারা স্বামীকে মূল্যবান্ অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও রসনা-তৃপ্তিকর ভোজ্যের নিয়মিত যোগান দিয়া যাইতে হইত, ইহাতে সামান্য ত্রুটি হইলেই গৃহে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। এই সকল বিলাসিনী রমণী সাধারণতঃ প্রত্যূষ (?) আট ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকার মধ্যে গাত্রোত্থান করিতেন; দেড় ঘটিকায় মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করিয়া অপরাহ্ণ পাঁচটা অবধি দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেন; ইহার পর রূপ-

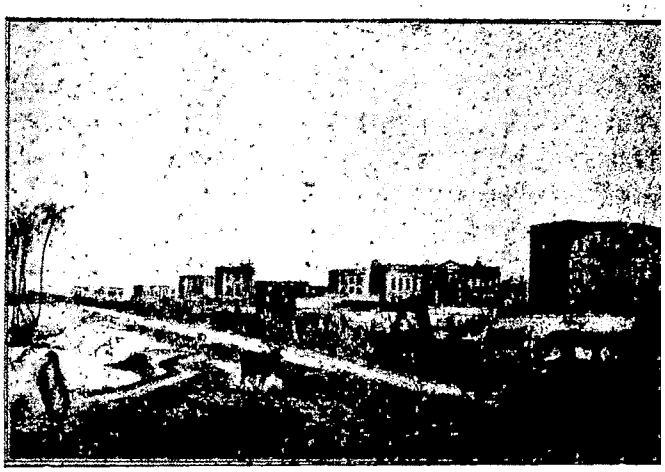

সেকালে কলিকাতা (চৌরঙ্গী—১৭৮৭ খৃঃ)

সজ্জা ও প্রসাধনের বিরাট পর্ব্ব শেষ করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নাচের মজলিস প্রভৃতিতে কালাতিবাহন করিতেন। তাঁহাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে অথবা নদীবক্ষে নৌকায় উপর প্রায়ই নানা প্রমোদ সম্মিলনের ব্যবস্থা হইত। এ হেন রমণীকুলরত্নদিগকে এ দেশে আনয়ন করিতে মাথা-পিছু অন্ততঃ পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত।

ইংরেজ-পুরুষদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীও "নবাবোচিত" ছিল। সকাল সাতটার সময়ে দ্বারবান সদর দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিলে, "সাহেবের" সরকার, পিওন, হরকরা, চোপদার, হুঁকাবরদার, খানসামা, কেরাণী প্রভৃতি তাঁহার দর্শনার্থী ও অনুগ্রহপ্রার্থী ব্যক্তিরা বারান্দায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। প্রধান জমাদার বেলা আটটায় তাঁহার শয়নগৃহে যাইয়া সুপ্ত-নিদ্রোত্থিত প্রভুকে সেলাম জানাইলে "মেমসাহেবকে" তাঁহার দাসদাসীরা একটি স্বতন্ত্র অন্দরের সিঁড়ি দিয়া

তাঁহার খাস কামরায় লইয়া যাইত। প্রভুর শ্রীচরণ শয্যা হইতে ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতেই, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সেবকবর্গ সকলেই একত্র তাঁহার কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকে অবনত দেহে ও নত মস্তকে হস্ত দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভূমি ও ললাট স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিত। তিনি প্রসন্ন বদনে হয়ত সেই সব অনুগ্রহপ্রার্থীর কাহারও দিকে একবার চাহিয়া দেখিতেন হয়ত বা ধীরে ধীরে একটু শিরঃসঞ্চালন করিতেন; তাহাতেই তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত। ইহার পর তাঁহার বেশ-পরিবর্ত্তনের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রায় পুত্তলের মত নিশ্চল হইয়া থাকিতেন ও ভৃত্যরা তাঁহার লম্বা ঢিলা পায়জামা প্রভৃতি খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে আঁটসাঁট প্যাণ্টালুন, পরিচ্ছন্ন সার্ট, মোজা, জুতা প্রভৃতি পরাইয়া দিত। ইহার পরেই ক্ষৌরকারের আবির্ভাব হইত; সে তাঁহার ক্ষৌরকার্য্য করিয়া দিত, নখ কাটিয়া দিত ও কান পরিষ্কার করিয়া দিত। অনন্তর ভৃত্য জলপূর্ণ গাড়ু ও চিলমচি লইয়া আসিত ও তাঁহার মস্তক, মুখ ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া ও তোয়ালে দিয়া মুছিয়া দিত। তখন তিনি একটি ওয়েষ্ট কোট পরিধান করিয়া ও সেবকবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রাতর্ভোজনের জন্য ভোজনাগারে যাইয়া বসিতেন। খানসামা চা প্রস্তুত করিয়া কাপে ঢালিয়া দিয়া পুনরায় তাঁহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইত ও হুঁকা-বরদার গড়গড়ার নলের অগ্রভাগটি অতি সন্তর্পণে তাঁহার হস্তে ধরাইয়া দিত। তিনি ভোজন, চা পান ও ধূমপান করিতে থাকিতেন ও সেই অবসরে নির্দ্দিষ্ট ভৃত্য তাঁহার কেশ-প্রসাধন করিয়া দিত। ইতোমধ্যে তাঁহার বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দী অতি বিনয় সহকারে সেলাম করিয়া স্বীয় উপস্থিতি জ্ঞাপন করিত ও অন্যান্য সেবক অপেক্ষা প্রভুর অধিকতর সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে পারিত। বিশেষ সম্ভ্রান্ত কোন দর্শনার্থী আসিলে তাঁহাকে উপবেশনের জন্য চেয়ার দিয়া সম্মান প্রদর্শন করা হইত। বেলা দশটা অবধি এইরূপ সমারোহ চলিত। তাহার পরে "সাহেব" অনুচরবর্গ দ্বারা অনুসৃত হইয়া তাঁহার পালকীতে যাইয়া বসিতেন। পালকীর অগ্রে আট জন হইতে বার জন পর্য্যন্ত সুসজ্জিত চোপদার, হরকরা ও পিওন বিশেষ বিশেষ বর্ণের পাগড়ী ও কোমরবন্ধ পরিধান করিয়া ও আশাসোটা প্রভৃতি লইয়া দ্রুতপদে যাইত। পালকীবাহক বেহারা সাধারণতঃ আট জন করিয়া থাকিত ও কাঁধ বদল করিবার সময় তাহাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত, পাছে যাত্রীর কোন প্রকার অসুবিধা ঘটে বা আরামের ব্যাঘাত হয়। কাহারও সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন থাকিলে তাঁহার পিওনরাই বেহারাদিগকে সে কথা জ্ঞাপন করিত ও অগ্রবর্ত্তী হইয়া পথ প্রদর্শন করিত। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে তিনি পালকী হইতে অবতরণ করিতেন না; পালকীতে উপবিষ্ট থাকিয়াই স্বীয় উপস্থিতি জ্ঞাপন করিতেন। এইরূপে কায সমাপ্ত করিয়া বেলা দুইটায় তিনি বন্ধু ও বান্ধবীগণ সহ মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিতেন। মহিলাদিগের সম্মুখেই মদ্যপূর্ণ গ্লাস পরিবেশিত হইত ও হুঁকা-বরদাররা প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া হুঁকা লইয়া প্রবেশ করিত ও হুঁকার নলগুলি প্রত্যেকের হস্তে ধরাইয়া দিয়া পশ্চাতে যাইয়া কলিকার অগ্নিতে ফুঁ দিতে থাকিত। ভোজনশেষে বন্ধুরা বিদায় গ্রহণ করিলে প্রভু শয়নগৃহে প্রবেশ করিতেন ও তৎক্ষণাৎ ভৃত্যরা আসিয়া তাঁহার বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া কেবল একটি ঢিলা পায়জামা ও সার্ট পরাইয়া দিত। রাত্রি সাতটা আটটার পর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ভৃত্যরা প্রাতঃকালের ন্যায় পুনরায় তাঁহার ঢিলা পায়জামা খুলিয়া সুপরিষ্কৃত পরিচ্ছদে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিত, হুঁকা-বরদার গড়গড়ার নল হাতে ধরাইয়া দিত ও তিনি চা পানে প্রবৃত্ত হইলে কেশ-প্রসাধক তাঁহার কেশ-প্রসাধন করিয়া দিত। অনন্তর তিনি একটি উৎকৃষ্ট কোর্ত্তা পরিধান করিয়া বান্ধবীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। রাত্রি দশটায় স্বগৃহে ফিরিয়া তিনি সহচরগণসহ নৈশভোজন সমাধা করিতেন ও রাত্রি বারটা একটার পর মজলিশ ভঙ্গ হইলে ও সহচরগণ বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষমানা শয্যাসঙ্গিনীকে দেখিতে পাইতেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদেও তাম্রকূট য়ুরোপীয়দিগের এরূপ প্রিয় ছিল যে, য়ুরোপীয় মহিলারাও হুঁকায় তাম্রকূট সেবন করিতেন। গৃহে বহু অতিথি-সমাগম হইলে গৃহকর্ত্রী যাঁহাকে তাহার নিজ হুঁকায় ধূমপান করিতে দিতেন, তিনি আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করিতেন।

কলিকাতায় নগর পত্তনের প্রথম ভাগে দিনে দুই বার অফিস বসিত। সকাল নয়টা হইতে বেলা একটা পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় বার সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে দিবানিদ্রা উপভোগের রীতি সে সময় য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ প্রচলিত ছিল যে, বেলা চারিটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পথে এক জনও য়ুরোপীয় দেখা যাইত না।

প্রাচীন কলিকাতার য়ুরোপীয় সমাজে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। বাজী রাখিয়া তাস ও বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেন। সুদৃশ্য কারুকার্য্য-খচিত ময়ূরপঙ্খী-নৌকায় বন্ধু ও বান্ধবীগণ সহ গঙ্গাবক্ষে বিহার করা সেকালের য়ুরোপীয়দিগের এক উল্লেখযোগ্য বিলাস ছিল। ঘোড়দৌড়ের মাঠেও

তাঁহাদিগের বাড়ী হইত। তৎকালে ঘোড়দৌড়ের মাঠ দুইটি ছিল; একটি গার্ডেনরীচের (মেটিয়াবুরুজের) নিকটে, অপরটি ময়দানে। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণে ও ক্রিয়া-কর্ম্মে অজস্র অর্থব্যয় ও সমারোহ হইত এবং পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা প্রায়ই সে সকলে নিমন্ত্রিত হইতেন। সেই সকল সম্মানীয় অতিথিদিগের জন্য ভোজ্য, পানীয় ও আমোদ-প্রমোদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামক সংবাদপত্র হইতে এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"নাচ।—গত সোমবার ৩ অগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাসলীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিনেক দুই পূর্ব্বে সাহেব লোকের দিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারিমেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন শু মদিরা পান দ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল।"

সেকালে কালীঘাট এরূপ পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হইতে তাহার কর্ম্মচারীরাও কালীঘাটের মন্দিরে পূজা দিত। এক বার কোম্পানী ঐ মন্দিরে সসমারোহে শোভাযাত্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন ও পাচ সহস্র টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন।

প্রাচীন কলিকাতায় ইংরেজদিগের আধিপত্যের প্রারম্ভকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মযাজকদিগকে নানারূপে নিরুৎসাহ করিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা সব বাধা অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হইতেন না। কিন্তু কিয়েরন্যাণ্ডার, বুকানন, কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি স্বনামধন্য মহাত্মাদিগের ন্যায় সকল ধর্ম্মযাজকই যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তাহা নহে। উপযুক্ত লোকের অভাবে অনেক সময়ে কোম্পানীরই কোন কর্ম্মচারীকে যাজকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগের না ছিল ধর্ম্মজ্ঞান না ছিল বাকপটুতা। উপরন্তু তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কলহ ও দলাদলি দৈনন্দিন ঘটনা ছিল। কিন্তু তথাপি এই কার্য্যে তাঁহারা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। এক একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে ষোল হইতে কুড়িটি সোণার মোহর ও প্রত্যেক নামকরণের জন্য পাঁচটি মোহর তাঁহাদিগের প্রাপ্য ধার্য্য ছিল। প্রথম প্রথম সাধারণের বোধগম্য "ইণ্ডো-পর্ত্তুগীজ" ভাষায় বক্তৃতা ও উপাসনা হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই সুবিধার জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও উপাসনা বিষয় নানা ভাষায় অনূদিত হইতে থাকে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে মুদ্রিত এইরূপ একটি বাঙ্গালা উপাসনার প্রথমাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

হে বাবা যেশু, বালক নির্ম্মল,
কন্যা মারিয়ার উদরে, শুদ্ধ ধর্ম্ম ফল।
হে বাবা যেশু, হে সোণার বাবা,
তোমারে আমি লই, করি তোমার সেবা।
আমাদিগের কারণ, হইয়াছেন মানুষ;
এত দয়া করেন আমেন আমেন যেশু।

স্বাদে ও গন্ধে সর্ব্বত্রই সমাদৃত

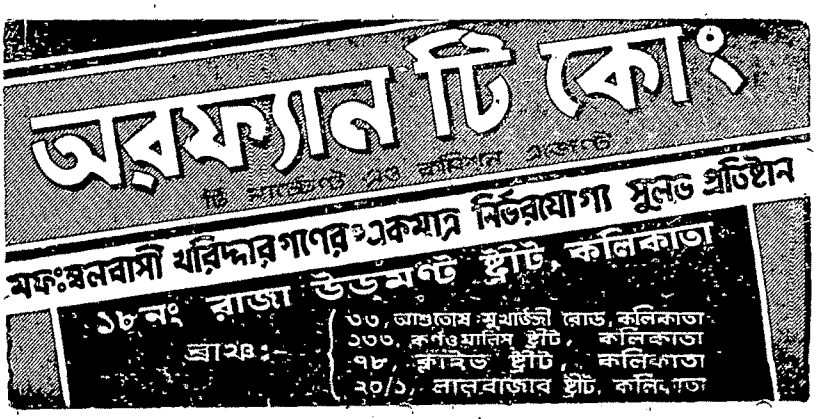

কর্ত্তী-বদল

১

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্ত্তিক। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দিদি নির্ম্মলা যে কক্ষে ভগিনী মুরলা পীড়িত পুত্র কমলকুমারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন তথায় আসিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "মুরলা, তোর জামাইবাবু এসেছেন—কিরণের সঙ্গে কথা বলছেন।"

মুরলা বলিলেন, "তুমি এখনই যা'বে ত?"

দিদি বলিলেন, "কি করি বল? যেতে ত ইচ্ছা হয় না—কিন্তু না গিয়ে উপায় নাই। বিশেষ আজ এক বার ত সুধার বাড়ী যেতেই হবে—বেহান নিজে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। সে বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা।"

"আচ্ছা চল, আমি এক বার জামাইবাবুকে প্রণাম ক'রে আসি। কমলের জ্বরটা দেখা হ'ক।"

দুই তিন মিনিট কেহই কোন কথা বলিলেন না। যে শুশ্রূষাকারিণী জ্বর দেখিবার জন্য থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করিতেছিল, সে সেটি রোগীর দেহ হইতে সরাইয়া—তুলিয়া ধরিয়া খাপের মধ্যে রাখিবার জন্য খাপ ও থার্ম্মোমিটার মুরলার পার্শ্বে উপবিষ্টা তরুণী মলিনাকে দিয়া বলিল—"আমি মাথায় বরফ দিচ্ছি—তুমি লিখে রাখ—১০৫।"

মলিনা উঠিয়া নিকটে রক্ষিত ছোট টেবলে থার্ম্মোমিটার রাখিয়া খাতা লইয়া তাহাতে উত্তাপ লিখিয়া রাখিয়া আসিয়া আবার মাসীমা'র পার্শ্বে চেয়ারে বসিল।

মুরলার চক্ষুতে উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা যেন আরও সপ্রকাশ হইল। তিনি যে দিদিকে বলিয়াছিলেন, তিনি নির্ম্মলার স্বামী প্রমথনাথকে প্রণাম করিতে যাইবেন—বুঝি উৎকণ্ঠায় তাহাও ভুলিয়া যাইলেন।

নির্ম্মলা স্বল্প সময় অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার আর যেতে হ'বে না। আমি কাল সকাল করে'ই আসব। স্থির থাকতেও পারি না—আবার সংসার ফেলেও আসতে পারি না—আর আসতে হ'লেই ওকে আনতে হয়—তোর অসুবিধা করা হয়।"

তিনি যাহার সম্বন্ধে শেষ কথা বলিলেন, সে তাহাতে কুণ্ঠিতা হইল; কিন্তু মুরলা বলিলেন, "মলিনা ত আমার কোন অসুবিধাই করে না, দিদি; বরং যতক্ষণ থাকে, আমার অনেক সাহায্য হয়। ও থাকলে আমার অসুবিধা হয় না—সুবিধাই হয়।"

নির্ম্মলা বলিলেন, "বয়স যা' হয়েছে, তা'তে ত কায করবারই কথা। এখনই মেয়েরা 'ছেলে মানুষই' থাকে—ও বয়সে ত আমাদের সময় 'ঘর করতে' যাওয়াই রীতি ছিল।"

"ওকে তুমি আজ রেখেই যাও না কেন, দিদি?"

"সে-ও-ও থাকতে পারবে না; আর—"

নির্ম্মলার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কক্ষের সম্মুখে বারান্দায় নির্ম্মলার স্বামী প্রমথনাথের ও মুরলার স্বামী কিরণচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই নির্ম্মলা কক্ষদ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মুরলা আসন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই মলিনা তাঁহাকে বলিল, "মাসীমা, আমি থাকতে পারব।" তাহার কণ্ঠস্বরে ও কথার ভাবে নির্ম্মলার কথার প্রতিবাদ অপেক্ষা অনুনয়ের ভাবই অধিক প্রকাশ পাইল।

প্রমথনাথ ও কিরণচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেই নির্ম্মলা উঠিয়া যাইয়া প্রমথনাথকে প্রণাম করিল।

প্রমথনাথ বলিলেন, "আজ ত দ্বিতীয় সপ্তাহের পাঁচ দিন—যে রকম দেখছি, তা'তে একচল্লিশ দিন অবধি হয় ত গড়াবে—টাইফয়েডের রকমই ঐ। তুমি ভয় পেও না।"

নির্ম্মলা বলিলেন, "ক' দিনেই মুরলার চেহারা কি হয়েছে, দেখ।"

শুশ্রূষাকারিণী বলিল, "ওঁর এক মিনিট বিশ্রাম নাই—আমরা থাকলেও এক বার উঠতে চা'ন না।"

নির্ম্মলা তাহাতে বলিলেন, "তোমরা শুশ্রূষাকার্য্য বুঝ বটে, কিন্তু মা'র মন—ও যা' করে সে ব্যবসার জন্য নহে—প্রাণের টানে।"

তাহার পর তিনি ভগিনীকে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করছি, শীঘ্র শীঘ্র ছেলে সেরে উঠুক। কিন্তু আমি বলে' রাখছি, ওকে আর কখন হুট করে ও সব ডানপিটের কাযে যেতে দিস্ না। ও সব কি ওর সহ্য হয়—এ সব অভ্যাস কি ওদের আছে?"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "কিন্তু কা'র ছেলে মেদিনীপুরে কবে ঝড় হ'বে—সে জন্য আগে প্রস্তুত হয়? গল্প আছে, এক ইংরেজ সওদাগর আমাদের দেশে কটি ছেলেদের যে তেল মাখিয়ে রৌদ্রে রাখা হয়, তা'-ই দেখে এসে আফিসের 'বড় বাবুকে' বলেছিল, সে দেখেছে, 'সরকার বানাতা'—ভবিষ্যতে রৌদ্রে জলে ঘুরতে হবে ব'লে সরকারী চাকরীর জন্য ছেলে তৈরী করা হচ্ছে। তেমনই কি কবে কোথায় ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় হ'বে সেই জন্য সেবাকায করতে কতকগুলি ছেলে তৈরী করা হয়?"

নির্ম্মলা বলিলেন, "তোমার দোষেই ত ছেলে অমন হয়েছে। ছেলে পড়ছে—হীরার টুকরা ছেলে; মেদিনীপুরে ঝড় হয়েছে শুনে বললে, সেবা করতে যা'বে—আর তুমি বললে—'যাও'!"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "কি করব, বলুন। কথায় বলে, মানুষ সর্ব্বত্র জয়ী হ'তে চাহে, কিন্তু ছেলের কাছে পরাজিত [illegible]—এ-ই তা'র ইচ্ছা। আমি যে ভাল কায

বারই মাসীমা'র ও মেস-মহাশয়ের অর্থাৎ মুরলা ও কিরণচন্দ্রের সহিত মলিনার ঘনিষ্ঠতা হয়। উভয়েরই সেই শান্ত বালিকাটিকে বড় ভাল লাগিত ; মনে হইত, তাহার শান্তভাব তাহার বয়সের যত অনুপযোগীই কেন হউক না—তাহা তাহার স্বভাবের সহিত এমন সামঞ্জস্য-সম্পন্ন যে, অসঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইত না। তাহার শান্ত-গাম্ভীর্য্য তাহার বয়সের পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হইলেও অশোভন মনে হইত না। কিরণচন্দ্রের ও মুরলার এই মেয়েটিকে বড় ভাল লাগিত। তাহার বৈশিষ্ট্যে ও তাঁহাদিগের একমাত্র সন্তানের বৈশিষ্ট্যে যে বিপরীত ভাব ছিল, তাহাও হয়ত তাঁহাদিগের মলিনাকে ভাল লাগিবার অন্যতম কারণ। কমলকুমার চঞ্চল ও যাহাকে চলিত কথায় "হাতে পায়ে দুরন্ত" বলে তাহাই ছিল। তাহার সেই ভাব কিরণচন্দ্র বুদ্ধির প্রাখর্য্যের ও কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া তাহা সংযত করাইবার চেষ্টা আপনিও করিতেন না, স্ত্রীকেও করিতে দিতেন না। ফলে কমলকুমার সাদরে অভ্যস্ত শিশুর কতকগুলি ত্রুটিও অর্জ্জন করিয়াছিল। তবে কিরণচন্দ্রের ছেলে "মানুষ করার" গুণে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে সব ত্রুটি সে ত্যাগ করিয়াছিল। কেবল তাহার জিদ, কৌতুকপ্রিয়তা ও চাঞ্চল্য তাহার স্বভাবে যেন স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল।

মলিনা প্রথম বার ভাগলপুরে যাইয়াই মাসীমা'র ও কিরণচন্দ্রের যে স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার পর তাহাতে বঞ্চিত হয় নাই এবং তাহা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। প্রমথনাথ তাহার পর একাধিক বার সপরিবারে ভাগলপুরে গিয়াছেন। কারণ, ভাগলপুরে যাইলে অন্য স্থানে যেমন "সংসার পাতাইতে" হইত, তেমন হইত না—তথায় তাঁহারা অতিথির আদরে থাকিতেন। আর সেই সূত্রে মলিনার প্রতি মুরলার ও কিরণচন্দ্রের স্নেহও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি, এক বার যখন প্রমথনাথ সপরিবারে ভাগলপুর হইতে ফিরিয়া যান তখন মুরলার অনুরোধে প্রমথনাথ কন্যাকে পক্ষকালের জন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে নির্ম্মলার আগ্রহ না থাকিলেও নির্ম্মলার কথা রক্ষিত হয় নাই। কারণ, প্রমথনাথ বুঝিতে পারিতেন, নির্ম্মলা আর মলিনাকে কন্যার স্নেহ প্রদান করেন না এবং তাহা তাঁহার দুঃখের কারণ ছিল ; সে অবস্থায় মুরলার ও কিরণচন্দ্রের তাহার প্রতি স্নেহ তাঁহার প্রীতির কারণ হইয়াছিল।

পীড়িত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মুরলা শুনিতে লাগিলেন, অদূরে কোন গৃহে পূজার বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল—কলিকাতার জনকোলাহলও অল্প সময়ের জন্য সুপ্তি ও স্তব্ধতায় পরিণত হইল। তাহার পর আবার জীবনের গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মলিনা —মাত্র কয় ঘণ্টা নিদ্রার পর—জাগিয়া উঠিল এবং উঠিয়াই যেন আপনি, এতক্ষণ ঘুমাইয়াছে বলিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া, মুরলার কাছে আসিয়া বলিল, "মাসীমা, আপনি এক বারও শুতে যা'ননি! আমাকে ডাকেননি কেন?

মুরলা বলিলেন, "আমি শুতে যাব না, মলিনা। এখনও সকাল হ'তে দেরী আছে ; তুমি যাও—ঘুমাবে।"

"না, মাসীমা, আমি বসছি। আপনি একটু গড়িয়ে নিন।"

শুশ্রূষাকারিণীও তাহাই বলিল—"মা, ক'দিন জাগতে হ'বে, কলা ত যায় না। শেষে আর পারবেন না। আপনি যা'ন।"

সেই সময় কিরণচন্দ্রও তথায় আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি বসছি।"

অনিচ্ছায় হইলেও মুরলা উঠিয়া যাইলেন—মানসিক উদ্বেগ যখন দৈহিক শ্রান্তির সহিত সম্মিলিত হয়, তখন যে নিদ্রা মানুষকে অভিভূত করে, সেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

মলিনা মুখে ও চক্ষুতে জল দিয়া আসিয়া কিরণচন্দ্রের

জনপ্রিয় উন্নতিশীল প্রভিডেণ্ট বীমা প্রতিষ্ঠান
●
নূতন বীমা-আইনের নিয়মানুযায়ী দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত
●
আরবাণ প্রভিডেণ্ট
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্
হেড অফিস—৩ ও ৪ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন : ক্যাল—৬১১
পলিসি হোল্ডার ও এজেণ্টগণের সর্ব্ব স্বার্থ সুরক্ষিত।
●
এজেন্সীর সর্ত্তাদি সন্তোষজনক

পার্শ্বে বসিল—রাত্রির অবশিষ্ট সময়ে শুশ্রূষাকারিণী তাহার কাযে যে সাহায্য চাহিল, তাহাই যত্ন সহকারে দিতে লাগিল।

কিরণচন্দ্র মলিনার সেবানৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন।

৩

নির্ম্মলার ভৃত্য আসিয়া প্রাতঃকালেই কমলকুমারের সংবাদ লইয়া গেল এবং তিনি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন আসিলেন তখন ডাক্তারদিগকে বিদায় দিয়া কিরণচন্দ্র রোগীর কক্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ভগিনী আসিলেই মুরলা বলিলেন, "দিদি, মলিনা কি কাযের মেয়েই হয়েছে! এত বড় রোগীর সেবার ভার ওকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। একটু শ্রান্তি নাই!"

নির্ম্মলা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কিরণচন্দ্র বলিলেন, "আমি ত দেখে অবাক! ক' রাত্রি পরে আপনার ভগিনী মলিনাকে ভার দিয়া ঘুমা'তে পেরেছেন।"

মুরলা লক্ষ্য করিলেন, তাঁহাদিগের কথায় নির্ম্মলার মুখে আনন্দপ্রকাশ পাইল না; তিনি বলিলেন, "কায করলেই ভাল। মেঘে মেঘে বেলা ত হয়েছে—মেয়ের ভাগ্য কোন্ ঘরে পড়বেন, তা'ত বলা যায় না। বলে 'লোহা জব্দ কামার-বাড়ী—মেয়ে জব্দ শ্বশুর-বাড়ী।' সেখানে সুখ্যাতি লাভ করতে পারেন তবে ত!"

সরলহৃদয় কিরণচন্দ্র বলিলেন, "আমি ব'লে দিচ্ছি, ও মেয়ে যে ঘরে পড়ুক সুখ্যাতি লাভ করবে—অবহেলায় লাভ করবে।"

নির্ম্মলা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই কর।"

তিনি ভগিনীর নিকট রোগীর অবস্থা জানিতে চাহিলেন। মুরলা মলিনাকে বলিলেন, "বল ত, মলিনা।"

মলিনা বিবরণের খাতাখানি আনিয়া পূর্ব্বদিন নির্ম্মলা যখন চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন হইতে পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সব সংবাদ বলিল।

নির্ম্মলা বুঝিলেন, রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই—আশার কোন ক্ষীণ আলোকও আশঙ্কার অন্ধকারে দেখা যাইতেছিল না।

একটু ভাবিয়া নির্ম্মলা ভগিনীকে বলিলেন, "মা'কে কি একটা সংবাদ দিব? আর সব স্থানে সংবাদ আমি দিয়াছি।"

মুরলা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তিনি সংসার হ'তে দূরে কাশীতে তীর্থবাস করছেন; বিরক্ত করব?"

"'তা'-ই ত ভাবছি। কিন্তু এত বড় অসুখ—যদি একটা সংবাদ না দেওয়া হয়, হয়ত শুনে দুঃখিত হ'বেন। ইলাও সংবাদ পেয়েছে, দাদাও পেয়েছে—হয়ত তা'রা কেহ লিখবে।"

"তবে লিখে দাও। ত'ার পর প্রতিদিন সংবাদ দিলেই হ'বে।"

অন্য সময় যাহাই কেন হউক না—সম্পদে আর সম্পদ অপেক্ষাও বিপদে কন্যার মনে হয়, মাতা নিকটে থাকিলে যেন মনের অভাব পূর্ণ হইত।

নির্ম্মলা রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই মা'কে পত্র লিখিবার কথা বলিয়াছিলেন। রোগীর অবস্থায় যে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার অবকাশই অধিক ছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার স্বামী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মতই জানিতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ না করুন, যদি—যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই হয়! কলিকাতা মুরলার পক্ষে "বিদেশ"—কমলকুমারের জন্যই তিনি কলিকাতায় রহিয়াছেন; তেলিগ্রাম পাইয়া যখন পিতামাতা পুত্রকে আনিতে মেদিনীপুরে গমন করেন, তখন তিনিই ভগিনীর কথায় তাঁহার জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—কলিকাতায় তিনিই ভগিনীর সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন। সে অবস্থায় তাঁহার দায়িত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই তিনি তাহা বিভক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নির্ম্মলা বৃহৎ

আপনার আজকের
"সঞ্চয়ই"
আপনার ভবিষ্যতের সহায়
দুঃখ, দৈন্য ও দুর্দ্দশার মধ্যেও কিছু
কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করুন।
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন
=লিমিটেড=
হেড অফিস: ২০।১সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
—শাখাসমূহ—
ভাঙ্গা ও গোপালগঞ্জ।
ঋণ ও ওভারড্রাফ্‌ট সুবিধাজনক সর্ত্তে অনুমোদিত
সিকিউরিটির উপর দেওয়া হয়।
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
ম্যানেজিং ডিরেক্টর্স
মিঃ এন্, এল্, মুখার্জ্জী, বি, এ, মিঃ এস্, কে ভট্টাচার্য্য বি-এল

সংসারের গৃহিণী—তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান তাঁহার বৈষয়িকবুদ্ধি তীক্ষ্ণ করিয়াছিল; মুরলার তাহার অভাব ছিল। বিশেষ মাতৃহৃদয় কিছুতেই সন্তানের জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না।

সে দিন সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া নির্ম্মলা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মলিনা তাঁহার সহিত যাইবে ত?" মুরলা বলিলেন, "তাঁহার কাছে থাকিলে ভাল হয়।" তাহাই স্থির হইল এবং বিদায় লইবার জন্য প্রমথনাথ যখন এক বার রোগীকে দেখিতে আসিলেন, তখন নির্ম্মলা স্বামীকে বলিলেন, "মুরলা বল্‌ছে, মলিনা আজও ওর কাছে থাকুক। মলিনা ওকে রোগীর সেবায় খুব সাহায্য করেছে।"

তিনি মলিনার জন্য কত ব্যাকুল, স্বামীকে তাহা বুঝাইবার জন্যই নির্ম্মলা সে কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কথা শুনিয়া—কন্যার প্রশংসায় প্রমথনাথ বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন। তিনি মুরলাকে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা হয়, নিশ্চয়ই থাকবে। তোমার মেয়ে নাই—যা'র যে জিনিষের অভাব থাকে, সে তা'র বেশী আদর করে। তোমার দিদির যদি আপত্তি না থাকে, আমি মলিনাকে তোমাকে পোষ্য মেয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।" বলিয়া প্রমথনাথ হাসিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা বলিলেন, "অভাব যত দিন থাকে, তত দিনই আদর থাকে বটে।"

প্রমথনাথ রোগীর রিপোর্ট-খাতা চাহিলে মলিনাই পিতাকে তাহা আনিয়া দিল; তাহাতে সবই মলিনার লিখা। প্রমথনাথ তাহা যত পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ ততই গম্ভীরভাব ধারণ করিতে লাগিল—লক্ষণ একটিও ভাল নহে।

গৃহে ফিরিবার পথে প্রমথনাথ সে কথা স্ত্রীকে বলিলেন। শুনিয়া নির্ম্মলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "সে ত দেখতেই পাচ্ছি; দেখছি আর ভয় পাচ্ছি। মুরলা শ্বশুর-বাড়ীতে ভাগ্যের আহ্লাদী—কখন কোন বিপদ বা দুঃখ পায় নাই—তাই—"

নির্ম্মলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

সে রাত্রিতে মলিনা মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রোগীর শুশ্রূষায় মাসীমা'কে সাহায্য করিল। মুরলা দেখিলেন, তাহাকে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—কোন ত্রুটি হইবে না।

কিরণচন্দ্রও মলিনার সেবাতৎপরতা লক্ষ্য করিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, "আশ্চর্য্য ধৈর্য্য আর সেবা-তৎপরতা।"

ভাওয়াল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—১১৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবিত শাখা

ঢাকা, যশোহর, নৈহাটী এবং
দক্ষিণ কলিকাতা।

এজেণ্ট ও ক্যাশিয়ার আবশ্যক,
সর্ত্তের জন্য অবিলম্বে আবেদন করুন।

রথীন কর
ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

৪

নির্ম্মলার পত্র পাইয়া তাহার মাতা ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে আসিলেন। ভ্রাতা উৎকণ্ঠা জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলেন, "জানিয়া উৎকণ্ঠিত হইলাম। বড় আবশ্যক কাযের জন্য যাইতে পারিতেছি না। কখন কেমন থাকে তার করিয়া জানাইও। ইলার বড় মেয়েটির অসুখ—ব্যস্ত হইবে বলিয়া তাহাকে সংবাদ দিলাম না।"

কমলকুমারের অসুস্থতা তখন তৃতীয় সপ্তাহের শেষে আরও উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে; রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তারদিগের মুখ দিন দিন অধিক গম্ভীর হইতেছে।

মা আসিয়া কমলকুমারের সেবাকার্য্যে কন্যাকে অনেকটা সাহায্য করিতে লাগিলেন। মলিনার কার্য্য-নৈপুণ্যে তিনিও বিস্মিতা হইলেন। নির্ম্মলাও যে মলিনার সেবা লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে। তাহার দ্বারা ভগিনীর কত সাহায্য হইতেছিল, তাহা বুঝিয়া সে আর তাহার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার কথা বলিল না।

সমান উৎকণ্ঠায় রোগবিকাশের তৃতীয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। চতুর্থ সপ্তাহে কমলকুমার অচৈতন্য অবস্থায় কেবল কথা কহিতে লাগিল—সে সবই সেই বন্যাবিধ্বস্ত স্থানে সেবাকার্য্যে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত কথা। সেই সকল কথায় বন্যাবিধ্বস্ত স্থানে তাহার দৃষ্ট অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল, তাহা কোন লেখক বর্ণনা করিতে বা কোন চিত্রকর চিত্রে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। কোথায় মৃতদেহ পড়িয়া আছে—তাহা সরাইয়া দগ্ধ বা প্রোথিত করিতে হইবে; কোথায় শিশু ও মাতা উভয়ের দেহ পাওয়া গিয়াছে—শিশুটির জীবনান্ত হইয়াছে, মাতাকে চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রে পাঠাইতে হইবে। কোথায় গৃহপালিত পশুর শব না সরাইলে দুর্গন্ধে তথায় বাস করা যাইবে না। কোথায় আহার্য্য ও পানীয় আনিতেই হইবে। জ্বরঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় কমলকুমার সেই সব কথা বলিতে লাগিল।

চতুর্থ সপ্তাহে যে জ্বরত্যাগ হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—তবে পঞ্চম সপ্তাহের প্রথম ভাগে রক্ত-স্রাবের পরেও যখন রোগীর নাড়ীর অবস্থা দেহে আতঙ্ক-জনক অবস্থাদ্যোতক হইল না, তখন চিকিৎসকগণ যেন অন্ধকারে আশার অবকাশ লাভ করিলেন—হয়ত রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে। কারণ, আর কোনরূপ জটিলতা উদ্ভূত হয় নাই।

চিকিৎসকদিগের অনুমানই সত্য হইল—ষষ্ঠ সপ্তাহের আগমন-সঙ্গে যেন রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইতে ও স্বাভাবিক অবস্থার পুনরাগমন সূচিত হইতে লাগিল—যেন জীবনের সহিত মৃত্যুর সংগ্রামে মৃত্যু জয়লাভের সম্ভাবনার পর—ক্রমে পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল।

জ্বরত্যাগের পরে দৌর্ব্বল্য দূর হইতে লাগিল—কিন্তু তাহা যে সময়সাপেক্ষ তাহা সকলেই বুঝিলেন। স্থির হইল, কিরণচন্দ্র এক বার ভাগলপুরে যাইবেন—অনেক কায তথায় তাঁহার গমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং ডাক্তাররা কমলকুমারকে লইয়া যাওয়া নিরাপদ বলিয়া মতপ্রকাশ করিলেই আসিয়া সকলকে ভাগলপুরে লইয়া যাইবেন। মুরলার মাতা তত দিন কলিকাতায় থাকিবেন।

কমলকুমারের জ্বরত্যাগের তিন দিন পরেই নির্ম্মলা বলিলেন, "মলিনা কি এ বার গৃহে ফিরিয়া যাইবে?"

মুরলা বলিলেন, "তাঁহার একান্ত ইচ্ছা সে আর দিন কয়েক তাঁহার নিকটে থাকিয়া যায়; কারণ, এত দিন রোগীর শুশ্রূষা করিয়া সে যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহাকে দেখিলেই বুঝা যাইতেছিল। তাঁহার ইচ্ছা—সে একটু সুস্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। তিনি সে কথা দিদিকে কুণ্ঠিত ভাবে জানাইলেন বটে, কিন্তু কিরণ-চন্দ্র যেরূপ অকুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, তাহাতে নির্ম্মলা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, "অনেক দিন পড়া—সেলাই সব বন্ধ আছে।" তাহাতে তাহাদিগের মাতা যখন বলিলেন, "তা' থাকুক—ক' দিনে আর কত ক্ষতি হ'বে?"—তখন নির্ম্মলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মলিনা মুরলার কাছেই থাকিল।

যাই-যাই করিয়া প্রায় দশ দিন পরে কিরণচন্দ্র ভাগলপুর যাত্রা করিলেন।

৫

কিরণচন্দ্র ভাগলপুরে যাইয়া আবার কায গুছাইয়া বসিতে না বসিতেই কিন্তু তিনি মুরলার পত্র পাইলেন—মলিনার জ্বর হইয়াছে। জ্বরের তৃতীয় দিনেও জ্বর-ত্যাগ না হওয়ায়

১১১, দুর্গাপিতুরী লেন, কলিকাতা।

মুরলা লিখিয়াছিলেন, "ডাক্তাররা এখনও কোন মত প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু 'ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলে ডরায়।' আমার ভয় হইতেছে, পাছে টাইফয়েড দাঁড়ায়। মলিনা ত রোগীর সেবা অল্প করে নাই।"

কিরণচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, মলিনাকে তাঁহাদিগের নিকটে রাখায় যখন নির্ম্মলার আগ্রহ ছিল না, তখন তাহাকে রাখা হয়ত তাঁহাদিগের উচিত হয় নাই; আর যখন সে রহিয়া গিয়াছিল, তখন তাহাকে রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ দিতে ভুলিয়া যাওয়া তাঁহাদিগের অপরাধ হইয়াছে—কমলকুমারের জন্য উৎকণ্ঠায় সে কথা তিনিও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পরের পত্রের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই কিরণচন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কিরণচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে নির্ম্মলা বলিলেন, "তোমাদের কি বিব্রতই করলাম! মুরলা ত ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। এই এত বড় রোগের শুশ্রূষা করেছে—এখনও তা'র জের মিটে নাই; আবার ও সমান ভাবে মলিনার সেবা করছে।"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "তা' না করলে চলবে কেন? আমরাই আপনাদের বিব্রত করলাম। মলিনাকে এখানে রাখা আপনার অভিপ্রেত ছিল না। আপনার ভয় পা'বারই কথা; কিন্তু আমরাই ওকে রেখেছিলাম। তাইতেই ত ওর অসুখ হ'ল। সে অপরাধ আমাদের।"

নির্ম্মলা বলিলেন, "সে কি কথা, কিরণ! উনি বলেন, তোমরা মলিনাকে কত ভালবাস—ইনি তা'তে কত আনন্দ প্রকাশ করেন। রোগ কোন্ বাড়ীতে নাই যে, মনে করছ, এখানে না থাকলে মলিনার অসুখ হ'ত না?"

প্রমথনাথ পত্নীর কথায় যোগ দিলেন।

নির্ম্মলার মা বলিলেন, "তোরা আগেই ভয় পাস্ কেন? ডাক্তাররা ত বলছেন, এখনও কিছু বলা যায় না।"

মুরলা বলিল, "তুমি সেই আশীর্ব্বাদই কর, মা—মলিনা সেরে উঠুক—বাপ-মা'র মেয়ে সুস্থ হয়ে তাঁ'দের কাছে যাক।"

প্রমথনাথ বলিলেন, "তোমরা অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তোমরা মলিনাকে যে স্নেহ কর তা'তে—বাঘের দ্বারা পালিত হয়ে মানুষের ছেলে যেমন বাঘের মত হয়ে যায়—ও তেমনই প্রায় তোমাদেরই হয়ে গেছে।"

কিন্তু মলিনার জ্বর দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িলেই বুঝা গেল, তাহা সাধারণ জ্বর নহে—টাইফয়েডই বটে।

ডাক্তাররা প্রথমাবধি সন্দেহহেতু রোগীর প্রতি বিশেষ

—দেশের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান—

কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ

কলিকাতা	ঢাকা	ঝাড়গ্রাম	দার্জ্জিলিং
বড়বাজার	শান্তিপুর	ভদ্রক	রাজসাহী
শ্যামবাজার	তারকেশ্বর	সুত্রাগড়	বগুড়া
দক্ষিণ কলিকাতা	রাণাঘাট	বাগেরহাট	শিলিগুড়ি
হাওড়া	কৃষ্ণনগর	বাঁকুড়া	কালিম্পং
	বেলুড়	গিডনী	বালাশোর
	বালী		চন্দনবাজার

অনুমোদিত জামিন রাখিয়া ঋণ ও ওভার ড্রাফট্ ক্যাশ ক্রেডিট দেওয়া হয়।

আধুনিক সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ফোন: ক্যাল—৬১১

ম্যানেজিং ডিরেক্টর:

মিঃ এস্, কে, চক্রবর্ত্তী

লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন এবং আবশ্যক ঔষধ ব্যবহারে এতটুকু বিলম্বও মুরলা হইতে দেন নাই। তাহাই আশার কথা।

মুরলা নির্ম্মলাকে ও প্রমথনাথকে বলিলেন, "কোথায় ওকে—ওর এত দিন পরিশ্রমের পর সুস্থ ক'রে পাঠিয়ে দিব, আর কোথায়—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া প্রমথনাথ বলিলেন, "তুমি অত ভেব না, মুরলা; গোড়া থেকে ঔষধ পড়েছে—জ্বরও বাঁকা পথ নেয় নাই; হয়ত ভোগাবে—এই পর্য্যন্ত।"

মুরলা বলিল, "তা-ই হ'ক।"

মলিনার জ্বর 'বাঁকা পথে' গেল না বটে, কিন্তু সে জ্বরের 'সোজা পথে'ও যে ভাবনার কারণ অনেক আছে, তাহা অনেকেই জানেন।

মুরলা পুত্রের অসুখে যেমন ভাবে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার মাতা এ বার তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিরণচন্দ্র এ বার, চেষ্টা করিয়া, আরোগ্যের পথারূঢ় পুত্রের সেবা-শুশ্রূষার তত্ত্ব অধিক লইতে লাগিলেন।

মলিনার কুণ্ঠার ভার মুরলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যেন পীড়িত হওয়া তাহার অপরাধ! নির্ম্মলা প্রতিদিনই আসিতেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে রোগীর নিকট থাকা সম্ভব হইত না। তিনি বলিতেন, "আমি থেকে আর কি করব, কেবল—'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।' মুরলা যা' করছে তা'তে শুশ্রূষাকারিণীরাও বলে তা'দের কেবল ব'সে ব'সে টাকা নিয়ে যাওয়া।"

চতুর্থ সপ্তাহে মলিনার জ্বরের উগ্রতা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সেই সপ্তাহের শেষে তাহার জ্বর-ত্যাগ হইল।

তত দিনে কমলকুমার অনেকটা সবল হইয়াছে। সে মলিনার সেবার ও সেই সেবাফলে আপনি রোগাক্রান্ত হইবার বিষয় অবগত হইয়াছিল এবং বার বার আসিয়া মলিনাকে দেখিয়া যাইত। মলিনার জ্বর-ত্যাগের সংবাদে তাহার মন হইতে যেন ভার দূর হইল। সেই ভারহেতু তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতির পথ কতকটা বিঘ্নবহুল হইয়াছিল। সংসারে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার আঘাতে ও স্বার্থের প্রভাবে মানুষের মনোবৃত্তি আবিল ও অনুভূতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার পূর্ব্বে—মানুষের মনে কৃতজ্ঞতা সহজেই প্রবল হয়। সেই জন্যই তরুণ ও তরুণী উপকার সহজে বিস্মৃত হয় না এবং উপকারকারীর প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা সহজেই উদ্ভূত হয়।

কমলকুমারের জ্বর-ত্যাগের পরে স্থির হইয়াছিল—সে স্থানান্তরিত হইবার মত সবল হইলেই তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ভাগলপুরে লইয়া যাইবেন; কারণ, ভাগলপুরে কেবল তাঁহাদিগের বাসই নহে—পরন্তু, কলিকাতার তুলনায় ভাগলপুর স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। কিন্তু কমলকুমারের সেরূপ স্বাস্থ্যলাভের পূর্ব্বেই মলিনা পীড়িত হওয়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব অনিবার্য্য হইয়াছিল।

এখন নির্ম্মলাই প্রথমে বলিলেন, "মুরলা, মলিন ত খুব ভোগাল—এই বার তোরা ভাগলপুরে যা'বার আয়োজন কর।"

মুরলা বলিলেন,—"দিদি, তুমি বড় অন্যায় কর—মলিনা যা' করেছে, তা' আমরা কখন ভুলতে পারব না।"

মুরলার বিশেষ ইচ্ছা ছিল—তিনি মলিনাকে সঙ্গে লইয়া যায়েন—ভাগলপুরে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চয়ই দ্রুত হইবে। কিন্তু ভগিনীর মনোভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া তিনি সহসা সে প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। তবে তিনি কিরণচন্দ্রকে সে কথা বলিলে কিরণচন্দ্র সাগ্রহে সে প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং তিনিই নির্ম্মলার নিকটে সে প্রস্তাব করিলেন।

নির্ম্মলা বলিলেন, "কি যে তুমি বল! রোগা ছেলে নিয়ে যাচ্ছ—আবার একটা রোগী নিয়ে গিয়ে বিব্রত হ'বে কেন?"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "যদি ও বোঝার উপর শাকের আটি হয়, তা'তেই বা ক্ষতি কি? আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, এক মাস পরে মলিনাকে সুস্থ ক'রে আমি মা-বাপের মেয়ে মা-বাপের কাছে দিয়ে যা'ব।"

নির্ম্মলা কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের মাতা বলিলেন, "চলুক না, আমাদের সঙ্গে। কিরণ ত ছাড়ছে না—আমাকেও কিছু দিন ভাগলপুরে থেকে পরে কাশীতে ফিরতে হ'বে।"

তখন নির্ম্মলা আর আপত্তি করিলেন না—বলিলেন, প্রমথনাথের মত কি হয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবেন। তাহা যে একান্ত অনাবশ্যক, তাহা মুরলা জানিতেন। আর প্রমথনাথও মুরলার প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না।

মলিনার জ্বরত্যাগের তিন সপ্তাহ পরে কিরণচন্দ্র স্ত্রী, পুত্র, শাশুড়ী ও মলিনাকে লইয়া ভাগলপুর যাত্রা করিলেন।

৬

ভাগলপুরে আসিয়া কিরণচন্দ্র আবার তাঁহার ব্যবসার ও সম্পত্তির কাযের সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে ব্যাপৃত হইলেন। মুরলার মনে হইল, যেন তাঁহার উপর দিয়া অতর্কিত ভাবে একটা প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে! মুরলার মাতা কবে কাশীতে ফিরিবেন তাহাই মনে করিতে লাগিলেন। কমলকুমার ও মলিনা উভয়েই বয়সের জন্য দ্রুত নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে লাগিল।

কিরণচন্দ্র ও মুরলা উভয়েরই পক্ষে মলিনার প্রয়োজন যেন দিন দিন অধিক অনুভূত হইতে লাগিল—নানা

কাযেই মলিনার ডাক পড়িত এবং মলিনারও সে সংসার যেন পরের সংসার বলিয়া অনুভূত হইত না। নির্ম্মলার ব্যবহারে তাহার সকল কাযেই যে কুণ্ঠার ভাব যেন স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা যত দূর হইতে লাগিল, তত তাহার ব্যবহার আরও মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কমলকুমারের মনে মলিনার প্রতি তাহার সেবার জন্য যে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্থান লাভ করিতেছিল, তাহা যে মলিনার সম্বন্ধে প্রশংসার মধ্য দিয়া ক্রমে আকর্ষণে পরিণতি লাভ করিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মনে হইত—মলিনাকে তাহার ভাল লাগে।

এই অবস্থায় এক দিন কলিকাতা হইতে যে সকল বাক্সে দ্রব্যাদি আসিয়াছিল সেই সকলের একটি খুলিয়া কমলকুমার তাহাতে রক্ষিত খাতাপত্র বাহির করিয়া—জরের রিপোর্ট প্রভৃতি, অনাবশ্যক বোধে, নষ্ট করিয়া ফেলিতে ফেলিতে একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি মেদিনীপুরে সেবাকার্য্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন নারী-সেবা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকাকে লিখিত। কৌতূহলবশে সে পত্রখানি পাঠ করিল—মলিনা সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া তাহার নিয়ম জানিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল।

পড়িয়া কমলকুমার বিস্মিত হইল।

আদালত হইতে ফিরিয়া স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া গাড়ীতে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাওয়া কিরণচন্দ্রের বহু দিনের অভ্যাস। পূর্ব্বে এক স্থানে গাড়ী রাখিয়া সকলে কিছু দূর হাঁটিয়া আসিতেন। কিছু দিন হইতে—যে দিন আদালতে কাযে পরিশ্রান্ত থাকিতেন, সে দিন গঙ্গার কূলে এক স্থানে গাড়ীতেই বসিয়া থাকিতেন; মুরলা স্বামীর কাছে থাকিতেন; কমলকুমার নামিয়া যাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসিত। এ বার মলিনাও তাঁহাদিগের সঙ্গে যাইত। যে দিন কমলকুমার খাতার মধ্যে মলিনার পত্র পাইয়াছিল, সে দিন অপরাহ্ণে গঙ্গার কূলে যাইয়া কিরণচন্দ্র যখন গাড়ী হইতে নামিলেন না, তখন সে ও মলিনা বেড়াইতে গেল।

বেড়াইবার সময় কমলকুমার মলিনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মেদিনীপুরে সেবাকাযে যা'বার জন্য পত্র লিখেছিলে?"

মলিনা বলিল, "হাঁ। কিন্তু পত্রখানা কি পাঠান হয়েছিল?"

"না। পাঠান হ'লে আমি জানতেও পারতাম না। —হঠাৎ তোমার সে কাযে যেতে ইচ্ছা হ'ল কেন?"

আপনি কি
আপনার
ব্যবসার
প্রসার চান?
"কালী ষ্টুডিও"
●
সাইন আর্টিষ্ট
আপনাকে সাহায্য করিবে
৪২।১এ, হালদার পাড়া রোড কালীঘাট।

"আপনার"
●
গাড়ী চালু রাখতে হলে
ও
পেট্রোল খরচ কমাতে হলে
●
"হার্ড ব্যাটারী"
ব্যবহার করুন
আপনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
হার্ড ষ্টোরেজ ব্যাটারী কোং
১৩।২বি রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

"তুমি জ্বরের ঘোরে সেখানে লোকের দুর্দ্দশার কথা যা' বলতে তা'তেই আমার মনে হয়েছিল, সেখানে সেবা কি কেবল পুরুষরাই করবেন, আমাদের তা' করবার যোগ্যতা আর অধিকার নাই? আমরা কি এত অপদার্থ?"

কথাটা বলিয়াই মলিনার মনে হইল, সে প্রগল্‌ভার মত কথা বলিল। সে লজ্জিতা হইল—দৃষ্টি নত করিল; তাহার মুখ লজ্জায় অরুণিত হইল।

কমলকুমার মলিনার দিকে চাহিল। লজ্জায় অরুণিত তাহার মুখ, কি তাহার কথায় মনের সুর মিলন—কিসে মলিনাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীমাতা করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু সে মুগ্ধ হইল। দিনান্ত গগনে বর্ণের খেলা—গঙ্গার কল্লোল—স্বভাবের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এই পরিবেষ্টনে মলিনাকে দেখিয়া কমলকুমারের মনে হইল—সে যেন যাহা পাইবার নহে মনে করিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইল।

সে দিন রাত্রিতে কমলকুমার যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—এ কি? সে যে পাঠ করিয়াছিল, মানুষ যত দৃঢ় ও সবলই কেন হউক না—স্বভাব ও প্রেম সকল দৃঢ়তা দুর্ব্বল ও বল পরাভূত করিতে পারে, তাহাই কি সত্য? সে জানিত না, মানুষ স্বভাবতঃ প্রেম দিতে ও প্রেম পাইতে চাহে, আর যখন প্রেম—মানসীর রূপে তাহার সেই স্বাভাবিক কামনা প্রবল করে, তখন মানুষ তাহার নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া পারে না—আত্মসমর্পণ করিতেই চাহে।

সে বিবাহ করিতে চাহে নাই—মনে করিয়াছিল, মানুষের কল্যাণকর কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া জীবন সার্থক করিবে। সে কাযে সে যে তাহার সঙ্গী ও সহায় পাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারে নাই। সুমাতা, সুগৃহিণী—ইহার আদর্শ সে তাহার গৃহেই দেখিয়াছে—সে আদর্শকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে তাহার জীবনপথে যে আদর্শের সন্ধান করিয়াছে, তাহাতে আরও কিছু সে চাহিয়াছে—পাইবার আশা করে নাই। আজ কি সে সহসা তাহারই সন্ধান পাইল? মলিনার সেবা-পরিচয় সে আপনি পাইয়াছে, সে সেই সেবায় আপনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; সে পরকে কত আপনার মনে করিতে পারে, তাহা আজ মলিনার তাহাদিগের পরিবারে উপস্থিতিতেই সে বুঝিতে পারিতেছে; আজ তাহার কথায়—নারী কি এতই অপদার্থ!—এই কথায় সে যেন নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছে। এ যেন মনের রুদ্ধ দ্বার ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে মুক্ত করিয়া তাহার মানসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

সে ভাবিতে লাগিল, মলিনা কি ভাবিয়াছে—সে কি ভাবিতেছে?

৭

যে দিন এই ঘটনা ঘটিল, তাহার পরদিন আদালতে যাইবার পূর্ব্বে কিরণচন্দ্র প্রমথনাথের এক পত্র পাইলেন, নির্ম্মলা স্বামীকে লিখিতে বলিয়াছেন—মলিনা নিশ্চয় এত দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, এই বার তিনি যেন কষ্টস্বীকার করিয়া তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আইসেন; সে তাঁহাদিগের নিকট আদরেই আছে, কিন্তু সে বড় হইতেছে, দুই এক স্থান হইতে বিবাহের কথাও যে না আসিতেছে, তাহা নহে—তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। পত্রে ব্যঙ্গ করিয়া অনুযোগও ছিল—"মাসী আর মেস ত একটা ভাল সম্বন্ধ করিয়া দিলেন না!"

কিরণচন্দ্র আদালত হইতে ফিরিয়া হাত-মুখ ধুইলে মুরলা যখন স্বামীর জন্য বৈকালিক আহার্য্য আনিলেন, তখন উভয়ে প্রাতে প্রাপ্ত প্রমথনাথের পত্রের আলোচনা হইল। মুরলা বলিলেন, "মেয়েটাকে পাঠা'তে আমার মোটেই মন সরছে না। চিঠির কথা শুনে ওর মুখটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে যেমন শান্ত, তেমন ধীর, আর তেমনই চাপা—সামলে নিয়ে বললে, 'কবে যেতে হ'বে মাসীমা'?"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "আমারও ওকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না—একেবারে বাড়ীর হয়ে গেছে। কিন্তু কি করা যায়, বল।"

"তাই ত।"

"তোমার ছেলের পণ, বিয়ে করবে না; আর তোমার দিদির মত কি তা'ও জানবার উপায় নাই।"

"তুমি এক বার কমলকে ব'লে দেখ না?"

"আমিও বলেছি, তুমিও বলতে ত্রুটি কর নাই।"

"এ বার মলিনা যে সেবা করেছে, আর এই ক' মাস দু'জনে এক সঙ্গে কাটিয়েছে—মলিনার গুণ কমল বুঝতে পেরেছে; যদি ওর মতের পরিবর্ত্তন হয়।"

"ভাল। ত'বে দেখি।"

কিরণচন্দ্র পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে বলিলেন, "কমল, প্রমথ বাবু এই পত্র লিখেছেন, দেখ।"

তিনি কমলকুমারকে পত্রখানি দিলেন। সে পড়িল।

তাহার পত্রপাঠ শেষ হইলে কিরণচন্দ্র বলিলেন, "ও তোমার অসুখে যে অসাধারণ সেবা-নৈপুণ্য দেখিয়েছে—আর তা'তে আপনি যে ভাবে অসুখে পড়েছে—তা'র পর আমাদের এত আপনার হয়ে গেছে যে, আমারও যেমন তোমার মা'রও, তেমনই ওকে পাঠাতে কষ্ট বোধ হচ্ছে।"

কমলকুমার বলিল, "আপনি মেস মহাশয়কে লিখে দিন না কেন?"

কিরণচন্দ্র বলিলেন, "তা কি কখন হয়? তাঁ'রা

শুনবেন কেন? রাখবার এক উপায়, আমাদেরও ইচ্ছা—তোমার সঙ্গে মলিনার বিবাহ দিই।"

মুরলা উৎকণ্ঠিত আগ্রহে পুত্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন। কিরণচন্দ্রও পুত্রের দিকে চাহিয়া তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুরলা রুদ্ধশ্বাসে পুত্রের যে উত্তর পাইবার আশঙ্কা করিতেছিলেন, সে উত্তর না পাইয়া তিনি যেন আশার অবকাশ লাভ করিলেন; তিনি পুত্রকে বলিলেন, "আমরা তা' হ'লে তোমার মেস মহাশয়কে আর মাসীমা'কে লিখে দিচ্ছি।"

কমলকুমার "না" বলিল না, সে মস্তক নত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিরণচন্দ্র হাসিয়া মুরলাকে বলিলেন, "সেক্সপীয়ার লিখেছেন, যে বাপ তা'র ছেলেকে জানেন, তিনি বুদ্ধিমান। কিন্তু দেখছি, তাঁ'রও ভুল হয়—ছেলের মা-ই তাঁ'র ছেলেকে ভাল চিনেন।"

উভয়েরই মুখে আনন্দদীপ্তি।

সে দিন মুরলা আর স্বামীর সঙ্গে বেড়াইতে যাইলেন না—তিনি তাঁহার মাতার সহিত পুত্রের বিবাহের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য গৃহে রহিলেন। কিরণচন্দ্র কমলকুমারকে ও মলিনাকে লইয়া বেড়াইতে যাইলেন।

মুরলার মাতা বিবাহের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং মুরলা যখন বলিলেন, "দিদি কি বলবেন, জানি না।"—তখন তিনিই প্রস্তাব করিলেন, "কিরণ যদি এ কথা প্রমথকে আর নির্ম্মলাকে বলতে কলিকাতায় যায়, তবে না হয়, আমিও তা'র সঙ্গে যা'ব। প্রমথ কখনই আপত্তি করবে না। নির্ম্মলারই বা আপত্তি হ'বে কেন?"

সেই দিন সন্ধ্যায় মলিনা যখন দিদিমা'র সন্ধ্যাহ্নিকের জন্য আসন পাতিয়া দিতে আসিল, তখন দিদিমা তাহাকে বলিলেন, "বুড়ীর সঙ্গে এসে একটা লাভ হ'ল ত, দিদি?"

মলিনা বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লাভ, দিদিমা? আশীর্ব্বাদই ত পরম লাভ।"

"জান ত ঈশ্বর নিরাকার হ'লেও হিন্দু আমরা তাঁ'কে সাকারে পূজা করি। তেমনই আশীর্ব্বাদ যে পরম লাভ তা' বুঝবার উপায় চাহি। এত দিনে সে উপায় হ'ল।"

"কি, দিদিমা?"

"কমলকুমারের শুশ্রূষা করেছিলে—তা' এত দিনে সার্থক হ'ল—তা'র সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিচ্ছি।"

লজ্জায় মলিনার মুখ রক্তাভ ও আনন্দে তাহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি নত করিল—আসন পাতিতে তাহার হাত কাঁপিল।

দিদিমা বলিলেন, "ঠাকুর তোমাদের সুখী করুন।"

পরদিন দিদিমা কমলকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "চললাম, দাদা।"

কমলকুমার বলিল, "এর মধ্যেই কাশী যা'বেন?"

"কাশী এখনই তুমি যেতে দিলে কই?"

"তবে?"

"তোমাদের কণ্ঠী-বদলের যোগাড় করতে কলিকাতায় যাচ্ছি। আপাততঃ বলে যাই—'রহু ধৈর্য্যং'।"

"কণ্ঠী-বদল কি, দিদিমা?"

"তা-ও জান না! তোমরা দেশের কথা জান না—যা'-ও জান সে বিদেশীর কাছে। তোমার দাদামহাশয় এক বার একখানা ভারী ইংরেজী বহি এনেছিলেন; তা'তে সব দেশের সব সমাজে বিবাহের পদ্ধতির বর্ণনা আছে। আমি তাঁ'কে বলেছিলাম, 'দেখ ত কণ্ঠী-বদল সম্বন্ধে কি লিখেছে।" তিনি খুঁজে বলেছিলেন, 'ঠকিয়েছে'। কণ্ঠী-বদল এক রকম বিবাহ-পদ্ধতি; বৈষ্ণবদের পাত্র আর পাত্রী যখন আপনারা পরস্পরকে পসন্দ ক'রে বিবাহ করে, তখন আর পুরোহিত ডাকতে তরও সহে না, তা'র দরকারও হয় না—তা'রা পরস্পরের কণ্ঠী-বদল করেই স্বামি-স্ত্রী হয়।"

কমলকুমার ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "দাদামহাশয়ের সঙ্গে আপনার কি কণ্ঠী-বদল বিবাহ হয়েছিল?"

দিদিমা বলিলেন, "না, দাদা। আমরা ত আর তোমাদের মত আপনারা দেখে বিবাহ করি নাই—তখন আমাদের সমাজে সে প্রথা চলিত হয় নাই। বাপ মা'র মতেই বিবাহ হ'ত!"

"আর আমাদের সময়ে বুঝি তা' নহে?"

"মনের অগোচর পাপ ত নাই, দাদা। তোমার মা'ও যখন বুঝতে পারে নাই, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণের ধনুকে ঘুন ধরেছে। আর কাল যখন মলিনাকে এ কথা বললাম, তখন তা'র মুখ দেখেই বুঝলাম, 'যোগ্য আসি মিলিল যেন যোগ্যে'।"

কমলকুমার হাসিল।

দিদিমা বলিলেন, "দাদা, তোমার ঠাকুরমা'র খুব গহনার সখ ছিল। তিনি যখন শেষ অসুখে পড়েন, তখন সব গহনা তাঁ'র পুত্রবধূ, কন্যা আর নাতিনীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। মুরলার মেয়ে না থাকায় তাঁ'র পান্নার কণ্ঠী তোমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি যে কলিকাতায় যাচ্ছি নির্ম্মলাকে মেয়েকে কণ্ঠী দিতে বলব, সে যদি না দেয়—আমিই কিনে আনব। তা'র পর—শুভদৃষ্টি ত আগেই হয়ে গেছে, এখন মালা-বদলের আগেই আমি এসে কণ্ঠী-বদল করিয়ে দিব। সেই জন্যই ত মলিনাকে এ বার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না—কেবল [illegible]"

দুর্গাপূজা ও মোমারিয়া বিদ্রোহ

[শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়]

দুর্গাপূজার অষ্টমী দিবস। আসামের রাজবাড়ী পূজা-উপলক্ষে মহাড়ম্বরপূর্ণ। রাণী ফুলেশ্বরী পূজাদর্শনে সমায়াত।

দুর্গাপূজা তথায় নূতন; সুতরাং রাজবাড়ীর প্রথম পূজা বিশেষ চমকপ্রদ। শত শত ছাগ দেবীর সমক্ষে বলির জন্য আনীত হইয়াছে, রাজ্যের ভদ্র ও উচ্চশ্রেণীর লোকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং জনসাধারণও পূজা-দর্শনার্থ দলে দলে সমাগত হইয়াছে। উপস্থিত জনগণের মধ্যে বৈষ্ণব মোহান্ত, মোমারিয়া গোসাঞি এবং অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাণী পূজার সময়ে মণ্ডপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সব কায দেখিতেছেন। পূজা সম্পন্ন হইলে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রসাদ গ্রহণে গোসাঞি ও মোহান্তগণ অসম্মত ও দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদিগের সেই কার্য্য রাণীর নিকট অপমানজনক বোধ হইল। রাণী ক্রুদ্ধ হইয়া মোহান্তদিগকে দেবীর সম্মুখে আনিয়া বলির পশুর রক্তে তাহাদিগের ললাট রঞ্জিত করিয়া শাক্ত চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবার আদেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে পূজার প্রসাদ গ্রহণের জন্যও আদেশ প্রচার করিলেন। মোহান্তগণকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করান হইল বটে; কিন্তু সেই কার্য্য অল্প-দিন-মধ্যেই বিদ্রোহের সূচনা করিল এবং রাজ্য-পতনের মূল কারণ হইল। এই ব্যাপারে মোমারিয়া গোসাঞি অগ্রণী হইয়াছিলেন।

মোমারিয়াগণ আসামের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। শঙ্করদেব তদীয় শিষ্য মহাদেবকে লইয়া আসামে "মহাপুরুষীয়" নামে নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন—

(১) ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রার্থনার দ্বারাই মুক্তি লাভে সমর্থ হওয়া যায়, যাগযজ্ঞে পশুবলিতে নহে;

(২) একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য, অন্যান্য দেবদেবী নহে—ইহাই শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মূল কথা।

শঙ্করদেবের পূর্ব্বে আসামে বিকৃত তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রচলন ছিল; শঙ্করদেবের প্রভাবে সেই ধর্ম্ম ক্ষীণপ্রায় হইয়াছিল। জনসাধারণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। খৃষ্টীয় সপ্ত দশ শতকে শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত আসামের কামরূপ ও উত্তর জিলাসমূহে জাতীয়ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

শঙ্করদেবের শিষ্য অনিরুদ্ধদেব গুরুর সহিত মতা-নৈক্যবশতঃ গুরুর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া মোমারিয়া সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আসামের উত্তরে লক্ষ্মীপুরের নিকট একটি সত্র স্থাপন করেন। মোমারিয়া সম্প্রদায় প্রধানতঃ কৈবর্ত্ত, মোরান, কাচারি, হাড়ি এবং চুটিয়া প্রভৃতি জাতিসমূহ লইয়া গঠিত। এই সম্প্রদায় পরে একটি যোদ্ধশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

রুদ্রসিং আহম-রাজবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া খ্যাত। তিনি ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আহমরাজবংশ একাদিক্রমে ৬ শত বৎসর কাল আসামে রাজত্ব করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, যখন এই রাজ্য বৃটিশের হস্তগত হয়, তখন এই রাজবংশের বিলোপ ঘটে। আহমরা ১২২৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আসামে আইসে। তাহারা "থাই" বংশীয় ও বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। রুদ্র সিংএর পিতা গঙ্গাধর সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রভাবে জন সাধারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। সেই সময়ে যাহারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইত, তাহাদিগকে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইত। এই "শরণ গ্রহণ"-প্রথা গর্ব্বিত রুদ্রসিং অপমান-জনক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মনে করিতেন, প্রজা মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহার পদানত হওয়া রাজার পক্ষে সমীচীন নহে। এই জন্য তিনি বঙ্গদেশে লোক পাঠাইয়া শাক্ত সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে শান্তিপুর হইতে আসামে আনান। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তনহেতু কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ না করিয়া পঞ্চপুত্রকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইলেন। রুদ্রসিং তাঁহার সঙ্কল্পিত বঙ্গ আক্রমণের প্রাক্কালে গৌহাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবসিং ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধি-রূঢ় হন। তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তিনি শাক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও জ্যোতিষী-দিগকে মান্য করিতেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলেন, তাঁহার রাজত্ব অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। রাজা ইহাতে ভীত হইয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার প্রধানা মহিষী ফুলে-শ্বরীকে "বড় রাজা" বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উভয়ের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিবার আদেশ দিলেন। এই প্রকারে ফুলেশ্বরী স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

ফুলেশ্বরী রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বামীর মতানুসারে রাজ্যশাসনে অবহিত না হইয়া লোকের প্ররোচনায় সময়ে সময়ে অত্যাচার ও নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিতেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মোহান্ত ও গোসাঞীরা দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিরোধী। সুতরাং শাক্তধর্ম্মাবলম্বী রাণী

তাহাদিগকে শাক্তধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে দুর্গাপূজায় সম্মত করাইবার জন্যই তিনি মহাড়ম্বরে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যের ফলে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

রাণীর আচরণে মোয়ারিয়াদের গোসাঞিরা অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছিলেন। মোয়ারিয়াগণ তাঁহাদের গুরুর অপমান সহ্য করিলেন না। গোসাঞিজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া রাণীর বিরুদ্ধে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, রাণী নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রতি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল।

বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ এইরূপ। রুদ্রসিংএর কনিষ্ঠ পুত্র (ভাবী রাজা) লক্ষ্মীসিংএর 'কীর্ত্তিচন্দ্র বারবারিয়া' নামক এক উদ্ধত প্রকৃতি মন্ত্রী ছিলেন। এক দিন মোয়ারিয়া গোসাঞিজী মন্ত্রীকে উপেক্ষা করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলে মন্ত্রী তাঁহাকে অপমানিত করে। তিনি অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট হন। কিছু দিন পরে উদ্ধত মন্ত্রী মোরান জাতির নায়ককে অপদস্থ ও প্রহার করেন। ইহাতে মোয়ায়রিয়া গোসাঞিজী ও মোরান-সর্দ্দার বিদ্রোহের জন্য সমবেত হন এবং গোসাঞিজী তাহার পুত্র বার্দ্দনকে বিদ্রোহীদলের নায়ক করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

'বার্দ্দন' নামরূপে উপস্থিত হইলে নামরূপের অধিবাসিগণ বিদ্রোহীদলকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। রাজার ভ্রাতা বরজানা গোহাইঁ রাজ্যপ্রাপ্তির লোভে বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন। অন্যান্য নির্ব্বাসিত রাজপুত্রগণও রাজভ্রাতার অনুগামী হয়েন। বিদ্রোহবহ্নি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। বিদ্রোহীদিগের সহিত রাজসৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় পঞ্চাশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে দেশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিদ্রোহীরা রাঘব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কতিপয় যুদ্ধে রাজপক্ষীয় দলকে পরাজিত করিলে রাজা গৌহাটীতে পলায়ন করেন। এই যুদ্ধে রাঘবের পত্নী রাধারুক্মিণী উত্তেজিত হইয়া তীরধনু লইয়া যুদ্ধ করেন। এই সম্পর্কে একটি জনরব উঠে যে, রণচণ্ডী স্বয়ং যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জনরব শ্রবণে রাজার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। রাঘব রাজধানী রংপুরে আসিয়া পৌঁছেন এবং রাজাকে বন্দী করেন। রাজা তাঁহার বহু অনুচরসহ জয়সাগর মন্দিরে বন্দী অবস্থায় থাকেন। এ দিকে রাজভ্রাতা বরজানা গোহাইঁকেও রাঘবের আদেশে হত্যা করা হয়।

রাঘব বার্দ্দনকে রাজা বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু রাঘবের পিতা, মোয়ারিয়াদিগের গোসাঞিজী, তাহা আপত্তি করিয়া মোরান সর্দ্দার নাহারের পুত্র রামকান্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিদ্রোহীদলের অন নায়কদিগকে রাজ্যশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। রাঘব প্রধান-মন্ত্রী হইয়া রহিলেন। রামকা নামে মুদ্রা অঙ্কিত হইল, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রাঘ হস্তেই রহিল।

কয়েক মাস বিদ্রোহ প্রবল ভাবেই চলিতে লাগি কিন্তু প্রজারা লক্ষ্মীসিংহের কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারিগণকে তাহাদিগের প্রকৃত শাসকশ্রেণী বলিয়া মনে করি লাগিল। ইহাতে রাঘব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বন্দী রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন

যখন এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ত পুরাতন রাজকর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া পরামর্শ কা রাজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার জন্য শেষ চে করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে বিদ্রোহীদিগের অনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল এবং রামকান্ত কতি বিশ্বস্ত অনুচর সহ সহরে বাস করিতেছিলেন। পরবর্ত এপ্রিল মাসের 'বেহাগবিহু' পর্ব্বের পূর্ব্বরাত্রিতে রাঘ

যৌবন-প্রশ্ন—উপভোগের ২টী ঔষধ :

অকাণ্ট হাউসের আবিষ্কৃত **নার্বিরল** টেবলেট স্বাস্থ্য ও শক্তির সেবনে রোগ বা জরাজীর্ণ দেহেও নবীন বলের সঞ্চার করিয়া দেয়

অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধকেও যৌবনের সুখ উপভোগ করাইতে সমর্থ করে। শিথিল ইহা সেবনে সদ্যই উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত বিশেষতঃ ইহা ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, বিকার, রতিক্ষীণতা প্রভৃতি **রোগ চিরত আরোগ্য করে।** লক্ষ লক্ষ রোগী সেবন করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। এক ই ইহার সুফল ও কার্য্যক্ষমতা উপলব্ধি হ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ উপাদানে প্রস্তুত। ইহাই মৃতসঞ্জীবনী সুধা ও যৌবনস্থাপক দীর্ঘায়ুকারক্। মূল্য এক মাসোপযোগী টেবলেট ৪৲ টাকা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্য প্রলেপ ঃ—স্তম্ভন অয়েণ্টমেণ্ট বাহ্যিক ব্যবহারে দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অকর্ম্মণ্য ইন্দ্রিয়শক্তি জাগরিত ও ক্রিয়াশীল হয়। যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই বীর্য্যস্তম্ভন ও শক্তিলাভার্থ ব্যবহার ক পারেন। ইহা দাম্পত্যজীবনের অফুরন্ত বিলাস সামগ্রী; পরন্ত নির্দ্দোষ ঔষধ। মূল্য এক মাসোপযোগী ২৲। নার্বিরল ও অয়েণ্ট উভয় ঔষধ একত্রে এক মাসের ৫৲ টাকায় দেওয়া হয়।

অভিনব চিকিৎসা ঃ—ধাতুদৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, পুরুষত্বহানি, দোষ ও বাধক প্রদরাদি যাবতীয় স্ত্রী-ব্যাধি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ পি, বি-এ, এম-ডি-এইচ, পি-এস্-ডি (আমেরিকা) মহোদয়ের অত্য চিকিৎসায় আরোগ্য সুনিশ্চিত। অদ্যই সাক্ষাৎ করুন মফস্বলস্থ রোগিগণ রোগাবস্থা পত্রে লিখুন।

অকাণ্ট হাউস—৩ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাত

বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া হত্যা া হইল। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীসিংএর রাণী াণিপুরের রাজকন্যা) পশ্চাদ্দিক হইতে রাঘবকে ্যা করেন। সে যাহাই হউক, লক্ষ্মীসিং বন্দী স্থা হইতে মুক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত লেন।

লক্ষ্মীসিংএর পরে গৌরীনাথ সিং রাজা হয়েন। তিনি য়ারিয়াগণের বিরোধী ছিলেন; সুতরাং রাজপদে তিষ্ঠিত হইয়াই তিনি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। াতে পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হইল। প্রধান মন্ত্রী গোহাইঁ বিদ্রোহীদিগকে নিবৃত্ত করিয়া রাজাকে দ্রোহীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন। ন্তু রাজা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীলোক ও শুসহ মোয়ারিয়াদিগের অনেককে হত্যা করিয়া লিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বহুপ্রকার ষড়যন্ত্র সংঘটিত লেও ষড়যন্ত্রকারীরা সাফল্যলাভে সমর্থ হইল না।

কিন্তু মোয়ারিয়াগণ নিশ্চেষ্ট রহিল না, তাহারা ত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। হারা তৃতীয় বার গৌরীসিংএর রাজত্বকালের ষষ্ঠবর্ষে দ্রোহ ঘোষণা করিল। এই বার তাহারা ব্রহ্ম-ত্রের উত্তর তীরে বিদ্রোহীদলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া াগ্য নায়ক ভরতসিংএর অধীনে যুদ্ধ চালাইতে াগিল। মোয়ারিয়াদিগের বিরুদ্ধে আহমরাজ্য ও দধীন, রাণি লুকি, বেলতলা রাজ্যসমূহ এবং সেই ঙ্গ, মণিপুর, কাচারি ও জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজারা রবেত হইলেন; কিন্তু মোয়ারিয়াগণের সহিত তাঁহারা াঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রত্যেক স্থানে জসৈন্য ও অন্য সাহায্যকারী সৈন্যগণ পরাজিত ইল। অতঃপর রাজা বড় গোহাইঁ পূর্ণানন্দকে বিদ্রোহী-গকে বাধা প্রদানের জন্য রাখিয়া সন্ত্রাস্ত অনুচরগণ সহ গৌহাটিতে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহী দল গরগাঁও ধিকার করিয়া রাজধানী রংপুর আক্রমণ করিল। ড় গোহাইঁ অনন্যোপায় হইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য ইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি মোয়ারিয়াদিগের আক্রমণ হিত করিতে নূতন নূতন সৈন্যদল আনিতে লাগিলেন। তনি সফলকাম হইলেন না। এই অবসরে রাজার ধীনস্থ রাজ্যসমূহ—যথা কাচারি, জয়ন্তিয়া, দারাঙ্গ াধীনতা ঘোষণা করিল। অতঃপর রাজা নিরুপায় ইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হইলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওয়েলস্ শিক্ষিত সৈন্য ইয়া জয়ন্তীয়া ও দারাঙ্গের সামন্ত রাজগণকে দমন রেন। তাহার পর তিনি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মোয়ারিয়া-ণের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালিত করেন। মোয়ারিয়ারা ওয়েলসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিল না। কিন্তু তৎ-কালীন উদাসীন নীতিবশতঃ ওয়েলস্ চলিয়া যাইলে তাহারা পুনরায় অগ্রসর হইয়া রাজধানী অধিকার করিল। ইতোমধ্যে উত্তর আসামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গৃহীত প্রস্তাবানুসারে স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করিবার উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। এই সকল স্থায়ী সৈন্য লইয়া রাজপক্ষ মোয়ারিয়াগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি মোয়ারিয়াগণ ৭ বৎসর কাল ভরতসিংকে রাজা করিয়া তাঁহার নামে মুদ্রা চালাইয়াছিল।

গৌরীসিংএর পর কমলেশ্বর সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোয়ারিয়াগণ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরস্থ স্থান-সমূহে তখনও তাহাদিগের প্রভুত্ব রক্ষা করিতেছিল। একদল মোয়ারিয়া কাচারিয়া রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে রাজপক্ষ তথায় আক্রমণ করিল। আবার ডিব্রু নদীর পূর্ব্বদিকে বিদ্রোহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞ বড় গোহাইঁ মোয়ারিয়াদিগকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য মোয়ারিয়া সর্দ্দারকে "বড় সেনাপতি" উপাধি প্রদান করিলেন। অতঃপর মোয়ারিয়াগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল এবং সন্ধির ফলে মোয়ারিয়া-সর্দ্দার সাদিয়ার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ কমলেশ্বর

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া নিষ্ফল জানাইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

সন্তান নিরোধ মাত্র একবার সেবনে আশ্চর্য্যভাবে চিরতরে জন্ম নিয়ন্ত্রিত হইবে। বড় বড় ডাক্তার, হেল্‌থ অফিসার ও উচ্চশিক্ষিত দেশী বিদেশী বিজ্ঞগণ পরীক্ষা ও তুলনা করিয়া ধন্যবাদসহ জানাইয়াছেন, আপনার ঔষধ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, স্বাস্থ্যোন্নতিকারক ও নির্ভরযোগ্য। মূল্য ৫, এক বছরের ২৷৷০, ছয় মাসের ১৷৷০

ফ্লোমেন্স সেবনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্রাব করাইয়া ৩।৪।৫ মাসের ও যে কোন কারণের বন্ধ ঋতু পরিষ্কার করিয়া গর্ভসঙ্কট দূর করে। ইহা যাবতীয় স্ত্রীরোগে অব্যর্থ। মূল্য ৬৷৷০

ফ্রেঞ্চ য়ুউথ পিল্‌স

বাহ্যিক কিম্বা আন্তরিক নূতন বা পুরাতন পুরুষত্বহীনতায় ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত রোগে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। প্রথম মাত্রাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। আপনার জীবনে যুগান্তর আনিবে। মূল্য ৭৷৷০, ইহার সহিত আমাদের প্রস্তুত ক্রোকোকম অয়েল ব্যবহার করিলে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করিবে। বাত, গেঁটেবাত ও পক্ষাঘাত রোগে আশু ফলপ্রদ, মূল্য বড় শিশি ৫, ছোট শিশি ২৷৷০

ঠিকানা—Dr. S. C. Bhaduri,
Shakti Medical Hall, Muttra, U. P.

সিংএর রাজত্বকালে মোমারিয়াদিগের শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কমলেশ্বরসিংকে নানা ভাবে উত্যক্ত করিতে বিরত হয় নাই। যখন বর্ম্মীদিগের আক্রমণে আহমরাজের শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশদিগের করতলগত হয় তখনই উপদ্রব নিবৃত্ত হয়। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, পুরাতন আহম্ রাজ্যের যে অংশ ;—যাহা মোয়ারিয়া বড় সেনাপতির অধীনে ছিল, তাহাই কিছুকাল বার্ম্মিজ-বশ্যতা হইতে মুক্ত ছিল।

মোয়ারিয়া বিদ্রোহ আসামের ইতিহাসে অন্যতম ব্যাপক বিদ্রোহ। মোয়ারিয়াগণই আহম রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়াছিল। এই গৃহ-বিদ্রোহে গ্রামগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল এবং উর্ব্বর ও শান্তিপূর্ণ দেশ মরু-ভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং লোকদিগকে বন্যফলমূল ও অপবিত্র জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। ঐ কয়েক বৎসরের যুদ্ধে আসাম প্রদেশে বিশেষরূপ লোকক্ষয় হয়।

আসামীরা পূর্ব্বে যোদ্ধজাতি ছিল। এমন কি, তাহারা মুসলমানদিগের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বীরত্বের সহিত বাধা দিয়া আসিয়াছিল। ভারতে আসাম মুসলমানশক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করে নাই কিন্তু এই গৃহ-যুদ্ধে আসামীদিগের জীবনীশক্তি ক্ষু হইয়া যায়; ফলে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভা বর্ম্মীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে তাহারা অসম হইয়া পড়ে।

ধর্ম্মোন্মাদনাই এই যুদ্ধ ব্যাপারের মূল কারণ এব আসামের বিদ্রোহের তাহাই ফল। ধর্ম্ম লইয়া বিদ্রোহে দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল নহে। কিন্তু একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি গণের মধ্যে পরস্পর এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ে আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ জাতীয় ধ্বংস আসামের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। শিখগুরুদিগের ধর্ম্মের সহিত যোদ্ধ-ভাবে শিক্ষার ফলে শিখরা যোদ্ধ জাতিতে পরিণত হইয়া মুসল মান শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়া ছিল। কিন্তু আসামে শঙ্কর দেবের ধর্ম্মমতে ধর্ম্মশিক্ষা সহিত যুদ্ধশিক্ষার সংযোগ না থাকায় আহমী রাজশক্তির বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। যদি রা ফুলেশ্বরী ধর্ম্মের উন্মাদনায় মোমারিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রতি অত্যাচারে ব্যাপৃত না হইতেন, তবে বিদ্রো হইত না।

কুমিল্লা

ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

স্থাপিত ঃ—১৯১৪ হেড অফিস ঃ—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস ঃ—৪ নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট

সারা ভারতে এবং ভারতের বাহিরে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

মূলধন

বিক্রয়ীকৃত ঃ—	৭৮,০০,০০০৲
আদায়ীকৃত ঃ—	৩৮,০০,০০০৲
রিজার্ভ ঃ—	১৯,০০,০০০৲

নিরাপদ সংস্থানার্থ এই ব্যাঙ্ক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীতে এজেন্সী ও শাখা অফিস আছে

বিদেশীয় এজেণ্টস্ ঃ

লণ্ডন ঃ—ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউ ইয়র্ক এজেণ্টস্ ঃ—ব্যাঙ্কার্স ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক।

অষ্ট্রেলিয়ান এজেণ্টস্ ঃ—ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব অষ্ট্রেলেশিয়া।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—মিঃ এন, সি, দত্ত এম-এল-সি

মণিপুর

জাপানের সহিত বৃটেনের যুদ্ধে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ-ক্ষেত্র হওয়ায় মণিপুরের নাম আজ চারি দিকে শ্রুত হইতেছে।

ভারতবর্ষের যে মহাকাব্য মহাভারত প্রভাকরের মত ইন্দুস্থানে সমুদিত হইয়া ভারতবর্ষের দূরতম স্থানে পর্য্যন্ত তাহার অংশুবিস্তার করিয়াছিল, সেই মহাভারতের কিরণে আমরা সেই প্রাগৈতিহাসিক কালেও মণিপুরের দর্শনলাভ করি। সেই মণিপুরে অর্জ্জুনের সহিত পুংবৎপ্রবলা রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদার মিলন-কথা মহাভারতকার বর্ণনা করিয়া-ছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই পুরাণোক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা-তুলিকায় অঙ্কিতা চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের প্রেমলাভ-প্রয়াসে কঠোর ব্রতধারিণী হইয়া মদন ও বসন্তের নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন :—

"মোর পিতৃবংশে কভু কন্যা জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি' দুর্ব্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে
এমনি কঠিন নারী আমি।"

ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মের সীমান্তে অবস্থিত মণিপুর মহা-ভারতবর্ণিত মণিপুর কি না, তাহাতে সন্দেহের কারণ আছে। বিজ্ঞান যেমন তাহার বিশ্লেষণফলে বহু সংস্কার অসার প্রতিপন্ন করে, ঐতিহাসিক গবেষণা তেমনই বহু কিম্বদন্তীর ভুল দেখাইয়া দেয়। কিন্তু কবি ক্যাম্পবেল যেমন দুঃখ করিয়াই বলিয়াছেন—

"When Science from Creation's face
Enchantment's veil withdraws,
What lovely visions yield their place
To cold material laws."

তেমনই অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণায় কাব্যে ও কিম্বদন্তীতে পুষ্ট ও সংরক্ষিত মতের ভুল দেখিলেও আমরা দুঃখানুভব করি। তাই আমরা এখনও দ্বারকায় তীর্থযাত্রা করি, বৃন্দাবনে যেন বংশীধারীর মুরলীধ্বনি শুনিতে পাই। বর্ত্তমান মণিপুরের রাজবংশও অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল দীনবন্ধুর প্রতিভা তাঁহার নাটকের উপকরণের সন্ধানে মণিপুরেও গিয়াছিল এবং তাহার ফলে আমরা 'কমলে কামিনী' পাইয়াছি।

মণিপুর রাজ্যের উত্তরে নাগা পাহাড়—নাগাদিগের বাসভূমি; পশ্চিমে বৃটিশ-শাসিত ভারতের কাছাড় জিলা; পূর্ব্বে ব্রহ্মের একাংশ; দক্ষিণে লুশাই, কুকী ও সুতী জাতিসমূহের বাসভূমি। পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মের আক্রমণ পুনঃ-পুনঃ সহ্য করিতে হইত বলিয়া বৃটিশ সরকার ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন। আসাম, কাছাড়, ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের মধ্যে যে দুর্গম পর্ব্বতবহুল বিরাট উপত্যকা অবস্থিত তাহাই মণিপুর রাজ্য। মণিপুর উপত্যকার পরি-মাপ সাড়ে ৬ শত বর্গ-মাইল—আর পর্ব্বতমালাসহ ৮ হাজার বর্গ-মাইল, উপত্যকা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ৩৫ মাইল ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল। উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২ হাজার ৬ শত মাইল উচ্চে অব-স্থিত; পর্ব্বত-সমূহ উপত্যকা হইতে গড়ে ঐরূপ উচ্চ—কোন কোন স্থলে গিরিশৃঙ্গ ১০ হইতে ১২ হাজার ফিটও উচ্চ। কাজেই মণিপুরে আবহাওয়া নানারূপ—কোথাও উষ্ণ-প্রধান, কোথাও শৈত্যশীতল। বৎসরে ৮ মাস কাল উপত্যকার জলবায়ুও উপভোগ্য।

নাগা তরুণী [ফটো নাগ

ইহার রাজধানী ইম্‌ফল শিলচর হইতে এক শত ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী। উপত্যকা যে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত সে সকলের গাত্র তৃণে ও গুল্মে আবৃত—শীতকালে সে সব শুকাইয়া যায়। পর্ব্বতের উচ্চভাগ অতিক্রম করিলে বনভূমিতে নানারূপ বৃক্ষ ও বংশ। সেগুন, নাগেশ্বর জারুল, রবার প্রভৃতি কোন কোন গাছের কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট। উপত্যকার মধ্যে লোগতাক হ্রদ। ইহার জলচরসঞ্চার-চঞ্চলিত স্নিগ্ধনীলপরিসর বক্ষে পর্ব্বতমালা প্রতিবিম্বিত হয়। উত্তর ও পশ্চিম দিক্ হইতে কয়টি নদী এই হ্রদে আত্মসমর্পণ করে এবং তাহার বক্ষ হইতে একটি নদী প্রবাহিত হইয়া যায়। নদীগুলি উল্লেখযোগ্যই নহে।

উপত্যকায় জন্তু অধিক দেখা যায় না; পর্ব্বতমালায় হস্তিযূথ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভল্লুক আছে—নানাজাতীয় হরিণের অভাব নাই। কোন কোন স্থানে গণ্ডার ও মহিষও আছে। বিষধর সর্পের বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু

নানাজাতীয় সর্প মণিপুরে আছে এবং বোড়াসাপেরও অভাব নাই। কোন কোন স্থানে বনের শোভা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোডোডেনড্রন্ (বরাশ) প্রভৃতি নানাজাতীয় ও নানাবর্ণের ফুল ও সুন্দরপত্রসমন্বিত বৃক্ষ বনভূমি চিত্তাকর্ষক করে।

অনেকের অনুমান, আর্য্যজাতির যে শাখা ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সেই শাখার লোকরা উপনিবেশ স্থাপন ও অধিকার-বিস্তারকালে, বোধ হয়, ব্রহ্মে প্রবেশকল্পে

মণিপুরী নারী [ফটো—নাগ

পুনঃ পুনঃ মণিপুরে আসিয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বে মণিপুরের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। কেবল মনে হয়, কোন না কোন প্রকার রাজতন্ত্রই তথায় প্রচলিত ছিল। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বা সেইরূপ সময়ে চীন হইতে মণিপুর আক্রান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চীনা বাহিনী পরাভূত হয়।

পূর্ব্বে মণিপুরে এক জাতীয় প্রসিদ্ধ টাট্টু ঘোড়া ছিল—সেই ঘোড়াই অশ্বারোহী সেনাদলের জন্য ব্যবহৃত হইত এবং ব্রহ্মে সেই অশ্বারোহীরা ভীতির কারণ ছিল।

রাজার বিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত; কোন রাজা চিন্দুইন নদীর পূর্ব্বে ভূভাগ অধিকার করিতেন, কেহ বা কুবো উপত্যকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। দীর্ঘকাল এই উপত্যকা মণিপুরের অধিকৃত ছিল।

মণিপুরীরা সবল। মনে হয়, তাহারা ইন্দো-চীন জাতি হইতে উদ্ভূত—তবে প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে যে আর্য্যগণ দেশজয়ের উদ্দেশ্যে মণিপুরে আসিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত মণিপুরীদিগের শোণিত-সংমিশ্রণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে বিস্ময়ের কারণও থাকিতে পারে না। কারণ, সর্ব্বত্রই বিজেতৃগণের পক্ষে শোণিতের বিশুদ্ধি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছে। মণিপুরীদিগের মুখের বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয় হইলেও সকলের মুখের ভাব একরূপ নহে—অনেকের মুখভাব আর্য্যদিগের মুখভাবের মত। বোধ হয়, উপত্যকায় প্রথমে নানা দিক্ হইতে আগত কয়টি জাতীয় লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, মণিপুরীরা চীনাদিগের নিকট হইতে শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মের ও শানের লোকদিগের বৈশিষ্ট্য বিলাসপ্রিয়তা ও আলস্য তাহাদিগের নাই।

খৃষ্টীয় ১৭১৪ শতাব্দের পূর্ব্বে মণিপুরের ইতিহাসে জ্ঞাতব্য কোন বিষয় পাওয়া যায় না। সেই বৎসর পাম-হেবা নামক এক নাগা মণিপুরের রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও গরিব নাওয়াজ নাম গ্রহণ করেন। প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে এবং তদবধি তাহারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়া আসিতেছে। গরিব নাওয়াজ কয় বার ব্রহ্মে অভিযান করিয়া সাফল্যলাভ করিলেও স্থায়িভাবে রাজ্যবিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহার ৩ পুত্র শামসাহী, উগাতসাহী ও বুরুতসাহী। উগাতসাহী পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বুরুতসাহী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েন। দুই বৎসর পরে বুরুতসাহীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গুরুশ্যাম রাজা হইয়া ভ্রাতা জয়সিংহের পুত্র শামসাহীর সহিত একযোগে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বা সেইরূপ সময়ে গুরুশ্যামের মৃত্যু হইলে জয়সিংহই রাজা হয়েন। বর্ম্মীরা মণিপুর আক্রমণ করিলে জয়সিংহ ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের সহিত তাঁহার পরস্পরকে সাহায্য করিবার

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়—?

মরা মানুষ, কখনও বাঁচে না বা ইহার ঔষধ আজও বাহির হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা জটিল পুরাতন রোগ, **সিফিলিস্, গণোরিয়া, স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি, ধাতুপীড়া** বা স্ত্রী-রোগে ভুগিয়া বা জীবন ধারণের প্রধান উপাদান বল, বীর্য্য, ও বৈদ্যুতিক শক্তি **অকালে** হারাইয়া দুঃখময় জীবন বহন করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা অবিলম্বে আমাদের বহুদর্শী চিকিৎসক **যৌন ব্যাধি** ও পুরাতন রোগে **পারদর্শী ডাঃ এস্, পি, মুখার্জ্জি** এম, বি, এচ্, এম, এচ্ আর, এ (রেঞ্জিঃ) লেট্, এম, ও ডি, সি, হস্‌পিটল্ মহাশয়ের চিকিৎসায় ও সুব্যবস্থায় অবিলম্বে ঘরে বসিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করুন। ইনি গ্যারাণ্টি দিয়া সকল প্রকার জটিল পুরাতন রোগ এবং যৌনব্যাধি আরোগ্য করেন। লক্ষ লক্ষ হতাশ রোগীর সুপরীক্ষিত, গ্যারাণ্টিড্ (গভঃ রেজিঃ) মহৌষধগুলির যে কোনটীর আবশ্যক বোধে জানাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। **গণোরিয়ায়**—গণোহিল ৩৲ গণোওয়াস ২৲ (গভঃ রেজিঃ) **স্বপ্নদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্বহীনতায়** ইম্পোটেন্সি কিওর ৩৲ (গভঃ রেজিঃ)। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (গভঃ রেজিঃ)

(শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র) ১৪৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সর্ত্তে এক সন্ধি হয়। কিন্তু অক্টোবর মাসেই মণিপুরের সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরেজের সেনাদল প্রত্যাহৃত হয় এবং রাজা পূর্ব্বোক্ত সন্ধির সর্ত্তের সামান্য পরিবর্ত্তন করেন। এই সন্ধিদ্বয়ের কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না।

তাহার পরে কয় বৎসরের কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জয়সিংহের মৃত্যুর পরে প্রায় ২৫ বৎসর তাঁহার পুত্রগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত ব্রহ্মের রাজার যুদ্ধ হইলে ব্রহ্মের বাহিনী কাছাড় ও আসামের সঙ্গে মণিপুরও আক্রমণ করে। তখন গম্ভীর সিংহ মণিপুরের রাজা।

মণিপুরীরা যে পূর্ব্বেও সময় সময় নাগা পর্ব্বতমালায় প্রবেশ করিয়া নাগাদিগের নিকট হইতে কর লইত তাহাতে সন্দেহ নাই। নাগাদিগের প্রত্যেক গ্রামের একটি করিয়া মণিপুরী নাম থাকায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

মণিপুরের পার্ব্বত্য জাতি [ফটো—নাগ

কিন্তু ইংরেজের সহিত ব্রহ্মের প্রথম যুদ্ধের পূর্ব্বে মণিপুরের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। গম্ভীর সিংহ সেই প্রনষ্ট প্রতাপের পুনরুদ্ধার-সাধন করেন। যুদ্ধের সময় ইংরেজের এক দল সিপাহী যেমন কাছাড়ে প্রেরিত হয়, তেমনই ইংরেজ নায়কদিগের পরিচালনায় মণিপুরী বাহিনী ব্রহ্মের আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। বর্ম্মীরা পরাভূত ও বিতাড়িত হয় এবং নিংঘটি নদী পর্য্যন্ত কুবো উপত্যকা মণিপুর-রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

গম্ভীর সিংহের সহিত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বৃটিশের যে সন্ধি হয়, তাহার ৮টি সর্ত্তের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) কালানাগ ও মুণজাই পর্ব্বতমালার অধিবাসী নাগারা তাহাদিগের দেশে উৎপন্ন আর্দ্রক, তুলা, মরিচ প্রভৃতি কাছাড়ে এবং বাঁশকাঁদী ও উধারবান বাজারদ্বয়ে আনিয়া বিক্রয় করে। তাহাদিগের পূর্ব্ববৎ সেই কাযে রাজা কোনরূপ বাধা দিবেন না।

(২) রাজা মণিপুরী ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মণিপুর ও বাঙ্গালায় বাণিজ্য বন্ধ করিবেন না—কড়া শুল্ক আদায় করিবেন না, কোন পণ্য একচেটিয়া করিতেও পারিবেন না।

(৩) ঝিরী নদীর পূর্ব্বপার হইতে যে পথ কালনাগ ও কাওপুম হইয়া মণিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হইলে রাজা তাহা শীতকালেও ও গ্রীষ্মকালে ভারবাহী বলদের গমনযোগ্যভাবে সংস্কৃতাবস্থায় রক্ষা করিবেন। যদি পথ নির্ম্মাণে বৃটিশ রাজকর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করা হয়, তবে রাজা তাহাদিগের মতানুযায়ী কায করিবেন।

(৪) রাজার রাজ্যে ও বৃটিশ সরকারের রাজ্যে যে গতায়াত আছে, তাহা বর্দ্ধিত হইলেই ভাল হয় এবং তাহাতে রাজার ও মণিপুর রাজ্যের লাভই হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনজন্য রাজপথ দ্রুত নির্ম্মাণার্থ রাজা, বৃটিশ সরকার চাহিলে, নাগা শ্রমিক দিবেন।

(৫) ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ হইলে যদি মণিপুর রক্ষার্থ বা নিংথীর পরেও অগ্রসর হইবার জন্য বৃটিশ সরকার সৈনিক প্রেরণ করিলে রাজা বৃটিশের নির্দ্দেশানুসারে সমর-সরঞ্জাম প্রভৃতি বহনজন্য পাহাড়ী ভারবাহী সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) বৃটিশ-রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্তে কোন গোলযোগ ঘটিলে রাজা বৃটিশ সরকারকে তাঁহার সেনাবলের কতকাংশ দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) রাজা বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমর-সরঞ্জামের জন্য দায়ী থাকিবেন ও প্রতি মাসে তাহার হিসাব দিবেন।

ব্রহ্ম সরকার কুবো উপত্যকায় দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় তাহা ব্রহ্মকে দেওয়া হয় এবং ক্ষতিপূরণার্থ মণিপুরের রাজাকে মাসিক ৫ শত টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী হইতে এই ব্যবস্থা হয়। তখন সর্ত্ত থাকে (২৫শে জানুয়ারী তারিখের চুক্তি) যদি ভবিষ্যতে কখন কুবো উপত্যকা মণিপুরকে প্রদান করা হয়, তবে বৃটিশ সরকার আর ঐ মাসিক বৃত্তি দিতে বাধ্য থাকিবেন না।

গম্ভীর সিংহ নাগাদিগের অধিকার-মধ্যে কয়খানি গ্রাম অধিকার করেন—সে সকলের মধ্যে কোহিমা

ভারতের শ্রেষ্ঠ
তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

মহামান্য ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংশিত। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগ-বিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব, সামুদ্রিকরত্ন, এম-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)** প্রেসিডেণ্ট—বিশ্ববিখ্যাত অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রনমিকেল সোসাইটী।

এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধ-হস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া ও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরি ভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ—যাঁহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া **মহামান্য সম্রাট স্বয়ং প্রশংসা জানাইয়াছেন এবং আঠার জন স্বাধীন নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।** ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষ শিরোমণি"** উপাধি দানে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ-পরিত্যক্ত যে কোনও **দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন।** অতএব সর্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল।

হিজ হাইনেস মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" **হার হাইনেস মাননীয়া ষষ্ঠ মাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন**—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" **কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়** কে-টি বলেন—শ্রীমান্ রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।' **সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি বলেন**—"ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।' **উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারল মিঃ বি, কে, রায় বলেন**—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" **বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্নদেব রায়কত বলেন**—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" **কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায় সাহেব শ্রীসূর্য্যমণি দাস বলেন**—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" **ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন**—"শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" **উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রীও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন**—"আমার জীবনে এইরূপ-বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" **বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি, মাধবন্ নায়ার কে-টি বলেন**—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" **চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন**—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" **জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন**—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫৲ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ গ্যারাণ্টিপত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭৷৷৶০। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯৷৷৶০ প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য।

বগলামুখী কবচ শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফল লাভ, আকস্মিক সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৶০, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৶০ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকরণ কবচ** ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১৷৷৹, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৶০। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিঃ)

(ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস :—১০৫ (ব) গ্রে ষ্ট্রীট **"বসন্ত নিবাস"**, (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালীমন্দির) কলিকাতা।

ফোন : বি বি ৩৬৮৫। সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮টা হইতে ১১৷৷টা।

ব্রাঞ্চ অফিস—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ার মোড়), কলিকাতা। ফোন : কলিকাতা ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫৷৷ হইতে ৭৷৷টা।

লণ্ডন অফিস—মিঃ এম, এ [redacted] এ ওয়েষ্টওয়ে, বেটনিস পার্ক, লণ্ডন।

সর্ব্বপ্রধান। তিনি কোহিমায় এক খণ্ড প্রস্তরের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাতে স্বীয় পদ—জয়ের প্রতীকরূপে—অঙ্কিত করান। একটি স্থানে উহা স্থাপিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যে প্রস্তর প্রোথিত করা হয়, তাহাতে বাঙ্গালায়—গোবিন্দজীর নাম লিখিত। নাগারা ঐ প্রস্তরের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করে ও মধ্যে মধ্যে তাহা পরিষ্কৃত করে।

অতঃপর মণিপুরের সহিত নাগাদিগের ব্যবসা চলিতে থাকে এবং মণিপুরীরা কোন নাগাগ্রামে যাইলে সম্মান

মণিপুরের পাহাড়ী

সম্ভোগ করিত। তখনও কিন্তু কোন ইংরেজ কোন নাগা-গ্রামে যাইলে তাহার নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দের নাগা পর্ব্বতাভিযান পর্য্যন্ত এই ভাবই ছিল। নাগারা অনেকে মণিপুরী ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহকে রাজা ঘোষণা করিয়া তাঁহার পিতৃব্য নূর সিংহ রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নূর সিংহকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং চেষ্টার সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া রাণী পুত্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসেন। নূর সিংহ রাজা হইয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন এবং তখন তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজা হয়েন বটে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। তাঁহাকে পরাভূত করিবার একাধিক চেষ্টায় মণিপুর রাজ্যে শান্তি ক্ষুণ্ণ হইলে বৃটিশ সরকার তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা হইলে বৃটিশ চেষ্টাকারীদিগকে দণ্ড দিবেন।

আমরা পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের নাগা পর্ব্বতাভিযানের উল্লেখ করিয়াছি। তখন কর্ণেল জনষ্টোন মণিপুরে বৃটিশের পলিটিক্যাল এজেণ্ট। তিনি মণিপুরের রাজার এক দল সৈনিক লইয়া যাইয়া নাগাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত কোহিমার উদ্ধার-সাধন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের যে যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মের রাজা থিবর রাজ্য বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়, তাহাতেও মণিপুরের রেসিডেণ্ট জনষ্টোন এক দল মণিপুরী সৈনিক লইয়া যাইয়া উত্তর ব্রহ্মে কতকগুলি বন্দী য়ুরোপীয়ের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে মণিপুরের সহিত বৃটিশের ঘনিষ্ঠতার ও মণিপুর রাজ্যে বৃটিশের প্রভাব-বৃদ্ধির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রভাব মণিপুরের স্বাধীনতাপ্রিয় কোন কোন রাজবংশীয়ের নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের যে অগ্নিশিখার আলোকে আমরা মণিপুরে হত্যার লীলা দেখিতে পাই, তাহার মূলেও সেই বিরক্তি যে ছিল, তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হয়। কুল-প্রথানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শূরচন্দ্র মহারাজা, দ্বিতীয় পুত্র (অন্য পত্নীর গর্ভজাত) কুলচন্দ্র যুবরাজ, তৃতীয় পুত্র সেনাপতি হয়েন। অল্প দিন পরে সেনাপতির মৃত্যু হইলে চন্দ্রকীর্ত্তির আর এক পত্নীর গর্ভজাত পুত্র টিকেন্দ্র-জিত সেনাপতির পদলাভ করেন। অন্য কয় ভ্রাতার নাম ও পদ এইরূপ—

(১) শ্যামো হেঙ্গেবা—হস্তী বিভাগের কর্ত্তা
(২) পাক্কা সেন্না—অশ্ব বিভাগের কর্ত্তা
(৩) অঙ্গাও সেন্না—ব্রহ্ম-মণিপুর পথের কর্ত্তা
(৪) দুলরই হেঙ্গেবা—ডুলী বিভাগের কর্ত্তা
(৫) জিল্লা সিংহ—মহারাজার "এ, ডি, সি।"

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ প্রতি ড্রাম ৵১০, ৶০
এস, এন, রায় এণ্ড কোং
৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রেগুলার হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মেসী
হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক ঔষধ
ও পুস্তক বিক্রেতা।

পাক্কা সেন্নার সহিত সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের বিরোধ ছিল। উভয়েই মণিপুরের এক তরুণীকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। তাহাতে উভয়ে বিরোধ আরও উগ্র হয়। সেই তরুণীর নাম মাইপাকবী। মণিপুরে সে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু হাঙ্গামার সময় মণিপুরে যিনি রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার পত্নী মিসেস গ্রিমউড লিখিয়াছেন, রাজকুমারীদিগের মধ্যে অনেকে তাহার তুলনায় অধিক সুন্দরী ছিলেন। তবে সে সাধারণ মণিপুরী তরুণীদিগের অপেক্ষা দীর্ঘাকার ছিল; তখন সে প্রায় ষোড়শী; তাহার বর্ণ গৌর এবং তাহার কৃষ্ণকেশের প্রাচুর্য্য ছিল। সে সর্ব্বদাই সুবেশে সজ্জিতা থাকিত, হস্তে ও কণ্ঠে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিত।

চিফ-কমিশনার মিঃ কুইণ্টন

তাহার পিতা ধনী স্বর্ণকার এবং মহারাজার দরবারে সুপরিচিত ছিলেন।

মহারাজা পাক্কা সেন্নার পক্ষপাতী ছিলেন এবং শ্যামো হেঙ্গেবা, ও ডুলরই হেঙ্গেবা মহারাজের দল-ভুক্ত ছিলেন। মহারাজা শূরচন্দ্র অত্যন্ত স্থূলকায় ও মৃগীরোগ-গ্রস্তের মত ছিলেন এবং সুসজ্জিত ডুলীতে শয়ন করিয়া গতায়াত করিতেই ভালবাসিতেন।

নানা প্রাসাদের মত মণিপুরের প্রাসাদেও প্রভাব, প্রাণ ও প্রণয় লইয়া বিবাদ ঘটিত। যে বিবাদের বহ্নি ধূমায়িত ছিল, তাহার লেলিহান শিখা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেখা গেল। অতি তুচ্ছ ঘটনার ফুৎকারে তাহা হইল। জিল্লা সিংহ পাক্কা সেন্নার সহিত নানা ছলে কলহ করিতেন। পাক্কা সেন্নার প্ররোচনায় মহারাজা তাঁহার দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। এক দিন রাত্রিকালে —প্রাসাদে সকলে যখন সুপ্ত তখন জিল্লা সিংহ ও অঙ্গাও সেন্না কয় জন অনুচরসহ মহারাজার গৃহপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাতায়ন লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন। ভীরু-স্বভাব মহারাজা তাঁহাদিগের আক্রমণ প্রহত না করিয়া প্রাসাদের পশ্চাদ্দিকের পথে গৃহত্যাগ করিয়া কম্পিত-কলেবরে তাঁহার তিন ভ্রাতাকে লইয়া রেসিডেন্সীতে উপনীত হইলেন।

গ্রীমউড তাঁহাকে দরবার-কক্ষে শয়ন করাইয়া সর্ব্ববিধ সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন এবং সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিয়া সিংহাসন-ত্যাগপত্র লিখিয়া সত্য সত্যই রাজ্য ত্যাগ করিলেন। হাঙ্গামার সময় যুবরাজ কুলচন্দ্র বিষেণপুরে গিয়াছিলেন। হাঙ্গামার পরে আসিয়া তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিলেন এবং কুলপ্রথানুসারে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত যুবরাজ ও অঙ্গাও সেন্না সেনাপতি হইলেন। জিল্লা সিংহ হস্তি-বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট মিষ্টার গ্রীমউড এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটিল। তাহার পরে, কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে, ভারত সরকার মণিপুরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব স্বীকার করিয়া লইলেন—কুলচন্দ্রকে মহারাজা স্বীকার করিলেন; কিন্তু টিকেন্দ্রজিতকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া—এমন কি তাঁহার বক্তব্য কি, তাহাও জানিবার চেষ্টা না করিয়া, মহারাজার মত না লইয়া ও মিষ্টার গ্রীমউডের মতও না লইয়া টিকেন্দ্রজিতকে ২১শে সেপ্টেম্বরের বিপ্লবের জন্য দায়ী করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ আসামের কমিশনার মিষ্টার কুইণ্টনের নিকট প্রেরণ করিলেন।

যদি বৃটিশ সরকার মনে করিয়া থাকেন, এক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আর এক জনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা

মহাজাতি ব্যাঙ্ক লিঃ
নিরাপত্তা, সুরক্ষণ
ও
সেবাই আমাদের আদর্শ।
৭৫ নং রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা।

ইংরেজের প্রভাবাধীন রাজ্যে "স্বায়ত্ত-শাসনের" সীমা অতিক্রম করে, তবে তাঁহারা কিরূপে যে কুলচন্দ্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

বিপ্লবের ৫ মাস পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী রেসিডেণ্ট কমিশনার কুইণ্টনের তার পাইলেন :—

"আমি শীঘ্রই মণিপুরে যাইব। পথ ও পথে বিশ্রাম-গৃহগুলি ঠিক করিয়া রাখিবেন। তারিখ ও অন্যান্য বিষয় পরে জানান হইবে।"

এ দিকে মহারাজা শূরচন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইয়া ভারত সরকারকে একাধিক পত্রে জানান, যুবরাজ

মিসেস্ গ্রীমউড

রেসিডেণ্টের সাহায্যে তাঁহাকে অন্যায়রূপে বিতাড়িত করিয়াছেন—সরকার তাঁহাকে রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে সাহায্য করুন।

কমিশনারের আগমন হইবে, এ সংবাদে লোক নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু রেসিডেণ্ট গ্রীমউডও আগমনের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিলেন না।

শেষে গ্রীমউড ২১শে মার্চ্চ তারিখে ১০ মাইল দূরে কমিশনারকে আনিবার জন্য যাইলে কমিশনার তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। সব শুনিয়া গ্রীমউড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তিনি কমিশনারের ব্যবস্থার অনুমোদন করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি মহারাজাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, পরদিন মধ্যাহ্নে কমিশনার রেসিডেন্সীতে দরবার-অনুষ্ঠান, করিবেন; তিনি আশা করেন, মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতারা সকলে দরবারে উপস্থিত হইবেন।

২২শে মার্চ্চ কমিশনার উপনীত হইলে দরবারের আয়োজন করা হইল। দরবার-কক্ষের একটি মাত্র দ্বার মুক্ত রাখিয়া আর সকল দ্বার বন্ধ করা হইল। মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতারা মুক্ত দ্বার-পথে কক্ষে প্রবেশ করিবেন—তাঁহাদিগকে ভারত সরকারের আদেশ জানাইয়া তাঁহাদিগের কক্ষত্যাগ কালে গ্রীমউড যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতকে গ্রেপ্তার করিবেন। এই ব্যবস্থায় গ্রীমউড দুঃখিত হইলেন—কারণ, যুবরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। গ্রীমউডের পত্নী কোনরূপে পলায়ন করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ঐ ব্যবস্থা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—

"Whether such a course of action was horourable or not."

মণিপুরে যাহা হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে পরে সার রিচার্ড টেম্পলও বলেন—

Was it intended to arrest the Senapati in the Durbar, and, if so, was, such intention wrong ?.....I am sorry to be compelled to answer them in the affirmative."

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিষ্টার ষ্টেডের 'রিভিউ অব রিভিউস' মাসিকপত্রে এ বিষয়ে আরও তীব্র মন্তব্য করা হইয়াছিল

"A plan which savoured somewhat disagreeably of treachery against a 'de facto' ruler whose hospitality we were enjoying".

কমিশনার কুইণ্টন আপনার জীবন দিয়া তাঁহার কার্য্যে যদি কোন ত্রুটিও থাকিয়া থাকে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট ল্যান্সডাউন ও তাঁহার সরকার সম্বন্ধে কেবল ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইয়াছিল যে, তাঁহারা কুইণ্টনের কার্য্যের জন্য দায়ী নহেন। তবে 'রিভিউ অব রিভিউস' সংক্ষেপে বলিয়াছেন

"It is a bad business from first to last."

এই বার আমরা কুইণ্টনের কার্য্যের বর্ণনা সংক্ষেপে করিব। তিনি রেসিডেণ্টের মতও অগ্রাহ্য করিয়া দরবারের আয়োজন করিলেন, কিন্তু ভারত সরকার কুলচন্দ্রকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াও টিকেন্দ্রজিতকে নির্ব্বাসিত করা হইবে বলিয়া যে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করিতে কত সময় প্রয়োজন তাহাও বুঝিলেন না। কাযেই যথাকালে যখন মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতারা উপস্থিত হইলেন, তখনও ঘোষণার অনুবাদ শেষ হয় নাই। তাঁহাদিগকে, দ্বারদেশে অপেক্ষা করান হইল। যে রাজ্য বৃটিশ কখনও জয় করেন নাই এবং যাহার রাজার স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল—সেই রাজ্যের রাজার সহিত

পড়িবার মতন নভেল

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরিচিতা ২৷৷০
মুক্তিমণ্ডপ ২৲

শশধর দত্তের
রক্তাক্ত ধরণী ২৷৷০
স্বর্গাদপি গরীয়সী ২৲
আগুন ও মেয়ে ২৲
সব্যসাচীর প্রত্যাবর্তন ২৷৷০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
সাঁঝের প্রদীপ ২৲
নীড় ও বিহঙ্গ ২৲
ধূলার ধরণী ২৲
ঢেউয়ের দোলা ২৲
মাটির মায়া ১৷৷০
দীপের আলো ১৷৷০

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের
পতিতা ধরিত্রী ১৷৷০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
রাহুগ্রস্ত শশী ২৲
নব-নায়িকা ২৲

যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের
সাধের কাজল ৲
পথের বাণী ২৷৷০

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর
খেয়ালী তরুণী ১৷৷০

আশালতা সিংহের
সহরের মোহ ১৷৷০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
অনাথ আশ্রম ২৲
হোমানল ১৲

শৈলবালা ঘোষজায়ার
বিনির্ণয় ১৷৷০
অরু ১৷৷০
গঙ্গাপুত্র ১৷৷০

প্রফুল্লময়ী দেবীর
চাষা ১৷৷০
পূর্ণিমা ১৷০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেউলিয়ার জমা খরচ ১৷০
বিয়ের ফুল (২য় সং) ১৷৷০
স্রোতের ফুল (২য় সং) ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জীবনের জটিলতা ১৷৷০
ধরাবাঁধা জীবন ১৲

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
বিয়োগান্ত ১৷৷০

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুরনারী ১৷০

বিধায়ক ভট্টাচার্য ও অনিল ভট্টাচার্যের
একাঙ্ক নাটক
পুনর্মুষিকো ভব ৸০

কেশবচন্দ্র গুপ্তের
গণ্ডগোল ২৲

নবকথা সিরিজ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত
নূতন ধরণের ষ্যাড্‌ভেঞ্চার

১। অর্থমনর্থম
২। আরামবাগ
৩। ইরাবতী ৬। ঊর্ণা
৪। ঈপ্সা ৭। ঋষি-মশাই
৫। উপকণ্ঠ ৮ "৯"কার

বিস্ময়কর গ্রন্থ।
অভিনব রচনাকৌশল।
ক্রাইম নভেল নূতনতম
ঘটনার সমাবেশ।
প্রত্যেক উপন্যাস—মূল্য ১৷৷০

রহস্যরোমাঞ্চ
ষ্যাডভেঞ্চার সিরিজ
বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস
প্রত্যেক উপন্যাসের মূল্য ১৲ টাকা

১। মৃত্যুচক্র (২য় সং)
২। রক্ত-পিপাসা (")
৩। রহস্য-বিভীষিকা (")
৪। গুপ্ত-চক্রান্ত (")
৫। সয়তান-সঙ্গিনী (")
৬। রোজার ঘাড়ে বোঝা
৭। মৃত্যু-প্রহেলিকা
৮। মরণের মায়াজাল
৯। শক্র-সংঘর্ষ
১০। মৃত্যু-ষড়্‌যন্ত্র (২য় সং)
১১। খুনের-জের
১২। রক্ত-তাণ্ডব (২য় সং)
১৩। মৃত্যুচক্রে মায়াবিনী (")
১৪। পিশাচ ব্যাধের জাল
১৫। চীনা দস্যুর ইন্দ্রজাল (২য় সং)
১৬। জীবন্ত-কঙ্কাল
১৭। পরীর পাহাড়
১৮। দস্যু-মায়াবী
১৯। খুনের নেশা
২০। রক্ত-লোলুপ
২১। মৃত্যুরণ
২২। নীল সাগরে রক্তলীলা (২য় সং)
২৩। ত্রিমূর্তির চক্রান্ত
২৪। ফিপথ্ কলম (২য় সং)
২৫। মৃতের প্রতিশোধ
২৬। মরণজয়ী
২৭। খুন ডাকাতি গুম
২৮। পিশাচিনী
২৯। দস্যুরাজ

এইরূপ ব্যবহার সঙ্গত কি না,—তাহা কমিশনারের অকারণ ক্ষমতা-গর্ব্ব প্রকাশ ও ঔদ্ধত্য কি না, তাহার আলোচনা করিয়া আজ আর কোন ফল নাই।

যখন মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতারা দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন রেসিডেন্সীতে দুই জন কেরাণী ও এক জন ব্রহ্ম-ভাষাভাষী দ্বিভাষী রেসিডেন্সীর অফিস্-ঘরে ভারত সরকারের ঘোষণা অনুবাদ করিতেছিল। কেরাণীদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল, তাহারা ঘোষণার কথা প্রকাশ করিবে না এবং প্রত্যেককে এক জন প্রহরী পাহারা দিতেছিল।

রেসিডেন্সীর মণিপুরী সিপাহীরা এ সবই লক্ষ্য করিয়াছিল। ইংরেজের সেনাদল কি ভাবে রক্ষিত হইয়া-

মিষ্টার গ্রীমউড

ছিল, গুর্খারা কি ভাবে প্রবেশের সোপানে ছিল, ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীরা কি ভাবে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন—তাহারা সে সব সংবাদ নিশ্চয়ই মহারাজাকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে দিয়াছিল। শুনিয়া যুবরাজ 'তিনি অসুস্থ' এই কথা বলিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া যায়েন।

যখন মহারাজাকে আসিতে বলা হইল, তখন যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে নাই। রেসিডেণ্ট সে কথা কমিশনারকে জানাইলে কমিশনার বলিয়া পাঠাইলেন, যুবরাজ ও সেনাপতি উভয়ের অনুপস্থিতিতে দরবার হইতে পারে না। মহারাজা তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে আসিতে বলিয়া লোক পাঠাইলেন। বহুক্ষণ পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, যুবরাজ অসুস্থ ও আসিতে অক্ষম। কমিশনার বলিলেন, পরদিন (২৩শে মার্চ্চ) প্রাতে ৮টার সময় দরবার হইবে এবং তখন মহারাজার ভ্রাতৃগণকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। ঐ দিনই কমিশনারের জন্য মণিপুরী নাচের ও নাগা নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রেসিডেণ্টের পত্নীর বিশ্বাস, এই সময়েই মহারাজা প্রভৃতির মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও অনুমান করিয়াছিলেন—যুবরাজকেই কমিশনারের প্রয়োজন।

২৩শে মার্চ্চ প্রাতে মহারাজা সংবাদ দিলেন, যুবরাজ (টিকেন্দ্রজিত) এত অসুস্থ যে, গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবেন না। কাযেই দরবারের আয়োজন বন্ধ হইল। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ চলিল। শেষে গ্রীমউডকে প্রাসাদে প্রেরণ করা হইল। তিনি যুবরাজকে ভারত সরকারের আদেশ জানাইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বলিবেন। তিনি বলিবেন, যুবরাজের নির্ব্বাসন চির-নির্ব্বাসন নহে—ইত্যাদি। এক জন মাত্র সঙ্গী লইয়া গ্রীমউড প্রাসাদে গমন করিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিলেন, যুবরাজ সত্য সত্যই অত্যন্ত অসুস্থ—তাঁহাকে বাহকরা বহন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ জন্য আনিয়াছিল এবং সেই শ্রমেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় ঝড় হইল। তাহার পর চন্দ্রোদয় হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে দিন কমিশনারের জন্য মণিপুরী নাচের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রিকালে প্রাসাদ হইতে প্রেরিত এক জন মণিপুরী আসিয়া জানাইল—নর্ত্তকীরা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে—তাহারা আসিবে কি? বলা বাহুল্য, তখন আর নাচের সময় ছিল না। লোকটি, বোধ হয়, ঐ সংবাদ লইবার ছলে প্রকৃত অবস্থা লক্ষ্য করিতে আসিয়াছিল।

কমিশনার স্থির করিলেন, প্রাসাদ আক্রমণ করা হইবে। তাঁহার সঙ্গে মাত্র সাড়ে ৪শত গুর্খা সৈনিক ছিল—কামান ছিল না। প্রাসাদ সুরক্ষিত ছিল—মহারাজার আবাস ৩টি প্রাচীরে পরিবেষ্টিত—বহিঃপ্রাচীরের ৩ দিকে গড়—গভীর ও প্রশস্ত। এই গড়েই বার্ষিক নৌবিহার (বাইচ-প্রতিযোগিতা) হইত। বর্ম্মীদিগের আক্রমণ রোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। মণিপুরীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং প্রাসাদে বৃটিশের উপহার যে ৪টি কামান ছিল, যুবরাজ তাহা ব্যবহারাভিজ্ঞ ছিলেন। সেই অবস্থায়ও যে প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করা হইল, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। ইংরেজের সেনাবল প্রাসাদ আক্রমণ করিল কিন্তু মণিপুরীরা রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল।

যুবরাজের গৃহ ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু রেসিডেন্সী রক্ষা করা যে সম্ভব নহে, তাহা সহজেই প্রতিভাত হইল। বাধ্য হইয়া প্রাসাদে পত্র প্রেরিত হইল—কি সর্ত্তে মণিপুরীরা গুলী-গোলা চালান বন্ধ করিবেন? বাঙ্গালায় লিখিত উত্তর আসিল—ইংরেজদিগকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে হইবে। অস্ত্র-শস্ত্র সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে কমিশনার কুইণ্টন সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি বড়লাটের নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাফের তার সংস্কার করিয়া সংবাদ পাঠাইবার জন্য সময় চাহিতেছিলেন। কিন্তু মণিপুরীরা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা সময় পাইলে বহু সেনা আসিবে এবং তখন মণিপুর অনায়াসে ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে। কমিশনার মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। তিনি গ্রীমউড প্রভৃতি কয় জনকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে গমন করিলেন। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা সকলেই নিহত হয়েন। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে যে স্থানে পূর্ব্বে বিকটাকার কল্পিত পশুর মূর্ত্তি ছিল তথায় তাঁহাদিগকে হত্যা করা হয়। বৃটিশ মণিপুর অধিকার করিবার পরে ঐ সকল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা গিয়াছে যে, ২৪শে মার্চ্চ সন্ধ্যার পূর্ব্বে—অবস্থা ভয়াবহ বুঝিয়া—কমিশনার কুইণ্টন, যুদ্ধ-বিরতির চিহ্ন পতাকা উড্ডীন করিয়া আবার মীমাংসার জন্য আলোচনার চেষ্টা করেন। সেনাপতি সংবাদ দেন, তিনি কমিশনারের সহিত আলোচনা করিতে সম্মত আছেন। তখন কুইণ্টন, গ্রীমউড, সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল স্কিন, লেফটেনাণ্ট সিমসন ও খাসমুন্সী কাজিন্স—এই চারি জনকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের দ্বার-পথে অগ্রসর হয়েন। নিশীথে দুর্গ হইতে শুনা যায়—"চীফ কমিশনার ফিরিবেন না।" তাহার পরেই আবার রেসিডেন্সীর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়।

সেনাপতির সহিত আলোচনায় ফলোদয় না হওয়ায় কমিশনার প্রভৃতি যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন বহু লোক তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করে। গ্রীমউড প্রাণঘাতী বর্শায় বিদ্ধ হইলে সিমসন বর্শাধারীকে আক্রমণ করিলে তাঁহাকে দা দিয়া কাটিয়া ফেলা হয়। অবশিষ্ট কয় জনকে দরবার-দালানে কিছুক্ষণ রাখিয়া হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় বিকটাকার পশুর মূর্ত্তির নিকটে আনিয়া মণিপুরী প্রথানুসারে ছিন্নশির করা হয়।

আক্রান্ত রেসিডেন্সী হইতে গ্রীমউড-পত্নী প্রভৃতির পলায়ন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে উপন্যাস বলিয়া মনে হয়। তাহা গ্রীমউড-পত্নী তাঁহার পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ কষ্ট সহ্য করিয়া নিরাপদ স্থানে গমন শোচনীয় ব্যাপার।

বৃটিশ সরকার প্রতিশোধ গ্রহণে বিলম্ব করেন নাই। মণিপুর অধিকৃত এবং সেনাপতি ও মহারাজা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়েন। মহারাজার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন ও সেনাপতি প্রভৃতি চার জনের প্রাণদণ্ড হয়—শেষোক্ত চার জনকে পোলো খেলার মাঠে ফাঁসি দেওয়া হয়। বৃটিশ সরকার মণিপুর রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া রাজবংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করেন। টিকেন্দ্রজিতের পত্নী বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত মাসহারা লইতে অস্বীকার করেন এবং বৃন্দাবনে স্থচিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক মণিপুর রাজ্য অধিকার সম্বন্ধে 'রিভিউ অব রিভিউস' পত্র লিখেন—

"হস্তী মূষিককে দলিত করিয়াছে। কিন্তু মূষিকই

প্রাসাদ সম্মুখে ড্রাগন মূর্ত্তি

ন্যায়সঙ্গত কায করিয়াছে কি না, তাহা আলোচিত হইতেছে। সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু বহু ইংরেজের মত এই যে, বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ও কমিশনার কুইণ্টন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা লজ্জাজনক। দরবারে যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা যে প্রবঞ্চনা-দ্যোতক তাহা অনেকে বলিয়াছিলেন।"

বিলাতে পার্লামেণ্টে মণিপুরের ব্যাপার আলোচিত হইয়াছিল। সার উইলিয়ম হাকোর্ট সংযত বক্তৃতায় ঐ ব্যাপারের বিবরণ চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন—ভারত সরকার মণিপুরে বিপ্লব কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করিয়া যে সেনাপতি উহার কারণ, তাঁহাকে দণ্ড দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন! তখন সার জন গর্ষ্ট সহকারী ভারত-সচিব। তিনি যে বক্তৃতা করেন, সে সম্বন্ধে সার হেনরী কটন বলিয়াছেন:—

"The cynicism of his remarks and the

transparency of their personal application electrified the House."

তিনি বলেন, রাজপরিবারে সেনাপতি সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা ছিলেন এবং বদান্যতার জন্য সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারত সরকার কখনই সেরূপ লোকের আদর করেন না; পরন্তু স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক গুণের বিরোধী। তাঁহারা আজ্ঞাবহ—অতি সাধারণ মনোভাবসম্পন্ন লোককেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করান। পূর্ব্বে স্বাধীনচেতা, স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন, প্রতিভাবান্ লোকদিগকে হত্যা করা হইত, এখন তাঁহাদিগকে অপসারিত করিবার অন্যবিধ উপায় অবলম্বিত হয়—

"Although in these days they did not out off the heads of tall poppies, they took other and more merciful means of removing any person of dangerous political pre-eminence to a harmless condition."

এই স্পষ্ট উক্তির মধ্যে নির্ম্মমতার ও দাম্ভিকতার সম্মিলন-পরিচয় সপ্রকাশ।

তখন জর্জ্জ (পরে লর্ড) নাথানিয়েল কার্জ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। কিন্তু তিনি পশ্চাতের আসন হইতে উঠিয়া সরকারের কার্য্যের সমর্থন করেন। হয়ত তাহাই তাঁহার উন্নতির সোপান হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, সামান্য একটি ঘটনা হইতে অপ্রত্যাশিত ফল ফলিয়া থাকে। সেই আলোচনা কালেই পার্লামেণ্টে সার রিচার্ড টেম্পল বলেন—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই যে, বিবেচনার পরে ভারত সরকার কখনই দরবারে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টার সমর্থনোপযোগী হীনতার পরিচয় প্রদান করিবেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৎকালীন সহকারী ভারত-সচিব সার জন গর্ষ্টের উক্তি সত্য হইলেও তাহাতে নির্ম্মমতার ও দাম্ভিকতার পরিচয় সপ্রকাশ। প্রাচীর লোকের—বিশেষ প্রাচীর অধীন লোকের সহিত ব্যবহারে য়ুরোপীয়রা যে অনেক স্থলে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসজনিত ঔদ্ধত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তাহার কারণ আমরা সাম্রাজ্যবাদের কবি রাডিয়ার্ড কিপলিংএর কবিতায় পাই—শ্বেতাতিরিক্ত বর্ণের লোকরা "অর্দ্ধেক শয়তান আর অর্দ্ধেক শিশু"—য়ুরোপীয়রা তাহাদিগের উদ্ধারসাধন করিবার জন্য ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট? সেই জন্যই শ্বেতবর্ণের জাতিরা আপনাদিগের মধ্যে যে নীতি ব্যবহার করে—শ্বেতাতিরিক্ত বর্ণের জাতিসমূহের সহিত ব্যবহারে সে নীতির অনুসরণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে না। ভারতবর্ষে বিচারপদ্ধতিতেও এই ব্যবহার-বৈষম্য দেখা গিয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চীনে বক্সার বিপ্লবের সময় যখন চীনাদিগকে দলিত করিবার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়, তখন জার্ম্মাণ সৈনিকদিগকে জার্ম্মাণীর সম্রাট্ কৈশর উইলিয়মের উপদেশ ছিল—চীনাদিগকে পাইলে যেন কোনরূপ দয়া দেখান না হয়—হত্যা করা হয়। তাহাদিগের প্রতি যেন এমন ব্যবহার করা হয় যে, তাহারা সহস্র বৎসর জার্ম্মাণদিগের দিকে সাহস করিয়া দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না।—

"If you close with the enemy, know that quarter is not to be given, and that no prisoners are to be taken. May the name of Germany make itself so felt in China that for a thousand years to come China shall never dare even to look askance at a German."

আমরা য়ুরোপীয়দিগের যে উদ্ধত মনোভাবের কথা

বলিয়াছি, তাহার পরিচয় মণিপুরেও প্রকট হইয়াছে। মণিপুর রাজ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রভাব অসাধারণ। তথায় ব্যবসার কাযও স্ত্রীলোকরা করেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে এক বার চাউলের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় শত শত নারী দরবার-গৃহে অভিযান করিয়া অবিলম্বে প্রতীকার চাহিলে দরবার চাউল রপ্তানী বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মণিপুরী নারীরা বিদেশী ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করিবে বলিয়াছিল এবং তাহাদিগের বর্জ্জন-ব্যবস্থায় একটি বাজারে এক বৎসর লোক যায় নাই। সে দিন "এসোসিয়েটেড প্রেসের" ইংরেজ প্রতিনিধি নির্লজ্জ ভাবে লিখিয়াছেন :—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে আর একটি নারীবিদ্রোহের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সে বার তৎকালীন "পলিটিক্যাল এজেণ্ট" (অর্থাৎ ইংরেজের প্রতিনিধি রাজপুরুষ) দৃঢ়তাব্যঞ্জক ব্যবহার করেন—তিনি নারীদিগের বস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় বিদ্রোহ অন্তর্হিত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রহরণ সভ্যসমাজে কিরূপ নিন্দনীয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিলাতেও বহু বার মহিলারা রাজনীতিক বা অনুরূপ কারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া ভোটাধিকার লাভের জন্য বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছেন—কিন্তু পুলিস তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিলে তাহাতে আপত্তি হইয়াছে—তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রা করিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারে নাই। গার্ডিনার একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন :—

"The militant Suffragists stormed the Ladies' Gallery……and flourished their banners, with the legend 'Votes for Women' in the face of the astonished House. There followed a sound of scuffling and disorder…… ……Everyone knew what it meant. The police were dislodging the invaders. Instantly the storm reached the House. Brave hearts below answered to the cry of distress from above……The House was rent with the passion of a sudden issue. Forked lightnings flashed about the Chamber."

পুলিসকে বর্ব্বর বলা হয়। ইত্যাদি।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন টিয়েনষ্টিনে জাপানীরা এক জন ইংরেজ মহিলাকে খানাতল্লাসের জন্য বিবস্ত্রা করিয়াছিল। তাহাতে সমগ্র সভ্য জগতে যে বিক্ষোভ হয় তাহা স্মরণীয়। তখন প্রতীচীর যুদ্ধের জন্য বিব্রত বৃটেন প্রতীকারের ব্যবস্থা না করায় লাঞ্ছিতা মহিলা লিখিয়াছিলেন :—

"আমি রাজনীতিক নহি। আমি স্ত্রীলোক। আমি রাজনীতির বড় বড় ব্যাপার বুঝি না। কেন যে বৃটেন—প্রাচীতে যে উত্তরই বুঝা যায় (আমার লাঞ্ছনার) সেই উত্তর দিল না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমাদিগের (অর্থাৎ বৃটিশ) সরকারের দৌর্ব্বল্যের ফল ইংরেজকে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে ভোগ করিতে হইবে।"

এই অভিসম্পাত কৌরব-সভায় দ্রৌপদীর অভিসম্পাতের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়।

মণিপুরী নারীকে বিবস্ত্রা করার গুরুত্ব আরও অধিক। সার জেমস জনষ্টোন এক সময়ে মণিপুরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

গোবিন্দজীর মন্দির [ফটো—নাগ

"মণিপুরে যে সকল স্ত্রীলোক হীন অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হয়, তাহাদিগকে একটি উচ্চ মঞ্চে লইয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত বিবস্ত্রা করিয়া দণ্ডায়মান করান হয়—তাহার স্তনদ্বয় রক্তবর্ণে রঞ্জিত ও তাহার কটিদেশে বদ্ধ রজ্জু এক জন প্রহরীর দ্বারা ধৃত থাকে। এক জন নকিব উচ্চকণ্ঠে তাহার অপরাধ ঘোষণা করে এবং বলে—'আইস দুষ্ট স্ত্রীলোককে দেখ।' প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে স্ত্রী অপরাধীদিগকে এইরূপ দণ্ড প্রদান করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে নারীবধ নিষিদ্ধ এবং মণিপুরীরা সেই বিধি পালন করে। গুরু অপরাধে অপরাধিনীকে বাজারে বাজারে ঐরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।"

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যিনি মণিপুরে পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন, তিনি মণিপুরের এই প্রথা অবগত ছিলেন, এমন মনে করা অসঙ্গত নহে। যে রাজ্যে হত্যাকারিণীকেও মাত্র কটি পর্য্যন্ত বিবস্ত্রা করিয়া লাঞ্ছিতা করা হয়, সেই রাজ্যে তিনি রাজনীতিক বা অর্থনীতিক বিদ্রোহের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া লোকের মনে কি ভাবের

উদ্ভব অনিবার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ ব্যবহার যে উদ্ধত মনোভাবের পরিচায়ক, তাহা কি সর্ব্বদা নিন্দনীয় নহে ?

মণিপুরীদিগের বৈশিষ্ট্য—কৃষিকার্য্য ব্যতীত দেশের অধিকাংশ কাযই স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেই জন্য পরিবারে স্ত্রীলোকরাই "প্রবলপক্ষ"। স্ত্রীলোকরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং পুরুষরা সেই পারিমাণে অলস ও শ্রমকাতর। বাঙ্গালার মত মণিপুরে অবরোধ-প্রথা নাই; বিবাহিতা বা অবিবাহিতা নারীরা সর্ব্বসমক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে—অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। ভারতবর্ষের আর কোথাও মণিপুরের মত শ্রমকুশল স্ত্রীলোক দেখা যায় কি না, সন্দেহ। তাহারাই হাট-বাজারের পণ্য বহন করিয়া যায় ও ক্রয়-বিক্রয় করে।

প্রাসাদের সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ প্রধান বাজারে (সোনা কৈথাল বা সোণার বাজার) স্ত্রীলোকরাই ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেকে প্রাতে দূরস্থ বাজারে যাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া অপরাহ্ণে আনিয়া বিক্রয় করে। সাধারণতঃ মণিপুরী পুরুষদিগের পক্ষে বাজারে আগমন প্রথাবিরুদ্ধ। তবে পার্ব্বত্য জাতীয় পুরুষরা বাজারে আসিয়া থাকে এবং তাহাদিগের বর্ণবহুল বেশে ও মণিপুরী পুরুষদিগের বেশে মনোরম বৈষম্য লক্ষিত হয়। মণিপুরী পুরুষদিগের বেশ শুভ্র। স্ত্রীলোকরা এক খণ্ড রঙ্গীণ ডোরা-কাটা কাপড় পরে, সাধারণতঃ শ্বেত বা এক বর্ণের চাদরে দেহের উপরার্দ্ধ আবৃত করে। ইহারা ফুল ভালবাসে এবং কবরীতে, গলদেশে ও বাহুতে ফুল অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করে। প্রায় সকলেরই নাসিকায় ও ললাটে শ্বেতচন্দনের পত্র-লেখা।

মণিপুরী পুরুষরা শ্রমবিমুখ হইলেও শক্তি-পরিচায়ক ক্রীড়ার ভক্ত।

অশ্বারোহণে বল খেলা মণিপুরের খেলা। এই পোলোখেলার মাঠ রাজধানীতেও আছে এবং যে অশ্বে আরোহণ করিয়া ইহারা পোলো খেলে তাহা খর্ব্বাকৃতি হইলেও বলশালী। এই টাট্টুই পূর্ব্বে মণিপুরের অশ্বারোহী সেনাদলের জন্য ব্যবহৃত হইত।

শরৎকালের মধ্যভাগে প্রাসাদের গড়ে যে নৌকার বাইচ খেলা হয়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা ও রাজপুত্ররাও ইহাতে যোগ দেন। তখন গড়ের এক কূলে রাজান্তঃপুরিকারা ও অপর কূলে অন্য স্ত্রীলোকরাও খেলা দেখিবার জন্য সমবেত হয়েন।

পূর্ব্বে মণিপুরীরা প্রাচুর্য্যেই অভ্যস্ত ছিল এবং তাহাদিগের অভাব উপেক্ষণীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মণিপুরীরা আপনাদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র আপনারাই বয়ন করিত—এখন বিলাতী কাপড় তথায় আমদানী হইতেছে। পাহাড়ীরা যে মোটা কাপড় বয়ন করে, তাহা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই ঠাস-বুনান। অনেকে তাহা পর্দ্দা ও শয্যাস্তরণরূপে ব্যবহার করেন।

মণিপুরে রথযাত্রা উৎসব সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই রথ আছে। দীপালীতেও সমারোহ হয়।

ইম্‌ফলের হাট

মণিপুরীদিগের রুচি প্রশংসনীয় এবং পরিচ্ছন্নতা অসাধারণ।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার বাল্যকালে শ্রীহট্ট সহরে যে মণিপুরী উপনিবেশ দেখিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি তিনি কখন ভুলিতে পারেন নাই। পরিণত বয়সে তিনি সেই পল্লীর বর্ণনা এইরূপ করেন :—

"মণিপুরীদিগের বাড়ী দেখিলে দেবালয় বলিয়া মনে হইত—এমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাছপালা এমনই সযত্নে রক্ষিত, তৈজসাদি এমনই ঘষা মাজা ও যে সামান্য আসবাব থাকিত তাহা এমনই পরিপাটি করিয়া বারান্দায় ও ঘরের ভিতরে সর্ব্বদা সাজান থাকিত যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। যেমন ইহারা ইহাদের ঘর-বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, সেইরূপ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই নিজেদের এই দেহপুরীকেও সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত। আমার বাল্যকালে কখন

নোংরা মণিপুরী দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ফুল দিয়া নিজেদের অঙ্গ সাজাইয়া রাখিত।.....শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা মণিপুরীদিগের একটা বিশেষ পর্ব্ব ছিল।.....কিন্তু মণিপুরী রাস শ্রীহট্টের মণিপুরী সমাজে সর্ব্বপ্রধান উৎসব ছিল। মণিপুরীরা অত্যন্ত সঙ্গীতরসজ্ঞ এবং সঙ্গীতরসলিপ্সু। সঙ্গীতের চর্চ্চা ঘরে ঘরে। মহিলারা প্রায় সকলেই নৃত্যগীত শিখিয়া থাকেন। এই রাসযাত্রায় ইঁহারা বাঙ্গালা দেশের মত মূর্ত্তি রচনা করেন না; নিজেরা রাসলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। কোন সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাঙ্গণে বা নাট-মন্দিরে পল্লীর সকল বালক-বালিকা মিলিয়া এই অভিনয় করেন। বৃত্তাকারে সুসজ্জিত বালক-বালিকারা প্রাঙ্গণটা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া যান। আট-নয় বছরের বালক-বালিকা হইতে আঠার বছরের অনূঢ়া যুবতী পর্য্যন্ত এই অভিনয়ে সামিল হইয়া থাকেন। বৃত্তের বাহিরে ইঁহাদের পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনরা মিলিয়া খোল-কর্ত্তাল সহকারে রাসলীলা কীর্ত্তন করেন, আর ইঁহাদের বালক-বালিকারা হাতে হাতে ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অতি মৃদু-মধুর নৃত্য-কলা সহকারে এই লীলার অভিনয় করেন। যারা রাসে থাকে তাহাদের একটি করিয়া কৃষ্ণ সাজে ও তাহার দু'পাশে দুইটি করিয়া রাধা সাজিয়া থাকে। দেশে বিদেশে অনেক নাচ দেখিয়াছি, কিন্তু এই মণিপুরী নাচের মত এমন সুন্দর, এমন নির্ম্মল, এমন নিপুণ নৃত্যকলা কোথাও দেখি নাই।"

মণিপুরীরা আপনারা আপনাদিগের নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপন্ন করিত। তাহাদিগের শাসন-পদ্ধতি, যেমনই কেন হউক না, তাহাদিগের নিজস্ব ছিল এবং তাহারা তাহাদিগের দেশের কায তাহাদিগের ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন করাইত। চাউলের দর বৃদ্ধি পাইলে তাহারা যে লোকমতের দ্বারা চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাহাদিগের আচার ব্যবহার তাহারাই নিয়ন্ত্রিত করিত।

মণিপুরীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিবেষ্টনে সরল জীবন যাপন করিত।

এই যুদ্ধের পরে আর তাহা থাকিবে কি? এই যুদ্ধ তাহাদিগের সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই সত্য, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন তাহাদিগের পক্ষে—তাহাদিগের অবস্থার উপযোগী হইবে কি না, তাহাই দেখিবার বিষয়।

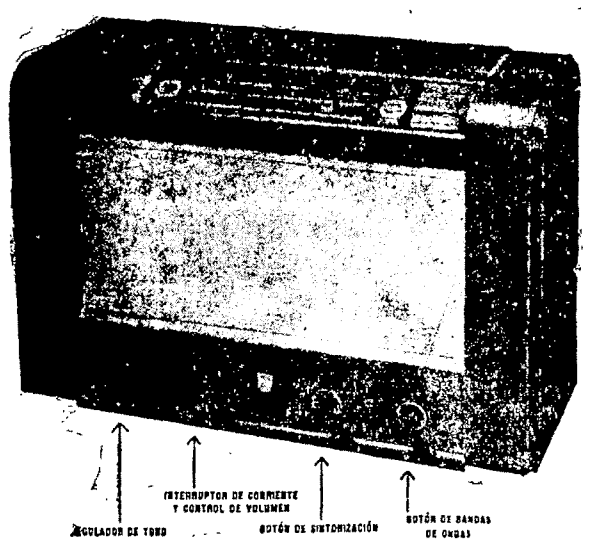

ক্রয়, বিক্রয় এবং
মেরামত করা হয়

এইচ, এম, ভি'র

সুদক্ষ

ইঞ্জিনীয়ারের

দ্বারায়

RADIO CORPORATION OF BENGAL
HOUSE OF RADIO ENGINEERS

ফোং এ. কে. ৮৪১১ ৫৮ বন্ধ রোড (রাসবিহারী এভেনিউ ক্রসিং)

আর্ত্তের ডাক আশু ফলে

[শ্রীযুত শ্রীরাম শাস্ত্রী]

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—চারি প্রকার লোক তাঁহাকে ভজনা করে,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। রোগ, শোক, অভাব, অনর্থ, নির্য্যাতন, পরাজয় প্রভৃতি যে কোন প্রকারে দুঃখিত ব্যক্তি আর্ত্ত; ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসু; অর্থকামী অর্থার্থী এবং বেদান্তাদি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ জ্ঞানী। অতীত যুগের ব্রহ্মবাদী ঋষি-মহর্ষিগণ ছিলেন জ্ঞানী সাধক; গৃহস্থ অথচ অশেষ শাস্ত্রদর্শী ঋষিগণ ছিলেন জিজ্ঞাসু এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অনেকেই ছিলেন অর্থার্থী। আর্ত্তের কোন ব্যক্তিনির্দ্দেশ ছিল না; একমাত্র জ্ঞানী-ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত যে কোন শ্রেণীর মধ্যেই আর্ত্তের অস্তিত্ব ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ঋষি-মহর্ষি ত' নাই-ই, থাকিতেও পারে না; ব্রহ্মবাদীও বিরল, নাই বলিলেই চলে। জিজ্ঞাসু যদিও থাকুক, তাহার সংখ্যা যে স্বল্প সে বিষয়ে সংশয় নাই; আজকাল আমাদের সমাজে আধিক্য কেবল আর্ত্তের ও অর্থার্থীর। এই আর্ত্তের আধিক্য এ-কালেও যেমন আছে, সেকালেও তদ্রূপ ছিল। মানুষের ত কথাই নাই, দেবগণ পর্য্যন্ত আর্ত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। মহিষাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য অধিকৃত হইলে তাহার ভয়ে দেবগণ অতিশয় আর্ত্ত হন; আত্মত্রাণের জন্য স্বর্গ ত্যাগ করিয়া ছদ্ম মানুষবেশে মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন। মানুষের মধ্যেও অতিমানুষ রামচন্দ্র রাবণ কর্ত্তৃক হৃতভার্য্য—অপমানিত হইয়া অত্যন্ত আর্ত্তদশায় উপনীত হন। বিখ্যাত চৈত্র-বংশসম্ভূত রাজা সুরথ অনার্য্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও হৃতরাজ্য হইয়া বনগমন করিতে বাধ্য হন। বিখ্যাত বীর ও ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ দুরভিসন্ধি দুর্য্যোধনের কপট প্রবন্ধে অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া অনেককাল বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় বনে বনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা আততায়ী রাজা দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রীদিগের কুটনীতিতে পতিত হইয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাসেও বাধ্য হন। বিরাট ভবনে সেই অজ্ঞাতবাসকালে তদীয় সেনাপতি কীচকের কদাচারে সম্রাটমহিষী হইয়াও দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদির সমক্ষে উপদ্রুত লাঞ্ছিত ও অপ্রতিবিধেয়রূপ নির্য্যাতিত হন। মর্য্যাদা-সম্পন্ন রাজজনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর্ত্তি আর কি হইতে পারে?

এই সকল আর্ত্ত দেব-মানব বিপদ্ মুক্তির জন্য স্বস্বপুরুষকার প্রয়োগের সহিত দৈবাশ্রয়ী হইয়া দেবী দুর্গার আরাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার বরে মদোন্মত্ত মহিষাসুর সুরগণকে আক্রমণ করিলে সেই আর্ত্ত দেবতারা প্রপন্নার্ত্তিহারিণী দুর্গার পাদমূলে উপনীত দেবগণের দুর্দ্দৈব দূরীকরণের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা অকাল-বোধন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন; ফলে সুরগণ জয়লাভে সমর্থ হন। আর্ত্ত ও পরস্পরে বন্ধুভাবাপন্ন বিপন্ন সুরথ-সমাধি উপযুক্ত উপদেষ্টা মেধামুনির উপদেশে দুর্গার পূজা করিয়া উভয়ের মধ্যে মহীপতি সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত-রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত এবং মহনীয় মনুত্ব লাভ করেন, বৈশ্য সমাধি গায়ে কাদা মাখিয়া পুনঃপরিষ্কার করার ব্যাপারে বিমুখ বলিয়া একবারে নির্ব্যাপার হইয়া যান—দেবীর নিকট নির্ব্বাণ মুক্তি চাহিয়া লইয়া উপশান্ত হন। অপহৃত-পত্নীক রামচন্দ্র পঞ্চদশ দিবসব্যাপী দুর্গারাধানায় দুর্দ্দান্ত রাবণকে বধ করিয়া আনুষঙ্গিক সীতা উদ্ধারে আত্মগ্লানি এবং ধরার ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া শান্তিস্থাপন করেন। দুর্য্যোধন-পরাজিত রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বৎসর দ্বৈতবনে বাসের পর সংবৎসর অজ্ঞাত-বাসের অবসরে বিরাট ভবনে যাত্রার প্রাক্কালে দুর্গাদেবীর স্তব পূজাদি করেন; তাহাতে তিনি তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজকে দেখা দিয়া অভীষ্ট বরদানে ও অভয় প্রদানে আশ্বস্ত করেন—"ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব।" ফলে যুধিষ্ঠির অচিরে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক পুনঃ সম্রাট্ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ফলতঃ আর্ত্তের ডাক যেমন আশু ফলপ্রদ, এমন আর দ্বিতীয়

এবার ৺শারদীয়ায়

এম, বি, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের

সুবাসিত কমরিন কেশ তৈল

ও

ইউনিয়ন ফাউণ্টেন পেন কালি

আপনাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে

আমাদের অন্যান্য বিশেষত্ব—

ম্যাঙ্গো জেলি, লিমন কোয়াস,

লাইমজুস, কর্ডিয়্যাল ইত্যাদি।

এম, বি, কেমিক্যাল ওয়ার্কস

১২৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাই। ইঁহাদের সভক্তি আর্ত্তমাখা ডাকে স্ব স্ব কাম্য লাভও পূর্ণমাত্রায়ই হইয়াছে; তৎসহ দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও সকলেই কৃতার্থ হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভগবানের অবতার, তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন তত অসম্ভব নহে; মানুষ সুস্থচৈতন্যের বিস্ময়কর আরাধনায় দেবী দর্শন দান করেন।

—পরিতুষ্টা জবদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥

তাই ভগবান দুর্গত আর্ত্তকেও সুকৃতি জনগণ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। গীতায় ভগবানের বাণী—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (৬।১৬)

সম্প্রতি সমগ্র জগৎ আর্ত্ত; বিশেষতঃ ভারত বা বাঙ্গালার আর্ত্তির তুলনার ক্ষেত্র নাই। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই আর্ত্তির আতিশয্য। এ আতিশয্য আনিয়াছে, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ যুগে যুগে হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধজনিত আর্ত্তনাদ যুদ্ধক্ষেত্রের গণ্ডীর বাহিরে উঠিত না। বীরে বীরে যুদ্ধ হইত, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র লক্ষ্য শত্রুর গাত্র ব্যতীত অন্যত্র পতিত হইত না, পাশের লোক অনায়াসে দাঁড়াইয়া দর্শন ও বিজেতার জয়রব করিত। কুরুক্ষেত্রাদি যুদ্ধদর্শী দেবগণ যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তরীক্ষে স্ব স্ব যানে এবং মানবেরা মাটীতে; তথাপি যুদ্ধবেষ্টনীর বাহিরে কেহ উপদ্রুত হইত না। আজ কালের যুদ্ধে বা যুদ্ধের অঙ্গ উপযুদ্ধে বা নিযুদ্ধে বোমা পতনের কি বিষম আর্ত্তি। পতনের আর্ত্তি—যুদ্ধ নিরত ও তদিতর ব্যক্তিবিশেষ সমূলে সংবংশে ধ্বংস পতনাশঙ্কায় লোকের ইতস্ততঃ পলায়ন—স্থানচ্যুতি বাস্তুচ্যুতি, দেশচ্যুতি। ইহা এক মহতী আর্ত্তি। তারপর ভয়ভীতের নির্ব্বিচারে যত্র তত্র গমনে রোগ-রাক্ষসী ম্যালেরিয়া কলেরার আক্রমণ ও গ্রাস। এবারের অন্নাভাবে মৃত্যুর বিভীষিকা-রাক্ষসীর কথা সর্ব্ববিদিত।

এহেন আর্ত্তির দিনে আত্মত্রাণের জন্য যথাসাধ্য পুরুষকার প্রযত্নের সহিত স্বার্থবুদ্ধি শূন্য অপপট দৈব চেষ্টার দরকার, যাহা এককালে দেবতারা করিয়াছিলেন। মহিষাসুরের মহাযুদ্ধে দেবগণের স্তবে তুষ্টা মহাশক্তি দুর্গা বরদানে উদ্যতা হইলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—জগতের মঙ্গলেই তাঁহাদের মঙ্গল। নিজ নিজ মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া সমস্ত জগতের যে মঙ্গল প্রার্থনা, ইহাকেই বলে দেববুদ্ধি। দেবগণের সেই মহোদার—অতি উদার বাক্যটির পরিচয় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে মহর্ষি মেধার মুখে প্রকাশিত :—

"সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্‌বৈরিবিনাশনম্॥"—(১১।৩৯)

সর্ব্বদা দীনের দুর্গতিহরণই দুর্গার কার্য্য। দেবীর তাদৃশ প্রতিশ্রুতির কথা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্যত্র আছে। তিনি

জাতিকে বাঁচাতে হলে চাই শিল্পের প্রসার—
শিল্পের প্রসারে চাই—জাতীয় ব্যাঙ্ক।
উভয়ের—
সে
বা
র
প্রতীক্ষায়—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

আধুনিক ধরণের সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।
প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ঃ ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, গৌহাটী, শিলেট, তেজপুর, বড়পেটা।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ পি, ও সি পির প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে শীঘ্রই শাখা খোলা হইবে।

গ্রাম—"কয়েনস্"
ফোন—ক্যাল: ৫৪৯

জে, সি, চক্রবর্ত্তী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অতীতে দুঃস্থের প্রতি যে আশ্বস্তি প্রদান করিয়াছেন আজ সেই দেবীবাক্য—শাস্ত্রবাণী সত্যে পরিণত। তিনি বলিয়াছিলেন পৃথিবীময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে শাক হইয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবেন। কেবল শাক খাইয়া লোক কেমন করিয়া বাঁচে, এ সন্দেহ অনেকের মনে এ যাবৎ ছিল, রামায়ণ-বর্ণিত ব্যোমযানের বর্ণনা অসম্ভাব্য বলিয়া উপেক্ষিত হইত; আজ যেমন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনে অনেকটা বিশ্বাসের বিষয়ীভূত, সেই অতীতের নির্দ্দেশিত ও আজকালের ফলিত শাকবার্ত্তাও প্রায় তদ্রূপ।

শাক শব্দের সাধারণ অর্থ লোকে যাহা জানে, তদপেক্ষা একটি অসাধারণ অর্থও আছে। চণ্ডীর মূল শ্লোকে দেবীর উক্তির সহিত উপযুক্ত টীকাকার মহাপণ্ডিত নাগোজী ভট্টের উদ্ধৃত প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি॥" (৪৮।৪৯)

টীকোক্তি—পত্রমূলকরীরাগ্রমূলকাণ্ডবিরূঢ়কাঃ।
ত্বক্ পুষ্পং করকঞ্চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্॥

পত্র, মূল, বংশাঙ্কুর, বেতস, পিণ্ডালু, আম, কাঁঠাল, দাড়িম প্রভৃতি ফল এবং ছত্রাক ও ত্বক্‌পুষ্প—ইহারা দশবিধ শাক মধ্যে নির্দ্ধারিত।

সন্তানের আনন্দদায়িনী আনন্দময়ী জগন্মাতার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুভকরী সন্দেহ নাই; কিন্তু জানি না কোন্ পাপে আজ তাঁহার ভারত সন্তান বিশেষতঃ বঙ্গসন্তানগণ ভোগসুখে বঞ্চিত। মায়ের বাণী সত্য, এবার এ দেশে শস্যাদি প্রচুর রূপেই উৎপন্ন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া কন্দ-মূল-ফলাদি অফুরন্ত জন্মিয়াছে, উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গালার বহু জেলায় এবার এত ফল এত আলু—রাঙা আলু হইয়াছে, কেহ কখনও এরূপ হইতে দেখে নাই, আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফল মূলের ফলনও অত্যধিক। তথাপি তাহা দেশবাসীর ভোগে আসিতেছে না। ইহ-পর-জন্মে যে পরকে ভোগ-সুখে বঞ্চিত করে আর তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়, তাহারা ও তাহাদের সন্তানগণ ভোগসুখে বঞ্চিত হয়। নহিলে এদেশজাত দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও এ দেশের লোক আহার্য্যের অভাবে প্রাণ হারাইতেছে কেন? আর তাহা বিদেশীরাই বা ভোগ করিতেছে কি কারণে? হয়ত তাহারা ভোগসুখ-কামনায় কোন জন্মের কোন কালে জগন্মাতাকে ডাকিয়াছিল, তাহারই ফলে তাহারা স্বদেশে পরদেশে সমানভাবে নিরবচ্ছিন্ন ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে।

ভারতবাসী! এই শরতের সুপ্রভাতে মা আনন্দময়ী আসিতেছেন, তোমরা দেবগণের মত বিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া জগন্মঙ্গলের জন্য সেই জগন্মাতাকে কাতরকণ্ঠে ডাক। কোনরূপ বিত্তশাঠ্য না করিয়া যথাশক্তি মহাশক্তির পূজা জপ যজ্ঞ কর। পূজা জপের কাঠিন্যে কুণ্ঠিত হইও না। পূজা করিতে না পার প্রাণ ভরিয়া ভক্তি দিয়া মায়ের শরণাপন্ন হও—মাকে প্রণাম কর। দেবগণও এককালে তাহাই করিয়াছিলেন, চণ্ডীতে তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। দেবগণ স্তব করিতে গিয়া মায়ের মহিমার মহোদধিতে ডুবিয়া গেলেন; আর কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল নমস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রকার ভেদে নমস্কারেরও অন্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন—

—যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোঃ নমঃ।

নমস্কারত্রয়ে তাঁহাদের কায়িক, বাচিক ও মানস ত্রিবিধ নমস্কার শাস্ত্রসঙ্গতরূপে করা হইল। পরবর্ত্তী "নমো নমঃ" এই নমস্কারদ্বয়ে হইল ভক্তিভাবের আতিশয্য প্রদর্শন। কেননা, শুষ্ক নমস্কার মায়ের পাদপদ্মে পৌঁছিবে না, তাঁহারও স্নেহাকর্ষণ হইবে না; সুতরাং গাঢ়ভক্তিমাখা প্রণামের প্রয়োজন।

তাই বলি আর্ত্ত সাধক যুক্তকরে ভক্তিভরে আর্ত্তিনাশিনী জগন্মাতার চরণকমলে আত্ম নিবেদন কর—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আশ্চর্য্য রতিশক্তি ও প্রচুর আনন্দ
—উপভোগের জন্য—
ডাক্তার পালের
ভীম বটিকা
ব্যবহার করুন।
"ভীম বটিকা" ব্যবহারে
প্রচুর আনন্দ পাইবেন।

"ডাক্তার পালের ভীম বটিকা" সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, রতিশক্তিহীনতা, বহুমূত্র ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ স্থায়িভাবে আরোগ্য হয়। "ডাক্তার পালের **ভীম বটিকা**" বলকারক, রক্তপরিষ্কারক, রতিশক্তি ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা ব্যবহারে নবযৌবন লাভ করিবেন। ডাক্তার পাল বহু গবেষণার পর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু মূল্যবান গাছগাছড়ার সারাংশ হইতে **"ভীম বটিকা"** প্রস্তুত করিয়াছেন। এক শিশি ব্যবহারে অতি আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। মূল্য ১৫ দিবসের ঔষধ ১ শিশি তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—১। এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং. ৮০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২। এল, এম, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স; ১৬৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ১৯ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। যমুনা দাস এণ্ড কোং, চাঁদনী চক, দিল্লী। ৪। কিং মেডিক্যাল হল, ২৫নং আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ।

এস, পাল এণ্ড কোং, ৪ নং হসপিটাল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।

নৃত্যকুশলা ছায়াচিত্র-শিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসুর অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় ও নৃত্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাঁহার নিখুঁৎ ত্বক ও উজ্জ্বল বর্ণ সমন্বয়ে; এবং আমাদের গর্ব্ব এই যে, তিনি স্বীকার করেন যে, প্রতিরাত্রে নিয়মিত ওটাঁন ক্রীম ব্যবহারের ফলেই তাঁহার নিখুঁৎ ত্বক ও উজ্জ্বল বর্ণ এখনও অম্লান আছে।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sashona Bose

Oatine CREAM *for nightly massage*
SNOW *for daily protection*

রবীন্দ্র-কাব্যে শিশু

[শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ রায়]

রবীন্দ্র সাহিত্য অনেক দিক থেকে অনেক সমালোচক সমালোচনা করেছেন এবং কবিকে অনেক নতুন ভাবে দেখেছেন।

আজ আমি সর্ব্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতাবলীর আলোচনা করব।

এ দেশে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে যে বহু কবি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বা ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। তাঁদের কবিতায় আমরা আর সব যেমন পাই অন্তরের—বিশেষ শিশুর অন্তরের পরিচয় তেমন পাই না। শিশুকে রবীন্দ্রের পূর্ব্ব কবিদিগের মধ্যে বৈষ্ণব কবিরাই বিশেষ ভাবে-নানারূপে স্নেহের স্নিগ্ধ বর্ণে অঙ্কিত করেছেন।

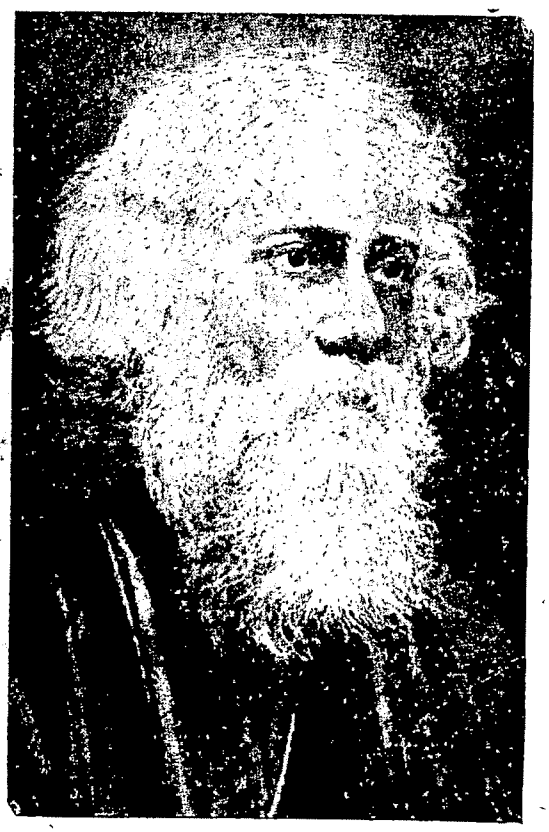

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশু কবিতার মধ্যে দুইটি হৃদয়ের পরিচয় আমরা পাই, একটি মা'র অন্তর আর একটি শিশুর অন্তর। আমি

"খোকা মাকে সুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমাকে ?"

কি সরল প্রশ্ন! সৃষ্টির গোপনীয়তা বা মূল তত্ত্ব শিশু জানে না। সে আপনাকে দেখেছে প্রাকৃতিক একটি বস্তুর মত। সে যেমন খেলনা কিনে বা পথে অনেক লাট্টু বা খালি শিশি কুড়িয়ে পায়, হয়ত তা'র মা তেমনই করে' তা'কে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। জগতে নির্জ্জীব ও জীবন্তের ভেদ শিশুর কাছে নাই।

তা'র পর মা'র উত্তর।

"মা শুনে কয়, হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

এটা বড় কথা। নারীচরিত্র বা নারীর অন্তরের চিরন্তন কামনাকে কবি একটি সূত্রে প্রকাশ করেছেন "ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে"।

নারীর অন্তরের ইচ্ছা কেবল এ নয় যে, পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবন যাপন করে। নারীর চিরন্তন বাসনা সন্তানের জননী হওয়া। এই জননী হইবার জন্য পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় বলে' নারী পুরুষকে চায়।

তার পর সন্তানকে নারী প্রতীকের মধ্যে কত রূপে দেখেছেন তা'র উদাহরণ—

"ছিলি আমার পুতুল খেলায়
ভোরের শিব পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙ্গেছি আর গড়েছি।"

শৈশবে মেয়েরা পুতুল খেলে। পুতুল কত যত্ন করে' রাখে। কিন্তু তার মূল ইচ্ছা কি? সন্তানের মাতৃত্ব লাভ করা। এখানে নির্জ্ঞান মনের একটা বাসনা কায করে যায়, যা'র ঠিকানা শিশু জানে না। তা'র পর—

"আমার চির কালের আশায়
আমার সকল ভালবাসায়
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরাণে।"

পূর্ব্বেই বলেছি, নারীর অন্তরের ইচ্ছা জননী হওয়া আর নারীর ভালবাসা সন্তানের প্রতি। তাঁ'র দিদিমা, মা যে সন্তানকে ভালবাসেন তা'র মধ্য থেকেই নারী সন্তানের প্রতি স্নেহ শিক্ষা পায়। আবার—

"নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনে রে
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ঐ দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
[illegible]"

জননী হ'বার পূর্ব্বে নারী তা'র সন্তানের ভালবাসাকে কত জিনিষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে পেত—যথা—রঙ্গীন ফুলে, বসন্তকালে, বর্ষার ছন্দে, কোকিলের ডাকে এমনই কত জিনিষ যা' মানুষকে আনন্দ দান করে তা'র মধ্যে। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড ভালবাসাকে নারী তা'র সন্তানে পায়।

খোকা বড় হল; শিখল হাঁটতে, দুষ্টমী করতে, পাড়ার লোক অস্থির হ'ল, কিন্তু মা?

তিনি তা'র সব অপবাদ অগ্রাহ্য করলেন; বল্লেন,—

"কান্ দিও না তোমায় কে কি বলে
তোমার নামে অপবাদ যে ক্রমেই বেড়ে চলে
মিষ্টি তুমি ভালবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে তোমায় নিন্দে করে
ছি-ছি হবে কি। তোমায় যারা ভালবাসে
তারা তবে কি?"

কিন্তু, মা'র শাসন যে নাই এমনও নয়। কবি মা'র মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,—

"আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে
বিচার করি শাসন করি
করি তারে দুখী
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।"

জননীর শাসন প্রহার বা ধমক দিয়ে নয়, সেটা শুধু স্নেহের দ্বারা। নিজে কেঁদে সন্তানকে তিনি বুঝান, তিনি দুঃখিত। এইটেই কি মা'র চরম শাস্তি দেওয়া নয়?

রবীন্দ্র কাব্যের আর এক্ দিক আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, প্রতি ছেলে তা'র বাবা মা'র কাছে স্বাধীনতায় বাধা পায়।

হয়ত প্রখর রৌদ্রে বেড়ালে বাবা ধমক দেন, তা'র পরে দুপুরবেলা তা'র বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়। তাই শিশুরা বড়দের মত হতে চায়। কবি বলেছেন—

"দশটা বাজে সাড়ে দশটা বাজে
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরী
ইচ্ছা করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।"

ব্যাঙ্কিং ভারতের গোড়া পত্তনে যে প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল অগ্রণী উহাদের অন্যতম—

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

(রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিডিউলভুক্ত)

হেড অফিস:
কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস সমূহ:
ক্যানিং ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট।

অন্যান্য শাখা

ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা, শিলচর, সিলেট, শিলং, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাচী ও এলাহাবাদ

এজেন্সী:—
ভারতের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে

সেভিংস ব্যাঙ্ক, চলতি এবং স্থায়ী আমানতের হিসাবে নিরাপদে টাকা রাখার ব্যবস্থা আছে।

উপযুক্ত সিকিউরিটিতে টাকা দাদন, ড্রাফ্ট, টি টি বিক্রয়, বিল ডিসকাউণ্ট প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

এর পরে বাবুদের বাড়ীর মালী কোদাল দিয়ে মাটি কাটে। শিশুর ক্ষুদ্র অন্তর ভাবে আমি যদি অমনই হতাম তা'হলে—

"কেউ ত তারে মানা নাহি করে
কুদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধূলা
কেউ ত এসে বকে না তার কাজে"

মা'র স্নেহ বা ঠাকুরমা'র স্নেহ শিশু কি করে বুঝবে? কেমন করে' সে জানবে যে তাঁদের শাসনের পশ্চাতে কত বড় স্নেহ বা মমতা আছে? সে স্নেহ সব সময় শিশুর ভাল লাগে না। যে সময় তা'র প্রতি স্নেহ তা'র স্বাধীন ইচ্ছাকে বাধা দেয়, সে সময় তা'র অন্তরের মধ্য থেকে ঐরূপ কল্পনা জেগে উঠে।

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, রাত্রিতে ঘুমুবার সময় শিশুরা তা'দের জীবনের বিষয় চিন্তা করে। সব কল্পনা, সেই সময়েই তাদের মনে বাসা বাঁধে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়।

কবি তা'র পরিচয় পেয়েছিলেন, তাই বলেছেন—

"জানলা দিয়ে দেখি শুয়ে পথে
পাগড়ি পরে' পাহারাওয়ালা যায়
আঁধার গলি লোক বেশী না চলে
গ্যাসের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলে
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
ব'সে থাকে বাড়ীর দরজায়
রাত হয়ে যায় দশটা এগারটা
কেউ ত কিছু বলে না তার লাগি
ইচ্ছা করে পাহারাওয়ালা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি।"

রাত্রিতে বেশী জাগা শিশুর পক্ষে অপরাধ। সে তখন পাহারাওয়ালাকে দেখে মনে ভাবে, আমি যদি অমনি হতাম!

তা'র পরে শিশুর মনের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব উঠে। সে তা'র শিশু-মনের যুক্তি দিয়ে তা'র মা'কে বুঝায়—

"আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে
ক খ গ ঘ ঙ হ য ব র
আমার বেলা কেন মা রাগ কর
বাবা যখন লেখে
কথা কওনা দেখে।"

তার বোঝাবার শেষ নেই, কত যুক্তিই না আছে।

"বড় বড় রুল কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ
আমি যদি নষ্ট করতে চাই
অমনি বল নষ্ট করতে নাই
সাদা কাগজ কাল
করলে বুঝি ভাল?"

পূর্ব্বেই বলেছি, শিশু তা'র কল্পনা নিজের মতই করে। তাই যে দিন বর্ষা-কালে ফুল ফুটে উঠে, সে দিন শিশু তা'কে কবিতায় কল্পনা করে—

"তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অমনি যেন ফুল
আমার মনে হয় মা
তোদের ওটা যেন ভুল
ওরা সব ইস্কুলের ছেলে
পুথি পত্র কাঁখে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে"।

শুধু তাই নয়, শিশুর কল্পনার শেষ নাই—

"মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চা'রটে বাজে
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে
হলদে রাঙ্গা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে"

শিশু-কাব্যের আর এক দিক্। কবি শিশুর অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন এবং শিশু-মনের রাজত্বের বর্ণনা দিয়েছেন—

ডি, এন, বসুর
হোসিয়ারী
—ফ্যাক্টরীর—
বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা গেঞ্জি

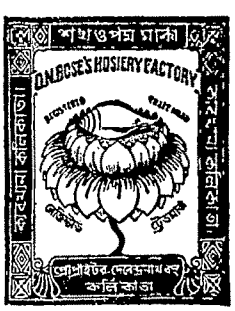

গুণে, গরিমায় অতুলনীয়
ফ্যাক্টরী: ৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা।
ফোন: বি, বি ৬০৫৬

কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা

৪৬ বৎসরের আবিষ্কৃত

এই স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, দুর্ব্বল ও ক্ষীণ দেহ সবল ও মোটা হয়।

আমাদের আবিষ্কৃত এই আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিতশোধক উপাদান ও স্বর্ণ-সংযোগে প্রস্তুত। অমৃত সালসা পারাদোষ সমূলে বিনাশ করে; খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, শরীরের চাকা চাকা দাগ ও উপদংশ বিষ ক্ষয় করে এবং প্রমেহ দোষে শুক্র ও রক্ত দূষিত হইয়া থাকিলে, তাহাও আশু সংশোধন করিয়া শরীরে নূতন বলবীর্য্য ও লাবণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। অমৃত সালসার আরও একটি অদ্ভুত ক্ষমতা—ইহা স্ত্রী-ব্যাধির পরম মহৌষধ। স্ত্রীলোকের বাধক, প্রদর, রক্তবিকৃতি, বন্ধ্যাদোষ ইত্যাদি আরও নানাপ্রকার স্ত্রী-ব্যাধি সমূলে বিনাশ করিয়া শরীরকে কান্তিপূর্ণ করে। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে—অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিদূরিত করিয়া শরীরের রক্তাণুসকল পুষ্ট ও সবল করে। অমৃত সালসা সকল ঋতুতে সেবন করা চলে। মোট কথা, ইহা সেবনে শুক্র, শোণিত, শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাকস্থলী-ঘটিত যাবতীয় নূতন পুরাতন রোগ ও উপসর্গ দূরীভূত হয় এবং দেহ কান্তিপূর্ণ হয়। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগ ভোগের পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতায় অমৃত সালসা অদ্বিতীয় টনিক।

গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ ওজন করিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র সাত দিন এই সালসা সেবনের পর হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে, তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ৸৹ আনা। ৩ শিশি ২৸৹ টাকা, ডাক মাশুল ১৷৵০ এক টাকা সাত আনা।

স্বাস্থ্যবন্ধু

স্বাস্থ্যবন্ধু আয়ুর্ব্বেদ-জলধির অপূর্ব্ব আবিষ্কার। সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাশয়ের গোলযোগ, স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতে ইহার অমোঘ শক্তি। ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় অল্প সময়ে ঐ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য করে। নূতন ও পুরাতন সকল অবস্থাতেই "স্বাস্থ্যবন্ধু" একমাত্র ধন্বন্তরি। মূল্য এক কৌটা ১৲ টাকা, তিন কৌটা ২৸৹ টাকা, ডাঃ মাঃ ৸৹ আনা।

শিবশক্তি বটিকা

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরের যম। আর কুইনাইন সেবনের প্রয়োজন নাই। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নূতন, পুরাতন ও বিষম জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরে আমাদের বহু গবেষণা-লব্ধ শিবশক্তি বটিকার গুণ অসাধারণ। আর জ্বরের জন্য ভাবিতে হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সমান ভাবে ইহা ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত। বহু চিকিৎসক-পরিত্যক্ত রোগী ইহা ব্যবহারে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়াছেন। মূল্য ১নং এক কৌটা ।৵০, ২নং এক কৌটা ॥৵০ আনা, ৩নং এক কৌটা ৸৹ আনা, ডাঃ মাঃ ৸৹ আনা।

মধুপর্ণা

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যই গৃহলক্ষ্মীগণের পরম সম্পদ। নীরোগ ও সুস্থ থাকিলেই সেই সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোগই সংসারে সুখ ও সৌন্দর্য্যের পরম শত্রু। বহু পরিশ্রম ও গবেষণা-লব্ধ আমাদের "মধুপর্ণা" নিয়মিত সেবনে যাবতীয় স্ত্রী-ব্যাধি অচিরে আরোগ্য করিয়া কুললক্ষ্মীগণকে অতুল সুখ ও সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী করে। বাধক, প্রদর, গুল্ম, মাসিক ধর্ম্মের গোলযোগ, ঋতুগত ও জরায়ুগত দোষ, হৃদ্‌রোগ ও তজ্জনিত উপসর্গ দূর করিতে "মধুপর্ণার" সমকক্ষ ঔষধ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে "মধুপর্ণাই" নারীসৌন্দর্য্যের অফুরন্ত আকর। তাই আজ প্রতি গৃহে ইহার অপরিসীম আদর। মূল্য ১ শিশি ২৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ১/০ আনা।

এই ঔষধালয়ে চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ এবং জারিত ধাতু অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। চ্যবনপ্রাশ ৮০ তোলায় /১ এক সের ১৬৲ টাকা, মকরধ্বজ প্রতি তোলা ৫৲ টাকা।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

"খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে
সকল উদ্দেশ্য হারা সকল ভূগোল ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে
সেথা আসে রাত্রি দিন
সর্ব্ব ইতিহাস হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া।"

তা'র পরে—

"তা ছাড়া অদ্ভুত লোক
নাই কারো দুঃখ-শোক
নেই তারা কোন কর্ম্ম কাজে;
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চির দিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে।"

প্রথমে দেখা যাক্,

"খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টি-শেষে"

শিশুর কল্পনা সৃষ্টির বাহিরে এক অসীম জগতে। সে দেশের ঠিকানা পৃথিবী জানে না। তাই কবি বলেছেন—

"সকল উদ্দেশ্য হারা
সকল ভূগোল ছাড়া"

তা'র কল্পনার কোন উদ্দেশ্য নাই, এটা শিশুর খেয়াল এবং স্বভাব। আর—

"তা ছাড়া অদ্ভুত লোক
নেই কোন দুঃখ-শোক"

প্রথমে দেখি, শোক কা'র কাছে? শোক বড়দের কাছে। তাঁ'রা দুঃখময় জগৎ বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু যা'রা জ্ঞান পায়নি, যা'রা জগতে থেকেও জগৎ বুঝেনি তা'দের আবার কিসের শোক? তাই তা'রা নিজের মত করে' তা'দের কল্পিত মানুষ মনের মধ্যে গড়ে তুলে।

রবীন্দ্র-শিশু-কাব্যে আর এক দিক্। প্রতি ছেলেদের মনে বড় হওয়ার সাধ আছে। তবে সে জগদীশ বসু বা প্রফুল্ল রায়ের মত নয়। তা'দের সাধ তা'দের দাদার মত বা বাবার মত হওয়া। যেন তা হলেই জগতের অমূল্য সম্পদ্ পেল। তাই কবি বলেছেন—

"এখনও ত বড় হইনি আমি
ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড় হয়ে বাবার মত হলে
দাদা তখন পড়তে যদি না চায়
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়
তখন তারে এমনি বকে দেব

কেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে
হিমকমল
সুরভিত আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

ম্যালেরিয়া জ্বরের যম
কালনা
২৪ ঘণ্টায় জ্বর আরোগ্য করে
ত্রিশক্তি আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্কস
৩৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্দ্দি, কাশি ও এজমায়
ফাফানল
একমাত্র মহৌষধ

সর্ব্বপ্রকার জ্বরে
পলের
কুইনারেক্স
অব্যর্থ
পল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৩৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূজার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'বরণ'

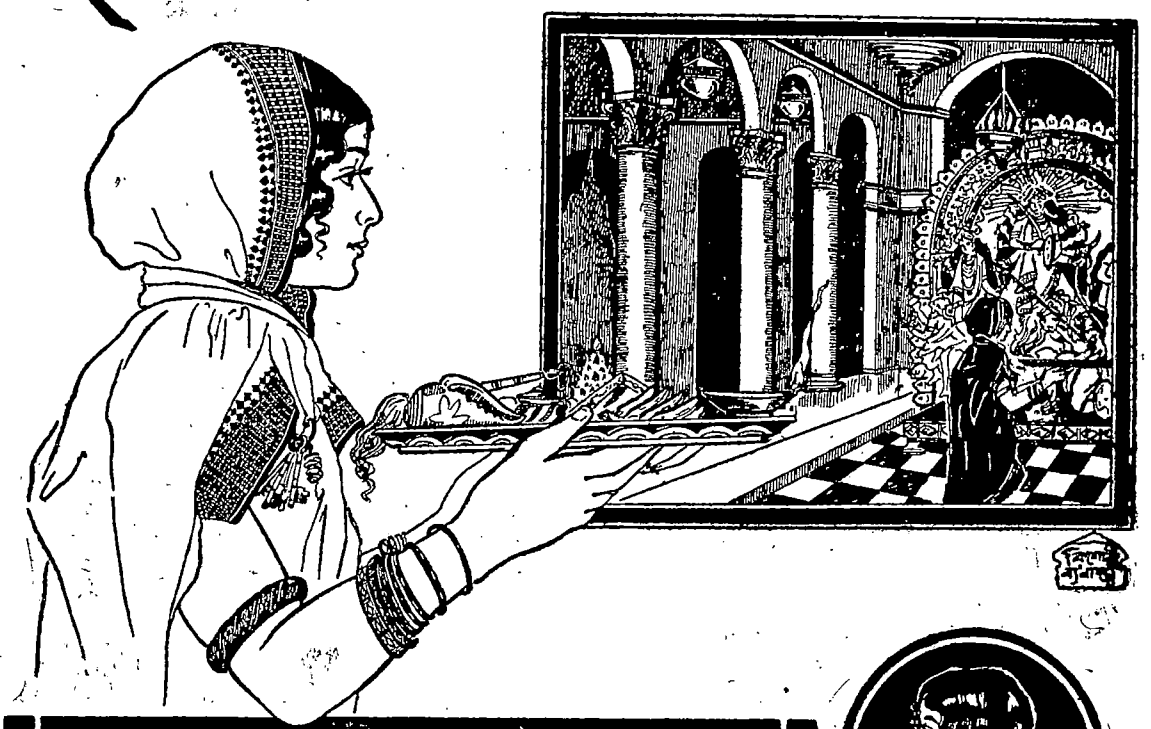

প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'কেশরঞ্জন'

যথাশাস্ত্রীয় আয়ুর্বেদীয়
ঔষধাদির
চিরপ্রসিদ্ধ ঔষধালয়

কবিরাজ
নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮।১,১৯,লোয়ার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা

বলব, তুমি চুপটি করে বসে পড়
বলব, তুমি ভারী দুষ্টু ছেলে"।

প্রতি ছেলেদের শাসন করবার একটা তীব্র ইচ্ছা থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলেরা গুরুমশায় হয়ে পড়ায়, ছাত্র বিড়াল ছানা বা কুকুর ছানা। তাই কবি বলেছেন—

"আমি আজ কানাই মষ্টার
প'ড়ো আমার বিড়াল ছানাটি
আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি।"

এতেই শিশু আনন্দ পায়; মনে ভাবে, এরা আমার ছাত্র, আমি এদের বড়। এই কল্পনাই মনকে আনন্দিত করে—আবার

"আচ্ছা, মা, আমি যেদিন প্রথম বড় হব।"

কি অদ্ভুত কল্পনা! বড় হওয়া যেন একটা স্বপ্ন-ভাঙ্গা গোছের। ভোরের বেলায় উঠে দেখলাম, আমি বাবার মত বড় হয়েছি। তার পরে কবি বলেছেন,—

"জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা।"

এই পারাবার কোথায়—তা'র সন্ধান পাওয়া কঠিন। তা'র পারাবারের পরে যে কি আছে তা'ও কল্পনার বাহিরে। তবে কবি তা'র সন্ধান পেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল
ফেনিল ঐ সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।"

কিন্তু সেই সমুদ্র জলের নয়। সেটা কল্পনার সাগর। জ্ঞানের অমূল্য রত্ন সেই কল্পনার সাগরে আছে। জ্ঞানীরা তা'তে ডুবে সেই রত্ন পায়। যা'দের দরকার তা'রাই তাতে পাড়ি দেয়, তা'রাই সে সমুদ্রে সাঁতার দেয়। কিন্তু শিশু?

"জানে না তারা সাঁতার দেওয়া
জানে না জাল ফেলা
ডুবুরি ডুবে মুক্তা চেয়ে
বণিক ধায় তরণী বেয়ে
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায় পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা
রত্ন ধন খোঁজে না তারা
জানে না জাল ফেলা।"

এ বার শিশুর বিষয় অনেক কথাই জানা গেল। পরিশেষে এই বলেই আমার ব্যাখ্যা শেষ করব যে, কবির শিশু-কাব্যের মূল কথা,—

"জানে না তারা সাঁতার দেওয়া
জানে না জাল ফেলা
ডুবুরি ডুবে মুক্তা চেয়ে
বণিক ধায় তরণী বেয়ে
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায় পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা
রত্ন ধন খোঁজে না তারা
জানে না জাল ফেলা॥"

শিশু-রাজ্যের যে অনন্ত অদ্ভুত চিন্তার সন্ধান জ্ঞানীরা পান না তা' যিনি শিশুর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, তিনিই জানেন।

('বৈজয়ন্তী' বিংশতি অধিবেশনে পঠিত)

বেদে অনাস্থা—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধ্বংস-অভিযানের যুগে—
যজ্ঞধূমসুরভিত ভারতের পুণ্য তপোবনে ঋষিগণের কর্ম্মবাদ-বিচারের সিদ্ধান্ত—বেদের কর্ম্মকাণ্ড-মীমাংসা সুপ্রচার প্রয়াস
সামবেদ-সঙ্কলয়িতা—পরমর্ষি জৈমিনি-বিরচিত

মীমাংসা-দর্শনম্

বৃহস্পতি তুল্য জ্ঞানী শ্রীমদ্ শবরস্বামীর ভাষ্যের ভাবার্থানুবাদ—সূত্রের অর্থ—ভারতপূজ্য মনীষী—কর্ম্মকাণ্ডের পুনঃ প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টের ভাষ্যের পাদটীকা সংযুক্ত। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থের দীর্ঘকালের সাধনায় অনূদিত!

কর্ম্মসাধনায় মন্ত্রচৈতন্যের উদ্বোধনে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রসাদলাভ—সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব। মন্ত্রই দেবতা—দেব-মন্ত্রস্বরূপ—দেবতার অশরীরিণী বাণী মন্ত্র—মন্ত্র-ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় প্রভাবে দেবতার প্রতীক অনুভূত হয়। যোগি-ঋষিগণ বেদমন্ত্রের স্রষ্টা নহেন—তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা—মন্ত্রের সাধক মাত্র। দেবতার উদ্দেশ্যে যথাবিহিতভাবে দ্রব্য-ত্যাগই যজ্ঞ—যথাবিহিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ববিধ মঙ্গল—কাম্যফললাভ—নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় চিত্তশুদ্ধির ফলে 'বিবিদিষা'—স্বর্গসুখপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। অক্ষয় স্বর্গই মোক্ষ। জ্ঞান-গুরু কুমারিল ভট্টের মহিমাময় জীবনসাধনার গৌরব-দীপ্ত অবদানে এই মহাগ্রন্থ চিরজ্যোতির্ম্ময়। চিরস্থায়ী কাগজে নির্ভুল মুদ্রণ—সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই, রাজসংস্করণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতি খণ্ড মূল্য ২৷৷০ টাকা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির —১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিশুর জন্য

তাহার স্বাস্থ্য ও সুখই আপনার একমাত্র লক্ষ্য। ইহা তাহার যথাযোগ্য সুপুষ্টির উপরই নির্ভর করে। সান বার্লী সংমিশ্রিত দুগ্ধই আপনার মনোমত পুষ্টি আনয়ন করিবে। ইহা অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ ও প্রসিদ্ধ ডাক্তারখানা কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

সান বার্লী কেনা উচিত

দি নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১০৫, কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা

বঙ্গদেশের সোল এজেণ্টস্ (কলিকাতা ব্যতীত) :—

পি এণ্ড কে, এম্, শা এণ্ড কোং

২২, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিহারের এজেণ্টস্ :—ওরিয়েণ্টেল সাপ্লায়ার্স, বেগমপুর, পাটনা সিটি।
কলিকাতার চীফ ষ্টকিষ্টস্ :—বেঙ্গল সাপ্লায়ার্স, ৩১এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।
আসামের এজেণ্টস্ :—শচীন্দ্রকুমার পাল, ৩০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিন্দী

১

"মাগো—মা! দুটো ভাত দাও, মা।"

সন ১৩৫০ সালের শীতকালে—আমন ধান্য সংগৃহীত না হইতেই, সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের ভয়াবহরূপ গোপন করিবার হীন চেষ্টায় যে দুর্গতদিগকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন—বর্ষার আরম্ভে তাহারা আবার অন্ন না পাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের শেষে আবার কলিকাতায় সেই কাতরধ্বনি শ্রুত হইতেছে—"মাগো—মা! দুটো ভাত দাও, মা।"

মধ্যাহ্ন অতীত হয় হয়। বিন্দী কেবল ভাতের থালা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময় দ্বারে সেই রব শুনা গেল।

সে বলিল, "আর সুস্থ থাকতে দিবে না। কি দুঃখ!"

তখন বাড়ীর আর সকলেরই আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর চারি বধূ যে যাহার ঘরে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল। বড় বধূ চন্দ্রাবতী নামিয়া আসিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবনাথ তিন দিন পূর্ব্বে ফুটবল খেলা দেখিতে যাইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া আসিয়াছিল—পরদিনের সর্দ্দি আজ জ্বরে পরিণত হইয়াছে। তাহার মাথার যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে—সে গরম জলে পা ডুবাইবে—বিন্দীকেই গরম জল লইয়া যাইতে বলিবার জন্য চন্দ্রাবতী রন্ধনশালার দিকে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বিন্দী বলিল, "বড় বৌদি, কাল থেকে দু' মুঠা চাল বেশী দিও—তবুও দু'টা লোক দু'মুঠা ভাত পা'বে।

বড়বৌ বলিল, "তোমার যদি অত কষ্ট হয়, তবে তুমি অন্নসত্র খুললেই পার! আমরা গরিব গৃহস্থ—পারব কেমন ক'রে?"

সরল ভাবেই বিন্দী বলিল, "বল কি, বড় বৌদি?"

"সত্য কথাই বলছি। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।"

বিন্দী জানিত না, বারুদের স্তূপ সঞ্চিত ছিল এবং চন্দ্রাবতী তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবার অবসরই সন্ধান করিতেছিল। অবসরটা সুবিধাজনক না হইলেও —সে আর অপেক্ষা না করিয়া তাহাই ব্যবহার করিতেছিল। চন্দ্রাবতী ধনীর দুহিতা বলিয়া যে গর্ব্বে সংসারে অনেক অশান্তি আনিয়াছিল, তাহার কথাও বিন্দীর মনে ছিল না। বিন্দী বলিল, "আমি অন্নসত্র খুলব!"

চন্দ্রাবতী ওষ্ঠ ওল্টাইয়া বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার ধনিব ত আর আমাদের বিশ্বাস করেন নাই; তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন—যদি তোমার অসুবিধা হয়, তীর্থস্থানে যা'বে—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খা'বে। তা' তা'-ই কেন কর না!"

বিন্দী চমকিয়া উঠিল। দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুতে আর অভিমানে তাহার মন বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থা ঘটিবে মনে করিয়াই কি মা ছেলেদের বলিয়া গিয়াছিলেন, "বিন্দী, ইচ্ছা ক'রে তীর্থস্থানে না গেলে ওকে তাড়িও না" আর তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, "বিন্দী, তোকে না তাড়া'লে তুই যেন আমার ছেলেদের ছেড়ে কোথাও যাস না—তীর্থস্থানেও না?"

বিন্দী আর খাইতে পারিল না—অশ্রুপাত করিতে করিতে ভাতের থালা লইয়া যাইয়া দ্বারে ভিখারীদিগকে ভাত দিল। তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বাসন মাজিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্য ভৃত্য ও দাসীরা নির্ব্বাক্ হইয়া এ উহার দিকে চাহিতে লাগিল। চন্দ্রাবতী তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখলে কি তেজ! ভাত ফেলে দিয়ে চলে গেল! মনিবকে অপমান করলে। পা আর মাথা কি সমান হ'বে? কোন্ চুলায় যা'বে?"

বিন্দী তখন পথে; সে সব কথা শুনিতে পাইল না। বড়বৌ আর এক জন দাসীকে এক কেটল জল গরম করিয়া—ফুটাইয়া ভবনাথের ঘরে লইয়া যাইতে বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুতেই বিজয়গর্ব্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। যেন কোন অজানা আশঙ্কা তাহাকে পীড়িত করিতেছিল; সে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল—পাছে তাহার দেবররা বা আর দেবরপত্নীরা কেহ তাহার কার্য্যে আপত্তি করে। স্বামীর সম্বন্ধে তাহার কোন ভয় ছিল না—কারণ, ধনপতি তাহার কাযে নির্ব্বিকার ভাবেরই অনুশীলন করিয়াছিল; তাহার কাযে সে আপনাকে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিত বটে, কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিত না। তাহাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

২

বিন্দী পালিত পরিবারের দাসী। যে সময়ে দাসীরা বাড়ীর গৃহিণীর কাছে "ঝী" অর্থাৎ কন্যার মত বিবেচিতা হইত, সে সময়ের পরবর্ত্তী হইলেও গৃহিণী প্রমদাসুন্দরী তাহাকে দাসী অপেক্ষা কন্যাই অধিক মনে করিতেন। তিনি যখন স্বয়ং বধূরূপে সেই পরিবারে আসিয়াছিলেন, তখন পরিবারের আর্থিক অবস্থা কাহারও ঈর্ষ্যার উদ্রেক করিত না এবং তাঁহার দুই কন্যার পরে তৃতীয় সন্তান পুত্র জন্মগ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার শাশুড়ী বধূকে সাহায্য করিবার জন্য স্বতন্ত্র ঝী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। সেই দাসী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিল এবং তাঁহাকে কখন "বৌদিদি" ব্যতীত "মা" বলে নাই। সে-ই বিন্দীকে আনিয়াছিল। বিন্দী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী—মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে বিধবা। সে যখন ভ্রাতুষ্পুত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে তাঁহার কাছে দিতে চাহে, তখন প্রমদাসুন্দরী দয়াপরবশ হইয়াই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, যদি তাহাকে সংসারে

আশ্রয় দিয়া তাহার শ্রমের বিনিময়ে তাহাকে জীবনে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মে ও কর্ম্মে আকৃষ্ট করিতে পারেন, তবে তাহাও পুণ্য-কার্য্য হইবে। তিনি তাঁহার সেই সঙ্কল্প সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্দী হইয়া তাঁহার সংসারের কাযে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে এবং তিনি যখনই তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, তখনই পশুপতিনাথ হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত—বদরীনারায়ণ হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে। সাবিত্রী পর্ব্বতে তাহার "মা-ই" তাহাকে বলিয়াছিলেন, "বিন্দী ভাল ক'রে পূজা দে। কামনা কর, এ জন্মে যে ভোগ ভুগলি যদি আবার জন্ম হয়, তবে যেন আর তা' ভুগতে না হয়।" মা'র মন কন্যার দুঃখে দুঃখানুভব না করিলে কি কেহ সেরূপ কথা বলিতে পারেন?

প্রমদাসুন্দরী স্বয়ং পাকা গৃহিণী ছিলেন—সেই জন্য সংসারে লক্ষ্মীর কৃপা যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত পরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল, তেমনই সংসারে শৃঙ্খলা ও ঐক্যও ছিল। তাঁহার পুত্রগণ বলিত বিন্দী একাধারে মা'র এড-ডি-কং ও মিলিটারী সেক্রেটারী। তাহারা—বিন্দীর "দাদা বাবুরা"—বিন্দীকে ভয়ও করিত; বধূদিগের ত কথাই নাই। চারি বধূর মধ্যে তৃতীয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হাস্যপরিহাসপটু; সে বলিত, "বিন্দী, গল্প আছে, এক শাশুড়ী মরার সময় ঘরের দেওয়ালে দু'টা শামুকের খোলা গেঁথে রেখে বৌদের ব'লে গিয়েছিলেন, তিনি গেলেও তাঁ'র চোক থাকল। তেমনই মা তোমাকে রেখে গেছেন।"

বিন্দীকে চন্দ্রাবতী ব্যতীত আর সকল বধূই ভালবাসিত। সে বিন্দীর স্বভাবগুণে—স্নেহের জন্য। বিন্দী যে দীর্ঘকাল পালিত পরিবারে কাটাইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন দিন কেহ তাহার সম্বন্ধে কোন নিন্দার কথা বলিতে পারে নাই। বিন্দী যে কখন সে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবে তাহা সে-ও কখন কল্পনা করিতে পারে নাই, সংসার যাহাদিগের তাহারাও কখন মনে করিতে পারে নাই। তবুও প্রমোদাসুন্দরী—দীর্ঘকাল সংসার পালন ও শাসন করিয়া যখন মহাযাত্রা করেন, তখন বিন্দীর কথাও ভাবিয়া তাহার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন—সে ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন মনে করিলে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিতে পারিবে, তাহাকে অভাব ভোগ করিতে হইবে না। সে টাকা বিন্দী লয় নাই—লইবার প্রয়োজন কখন অনুভব করে নাই। সে টাকা জমা ছিল। সে কখন বেতন লয় নাই—তাহার প্রয়োজন প্রমোদাসুন্দরী আপনি বুঝিয়া মিটাইতেন।

প্রমোদাসুন্দরীর গৃহিণীপনায় গৃহে শৃঙ্খলা ও ঐক্য ছিল বটে, কিন্তু তিনি দূরদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইতেও পারে এবং যদি তাহা হয়, তবে চন্দ্রাবতীর জন্যই হইবে। যখন চন্দ্রাবতীর পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার বন্ধু রামনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব 'পরিচয়' প্রদাতা পুত্র ধনপতির সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহ দিতে সম্মত হয়েন, প্রমদাসুন্দরী তখনই স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "বড়মানুষের ঘরে কায করা আমার ভাল লাগছে না—ধাতু পাত্রের সঙ্গে মাটীর পাত্রের মিলনে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।" কিন্তু রামনাথ বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই।

তখনও রামনাথ ভাড়া বাড়ীতে ছিলেন। ধনপতির সহিত কন্যার বিবাহ দিবার বর্ষাধিক কাল পরে বৈবাহিক রামনাথকে তাঁহার মধ্যম পুত্রের বিবাহের কি করিতেছেন সে কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং রামনাথ যখন বলেন, বাড়ী ছোট, স্থানাভাব—কাযেই একটু বড় বাড়ী না লইয়া তিনি মধ্যম পুত্র সুরপতির বিবাহ দিবেন না, তখন বৈবাহিক তাঁহাকে একটি বাড়ী কিনিতে পরামর্শ দেন। রামনাথ বলেন, "আমার দ্বারা যে তা হ'বে, এমন আশা নাই; ছেলেদের ভাগ্যে থাকে—কিনবে।" তখন বৈবাহিক জিদ করিতে থাকেন—কোনরূপে বাড়ী কিনিয়া ফেলুন। তিনিই একটু জমিসহ একটি বাড়ীর সন্ধান দেন এবং রামনাথের সব আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া রামনাথের যে টাকা ছিল তাহার সহিত আপনি প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়া উহা কিনিয়া দেন। প্রমদাসুন্দরীর তাহাতে সম্মতি ছিল না এবং তিনি আপনার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ও অন্যত্র ঋণ করিয়া কুটুম্বের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য জিদ করেন। বৈবাহিক কিছুতেই সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পরে—পরিবর্ত্তনে, পরিবর্দ্ধনে ও সর্ব্বোপরি পরিবর্জ্জনে সেই পুরাতন গৃহের ভগ্নাবশেষের অধিক কিছু ছিল না বটে, কিন্তু চন্দ্রাবতীর পিতা যে সেই গৃহ কিনিবার সময় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, সে কথা দুই জন কখন ভুলিতে পারে নাই—চন্দ্রাবতী তাহা গর্ব্বের ও ধনপতি তাহা কুণ্ঠার সহিত স্মরণ রাখিয়াছিল। সেই কুণ্ঠা ক্রমে ধনপতির স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

বুদ্ধিমতী প্রমদাসুন্দরী অন্য পুত্রদিগের বিবাহে সর্ব্বতোভাবে ধনীর সহিত কুটুম্বিতা এড়াইয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবতীর দ্বারা যে এক দিন তাঁহার সংসার বিচ্ছিন্ন হইতেও পারে, সেই সম্ভাবনা প্রমদাসুন্দরী অনুভব করিতেন এবং ধনপতির ভ্রাতৃপ্রীতিও তাঁহাকে সে সম্ভাবনার দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি দেয় নাই। তবে তিনি জানিতেন, আঘাত না পাইলে কখন প্রস্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয় না। সেই জন্য তিনি কখন চন্দ্রাবতীকে আঘাতের কারণ জানিতে দিতেন না। আর

কাহাকেও অকারণ আঘাত প্রদান তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধও ছিল। তিনি এক বিষয়ে সেই সম্ভাবনা হইতে অব্যাহতি-লাভের আশা পাইয়াছিলেন—পৌত্র ভবনাথের ব্যবহারে। তাহার স্বভাবতঃ সরল ও স্নেহপ্রবণ মন—তাঁহার শিক্ষায় যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে সে যে তাহার মাতার স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার পক্ষপাতী হইবে না, তাহা প্রমদাসুন্দরী মনে করিতেন।

প্রমদাসুন্দরী যে দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন এবং তিনিই সংসারে কেন্দ্র ছিলেন, তাহাও যে চন্দ্রাবতীর অসন্তোষের কারণ ছিল না, এমন নহে। শাশুড়ী থাকিতে তাহার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিবার সুযোগ ঘটে নাই। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে সে যখন কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা করিল, তখন তাহার দেবরপত্নীরাও আর "কনে বউ" নাই—বিশেষ শাশুড়ী জীবদ্দশায় বধূ চতুষ্টয়ের মধ্যে সংসারের কাযের ভার যে ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে—ইচ্ছা করিয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিলে—কর্ত্তৃত্ব করাও সম্ভব ছিল না।

বিন্দীকে শাশুড়ী সংসারের সব কাযের সাধারণভাবে পরিদর্শনভার দিয়া গিয়াছিলেন; জানিতেন, সে সে কাযে তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিতা। তাহাই বিন্দীর প্রতি চন্দ্রাবতীর অপ্রীতির অন্যতম কারণ। আর সেই অপ্রীতি পুষ্ট করিতে সে কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতি পাইত না; কারণ, অন্য বধূরা সকলেই বিন্দীকে ভালবাসিত, ছেলেমেয়ে সকলেই বিন্দীর আদরের ছিল এবং বিন্দীকে ভালবাসিত।

কোথাও সহানুভূতি না পাইয়া বিন্দীর প্রতি চন্দ্রাবতীর অপ্রীতি মনের মধ্যেই পুঞ্জীভূত হইয়া প্রকাশের পথ সন্ধান করিতেছিল। প্রকাশের আগ্রহ যখন অধিক হয়, তখন তাহা অনেক সময় বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। চন্দ্রাবতীর ব্যবহারের কারণ, কেহই বুঝিতে পারিল না—তাহা সমর্থন করা ত পরের কথা। সকলেই তাহাতে বিস্ময়ানুভব করিল।

৩

বড়বধূ বনাম বিন্দী ব্যাপারের এক-তরফা পরিণতির কথা বাড়ীর যে সকল বালক-বালিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহাদিগের ও দাসদাসীদিগের মুখে শীঘ্রই বাড়ীর অন্য বধূদিগের গোচর হইল।

বেলা প্রায় তিনটার সময় তৃতীয়া বধূ ঝরণা আসিয়া তাহার "মেজ দিদির" ঘরে উপনীতা হইয়া বলিল, "মেজদি, আজ খবর খুব জবর।"

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিল, "আমি জানি।"

"কি বল ত?"

"বিন্দী—"

"তুমি আগেই শুনেছ? আমি ত শুনেই ছুটে আসছিলাম, তোমার ঠাকুরপো এসে পড়ায় বিলম্ব হ'ল। তিনি শুনে কি বললেন জান?—'শেষের আরম্ভ'।"

"তা'র মানে?"

"তার মানে—সংসার যে ভাঙ্গবে, এ-ই তা'র আরম্ভ।"

পঙ্কজিনী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা-ই বটে। আমিত এ কথা ভাবতেই পারছি না।"

উভয়ে ছোট বধূর ঘরের দিকে চলিল।

সেই সময় চন্দ্রাবতী পুত্রের জন্য এক পেয়ালা চা লইয়া ত্রিতলে পুত্রের নিকট যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া পঙ্কজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, ভবু কেমন আছে?"

চন্দ্রাবতী বলিল, "জ্বরও আছে—মাথায় যন্ত্রণাও হচ্ছে।"

"দিদি, বিন্দী নাকি চলে গেছে?"

চন্দ্রাবতী গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ।"

সে যাইতে উদ্যত হইল।

ঝরণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

চন্দ্রাবতী বলিল, "তা' কি আমায় বলে গেছে?"

"না খেয়ে চলে গেল!"

"আমি তা'কে খেয়ে যেতেও বলি নি—না খেয়ে যেতেও বলি নি। সে কথা আমাকে বলা কেন?"

পঙ্কজিনী বলিল, "না দিদি, তোমাকে বলছে না। না খেয়ে চলে গেছে, তা'ই বলছে।"

গম্ভীর ভাবে "ওঃ!" বলিয়া চন্দ্রাবতী চলিয়া গেল। তাহার মনে কেমন একটু খটকা যে লাগে নাই, তাহা নহে। সে ছেলের জন্য চা প্রস্তুত করিতে যাইয়া শুনিয়া আসিয়াছে, ঝী-চাকররা বলাবলি করিতেছে, "এত দিনের লোক—দুপুর বেলা না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল! গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণও ত আছে। বিন্দী যখন গেল, তখন আমাদের চাকরী ত তালপাতার ছাউনী।"

ছেলের অসুখ—মার মন স্বভাবতঃই উৎকণ্ঠিত হয়। কল্যাণ-অকল্যাণের কথায় যেন চন্দ্রাবতীর মনে "ছ্যাঁক" করিয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল; সেই সময়ে ঝরণা আবার বলিয়াছিল, বিন্দী না খাইয়া ই চলিয়া গিয়াছে! চন্দ্রাবতী বিন্দীর উপরেই অধিক রাগ করিতেছিল। রাগের সঙ্গে একটু ভয়ও যে ছিল না, তাহা নহে। ভয় স্বামীর জন্য নহে—ছেলের জন্য। ভবনাথ বাড়ীর বড় ছেলে—পিতামহীর আদরে একটু একগুঁয়ে হইয়াছিল। বাড়ীর সব ছেলেমেয়ের মত সে-ও বিন্দীর কাছে "মানুষ" হইয়াছিল। সে হয়ত বিন্দীর যাইবার কথা শুনিলে রাগ করিবে।

ভবনাথের ভগিনী ললিতার বিবাহ চারি বৎসর হইয়াছে। সে যখন শ্বশুর বাড়ীতে থাকিত, তখন তাহার বাড়ীতে যাওয়া বিন্দীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। মধ্যাহ্নে

আহার শেষ করিয়া সে রৌদ্র বৃষ্টি সবই অগ্রাহ্য করিয়া ললিতাকে দেখিতে যাইত। ললিতার শাশুড়ী তাহাকে দেখিলেই হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা, তোমার বাপের বাড়ীর ঘড়ী বেজেছে।"

ললিতা পূর্ব্বদিনই ভবনাথের অসুখের কথা শুনিয়াছিল এবং সেই জন্য সংবাদের প্রতীক্ষায় বিন্দীর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। বিন্দী যখন আসিল না, তখন সে উৎকণ্ঠিতা হইল—শাশুড়ীকে বলিল, সে পিত্রালয়ে যাইবে। শাশুড়ী বলিলেন, "যাও। সত্যই ত বিন্দী-বেহান এল না কেন? তা'র-ত কখন আসতে ভুল হয় না। আমি চাকরদের বলে দিচ্ছি, কর্ত্তা এলে গাড়ী রেখে তোমাকে খবর দিবে।"

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ললিতা পিত্রালয়ে উপনীত হইয়া গৃহে যে ভাব লক্ষ্য করিল তাহা গ্রীষ্মের পর প্রথম বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ভাব। সে স্বতঃই মনে করিল, ভবনাথের অসুস্থতাই তাহার কারণ। বিন্দীর তাহার নিকট না যাইবার সঙ্গে সেই ভাব যোগ করিয়া সে উৎকণ্ঠা অনুভব করিল এবং আর কোথাও না যাইয়া প্রথমেই ত্রিতলে তাহার দাদার ঘরে গেল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার কাকীমা'রাও তথায় উপনীত হইল;—চন্দ্রাবতী তথায় ছিল।

ললিতা যাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "বিন্দী আজ কেন আমার বাড়ী যায় নি?"

এ উহার দিকে চাহিল; পঙ্কজিনী বলিল, "সে চ'লে গেছে।"

কথাটা ললিতা অসম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করিল এবং অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

"তা'ত জানি না।"

"ব্যাপার কি?"

দাসীর কাছে পঙ্কজিনী যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই যথাসম্ভব সংযম সহকারে বলিলে ললিতা তাহাকে বলিল, "তোমরা তা'কে যেতে দিলে?"

পঙ্কজিনী বলিল, "আমরা কেহ জানতে পারিনি ত।"

ভবনাথ শুনিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া চন্দ্রাবতী ভয় পাইল; বলিল, "আসবে। যা'বে কোথায়?"

ভবনাথ বলিল, "সে-ই তোমাদের ভরসা। তোমাদের আপনার ক'রে সে তা'র তিন কুলে আর কা'রও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে নি, সেই জন্যই আজ তোমরা তা'কে অনায়াসে দূর করে দিতে পারলে।"

ঝড়ে বনস্থলী যেমন কম্পিত হয়, ক্ষোভে ভবনাথের কণ্ঠস্বর তেমনই কম্পিত হইতেছিল।

চন্দ্রাবতী বলিল, "আমি এখনই তা'কে খুঁজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।"

সে উঠিল।

ভবনাথ তাহাকে কিছু না বলিয়া পঙ্কজিনীকে বলিল, "কাকীমা, বাবাকে আমি কিছু বলতে পারব না। তুমি কাকাবাবুকে ব'লে দিও, যেন তাঁ'রা বিন্দীকে খুঁজতে না পাঠান—গরু মে'রে জুতাদানের প্রয়োজন নাই।"

ললিতাও প্রমাদ গণিল। সে দাদাকে বলিল, "তুমি রাগ ক'রে অসুখ বাড়িও না দাদা।"

উদ্বেল ভাব সংযত করিয়া—বেদনার হাসি হাসিয়া ভবনাথ বলিল, "তুমি যখন বলছ, তখন রাগ না করবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ছুটে যাই।"

হাসিয়া ললিতা বলিল, "কোথায়?"

"তুমি ত জান, আমার কখন এক ছাড়া নালিশ করার কোন জায়গার কথা আমি জানি না।"

"সে কি?"

"ঠাকুরমা'র কাছে।"

সহসা সম্মুখে বিপদ দেখিলে লোক যেমন স্তম্ভিত হয়, সকলেই তেমনই স্তম্ভিত হইলেন।

স্তম্ভিত ভাব বর্জ্জন করিয়া চন্দ্রাবতী বলিল, "ভবু, কি বলছ? ও কথা কি বলতে আছে?"

"ঐটাই আমার মনের কথা। তোমার মনের গোপন কথা যেমন আজ তুমি আর গোপন রাখ নাই—বিন্দীকে বলেছ, আমিও তেমনই আজ আমার মনের কথা বললাম।"

তাহার মনে পড়িল, শৈশবে সে এক দিন বিন্দীকে ডাকিলে প্রমদাসুন্দরী বলিয়াছিলেন, "তোমার কত বড় —বিন্দীপিসী ব'লে ডেক"—চন্দ্রাবতী তাহাতে আপনি করিয়াছিল—দাসীকে পিসী বলা! তাহা শুনিয়া প্রমদাসুন্দরী আর তাহাকে সে কথা বলেন নাই। কিন্তু তাহার পরে যখনই সে কথা তাহার মনে পড়িয়াছে, তখনই সে ভাবিয়াছে, তাহার পিসী থাকিলে তিনি কি তাহাদিগকে বিন্দীর অপেক্ষা অধিক স্নেহ দিতে পারিতেন? সে কথা সে পূর্ব্বে কখন কাহাকেও বলে নাই—আজ বলিল।

সকলেই মনে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। ঝরণা সেই ভাব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বলিল, "তুমি সেরে উঠলেই ত তোমার বিয়ে দিব। তোমার বিয়েতে বিন্দী থাকবে না—সে কি কখন হ'তে পারে? সে ত তোমাকেই 'বাবা' বলে।"

ভবনাথ বলিল, "সেজ কাকীমা, তোমাদের বাড়ী হ'তে বিন্দীকে তাড়ানর পরে আর কিছুই অসম্ভব নহে।"

৪

ভবনাথ যাহাই কেন বলুক না—ধনপতি ও তাহার ভ্রাতারা যখন দেখিল, সন্ধ্যা হইল, তুলসীতলায় প্রদীপ দিবার সময় হইলেও বিন্দী ফিরিয়া আসিল না, তখন

তাহাদিগের অস্বস্তি উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল—তাহারা বিন্দীর সন্ধান লইবার যথাসম্ভব চেষ্টায় রত হইল।

কিন্তু সন্ধান পাওয়া গেল না। বিশেষ আলোক-নিয়ন্ত্রণের ফলে সৃষ্ট অন্ধকারে তাহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে?

বিন্দী যখন—যে গৃহ সে দীর্ঘকাল আপনার গৃহ বলিয়াই মনে করিয়া আসিছিল সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন সে কোথায় যাইবে তাহা মনেও করিয়া যায় নাই। বাড়ী হইতে একটি পথই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত ছিল—গঙ্গার পথ। সে সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। গঙ্গার কূলে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রথম মনে হইল, সে কোথায় যাইবে? এ কথা যে তাহাকে কখন ভাবিতে হইবে, তাহা সে অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারে নাই। প্রমদাসুন্দরীর কথা তাহার মনে পড়িল—এক বার একটি বালক ভৃত্যকে তিনি তাহার দেশের সহিত কলিকাতার প্রভেদের কথা বলায় সে বলিয়াছিল, "মা, তোমাদের দেশ এত ভাল যে ঘরে ফিরিতে ইচ্ছাই হয় না; কেবল ভয় হয় যদি অসুখ হয়, তখন ত রাস্তায় ফেলিয়া দিবে! নিকটস্থ কোন গৃহের এক ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথা বলিয়াছিল। ঘটনাক্রমে ঐ বালক ভৃত্যের জ্বর হইয়া ফুসফুসের প্রদাহ হয়; ডাক্তাররা তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে বলিলে প্রমদাসুন্দরী তাহাতে অসম্মত হইয়া গৃহেই তাহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন,—আপনার খাটের গদী তুলাইয়া আনিয়া তাহার শয্যার জন্য দিয়াছিলেন—স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—বিন্দী সে কাযে তাঁহার সহকারী ছিল।

বিন্দী বুঝিল, সে কথা ভাবিয়া আজ আর কোন ফল নাই। শেষ বার তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিবার সময় প্রমদাসুন্দরী যখন বারাণসীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বিন্দীকে বলিয়াছিলেন, যদি কখন তাহার তীর্থবাসের প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন হয়, তবে সে কাশীতে আসিয়া থাকিতে পারিবে। তাঁহার এক নিঃসন্তান ভগিনী বিধবা হইয়া—স্বামীর সম্পত্তি স্বামীর ভাগিনেয়-দিগকে দিয়া, মাসহারা স্থির করিয়া লইয়া কাশীতে শ্বশুরবংশের বাড়ীতেই বাস করিতেছিলেন। সে তাঁহার নিকট যাইবে।

প্রমদাসুন্দরীর সঙ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তীর্থভ্রমণ করিয়া বিন্দী প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সে বুঝিল, প্রথম প্রয়োজন টাকার। সে এক পয়সাও সঙ্গে লইয়া আইসে নাই বটে, কিন্তু সে জানিত, সে নিঃসম্বল নহে। কারণ, কনিষ্ঠ পুত্র অশোক-নাথের বিবাহের সময় প্রমদাসুন্দরী তাহাকে ৫ ভরীর সোণার তাগা দিয়া বলিয়াছিলেন, "বিন্দী, সংসারে আমার কায শেষ হ'ল। আমার এ বার ছুটী। তুই এই তাগা পরে থাকিস্—আমাকে মনে পড়বে, আর যদি কখন হঠাৎ কোন প্রয়োজন হয়, টাকা সংগ্রহ করতে পারবি।" আজ প্রয়োজনে সে সেই তাগা হাত হইতে খুলিল। তাহার জানা ছিল, যুদ্ধের সময় সোণার দাম বড় বাড়িয়াছে। কাছেই পাশাপাশি পোদ্দারদিগের "রোকড়ের" দোকান—দুই তিনখানি দোকানে দাম যাচাই করিয়া বিন্দী তাগা বিক্রয় করিল, তাহার পরে দুইখানি কাপড় ও একখানা মোটা চাদর কিনিয়া অধিকাংশ টাকা "পেট কোঁচড়ে" সাবধান করিয়া লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে গেল। তথায় সে দেখিল, টিকিট পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু সে দেখিয়াছে, "কড়ীতে বাঘের দুধ মিলে"—কিছু ব্যয় করিয়া সে টিকিট কিনিতে পারিল।

টিকিট কিনিয়া বিন্দী যাইয়া ট্রেণে কামরায় বসিল। যাত্রীর ভীড় হইলেও সে একটু স্থান করিয়া লইতে পারিল।

ট্রেণ যখন যাইতে আরম্ভ করিল, তখন সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল—কি বন্ধনই সে ছিন্ন করিতে চাহিতেছে!

সে জানিত না, সে যে গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, সে গৃহেও তাহার জন্য কিরূপ দীর্ঘশ্বাস পতিত হইতেছিল।

৫

বিন্দী চলিয়া যাওয়ায় পালিত-পরিবারে যে অস্বস্তির উদ্ভব হইয়াছিল, ভবনাথের রোগের গতিতে সঞ্জাত উৎকণ্ঠায় তাহা ঘনীভূত হইতেছিল। ধনপতি ও তাহার ভ্রাতারা পরামর্শ করিয়া বিন্দীর সন্ধানের জন্য সম্ভব ও অসম্ভব স্থানের আলোচনা করিয়াছিল—কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। শেষ তাহারা তাহার পিত্রালয় গ্রামে সন্ধানজন্য লোক পাঠাইয়াছিল। গ্রামখানি মেদিনীপুরে—কাঁথী মহকুমায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী দীঘার নিকটে। কিন্তু তাহার সঠিক বিবরণও তাহারা জানিত। যে লোক প্রেরিত হইয়াছিল, সে কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া তৃতীয় দিন ফিরিয়া আসিল—সেই নামের গ্রামে কেহ বিন্দীর কোন সংবাদ দিতে পারিল না। সে যে দিন ফিরিয়া আসিল, সে দিন মধ্যাহ্নের পরে ললিতা আসিয়া ভ্রাতার কক্ষে বসিলে যখন পঙ্কজিনী ভবনাথের জন্য "ছানার জল" প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়া আসিলেন, তখন চন্দ্রাবতীকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সন্ধান কি পাওয়া গেল।" চন্দ্রাবতী বলিল, "না—গাঁ থেকে লোক ত ফিরে এল।"

পঙ্কজিনী বলিল, "সে ত আর গ্রামের কা'রও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে নাই।"

চন্দ্রাবতীর মনে যে কথাটা বার বার উদিত হইতেছিল, সে তাহাই অসতর্কভাবে প্রকাশ করিল

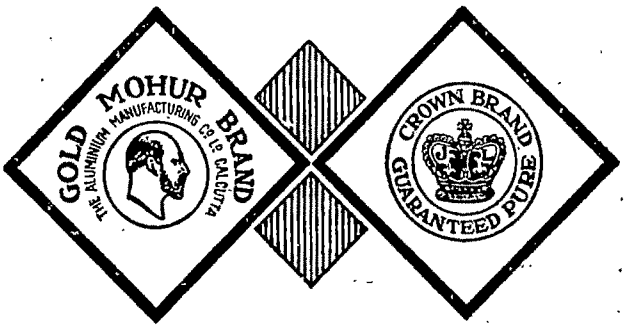

"ক্রাউন"

এবং

"গোল্ডমোহর"

এলুমিনিয়মের বাসনপত্র ব্যবহারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

- দেখিতে উজ্জ্বল, ব্যবহারে সুবিধাজনক। সাবান কিম্বা নরম মাটি অথবা ছাই দ্বারা অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়।
- দামে সস্তা এবং অপরিহার্য্য কারণ ওজন হালকা, কলাই খরচা নাই; অল্প আঁচে কম সময়ে রান্না হয়।
- স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ, ইহাতে রন্ধন করিলে 'ভিটামিন' অধিক পরিমাণে বজায় থাকে।
- সমস্ত ভাঙ্গা ধাতু অপেক্ষা, পুরান ও ভাঙ্গা এলুমিনিয়মে বেশী মূল্য পাওয়া যায়।

সাবধান !! সস্তা দামের এলুমিনিয়ম কিনিবেন না কারণ তাহা বিশুদ্ধ নহে এবং রন্ধন কার্য্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনুপযোগী।

জীবনলাল (১৯২৯) লিমিটেড

বিখ্যাত "ক্রাউন" ব্র্যাণ্ড নির্ম্মাতা এবং
দি এলুমিনিয়ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের
বাসনপত্রের সোল সেলিং এজেণ্ট ঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • রাজমহেন্দ্রী • দিল্লী • এডেন • রেঙ্গুন।

—"দু'পুর বেলা, মুখের ভাত ফেলে দিয়ে অনাহারে চলে গেল!"

ভবনাথ "ছানার জল" পান করিতেছিল। সে বলিল, "তা'তে ত এ বাড়ীতে কা'রও আহারের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।" সে অবশিষ্ট "ছানার জল" সহ কাচের গ্লাসটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—কক্ষপ্রাচীরে আঘাত পাইয়া তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।

সেই দিনই তাহার দেহের তাপ অন্য দিন অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল এবং সমস্ত রাত্রি "ভোগের" পরে প্রভাতেও তাহা কমিয়া পূর্ব্বদিনের মত হইল না।

চিকিৎসক ভয় পাইলেন—দ্বিতীয় সপ্তাহে এই অবস্থা! পরীক্ষায় রক্তে টাইফয়েড জীবাণুর আধিক্য দেখা গেল।

উৎকণ্ঠায় পরিবারের সকলের দিন কাটিতে লাগিল।

যে দিন ভবনাথ ক্রোধবশে গ্লাসটি ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই দিন হইতেই ভবনাথের কথায় ভুল ধরা পড়িতেছিল—সে ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল।

চন্দ্রাবতীর মনে হইতেছিল, সকলেই তাহাকে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিতেছে; বিন্দী যে চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে অনাহারে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে ভবনাথ কত ব্যথা পাইয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে—দাস-দাসীরাও বলাবলি করিয়াছে—গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণ গৃহিণীর কাযের বশ। দুর্ভাবনা তাহার বক্ষে গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মত অনুভূত হইতেছিল—যে গর্ব্ব তাহাকে ধৃষ্টতায় প্ররোচিত করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা তাহার অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল।

এই অবস্থায় বিন্দী চলিয়া যাইবার দ্বাদশ দিন পরে প্রমদাসুন্দরীর ভগিনী বারাণসী হইতে—ধনপতিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন, বিন্দী তাঁহার কাছে গিয়াছে কিন্তু কেন গিয়াছে, কিছুতেই তাহা বলিবে না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে কাশীবাস করিতেই তথায় গিয়াছে। কিন্তু তিনি জানিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, সে ভাল ঘরে—বিশেষ দেবালয়ে কায করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। সে কথা সে তাঁহাকে বলায় তিনি পত্র লিখিয়াছেন—কি হইয়াছে? তাঁহার দিদি তাহাকে যে টাকা দিয়াছেন, তাহা সে লইবে না; বলে, সে টাকা সে তাহার বাবার (অর্থাৎ ভবনাথের) জন্য রাখিয়া আসিয়াছে—ভবনাথের বিবাহ হইলে তাহার স্ত্রী সে টাকা লইবে। কি হইয়াছে? আর তিন দিন হইতে বিন্দী কেবলই কলিকাতার সংবাদ জানিতে চাহিতেছে—সে তাহার বাবার অসুখ দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া আছে। ভবনাথের সংবাদ যেন অবিলম্বে প্রদান করা হয়।

সেই দিনই অশোকনাথ বিন্দীকে আনিবার জন্য কাশী যাত্রা করিল। তাহার যাত্রা কালে চন্দ্রাবতী তাহাকে বলিল, "ছোট ঠাকুরপো, তুমি বিন্দীকে ব'ল—তা'র 'বাবার' অসুখ, তা'কে আসতেই হ'বে। আমি তার ভাজ, তা'র পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি—সে যেন আমার অপরাধ মনে না রাখে।"

৬

অশোকনাথের সঙ্গে বিন্দী আবার কলিকাতায় আসিল—গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া পালিত-পরিবারের সেই পরিচিত গৃহে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া গৃহে সকলের মনে হর্ষের উদয় হইল বটে, কিন্তু বর্ষাকালে যেমন কোকিলের কণ্ঠস্বর ফুটিতে পারে না, তেমনই তাহা বিপদের মধ্যে ব্যক্ত হইতে পারিল না।

বিন্দী গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আর কাহারও দিকে না চাহিয়া দ্রুত ত্রিতলে ভবনাথের কক্ষে চলিয়া গেল। সে ভবনাথকে যে অবস্থায় দেখিল তাহাতে তাহার কণ্ঠ হইতে উদ্গতপ্রায় "বাবা!" রবও আর ব্যক্ত হইল না। সে যাইয়া খাটের যে দিকে ভবনাথের মস্তক ছিল সেই দিকে হর্ম্ম্যতলে বসিয়া ভবনাথের মস্তকে অঙ্গুলি রাখিয়া দেবতার নাম যপ করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে ঝরণা ও ললিতা বহু চেষ্টায় তাহাকে সেই স্থান হইতে তুলিয়া কক্ষের বাহিরে লইতে পারিল বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু আহার করাইতে পারিল না। বিন্দী বলিল—"যদি আমার বাবা সেরে উঠে তবেই তা' হ'বে—নহিলে এ বাড়ীতে আমি আর জলস্পর্শ করতে পারব না।"

বিন্দী ভবনাথের অসুখের কথা অশোকনাথের কাছে শুনিয়াছিল, ললিতার কাছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাইল—ভবনাথ তাহার গমনে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তাহা জানিল। সে দুই কর যুক্ত করিয়া যুক্ত কয়ে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "মা কালী, আমার জন্যই কি বাবার অসুখ বাড়ল। রক্ষা কর, মা—এ পোড়া মুখ আর পুড়িও না। আমি বুক চিরে তোমার পায়ে রক্ত দিব—আমার বাবাকে রক্ষা কর।"

বিন্দী লক্ষ্যও করিতে পারে নাই, ললিতা তাহাকে "বিন্দীপিসী" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছিল।

সে যাইয়া আবার দ্রুত-ক্ষরিত-জীবনীশক্তি ভবনাথের শিয়রে বসিল। তাহার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষের বস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। সে যেন ধ্যানমগ্না—বাহ্যসংজ্ঞাশূন্যা।

দিন শেষ হইল—রাত্রি আসিল। ডাক্তাররা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আশার অবকাশ নাই—যদি রোগী রক্ষা পায়, তবে অসম্ভব সম্ভব হইবে। কিন্তু এ রোগে অসম্ভব যে কখন সম্ভব হয় না, এমনও নহে।

রোগীর মুখে মৃত্যুর ছায়া ঘনীভূত হইল—কোন ঔষধেই রক্তস্রাব নিবারিত হইল না—"নাড়ী" ক্রমেই ক্ষীণ সূত্রবৎ ও সময় সময় অনুভূতির বাহিরে যাইতে লাগিল। যে দুই জন ডাক্তার সমস্ত রাত্রি ছিলেন, তাঁহারা পরদিন প্রভাতে চলিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু স্বজনের মনে আশার আলোক নিবিয়াও নিবিতে চাহে না তাঁহারা তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন না—যে চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা হইতেছিল, তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত যদি রোগী বাঁচিয়া থাকে, তবে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়—তিনি আসিবেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল।

বেলা দশটার সময় সেই চিকিৎসক আসিলেন—রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "কি প্রবল জীবনীশক্তি—এতক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে!"

অন্য চিকিৎসকগণ একটি—শেষ ঔষধ সূচ-মুখে দেহে দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন—পরামর্শদাতা চিকিৎসক যেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দাও। কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ। কিন্তু শ্বাস আর কোথায়?" তিনি অন্য চিকিৎসক দুই জনকে—"যা' হয় কর" বলিয়া বিদায় লইলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন—"অবস্থা ত সকলে বুঝিতেই পারছেন—এখন মেয়াদ আর ঘণ্টায় মাপ করা যায় না—মেয়াদের মাপ মিনিটে। মেয়েদের সব ঘর থেকে সরিয়ে দিন।"

তিনি চলিয়া যাইলেন।

অন্য ডাক্তার দুই জন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিলেন।

৭

মহিলাদিগকে সেই কক্ষ হইতে সরাইয়া দেওয়া যত অপ্রীতিকর ও নির্ম্মমতার পরিচায়ক কাযই কেন হউক না, কর্ত্তব্য বুঝিয়া ধনপতির মধ্যম ভ্রাতা তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে আর সকলকে চলিয়া যাইতে বলিয়া কিরূপে ভবনাথের মাতাকে ও বিন্দীকে তাহা বলিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তখন সে ললিতাকে বলিল, "ললিতা, অবস্থা দেখে ত বুঝতেই পারছিস্—আর এ শিবের অসাধ্য; তুই কোন রকমে বৌদিদিকে এ ঘর থেকে নিয়ে যা।"

তাহার পর সে বিন্দীর কাছে যাইয়া বলিল, "বিন্দী, আর কেন? এ ঘর থেকে চল।"

বিন্দী চমকিয়া উঠিল—যেন অসময়ে তাহার ধ্যান-ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল—একবার ভবনাথকে শেষ দেখার মত করিয়া দেখিল; তাহার পর সে কক্ষ হইতে বাহির হইল। দ্বারে দাঁড়াইয়া অশোকনাথ অশ্রু-বর্ষণ করিতেছিল। বিন্দী কান্দিয়া উঠিল, "ছোট দাদা-বাবু, এই জন্যই কি আমাকে আবার এনেছিলে। বাব আমার!—"

বিন্দী কান্দিতে কান্দিতে ত্রিতল হইতে সোপানপথে দ্বিতল হইয়া নিম্নতলে নামিয়া গেল—গৃহ হইতে চলিয়া যাইবে। সে যখন গৃহদ্বারের নিকটে উপনীত হইল, তখন পাগলিনীর মত আসিয়া চন্দ্রাবতী তাহাকে জড়াইয়া ধরিল—বলিল, "বিন্দী, এ বার আর তুমি একা যেতে পা'বে না—আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

সেই সময়ে ললিতা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা, চুপ কর। বিন্দীপিসী কান্দতে নাই। বোধ হয়, দেবতা স্থানে থেকে তোমার কথাই কানে শুনেছেন। ডাক্তাররা বলছেন, 'টাল' বোধ হয়, কেটে গেল।"

বিন্দী সত্যই ছুটিতে ছুটিতে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভবনাথের কক্ষে যাইয়া আবার তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মস্তকে জপ করিতে লাগিল।

ডাক্তাররা তখন অশোকনাথকে বলিলেন—পরামর্শ-দাতা চিকিৎসক ততক্ষণে হাসপাতালে উপনীত হইয়া থাকিবেন—এখনই যাইয়া তাহাকে আনা হউক—রোগীর "টাল" কাটিয়া গিয়াছে—বোধ হয় আর ভয় নাই।

বিচিত্র ব্যবস্থা

[শ্রীযুত শোভেন্দ্রমোহন সেন]

সকাল বেলা। বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি এবং রাস্তার লোক-চলাচল দেখিতেছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি, বন্ধুবর শিবময় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার হস্তে একখানি মনিঅর্ডারের ফর্ম্ম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিহে মনিঅর্ডার কা'কে করবে?" "আমার গুরুদেবের ছেলেকে পাঠাচ্ছি, ভাই"—স্মিতমুখে শিবময় উত্তর দিলেন। "সাহায্য না কি?" "হাঁ ভাই, তিনি চেয়েছেন। যে দুর্ব্বৎসর যাচ্ছে। লিখেছেন, আমি কিছু সাহায্য না করলে তাঁকে স্ত্রী পুত্র নিয়ে উপবাসী থাকতে হবে।" আমি বলিলাম, ভাল কথা। কিন্তু ক'জনের দুঃখ তুমি দূর করতে পারবে ভাই? এযে অসম্ভব—সকলের কষ্টের লাঘব করা।" একটি ভিখারীর করুণ আর্ত্তনাদে—হঠাৎ কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িল "একটা পয়সা দিন, বাবু, ক্ষিদেয় মরে গেলাম বাবু···।" বন্ধুবর শিবময় ইহাতে রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "যাও যাও—ভিক্ষে পাবে না। চাইলেই পয়সা পাওয়া যায় না। সমর্থ মানুষ খেটে খেতে পারে না?" ভিক্ষারীটি করুণ নয়নে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল—আমার কাছে কিছুই ছিল না যে তাহা ভিখারীটিকে দিতে পারি।"

শিবময়ের এই আচরণে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। গুরুদেবের ছেলেকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আছে, অথচ তদপেক্ষা দুঃখী লোকের প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় গলে না। তিনি ভিখারীকে খাটিয়া খাইবার উপদেশ প্রদান করেন। অথচ সে খাটে কোথায়? সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ। তাঁহার গুরুদেবের পুত্র সুস্থ সমর্থ হইয়াও খাটিয়া খান না, ইহা আমি জানি, এবং জানি বলিয়াই শিবময়ের এই আচরণে বিরক্ত হইলাম। সহসা মনে হইল—গুরুপুত্রকে সাহায্য করিয়া যে পরিমাণ আত্মপ্রচারের অবকাশ ও সুযোগ শিবময় পাইবেন, ভিক্ষুকটিকে পয়সা দিয়া তাহার সুবিধা ঘটিবে না। তাই মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করলেন। ঈশ্বরের কি অপরূপ ব্যবস্থা!

* *

দুপুর বেলা। মধ্যাহ্নে আহারের পরে আরাম-চৌকীতে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি। বাড়ীর পাশেই এক জন ধনীর বাড়ী। তথা হইতে তথাকার লোকজনের কথাবার্ত্তা ভাসিয়া আসিতেছিল। শুনিলাম, গুটিকয়েক লোক বলিতেছে, "দু'টি ভাত দিন, মা, রাজাবাবু, দুটি ভাত দিন, দু'দিন কিছু খাইনি, মা। পাতের দু'টি দিন-"উত্তরে শুনিলাম, বাড়ীর কোন লোক বলিলেন, "যাও যাও, বাপু, তোমাদের জন্যে কি ভাত রেঁধে রাখা হয়? ভাত হ'বে না এই আক্রাগণ্ডার দিনে···।" বলিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন শব্দ পাইলাম। পরক্ষণেই তাঁহার কণ্ঠের কথা কানে আসিল, বলিতেছেন, "ও বামুন ঠাকুর, জিম্‌কে এখনও ভাত দাওনি? তোমাদের আক্কেল যাহ'ক—এখন কুকুরটাকে খেতে দাওনি!"

মাথার রক্ত এই সকল কথা শুনিয়া গরম হইয়া উঠিল। ইহাই কি জীবে দয়া! আর্ত্ত বুভুক্ষুকে ভাত দিবার প্রবৃত্তি নাই। অথচ কুকুর পুষিবার সখ রহিয়াছে! মনুষ্যত্বের প্রতি এত বড় হৃদয়হীনতায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। পেটের জ্বালায় মানুষ মৃতপ্রায় হইয়া পাতের ভাত চাহিয়াছে, তথাপি পায় নাই, অথচ সখের কুকুরের জন্য ভাত ঠিকই বরাদ্দ আছে। মনুষ্যত্বের মাথায় আঘাত মারিয়া ভণ্ডামী অপ্রতিহত রহিয়া গেল। ঈশ্বরের কি অপরূপ বিচিত্র বিধান!

* *

বিকাল বেলা। প্রাত্যহিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সারি সারি বাড়ী,—একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রাঙ্গণে গৃহস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি গৃহ-পালিত পারাবত ও অন্যান্য পাখীর আহার তিনি দেখিতে-ছেন। ইহাই তাঁহার অভ্যাস, গৃহপালিত সখের পাখী-গুলিকে তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া আহার করাইয়া থাকেন। গৃহদ্বারে তাঁহার কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোকজন বসিয়া আছে। গৃহপালিত পাখীরা চাউল খাইতেছে, দেখিলাম। ইতোমধ্যে দেখিলাম, একটি ক্ষীণকায় ভিক্ষুক সেই বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইল। সে বলিল, "বাবু মশায়, দু'টি কিছু দিন, ক্ষিদেয় আর থাকতে পারিনে"। দ্বারে উপবিষ্ট বাড়ীর লোকগুলি তাহাকে ধম্‌কাইয়া বলিল, "যাও হে যাও, কিছু হ'বে না—ভাঙ্গানো পয়সা নেই, কিছু দিতে পারা যা'বে না।" "দু'টি চাল দিন ফুটিয়ে নিয়ে খা'ব বাবু-মশায়"—কাতরকণ্ঠে ভিক্ষুক বলিল। "না, চাল টাল দেওয়া হ'বে না, তুমি যাও। এই আক্রাগণ্ডার বাজারে চাল কি করে' দেওয়া যায়?" ভগ্নহৃদয় ভিক্ষুক চলিয়া গেল—আমি দাঁড়াইয়া সব দেখিলাম ও শুনিলাম। সখের পায়রার খাইবার চাউল ঠিক পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য চাউল দেওয়া যায় না!

* * * * *

আমি চলিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে এই কথাটাই তোলপাড় করিতে লাগিল,—দুনিয়াময় ভণ্ডামীর কি লীলা চলিতেছে! কেবল নিজের স্বার্থ, স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবিবার অবকাশ আমাদের নাই। অথচ বাহিরে আমাদের হীনতাকে প্রকাশ না করিবার জন্য নিরন্তর আমরা ভণ্ডামীর আশ্রয় লইতেছি, যুক্তি দিয়া হীন মনোবৃত্তিকে খণ্ডন করিতেছি। ঈশ্বরের কি অপরূপ ব্যবস্থা!

গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত দরে বীজ বিক্রয়ের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে।
ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

সিনোরমা

উৎকৃষ্ট
গাছ ও বীজের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

কলেজষ্ট্রীট মার্কেট (কলিকাতা)

শাখা
১০ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
(নিউ মার্কেট)
কলিকাতা

শাখা
শিয়ালদহ ষ্টেশন মেন
৫ নং প্ল্যাটফরম্

আমাদিগের দেশে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ

[শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী]

যখন আমরা দেখি, দেশে কতক লোক প্রাচুর্য্যে ও বিলাসিতায় কাল অতিবাহিত করিতেছে এবং তাহাদিগের প্রতিবেশী অধিকাংশ লোক অভাবে—এমন কি অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে, তখন সেই বৈষম্য কেন ঘটিতেছে ও তাহার প্রতীকার কিরূপে করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা স্বতঃই আমাদিগের মনে উদিত হয়।

এই সম্বন্ধে নানা দেশে নানারূপ গবেষণা হইয়াছে এবং ফলে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজম মতবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কম্যুনিজমের মূল তত্ত্ব এই যে, ইহা সম্পত্তিতে ব্যক্তি-বিশেষের অধিকার স্বীকার করে না এবং সম্পত্তি ও সম্পত্তি হইতে অর্জ্জিত অর্থ সাধারণের ও উহা সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য এই মতবাদ (যাহাকে এক কথায় সাম্যবাদ বলা যাইতে পারে) প্রচার করে।

ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, দরিদ্র দেশে এই মতবাদের সর্ব্বজনীন আকর্ষণ আছে এবং তাহার ফলে এই মতবাদ আমাদিগের দেশে বিস্তারলাভ করিতেছে ও অনেক যুবকই এই ভাবে প্রভাবিত হইতেছে।

আমাদিগের দেশে এই মতবাদ প্রচারের ফল কিরূপ হইবে এবং এই মতবাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিবেচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ রুশিয়ায় সফল হইয়াছে, এই দাবী করা হয়। রুশিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বা সবিশেষ সংবাদ যুদ্ধের পূর্ব্বেও জানিবার উপায় ছিল না এবং এখনও নানা কারণে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধে রুশিয়া যে অসাধারণ বীরত্ব ও দক্ষতা দেখাইয়াছে, তাহাতে অনেকের—বিশেষ আমাদিগের দেশে যুবকগণের—মনে ধারণা জন্মিয়াছে, সাম্যবাদই আমাদিগের মুক্তির একমাত্র উপায়।

এই বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লবে সাম্যতন্ত্রবাদীদিগের জয় হয় এবং রাষ্ট্রশক্তি তাহাদিগের হস্তগত হইবার পরে সাম্যবাদী ভিন্ন ভিন্ন নেতা নিজ নিজ মতানুযায়ী রাষ্ট্রতন্ত্র সুগঠিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব লোপ করাইয়া ও অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আপনাদিগের পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতির ও রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনীতিক ভিত্তি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই সকল পরিকল্পনা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং হইয়া থাকিলে স্থায়ী কল্যাণকর ফলপ্রসূ হইয়াছে কি না এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা ও নিষেধ সত্ত্বেও নূতনভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অর্থের উদ্ভব হইতেছে কি না, এই সকল বিষয়ে সঠিকসংবাদ পাইবার উপায় আমাদের নাই।

সে যাহাই হউক, বিচারস্থলে ধরিয়া লওয়া যাউক—রুশিয়ায় সাম্যতন্ত্রবাদ সফল হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই সাফল্যের কারণ, রুশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি সাম্যবাদী এবং তাহা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় অন্যায় সর্ব্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

আমাদিগের দেশে রুশিয়ার মত অবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি সাম্যবাদী হওয়া প্রয়োজন। বিদেশী রাজশক্তি বিদ্যমান থাকিতে সাম্যবাদ প্রচলিত হইতে পারে না। যাহাকে শোষণনীতি বলা হয়, তাহা থাকিতে সাম্যবাদ চলে না। রাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে সম্পত্তি ও অর্থ বণ্টন করা রাজশক্তির দ্বারাই সম্ভব। বিদেশীর শাসনে দেশীয় কতকগুলি অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐরূপ ব্যক্তির অভাব অনিবার্য্য। সুতরাং বিদেশীয় শাসন চলিলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কল্পনা আকাশকুসুম মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, যদি রাষ্ট্রনীতির পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া দেশে সাম্যবাদ প্রচার করা যায়, তবে তাহার ফলে রাজশক্তির সুবিধা ব্যতীত কোন অসুবিধা নাই। বিদেশী রাজশক্তি শাসিত দেশে ঐক্য কামনা করে না—অনৈক্যই স্থায়ী করিতে চাহে। সাম্যবাদ প্রচারের ফলে দেশে প্রথমেই গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। গৃহবিবাদ ও অনৈক্যে শাসিত প্রজার বলক্ষয় হয় এবং রাজশক্তি ও প্রজার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। বিদেশী সরকার যদি সাম্যবাদ প্রচার করিবার সুযোগ প্রদান করে, তবে তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য আপনাদিগের শক্তি স্থায়ী করা। বিদেশীর শাসনের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তিশালী ধনী ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছেন ও যাঁহাদিগের চেষ্টার ফলে মুক্তির আন্দোলন অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ, যদি সাম্যবাদীরা মনে করিয়া থাকেন যে, সাম্যবাদ প্রচারের ফলে রাষ্ট্রবিপ্লব আসিবে (তাহা সোপদ্রবই হউক বা নিরুপদ্রবই হউক) তবে তাঁহারা ভুল করিবেন। যত দিন বিদেশী রাজশক্তির বিদ্রোহ দমন এবং রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করিবার ক্ষমতা থাকিবে ততদিন সাম্যবাদ প্রচারে দেশে কেবল অশান্তি ও গৃহবিবাদই হইবে। রাজশক্তি নিজ স্বার্থে ধনী এবং নিঃস্ব দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ বাধাইয়া কোন পক্ষকে অপর পক্ষ ধ্বংস করিবার সুযোগ দিবে না, তাহার পূর্ব্বেই আন্দোলন দমন করিবে এবং জনসাধারণ ঐ মতবাদের সাফল্য না দেখিয়া এবং নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া ঐ মতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইবে।

চতুর্থতঃ, আমাদিগের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এ দেশে সাম্যবাদও সাম্প্রদায়িকতায় দুষ্ট হইয়াছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রনীতিক প্রতিষ্ঠানের মুসলমান-তোষণ নীতি, মুসলমানদিগের স্বার্থপ্রসূত প্রচার-কার্য্য এবং শাসকগণের ভেদ-সৃষ্টি-নীতির ফলে মুসলমানদিগের ও তথা-কথিত তপশীলী হিন্দুদিগের ধারণা হইয়াছে যে, তাহাদিগের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের দাবী পৃথক ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারিলে তাহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক "বর্ণ হিন্দুদিগের" তুলনায় অধিক সুখ সুবিধা ও উন্নতির সুযোগ পাইবে। সাম্যবাদেও তাঁহারা এই সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করিতেছেন। ইহাও হইতে পারে যে, ঐ সম্প্রদায়ের লোক সত্যই বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের দাবী পৃথকভাবে বিবেচিত না হইলে তাঁহারা তথা-কথিত অগ্রসর সমাজের সহিত সমান অধিকার পাইবেন না। শেষোক্ত অনুমান সত্য হইল বুঝিতে হইবে, সাম্যবাদ-প্রচারকারীরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতেছেন না। এই অবস্থায় প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। প্রথম ধারণা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, আপনারা অতিরিক্ত সুখ-সুবিধা না পাইলে ঐ সম্প্রদায় সাম্যতন্ত্রে সম্মতি দিবেন না। সে স্থলে সাম্যবাদ কোথায়?

পঞ্চমতঃ, সাম্যতন্ত্র প্রকৃতিবিরোধী। জগতে যে কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করি না, বৈষম্যই দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের চেষ্টা ঐশ্বরিক ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী না হইলে মানুষের এই প্রচেষ্টা স্থায়ী ফলপ্রসূ হইতে পারে না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, মানুষ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের বা সকলকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিবার চেষ্টা করিবে না। মানুষের ধর্ম্ম তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহাকে এই সকল কার্য্যে প্ররোচিত করিয়া থাকে এবং চিরকাল করিবে। হিন্দুধর্ম্মে গৃহস্থের কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইলে, রাজকোষে অর্থ বা শস্য থাকিতে প্রজার অনশনে মৃত্যু অসম্ভব।

প্রকৃতির নিয়ম নির্ম্মম ও কঠোর। প্রকৃতির নিয়মে যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সে-ই জীবিকার উপযোগী। যে তন্ত্র উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া সকলকে সমানভাবে সম্পত্তি ও অর্থভোগ করার অধিকার দেয়—মানুষে মানুষে প্রভেদ স্বীকার করে না, তাহা আদর্শ হিসাবে যেমনই কেন হউক না, বাস্তব জগতে স্থায়ী হইবে না।

ধরা যাউক, রুশিয়া তাহার বর্ত্তমান জনসংখ্যাকে সমান সুখ-সুবিধা দিয়া, সমান সম্পত্তি ও অর্থ সম্ভোগের অধিকার দিয়া জীবিত রাখিতে সমর্থ। কালক্রমে যদি লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়, তখন হয় তাহাকে অন্যের রাজ্য জয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে নতুবা প্রাকৃতিক নিয়মে কতকাংশ লোক ধ্বংস হইবে। এই উভয় ঘটনাই সাম্যবাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

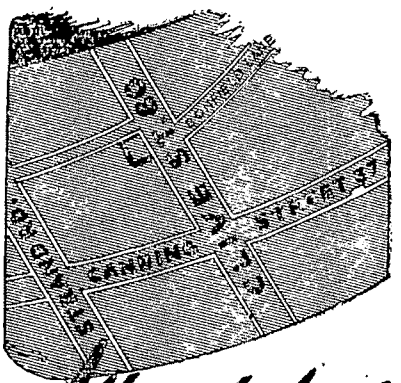

ক্লাইভের আমলের কথা। ক্লাইভের বংশধরেরা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বাস করবেন বলে ক্লাইভ ষ্ট্রীটকে সাজিয়েছিলেন ইন্দ্রপুরীর মতো দালান ইরামত দিয়ে। তার পর তাঁদেরই আপ্রাণ চেষ্টায় ক্লাইভ ষ্ট্রীট হয়ে দাঁড়াল ব্যবসার পীঠস্থান—দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীর মিলন-কেন্দ্র। তাঁদের অধ্যবসায় ও কঠোর শ্রম সার্থক হয়েছে। হাজরাদী ব্যাঙ্ক আজ সেই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ৮০ নং বাড়ীতে উঠে এসেছে, আপনাদের সকলের সহানুভূতি পেয়ে।

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ- ৮০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখা ঃ- বাংলা, বিহার, আসাম ও ইউ, পি সর্ব্বত্র।

কালীচরণ সেন

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

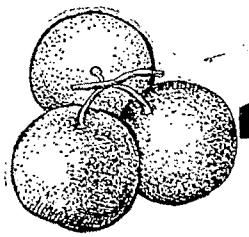

বাতাপি লেবু

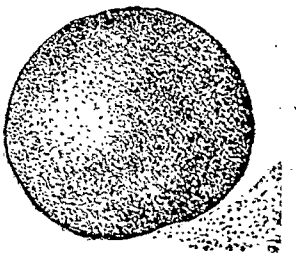

[শ্রীযুত শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাতাপি লেবু আমাদিগের অনাদৃত ফলের অন্যতম—আম বা কাঁটালের মত লোক আদর করিয়া বাগানে ইহাও চাষ করে না। বাটীর আনাচে কানাচে অনাদরে ইহার গাছ আপনিই জন্মে। সুখাদ্য ফল বলিয়া বাতাপি লেবুর আদর তেমন নাই, লেংড়া, বোম্বাই হিমসাগর প্রভৃতি বহু নামে যেমন আমের নামকরণ হইয়াছে, বাতাপি লেবুর এখনও তেমন নামকরণ হয় নাই। অথচ দৈব-ক্রমে এমন দুই একটি রসাল সুমিষ্ট বাতাপি দেখা যায় যে, তাহারা ভাল মেওয়া ফলের আসন অনায়াসে অধিকার করিতে পারে।

আয়কর ফলরূপে বাতাপি লেবু—নিকৃষ্ট জাতীয় বাতাপি লেবু বাজারে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় বটে; কিন্তু ভাল বাতাপি লেবুর বাজারে চাহিদা আছে। কলিকাতা হগ বাজারে খুব ভাল বাতাপি অনেক সময় আট আনার কমে একটি পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রেণী-বিভাগ না থাকায় ভাল-মন্দ চিনিয়া লওয়া দুষ্কর।

অসময়ের ফলরূপে বাতাপি—গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালা দেশে আম, কাঁটাল, লিচু, জাম, জামরুল প্রভৃতি নানা প্রকার ফল পাকিয়া থাকে। শীতকালে কমলা লেবু, পেয়ারা, কুল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ বাহির হইতে আমদানী হয়। কিন্তু বাতাপি লেবু যখন পাকে তখন বাজারে দুই-একটি "বারমেসে" ফল ও আতা ব্যতীত আর কোন ভাল দেশী ফলের আমদানী থাকে না। বাঙ্গালায় শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতে বাতাপি লেবু উঠিতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

ঔষধরূপে বাতাপি—বর্ষার শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক কাল। এই সময়ে অনেকেরই যকৃৎ যথাযথ ভাবে কায করে না; অনেকেরই অজীর্ণ ও উদরাময় দেখা দেয়। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোক শয্যাগত হয়। এই সময়েই খাদ্য ও পথ্যরূপে ফল ব্যবহারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন অনুভূত হয়। আমরা কাবুলী ফল-ওয়ালার দোকান হইতে, সোণার না হইলেও, রূপার দামে আঙ্গুর, ন্যাসপাতি, ডালিম, বেদানা প্রভৃতি বিদেশী ফল ক্রয় করিয়া আনি। অথচ তখন আমাদিগের প্রাঙ্গণ-পাশের বাতাপি লেবুর কথা মনে থাকে না। স্বাস্থ্য-রক্ষায় ফলের উপযোগিতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত, আবার ফলের মধ্যে লেবুতে এ, বি, সি, এই তিন প্রকার ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং নানা প্রকার খনিজ লবণ প্রচুর পরিমাণে থাকায় ইহা ফলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। লেবুর মধ্যে ভোগীর খাদ্য ও রোগীর পথ্য হিসাবে কমলা লেবু বিশেষ সমাদৃত। বাতাপি লেবুর ক্রিয়া অন্যান্য বিষয়ে কমলা লেবুর ক্রিয়ার তুল্য হইলেও যকৃতের ত্রুটি সংশোধন করিতে ইহা কমলা অপেক্ষা অধিক উপকারী। অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসককে শীতকালে যখন কমলা

ইম্পিরিয়াল চা

শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চা

৪নং রাজা উডমন্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেণী রচনায় —

মাথায়

— অতুলনীয়

লক্ষ্মীবিলাস

এম, এল, বসু এণ্ড কোং লিঃ

লেবু সর্ব্বত্র সুলভ হয় অথচ বাতাপি লেবু দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে, তখন বাতাপি লেবু ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিতে দেখিয়াছি। দৈবাৎ এরূপ বাতাপিও পাওয়া যায় যে, তাহাতে অম্লরস নাই বলিলেই চলে। ঐরূপ লেবুর রস বেদানার রসের পরিবর্ত্তে টাইফয়েড রোগীকেও দেওয়া যায়। যাঁহাদিগের পুনঃ পুনঃ আমাশয় হয় তাঁহারা কিছু দিন নিত্য বাতাপি লেবুর রস ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

ফুলের গাছ—যখন প্রথম বসন্তে সাদা সাদা থোকা থোকা ফুলে গাছ ছাইয়া ফেলিয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে থাকে, সেই সময়ে বাতাপি লেবুর বাগানকে ফুলের বাগান বলিয়া মনে হয়। জয়দেবের বসন্ত-বর্ণনায় "তরুণ করুণের" হাস্যের উল্লেখ দেখা যায়।

শোভার্থ বাতাপি গাছ—বাতাপি লেবুর গাছে যখন ফল ধরে, ফলভারে শাখা সকল নত হইয়া পড়ে এবং তাহার পরে যখন ফলগুলি পাকিয়া হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে, তখন কোন্ বাহারি গাছ শোভায় বাতাপিকে পরাস্ত করিতে পারে? ইচ্ছা করিলে ইহার গাছ ছাঁটিয়া ক্ষুদ্রাকার করিয়া যাঁহার জমি কম তিনিও বাড়ীর প্রাঙ্গণে ইহাকে স্থান দিতে পারেন।

জন্মস্থান—কোন গাছের ফলেই হউক বা ফুলেই হউক, আর বাহারি গাছ, ঔষধের গাছ, বা বন্য গাছই হউক,—তাহার আদিম জন্ম যেরূপ ভূমিতে ও জলবায়ুতে হইয়াছে সেইরূপ জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা না পাইলে দেশান্তরে নীত হইয়া উহা সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে ও ফুল ফল দিতে পারে না। সেই জন্য কোন্ গাছের জন্ম ও ক্রমোন্নতি কিরূপে ও কোন্ স্থানে হইয়াছে সেই স্থানের বৃষ্টিপাত, বায়ুর আর্দ্রতা, সাগরপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা প্রভৃতি সংক্রান্ত বহু তথ্যই জানা উচিত। উদ্যানে যাহার চাষ করিতে যাইতেছি, স্থানীয় জলবায়ু যদি তাহার জন্মস্থানের জলবায়ু হইতে বিশেষ পৃথক্ হয় তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে যতদূর সম্ভব সেইরূপ জলবায়ু সৃষ্টি করা সাফল্যলাভের জন্য প্রয়োজন। বাতাপি লেবুর জন্মস্থান, বোধ হয়, ভারতবর্ষ নহে। যাভা, বালী, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ইহার উৎপত্তি ইহাই অনেকে মনে করেন। ব্যাটেভিয়া হইতে আনীত বলিয়া ইহার নাম বাতাপি হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি-স্থানের জলবায়ুর সহিত বাঙ্গালার আবহাওয়ার সাদৃশ্য থাকায় বাঙ্গালায় ইহার চাষ সহজেই হয়।

ভূমিনির্ব্বাচন—তজ্জন্য বাঙ্গালার উচ্চ, সরস জমিতে এবং সেঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় ইহা ইহার আদিম জন্মস্থানের মতই সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। কেবল প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ে উপরের ভূমি একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইলে বাতাপি গাছের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ যদি গ্রীষ্মে গাছগুলি স্তিমিতপত্র হইয়া পড়ে, তখন প্রচুর জলসেচন দ্বারা গাছ রক্ষা করিতে হয়। অর্দ্ধ আওতা জমিতেও ইহা ভাল জন্মে, তবে একেবারে আওতায় অন্য বড় গাছের ছায়ায় বসান উচিত নহে।

রোপণের দূরত্ব—জাতিভেদে ও জমির উর্ব্বরতা অনুসারে ১২ হাত হইতে ১৮ হাত অন্তর বাতাপি গাছ রোপণ করা উচিত। শাখা-প্রশাখা ছাঁটিয়া ইহার গাছ ছোট করিয়া রাখিলে ১০ হাত অন্তরও রোপণ চলিতে পারে।

চাষ—বাতাপি লেবুর গাছের মূল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বহু নিম্নে প্রবেশ করে না, উহাদিগের অধিকাংশই ক্ষেত্রের উপরের মাটীর ১ হাতের মধ্যে থাকে। এই হেতু যাহাতে গাছে রসাভাব না হয়, সেজন্য বাগান অগভীর ভাবে চষিয়া বা কোপাইয়া মাটির "যো" রক্ষা করিতে হইবে; গভীর কর্ষণে গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, বাগানে যাহাতে ঘাস বা আগাছা না জন্মে বা গাছে যাহাতে পরগাছা না হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অযত্ন সম্ভূত গাছ যাহার জমি কখন কোপান হয় না তাহার গোড়া কোপাইয়া দিলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হয়; ইহার শিকড় কাটিয়া যাওয়ায় মরিয়া যাইতে পারে।

সার—বাতাপি লেবুর মত প্রচুর ফল-প্রদানকারী গাছের পক্ষে তেজস্কর সার প্রয়োগ করার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পচা গোবর সারে ও পুরাতন পুকুরের পাঁক-মাটিতে প্রত্যক্ষে উদ্ভিদের খাদ্য ব্যতীত প্রচুর গলিত জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকায় তাহা গ্রীষ্মের সময়েও বাগানের মাটি রসযুক্ত রাখে। এজন্য ঐরূপ সার বাতাপির পক্ষে আদর্শ সার। গ্রীষ্মের সময়ে গাছের গোড়া পাতা লতা দিয়া ঢাকিয়া দিলে গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে এবং পরে ঐগুলি পচিয়া মাটিতে মিশিয়া সারের কায করে। হাড়ের গুঁড়া ফল মাত্রেরই ভাল ও স্থায়ী সার। শুনা গিয়াছে, বাতাপি গাছের গোড়ায় রাবিশ চূণ দিলে ফলের গুণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। আমি কিন্তু পরীক্ষা করিয়া উহার কোন প্রমাণ পাই নাই। বাতাপি গাছে কেহ কেহ সামান্য পরিমাণ লবণ সাররূপে দিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। আমি পরীক্ষা করিয়া ইহারও কোন সার্থকতা দেখিতে পাই নাই।

গাছ তৈয়ারী—বাতাপি লেবুর বীজ হইতে সহজে চারা জন্মে। খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় বাতাবী লেবুর বাগান করিতে হইলে বীজ হইতে চারা না জন্মাইয়া কলম করাই উচিত। কারণ, বীজের গাছের বাতাপির ফল মূল গাছের ফল অপেক্ষা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে

ভাল বাতাপির বীজের চারা হইতে প্রায়ই ভাল বাতাপি জন্মিতে দেখা যায়, আর একে বারে খুব ভাল না হইলেও মোটামুটি ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশের মালীরা বাতাপির গুল কলম বাঁধিয়া গাছ তৈয়ার করে; এদেশে চোক বসাইয়া বা যোড়ে সহজে ইহার কলম করা যায়।

যোড় কলম ও গুল কলমের বাতাপি—খুব ভাল বাতাবী লেবুর গাছ প্রায়ই এরূপ দুর্ব্বল-প্রকৃতির হয় যে, যে বৎসর প্রচুর লেবু ফলে সেই বৎসর ইহার শাখা-প্রশাখা শুকাইতে আরম্ভ করে, এজন্য তেজী জাতীয় খারাপ বাতাপির চারার সঙ্গে যোড় বাঁধিয়া কলম তৈয়ার করিলে সেই গাছের প্রকৃতি অনেকটা তেজী হয়, কৃষিশালায় যোড় ও গুল কলমের—উভয় প্রকারের গাছই আছে, তাহাদিগের ফলনের বা ফলের গুণাগুণের কোন তারতম্য দেখা যায় নাই। তবে যোড় কলমের গাছ গুলের গাছ অপেক্ষা অধিক তেজী হয়।

চোক কলম—পশ্চিম ভারতে সাধারণতঃ চোক কলমে বাতাপি গাছ করা হয়। বাঙ্গালায়ও বীজের সতেজ চারায় সহজে চোক বসান যায়। কলম বাঁধিলে গাছ খারাপ হইয়া যায় এইরূপ অজুহাত দেখাইয়া অনেকে তাঁহাদিগের গাছের কলম কাহাকেও লইতে দেন না। এরূপক্ষেত্রে মালিকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট জাতীয় লেবুর ২।১টী চোক অর্থাৎ যেখানে পাতা থাকে সেই স্থানের দেড় ইঞ্চ ছাল)—সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে নূতন কলম করিয়া লওয়া যায়।

বাতাপি লেবুর ব্যবহার—বাতাপি লেবু আমরা শুধুই খাইয়া থাকি। সাধারণতঃ বাজারে যে সকল ফল কিনিতে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রায়ই অম্ল-তিক্ত বা ঝাল স্বাদ যুক্ত, এরূপ অখাদ্য লেবুও মরিচের গুঁড়া লবণ যোগে সুখাদ্যে পরিণত হয়, সরিষার তৈল লবণ ও লঙ্কা মাখিয়া টক লেবু জারাইলে খাইতে উপাদেয় হয়।

লেবুর সালাদ—য়ুরোপীয়রা মাংসের সঙ্গে যে কাঁচা শাক শব্জীর কুচি জারাইয়া খায়, তাহাকে সালাদ বলে। মাংস বা রুটির সঙ্গে সালাদ খাওয়াই চল। বাতাপি লেবুর ছাড়ান কোয়ার সঙ্গে সরিষার তৈল, লবণ ও মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া, তাহার পর লেটুস পাতা কুচি করা, বীট সিদ্ধ, শশার কুচি, পিঁয়াজ কুচি প্রভৃতির মধ্যে যাহা মিলে তাহা মিশাইয়া লইলে সালাদ তৈয়ারী হয়, সরিষার তৈলের পরিবর্ত্তে রাই সরিষার গুঁড়াও দেওয়া যাইতে পারে।

ক্ষীর-বাতাপি—ভাল বাতাপি লেবুর ছাড়ান কোয়া ঘন ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা সামান্য লবণ ও কয়েকটা গোলমরিচ যোগে অতি উপাদেয় রুচিকর খাদ্য হয়।

Post Box 549

নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

Tele { Gram : Bankenen
Phone : Cal 1587

লিমিটেড

হেড অফিস—১৪নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শাখাসমূহ—বিহারশরীফ, রাঁচী, লোহারডাগা ও পুরুলিয়া।

সুদের হার

চল্‌তি হিসাব.....২% প্রতি বৎসর
সেভিংস ব্যাঙ্ক.....২% " "

—স্থায়ী আমানত—

এক বৎসরের জন্য.....৩% " "
দুই বৎসরের জন্য.....৪% " "

তিন বৎসর মেয়াদী ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করুন।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

—ম্যানেজিং ডিরেক্টরস্—

মিঃ সি, গুহ ঃ ঃ মিঃ বি, কে, রায়।

পরমান্নের সহিত ভাল বাতাপির কোয়া মিশাইয়া লইতে পারা যায়। ক্ষীর-বাতাপি বা পায়সের সঙ্গে দিবার জন্য বাতাপিও নরম হওয়া প্রয়োজন। উহাতে যেন তিক্ততা বা ঝাজের লেশমাত্র না থাকে।

সংগ্রহ ও সংরক্ষণ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রাবণের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্য্যন্ত বাতাপি লেবুর মরসুম। জলদী ও নাবীভেদে নানা জাতীয় বাতাপি আছে। ঠিক গাছ-পাকা না হইলে কোন জাতীয় বাতাপিই সুস্বাদু হয় না। প্রথম শ্রেণীর বাতাপিও অসময়ে পাড়া হইলে অতি নিকৃষ্ট জাতীয় বোধ হয়। আবার যত ভাল লেবু হউক না কেন দোফলা ফলের স্বাদ অতি নিকৃষ্ট। এজন্য কৃষিশালায় দোফলা বাতাপি ফল ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

অল্প পক্ক লেবু ঘরে ২৫।৩০ দিন রাখিয়া দিলে তাহার স্বাদ কিছু ভাল হয়। শুষ্ক বায়ুপ্রবাহযুক্ত স্থানে সুপক্ক লেবু শিকায় টাঙ্গাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। তখন ইহার উপরের ছাল তুবড়াইয়া শুকাইয়া যায়, তবুও গুণের ব্যতিক্রম হয় না।

বাতাপি লেবুর গুণ বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১) গাছের আকার ইত্যাদি—কোন কোন জাতীয় বাতাপির গাছ খুব বড় হয়, কোন জাতীয় বাতাপির গাছ ছোটই থাকে। কাহারও অল্প কাহারও বা অধিক ফল হয়। কোন গাছ তেজী ও কষ্টসহ; কোন গাছ দুর্ব্বল-প্রকৃতি হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর গুণযুক্ত বাতাপি গাছ প্রায়ই দুর্ব্বল-প্রকৃতির হইয়া থাকে।

(২) ফলনের পরিমাণ ও ফলের আকার—ছোট বা বড় নানা জাতীয় বাতাপি আছে। বড় ফল অল্প এবং ছোট ফল প্রচুর ফলে।

(৩) ফলের আকার—চেপ্টা, গোল, বাদামী ভেদে নানা প্রকারের বাতাপি আছে। কাহারও খোসা মসৃণ কাহারও বা খসখসে হইয়া থাকে।

(৪) ফলের খোসার বর্ণ—সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ, হরিদ্রার উপরে লালের ছিট্ বা বর্ণচোরা নানা প্রকারের বাতাপি হইতে পাবে।

(৫) কোয়ার বর্ণ—সাদা, গোলাপী, সামান্য লাল এই সকল বর্ণের কোয়াই এই লেবুর হয়। ফলের স্বাদের সহিত বর্ণের কোন সম্পর্ক নাই; বাজারে ঘোর লাল বর্ণের বাতাপির আদর অধিক। লাল বাতাপির রসের রঙও লাল হইয়া থাকে।

(৬) স্বাদ—কোন বাতাপি টক, কোনটা অম্ল-মধুর, কোনটা বা অম্লরস-বর্জ্জিত মধুর হয়। রোগীর জন্য সুমিষ্ট লেবুই প্রয়োজন। অম্ল-মধুর ফলেরও আদর আছে। বাতাপি লেবু মাত্রেই অল্পাধিক তিক্ততা আছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় লেবু সুপক্ক হইলে এই তিক্ততা প্রায় অনুভব করা যায় না। কোন কোন বাতাপিতে "ঝাঁঝ" থাকে। উহা খাইলে "মুখ চিড়্ চিড়্ করে।" যে সকল য়ুরোপীয় স্বাস্থ্যের জন্য তিক্ত কমলা লেবু, বাতাপি জাতীয় অল্প তিক্ত গ্রেপফ্রুট নামক লেবু গ্রহণে অভ্যস্ত তাঁহারা এ দেশেও তিক্ত বাতাপি লেবু সাদরে ক্রয় করেন, অবশ্য এই বাতাপি কোমলতা বা রসালতা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর হওয়া প্রয়োজন।

(৭) খোসার ও বীজের পরিমাণ—কোন লেবুতে বীজ প্রচুর, কোন লেবুর বীজ অল্প। কোন লেবু বা দেখিতে বড় হইলেও খোসা-সার।

(৮) রস—রসাল লেবু সকলেরই আদৃত। কিন্তু কোন কোন রসাল লেবুতেও শক্ত ছিবড়া থাকে। লেবু-বিচারের সময় এগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা চলিতে পারে না। খাজা লেবুও ছিবড়াশূন্য হইলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িবে।

কোন লেবুর খোসা হইতে কোয়া সহজে ছাড়িয়া আসে; কোন লেবুর সহজে ছাড়িতে চাহে না।

ভাল বাতাপি লেবু প্রচুর পরিমাণে চাষ করিতে পারিলে অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে। বড় ফলবান গাছ হইতে বৎসরে ৩।৪ শত পর্য্যন্ত লেবু পাওয়া যাইতে পারে এবং পাইকারী দরেও শতকরা ৮৲ হইতে ২৫৲ টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। ভবিষ্যতে দেশেই ইহার চাহিদা হইতে পারে এবং বিদেশেও চালান করা যাইতে পারে।

গ্রেপফ্রুট—গ্রেপফ্রুট ক্ষুদ্রাকার বাতাপি জাতীয় লেবু। আমেরিকায় ইহার উৎপত্তি। আঙ্গুরের মত গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে বলিয়া ইহার নাম গ্রেপফ্রুট। ইহা দেখিতে বড় আকারের কমলা লেবুর মত, উপরের বর্ণ হরিদ্রাবর্ণ; মধ্যে সাদা, স্বাদে ঈষৎ তিক্ত, অম্লমধুর; রস প্রচুর। নানা জটিল রোগে কমলা লেবু ও টোমাটোর ন্যায় ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার গ্রেপফ্রুটের এরূপ আদর হইয়াছে যে, এখন ফ্লরিডায় হাজার হাজার একর জমিতে ইহার চাষ হইলেও ইহার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটিতেছে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের অন্তঃপাতী জাফা হইতে প্রচুর গ্রেপফ্রুট আমদানী হইয়া কলিকাতার হগমার্কেটে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ফ্লরিডার আবহাওয়ার সহিত বাঙ্গালীর আবহাওয়ার সাদৃশ্য আছে, উভয় স্থানই বিষুবরেখা হইতে প্রায় সমদূরবর্ত্তী। এজন্য বাঙ্গালা দেশে গ্রেপফ্রুট ভাল জন্মিতে পারে বলিয়া মনে হয়। সাহারাণপুরে গ্রেপফ্রুট ভালই হয়। বাতাপি লেবুর চারার সঙ্গে যোড় কলম বা চোক কলম করিয়া ইহার গাছ তৈয়ার করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত সার

[শীলভদ্র]

বোধিদ্রুমতলে ধ্যাননিবিষ্ট সিদ্ধার্থ যখন অভীষ্ট লাভ করিলেন—যে কাম্যের জন্য রাজপুত্র যৌবনে রাজৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র, মাতা-পিতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন হইয়াছিলেন—তাহা প্রাপ্ত হইলেন—তখন অস্তিত্বের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া তিনি দেখিলেন, যে দিকেই দৃষ্টি-পাত করা যায় সেই দিকেই মাত্র এক মহা সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই মহা সত্য কি ?—দুঃখ, অস্তিত্ব যে রূপই ধারণ করুক না কেন, উহা সুখপ্রদ নহে। তিনি বুঝিলেন, জীবের নিয়তির মূলে কোন অন্ধ দৈব ঘটনা নাই, তজ্জন্য কোন উচ্চ কাল্পনিক সৃষ্টিকর্ত্তার যে লীলা সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই সে লীলাও নহে। আমা-দিগের অদৃষ্টের পশ্চাতে আমাদিগের নিজকৃত পূর্ব্বকর্ম্ম রহিয়াছে। যে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, তাহার দৈহিক-পীড়া কর্ম্মফল—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল। যাহারা অন্ধ বা খঞ্জ, তাহাদিগের অন্ধের বিকলতাও ঐ একই কারণোদ্ভূত। ধনী ও দরিদ্র, সুখী ও অসুখী, সর্ব্বজন ঐ একই নিয়মের বশীভূত—হেতু ও ফল। উহাই ধর্ম্ম—বুদ্ধের ধর্ম্ম।

ঐ ধর্ম্ম, চারি আর্য্য সত্যরূপে ঘোষিত হয়। তাহাতে নিহিত রহিয়াছে :—দুঃখ আর্য্য সত্য, দুঃখের কারণ আর্য্য সত্য, দুঃখের নিবৃত্তি আর্য্য সত্য, দুঃখ নিবৃত্তির মার্গ আর্য্য সত্য।

প্রথম সত্য দুঃখ—উহার অর্থ সত্তা যে আকারই ধারণ করুক না, উহা দুঃখের বশীভূত।

দ্বিতীয় সত্য দুঃখের কারণ—উহার অর্থ সর্ব্বদুঃখের মূলে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা। এই দ্বিতীয় আর্য্য সত্য আরও শিক্ষা দিতেছে, প্রথম দৃষ্টিতে যাহা আমাদিগের নিকট প্রকৃতির অবিচার বলিয়া মনে হয়, তাহা অহেতুক নহে, হেতুসম্ভূত। হেতু অবিদ্যমানে উৎপত্তি নাই। প্রত্যেক উৎপত্তির হেতু থাকিবেই। আমাদিগের অন্তরস্থ সংস্কার-সমূহ—(যাহারা হয়ত এখনও অপ্রকাশিত এবং যাহারা সুযোগ পাইলেই নিমেষে প্রকাশ পাইবে—তাহারা) এমন কি আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ ভাগ্য—সব মঙ্গল ও অমঙ্গল—হেতু হইতে উদ্ভূত। এই হেতু আংশিক ভাবে এই জন্মের, আংশিক ভাবে পূর্ব্ব-জন্মের।

দ্বিতীয় সত্যের অপর আরও একটি শিক্ষা এই যে, ভবিষ্যৎ জীবন—এবং উহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও অমঙ্গল

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলি : ক্রেডিট | স্থাপিত—১৯১৮ | ফোন : কলিকাতা ৭০০ (৩টি লাইন)

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত ”	৫০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত ”	৩৯,০০,০০০৲ টাকা
মজুত তহবিল	৬,০০,০০০৲ টাকা

শাখা

কলিকাতায়	বাঙ্গলায়	বিহারে
টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট	রংপুর	হাজারিবাগ
১২৮/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	পাবনা	রাঁচী
২৭, বিবেকানন্দ রোড	বোগরা	কোদরমা
২০৬, বিবেকানন্দ রোড	ঢাকা	গিরিধি
২১১/১এ, বৌবাজার ষ্ট্রীট	নারায়ণগঞ্জ	
১৫৫, রসা রোড	কৃষ্ণনগর	
১৬, জি টি রোড	নবদ্বীপ	
১৯, হরগঞ্জ রোড, সালকিয়া	বহরমপুর	
	বাঁকুড়া	

ম্যানেজিং ডিরেক্টর : মিঃ জে, সি, দাশ

এই জন্মে কিম্বা পূর্ব্বের কোন জন্মের উপ্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইবে।

তৃতীয় সত্য দেখাইতেছে, অবিদ্যা ও তৃষ্ণার নিরোধে সর্ব্বদুঃখের নাশ হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহরূপ সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

ঐ যে মুক্তি, ঐ মুক্তির মার্গ চতুর্থ সত্য দেখাইতেছে। উহা অষ্টাঙ্গ মার্গ বলিয়া কথিত হয়ঃ—যথা, (১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প (৩) সম্যক্ বাক্ (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যক্ আজীব, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি, (৮) সম্যক্ সমাধি।

অষ্টাঙ্গের প্রথম অঙ্গ সম্যক্ দৃষ্টি। উহার অর্থ অস্তিত্ব যে ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ত সেই ধর্ম্মের সম্যক্ জ্ঞান, অর্থাৎ চারি আর্য্য লত্যের যথাযথ জ্ঞান।

দ্বিতীয় অঙ্গ—সম্যক্ সংকল্প অর্থাৎ চিত্তের যে বিশুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত কাম হইতে মুক্ত, দ্বেষ হইতে মুক্ত, হিংসা হইতে মুক্ত।

তৃতীয় অঙ্গ—সম্যক্ বাক্। উহার অর্থ যে বাক্য মিথ্যা নহে, যাহা কর্কশ নহে, যাহা অপরের অখ্যাতিকর নহে, যাহা তুচ্ছ নহে।

চতুর্থ অঙ্গ—সম্যক্ কর্ম্মান্ত, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত প্রাণি-হিংসা হইতে বিরতি, চৌর্য্য হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি।

পঞ্চম অঙ্গ—সম্যক্ আজীব, অর্থাৎ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহা কোন প্রাণীর অনিষ্টজনক বা দুঃখজনক নয় এমন বৃত্তি।

ষষ্ঠ অঙ্গ—সম্যক্ ব্যায়াম, অর্থাৎ কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা কৃত পাপ-কর্ম্মের পরিহার ও বর্জ্জনের নিমিত্ত প্রয়াস, এবং ধর্ম্মপরায়ণতা, আধ্যাত্মিক শান্তি ও প্রজ্ঞার বর্দ্ধন ও রক্ষার প্রয়াস।

সপ্তম অঙ্গ—সম্যক্ স্মৃতি, অর্থাৎ কর্ম্মে, বাক্যে ও চিন্তায়, অথবা অস্তিত্বের প্রকৃত ধর্ম্ম (সর্ব্ববস্তু অনিত্য, অনাত্ম ও দুঃখ এই সত্য) ভাবনা করিবার কালে সর্ব্বক্ষণ মনের তীক্ষ্ণতা।

অষ্টম অঙ্গ—সম্যক্ সমাধি, অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা। এইরূপে এই অষ্টাঙ্গ মার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে যে সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত ও সম্যক্ আজীব কথিত হইয়াছে, উহাই শীলের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বোক্ত সম্যক্ স্মৃতি ও চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব এই অষ্টাঙ্গোক্ত মার্গ আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গ। বাহ্যিক পূজা, ব্রতানুষ্ঠানাদি, স্বার্থমূলক প্রার্থনা—এই সকল দ্বারা কেহই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ ও অন্তর্দৃষ্টির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

বুদ্ধ কহিতেছেন—"আপনিই আপনার দীপস্বরূপ হও, আপনিই আপনার আশ্রয়স্থল হও, অন্য আশ্রয়ের শরণ লইও না। সত্য তোমার দীপ হউক, সত্যই তোমার আশ্রয় হউক, অন্য আশ্রয়ের সন্ধান করিও না।" প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে উহার জন্য যে প্রয়াস তাহাকে স্ব স্ব অন্তর্দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ঐ উন্নতির মূলে সম্যক্ দৃষ্টি, এবং সম্যক্ দৃষ্টি ব্যতীত পূর্ণতার প্রাপ্তি ও নির্ব্বাণের অচল শান্তি লাভ হয় না।

বাহ্যিক পূজা, ব্রতানুষ্ঠান পদ্ধতির পালন—এই সকল যে বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে, ইহাতে বিশ্বাস আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল অন্তরায়, ইহা বুদ্ধের উপদেশ। যে বাহ্যিক আচারের আশ্রয় লয় সে ভ্রান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি মানসিক ও চৈত্তিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। পরন্তু, বাহ্যিক আচারাদি পালনে এই যে অন্ধ বিশ্বাস, এই অন্ধ বিশ্বাস জগতে অশেষ দুঃখ ও দৈন্যের আকর। এই বিশ্বাসে মানুষের বিচারবুদ্ধি স্তব্ধ হয়, অন্তরস্থ উদার বৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়; উহা অনুদার ধর্ম্মোন্মত্ততায় পর্য্যবসিত হয়, উহার বশীভূত হইয়া মানুষ আত্ম-প্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হয়; বিবাদ, অনৈক্য, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাতের দিকে অগ্রসর হয়। মধ্যযুগের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ঐ অন্ধ বিশ্বাসে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, মানুষ নানা প্রকার ভণ্ডামীতে রত হয়।

এই বিষয়ে বুদ্ধ সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিতরূপে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন—"যে মানুষ মোহগ্রস্ত, সে কখনই কেবল শাস্ত্র পাঠ করিয়া, কিম্বা দেবোদ্দেশে যজ্ঞের বিধান করিয়া, অথবা ভূমি শয্যা-আশ্রয় করিয়া অথবা রাত্রি-জাগরণের ব্রত গ্রহণ করিয়া, অথবা প্রার্থনার আবৃত্তি দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে না। যে তৃষ্ণাধীন সে পুরোহিতগণকে দান করিয়া, আত্মপীড়ন করিয়া, ক্রিয়া-কর্ম্ম-আচারাদি পালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে না। মৎস্য

পূজা কন্‌সেসন! পূজা কন্‌সেসন!!

পছন্দমত সব রকম ফটো এন্‌লার্জ্জমেণ্ট ওয়াটার কলার ও অয়েল পেণ্টিং কার্য্যে সুদক্ষ আর্টিষ্ট আই, এন, দাসের সহিত সাক্ষাৎ করুন। মূল্য বাজার অপেক্ষা সুলভ, আমাদের কন্‌সেসনের তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত, বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ঠিকানা: আই, এন, দাস

৩৫ নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাংসের ভক্ষণে মানুষ অশুদ্ধ হয় না, মানুষ পানোন্মত্ততায় স্বৈরিতায়, ধর্ম্মোন্মত্ততায়, শাঠ্যে, অসূয়ায়, আত্মশ্লাঘায়, বিরুদ্ধাচারে, কু-অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তিতায় অশুদ্ধ হয়।

"আতিশয্য দুই প্রকার, যথা—ভোগানুরক্তি এবং দৈহিক পীড়ন। তথাগত ঐ দুই প্রকার আতিশয্য বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি মধ্যপথের আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ পথ অবলম্বনে মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞান উভয়ই লাভ হয়; মানুষ শান্তি, অন্তর্দ্দৃষ্টি, পারমার্থিক জ্ঞান ও বিমুক্তিতে উপনীত হয়। ঐ পথই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।"

যে হেতু বুদ্ধ শিক্ষা দিতেছেন যে, ধর্ম্মের পথে প্রকৃত উন্নতি মানুষের নিজের বোধ ও অন্তর্দ্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে, সেই হেতু তাঁহার উপদেশে নিবিশ্বাসবাদের স্থান নাই। অন্ধ বিশ্বাস বুদ্ধ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য এবং ঐ অন্ধ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শিক্ষার বিরুদ্ধ। তিনি কহিতেছেন :—

"মাত্র জনশ্রুতি, অথবা প্রাচীন কাল হইতে আগত প্রসঙ্গের দ্বারা চালিত হইও না; জনরব, মাত্র তর্ক এবং তার্কিক সিদ্ধান্ত, বাহ্যিক দৃশ্য, সযত্নে পোষিত মত, কাল্পনিক দৃষ্টি, যাহা মাত্র সম্ভাব্য—এই সকলের দ্বারা প্রভাবিত হইও না; আমি তোমাদিগের শিক্ষক, মাত্র এই কারণে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিও না। কিন্তু যখন স্বয়ং দেখিবে যে বস্তু বিশেষ অশুভ, অনর্থকারী ও দুঃখকর, তখন উহা অগ্রাহ্য করিবে। এইরূপেই যখন দেখিবে, যে বস্তু বিশেষ শুভ, অনিন্দনীয়, সুখপ্রদ ও মঙ্গলজনক, তখন উহা গ্রহণ করিবে।"

অপরে যাহা করিয়াছে, যে ব্যক্তি কেবল মাত্র তাহার আবৃত্তি করে, কিম্বা বিনা পরীক্ষায় তাহা বিশ্বাস করে, বুদ্ধের নিকট সে অন্ধের সহিত তুলনীয়। যিনি মুক্তির মার্গে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাকে স্বয়ং সত্য অনুধাবন ও অনুভব করিতে হইবে। স্ব-জ্ঞানের অভাবে প্রকৃত উন্নতি লাভ সম্ভব নহে।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে কোন প্রবাদের উপর বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ইহাতে একমাত্র প্রয়োজন—মানুষের স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচালনা।

এই সত্য বিশ্বজনীন, ইহা দেশ বা কালবিশেষে বদ্ধ নহে। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে, এমন কি মানুষের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারও মধ্যে উক্ত সত্যসমূহ দর্শন ও অনুভব করিবার এবং চরম পূর্ণতায় উপনীত হইবার ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং যে কেহ পবিত্র

নির্ম্মল জীবন যাপন করেন, তিনিই ঐ সত্য আস্বাদ করিয়া শান্তিপ্রদায়ী অষ্টাঙ্গ মার্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচরণ করিয়াছেন। সর্ব্ব জগতে সর্ব্বকালে সাধুগণ ঐ মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও উহাই করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও উহাই করিবেন। যাহা বিশ্বধর্ম্ম তাহা সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে—বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান কিম্বা মুসলমাননির্ব্বিশেষে—এক ও অপরিবর্ত্তনীয়।

মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও তাহার কর্ম্মই লক্ষ্যের বিষয়, গুরুত্ব উহাতেই আরোপ্য। বাহ্যাড়ম্বরে নহে। যিনি বুদ্ধের যথার্থ শিষ্য, তিনি সর্ব্ব প্রকার নিবিশ্ববাদ হইতে দূরে। তিনি উচ্চতম অঙ্গের হেতুবাদী। নিবিশ্ববাদ দৃষ্টিবিশেষের সমর্থনসূচকই হউক, অথবা উহার অস্বীকার-সূচকই হউক, উহা তাঁহার অগ্রাহ্য। কারণ, তিনি জানেন, উভয়ই মত মাত্র, দৃষ্টি মাত্র; তিনি জানেন, ঐ মত, ঐ দৃষ্টি অজ্ঞানান্ধতা ও মোহের মূলীভূত। আপনার সম্বন্ধে বুদ্ধ কহিয়াছেন—"যে সকল মত কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাগত সে সকল হইতে মুক্ত; কারণ তিনি দেখিয়াছেন, ইহা 'রূপ', এই রূপে ইহার উদয় হয়, এই রূপে বিলয় হয়; ইহা 'বেদনা' এই রূপে ইহার উদয় হয়, এই রূপে বিলয় হয়; ইহা 'সংজ্ঞা' এই রূপে ইহার উদয় হয়, এই রূপে বিলয় হয়; ইহা 'সংস্কার', এই রূপে ইহার উদয় হয়, এই রূপে বিলয় হয়; ইহা 'বিজ্ঞান,' এই রূপে ইহার উদয় হয়, এই রূপে বিলয় হয়।"

সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী ও শূন্য,—এই সত্য প্রত্যেকেই স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ এবং প্রত্যেকেরই অনুভব করা কর্ত্তব্য।

বুদ্ধের উপদেশ এই যে, আমাদিগের স্ব স্ব অস্তিত্ব এক একটা ভৌতিক ও মানসিক প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঐ প্রক্রিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং মৃত্যুর পরেও ঐরূপেই চলিতে থাকিবে। পরবর্ত্তী বিবৃতি হইতে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্কন্ধ (রূপ বেদনাদি) আত্মা নামোপযোগী কোন সৎ পদার্থ নহে, এবং ঐ পঞ্চস্কন্ধ হইতে পৃথক বস্তু রূপ আত্মা নামক কোন সৎ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। অতএব আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস মোহ মাত্র।

যাহাকে আমরা আমাদিগের দেহ কহিয়া থাকি তাহা কতকগুলি বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ মাত্র, উহা প্রকৃত পক্ষে কোন সৎপদার্থ নহে। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তে দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, অবিচ্ছিন্ন-রূপে পুরাতন কোষগুলি লুপ্ত হইতেছে এবং নূতন নূতন কোষ উৎপন্ন হইতেছে; সংক্ষেপে কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ দেহ সম্পূর্ণ নূতন দেহে পরিণত হইবে এবং পূর্ব্বের রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতির কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। ফলে, শিশুর দেহ পাঠশালার বালকের দেহ নহে, এবং যুবকের দেহ পক্ক-কেশ বৃদ্ধের দেহ নহে। দেখা যাইতেছে, দেহ এমন কিছুই নহে যে তাহা দীর্ঘকাল একই অবস্থায় থাকে। উহা এক নিরন্তর-পরিবর্ত্তন-পরায়ণ উদয় ও বিলয়ের প্রক্রিয়া মাত্র, ঐ প্রক্রিয়ার ফলে প্রতি মুহূর্ত্তে পুরাতন কোষগুলি ধ্বংস হইতেছে এবং তাহাদিগের স্থলে নূতন কোষের উৎপত্তি হইতেছে। ইহাই দেহের কথা। যাহা মানুষের মন, তাহাও বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের নিরন্তর পরিবর্ত্তন-পরায়ণ-প্রক্রিয়া মাত্র। এই মুহূর্ত্তে সুখ-বেদনার উদয় হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে দুঃখ-বেদনার উদয় হইতেছে; এই মুহূর্ত্তে চৈতসিক অবস্থা এক, পরমুহূর্ত্তের অন্য। যাহা জীব কথিত হয় তাহার মধ্যে সৎ পদার্থ কিছুই নাই। পরমার্থতঃ, জীব বলিয়া কিছুই দৃষ্ট হয় না; যাহা দৃষ্ট হয় তাহা রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের যোগ মাত্র, তাহাও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ রথ। অক্ষদণ্ড, চক্র, যুগ প্রভৃতি একত্রিত হইয়া যাহা সৃষ্ট হয় তাহা রথ। রথ ঐ সকল উপকরণ হইতে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে। অথবা গৃহ; প্রস্তর, কাষ্ঠ, লৌহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অংশ একত্রিত হইয়া স্থান-বিশেষ অধিকার করিলে উহা গৃহরূপ লৌকিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৃহ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

ফোন : কলিকাতা ২৭৬৭ গ্রাম : জনসম্পদ

এই অনিশ্চয়তার দিনে আমাদের একখানা

"পলিশি" আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা

লাঘব করিতে পারে=

প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

এসিওরেন্স

≡ লিমিটেড ≡

হেড অফিস—দিল্লী

সেন্ট্রাল অফিস—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা প্রিমিসেস্।

ডায়াপেপ্‌সিন

অজীর্ণ রোগে

আশু ফলপ্রদ ঔষধ। সুনির্ব্বাচিত
উপাদানে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।
ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগমুক্তির
পর বা অন্য কোনও কারণে পরিপাকের বিকল অবস্থায়
গ্রহণযোগ্য। ডায়াপেপ্‌সিন সেবনে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের
শক্তি ফিরিয়া আসে। স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা অচিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(সম্ভ্রান্ত ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়)

ইউনিয়ন ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড

২৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা

ফোন—কলিঃ ১১৫৯
কলিঃ ৪৯৭৫

"গ্রাম—বেঞ্চুয়িক"
কলিঃ

এইরূপে যাহাকে আমরা জীব বলি, কিম্বা যাহা "আমি" অথবা "তুমি" উক্ত হয়, তাহা ভৌতিক ও মানসিক প্রক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার স্বতন্ত্র কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই।

"আমি" "তুমি" "তিনি" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারমূলক সংজ্ঞা মাত্র, কোন বাস্তবিকতা নির্দ্দেশ করে না। কারণ, উক্ত ভৌতিক ও মানসিক সংযোগ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন সত্তা নহে, অপর দিকে ঐ সংযোগের বাহিরে উহার অবিকারী কোন সত্তা—কোন আত্মা—নাই। এইরূপে, বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহে যখন "ব্যক্তি" অথবা "ব্যক্তির" পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন জানিতে হইবে, সহজে সাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত শব্দগুলির ব্যবহার হইয়াছে, উহা পরমার্থ-জ্ঞাপক নহে। যাহা আমি বলিয়া কথিত হয় তাহা পরমার্থতঃ আর কিছুই নহে, কেবল একটি নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনশীল প্রক্রিয়া মাত্র। সেই হেতু যখন কোন ব্যক্তির দুঃখ কথিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে পরমার্থতঃ ঐ উক্তি সত্য নহে। কারণ, যাহা দুঃখের বশীভূত, তাহা কোন "ব্যক্তি" নহে; তাহা অনিত্য, দুঃখাধীন নাম-রূপের প্রক্রিয়া মাত্র।

পরমার্থতঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের এই বিশাল অহরহঃ ইতস্ততঃ ধাবমান-তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্রে অসংখ্য প্রক্রিয়া মাত্র,—অসংখ্য জীবন-তরঙ্গ মাত্র রহিয়াছে। এই প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে স্থায়ী কিছুই নাই, এমন কি, এই মুহূর্ত্তে যাহা আছে, পরমুহূর্ত্তে তাহা আর নাই।

এই সকল প্রপঞ্চের স্থিতি মাত্র মুহূর্ত্তব্যাপী। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা বিলীন হয়, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়—নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংস ও উৎপত্তির লীলা, ইতস্ততঃ তরঙ্গ-সমূহের নিরন্তর উত্থানের লীলা। একটা সর্ব্বক্ষণব্যাপী প্রবাহ—পুরাতন রূপ চূর্ণীকৃত হইতেছে, এবং নূতনের উৎপত্তি হইতেছে। এক বেদনার লয় হইতেছে, অপর একটি তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। এই মুহূর্ত্তে চিত্তের এক ভাব, পরমুহূর্ত্তে অন্য। সর্ব্ববস্তু নাম-রূপাত্মক প্রপঞ্চের নিরন্তর পরিবর্ত্তন। এইরূপেই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, বর্ষের পরে বর্ষ, জীবনের পর জীবন চলিয়া যাইতেছে। এবং এইরূপেই এই অবিশ্রান্ত-পরিবর্ত্তনশীল প্রক্রিয়া সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বৎসর, সংখ্যাতীত কল্প ধরিয়া চলিয়া থাকে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের ইতস্ততঃ ধাবমান তরঙ্গ-সমূহের অনন্ত সমুদ্র—ইহাই অস্তিত্ব, ইহাই সংসার—উৎপত্তি ও ধ্বংসের, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের—দুঃখ, দৈন্য, বিলাপ এবং নৈরাশ্যের জগৎ।

অস্তিত্বের এই অনিত্যতা অথবা অনাত্মতার জ্ঞান ন্যূনাধিক পরিমাণে না হইলে দুঃখসম্পর্কিত চতুরঙ্গ আর্য্য সত্য সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে না।

এই সম্পর্কে দ্বিতীয় আর্য্য সত্য—দুঃখের হেতু—পুনর্ব্বার আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দুঃখের মূলে তৃষ্ণা এবং অবিদ্যা। এই সত্য যাহাতে অধিকতর রূপে বোধগম্য হয়, তজ্জন্য যে ধর্ম্মমতের উল্লেখ প্রয়োজনীয়, ঐ মত অনেক সময়েই যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তাহা যথার্থ বোধের অভাবে, ভ্রান্ত। যাহাকে বৌদ্ধ-পুনর্জ্জন্মবাদ বলা হয়, উহা তাহাই। এই পুনর্জ্জন্মবাদের সম্পর্কে, অনেক সময় বৌদ্ধধর্ম্ম আপনি আপনার বিরোধী, এই মত দৃষ্ট হয়। প্রমাণ-স্বরূপ বলা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এক দিকে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ শিক্ষা দিতেছে। ইহাপেক্ষা গুরুতর ভ্রান্তি আর হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মার দেহান্তর গ্রহণের কথা বলে না। বস্তুতঃ, বৌদ্ধ পুনর্জ্জন্মবাদ এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রযোজ্য কার্য্য কারণ সম্পর্ক একই বস্তু। উহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনর্জন্ম অথবা আত্মার দেহান্তর গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শিক্ষানুসারে দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক আত্মার অস্তিত্ব আছে; মৃত্যুর পরে উহা দৈহিক আবরণ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ আশ্রয় করে। বৌদ্ধ-পুনর্জ্জন্মবাদ সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। বৌদ্ধধর্ম্মে রূপের বাহিরে কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। যাহা নামাত্মক প্রপঞ্চ তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের উপর নির্ভরশীল, ইন্দ্রিয়সমূহের অভাবে তাহাদিগের অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মত এই যে, রূপ ব্যতীত নাম অসম্ভব। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রূপাত্মক প্রপঞ্চের ন্যায় নামাত্মক প্রপঞ্চও পরিবর্ত্তনশীল, উহার মধ্যে কোন নিত্য পদার্থ নাই, আত্মা নামক কিছু নাই। যে স্থানে কোন অপরিবর্ত্তনশীল সত্তা নাই, কোন আত্মা নাই, সে স্থানে তাহার দেহান্তর আশ্রয়ের কথা উঠিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, যাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে তাহা না থাকিলে অর্থাৎ আত্মা নামক কিছু না থাকিলে পুনর্জ্জন্ম জিনিষটা কি প্রকারে সম্ভব? এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্পর্কে 'পুনর্জ্জন্ম' এই কথাটার প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নহে। বিষয়টি সহজে সাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন সুপরিচিত একটি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বুদ্ধের যে উপদেশ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকারণ সম্পর্কিত ধর্ম্ম। ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নামে জ্ঞাত। রূপ-জগতে যাহা ঘটিয়া থাকে—সে সবই যেরূপ অনিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, এক প্রাকৃতিক ঘটনার উৎপত্তি যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণভূত অতীত

ঘটনা হইতে প্রসূত, সেইরূপেই সেই একই নিয়ম দ্বারা নামাত্মক জগৎও পরিচালিত হইতেছে। যখন, রূপ যে আকারই ধারণ করুক, উহা কারণভূত কোন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হইতে উৎপন্ন, তখন অবশ্যই বর্ত্তমান নামরূপাত্মক জীবন জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণপরম্পরা হইতে উদ্ভূত। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে, বর্ত্তমান জীবন অতীত জন্মে ভব-তৃষ্ণার ফল, এবং এই জন্মের ভবতৃষ্ণা মৃত্যুর পর জীবোৎপত্তির যে প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তাহার কারণভূত।

কিন্তু এমন কিছুই নাই, যাহা বিজ্ঞানের এক মুহূর্ত্ত হইতে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সেইরূপেই জীবোৎপত্তির যে প্রক্রিয়া তাহাতে স্থায়ী এমন কিছুই নাই—যাহা এক জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করিবে।

কোনো বস্তুই এই মুহূর্ত্ত হইতে পরের মুহূর্ত্তে সংক্রমিত হয় না; এক জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংক্রমিত হয় না। এই যে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন ও উৎপত্তির প্রক্রিয়া, সমুদ্র-তরঙ্গের সহিত ইহার তুলনা হয়। তরঙ্গের এক বিন্দু বারিও সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া গমন করে না। কিন্তু তরঙ্গ যখন সমুদ্রের উপরিভাগকে আঘাত করে, তখন উহা একই জলরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত-পক্ষে উহা নিরবচ্ছিন্ন; কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন জলরাশির নিরন্তর উত্থান ও পতন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই যে উত্থান ও পতন, ইহা বায়ু হইতে জাত বেগ দ্বারা প্রণোদিত। সেইরূপই বুদ্ধ এমন উপদেশ দেন নাই যে, কোন নিত্য সত্তা অথবা আত্মা এই পুনঃ পুনঃ জন্মের সমুদ্রে ধাবমান হয়; তাঁহার শিক্ষা এই যে, সন্তরণকারী মাত্র এক জীবন-তরঙ্গ। তাহা তাহার স্বভাব ও কর্ম্ম-শীলতা অনুসারে এখানে মনুষ্যরূপে, সেখানে ইতর-প্রাণি রূপে এবং অন্যত্র অদৃশ্যজীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধের আর এক উপদেশ সম্বন্ধে অনেক সময় ভ্রান্ত মত পোষিত হয়। উহা নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় উপদেশ এবং তৃতীয় আর্য্য সত্য। ঐ সত্য ঘোষণা করিতেছে, তৃষ্ণার ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে সর্ব্ব দুঃখের অন্ত, সর্ব্বদুঃখের নাশ নিশ্চিত এবং পুনর্জ্জন্ম আর নাই। কারণ, বীজ নষ্ট হইলে উহা হইতে আর অঙ্কুর নির্গত হইবে না। যে তৃষ্ণার উন্মত্ততা জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, সেই তৃষ্ণার বিনাশ-সাধন হইলে আর নূতন উদ্গম অসম্ভব, অস্তিত্বের এই প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা অসম্ভব। আবার যে স্থানে জন্ম নাই সে স্থানে মৃত্যুও নাই; যেখানে উৎপত্তি নাই, সেখানে ক্ষয়ও নাই; যেখানে জীবন নাই সেখানে দুঃখও নাই। এক্ষণে যেহেতু স্বার্থমূলক তৃষ্ণার ধ্বংসের সহিত উহার সমকালিক প্রকাশ সমূহ, যথা—আত্মশ্লাঘা, স্বার্থান্বেষণ, লোভ, বিদ্বেষ, ক্রোধ এবং হিংসা বিনষ্ট হয়, সেই হেতু এই তৃষ্ণা হইতে বিমুক্তি আত্মাভি-মানহীনতা, প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

এখন সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত অর্হতের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষের মৃত্যুর পর নামরূপাত্মক জীবন-প্রক্রিয়ার অনুক্রম আর থাকে না। উহা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়; এই যে তথ্য, ইহা ভ্রান্তি বশতঃ অনেকে আত্মার উচ্ছেদের সহিত এক করিয়া থাকেন। এই ভ্রান্তি বশতঃ তাঁহাদের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্য উচ্ছেদ। কিন্তু এই মত এতই অসার যে, ইহার অসারতা প্রমাণের জন্য অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

যেখানে আত্মা স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে কি প্রকারে আত্মার উচ্ছেদ কথিত হইবে? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আত্মা-সংজ্ঞোপযোগী কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশও নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম, যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত, তাহার নিকটেও পরিপূর্ণ আশা, গভীরতম শান্তি এবং পরম সুখের অভ্রান্ত বাণী লইয়া দণ্ডায়মান। উহা চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত অপরাধীকেও পরম শান্তি ও পূর্ণতার আশা দিতেছে—ঐ পূর্ণতা ঐ শান্তি অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা লভ্য নহে, কঠোর তাপসিক আচরণের দ্বারা লভ্য নহে, বাহ্যিক আচার, ব্রতানুষ্ঠানাদি দ্বারা লভ্য নহে; উহা আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতার আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গে দৃঢ় সংকল্পের সহিত বিচরণের দ্বারা লভ্য, উহা চিত্তের বিশুদ্ধতা ও বিমুক্তি দ্বারা লভ্য।

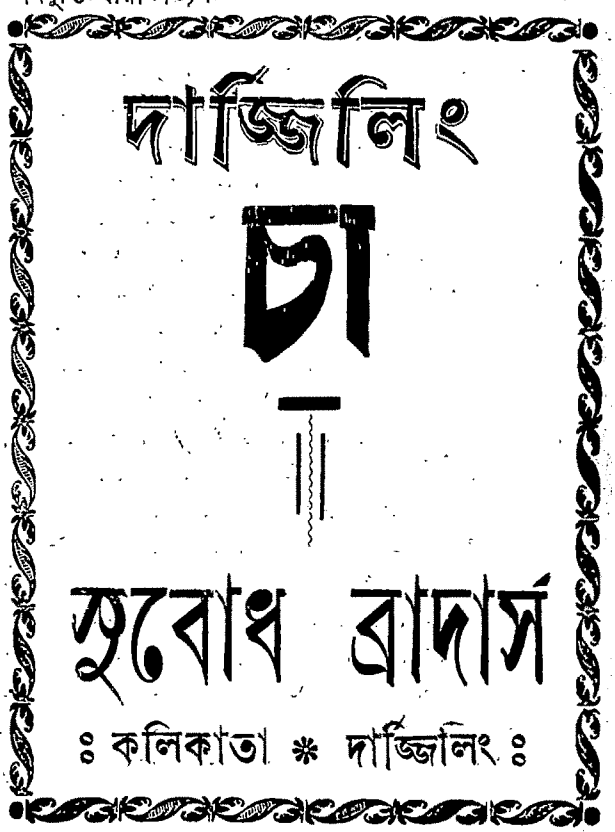

মোগল ও রাজপুত

[শ্রীযুত নারায়ণ চক্রবর্ত্তী]

এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভৌগোলিক পরিস্থিতি দেশের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রাজস্থানের ইতিহাসেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। রাজস্থান বাঙ্গালার ন্যায় ধনধান্যপুষ্পে ভরা নহে এবং ধনধান্যের জন্য কেহ কখন এই মরুভূমি ও পর্ব্বতময় অনুর্ব্বর প্রদেশ আক্রমণ করে নাই। ইহার ভূমি বন্ধুর এবং অতিশয় দুর্গম। এই সকল কারণ কেবল যে বহিরাক্রমণের পথে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, এই প্রদেশবাসীকে দৃঢ় এবং শক্তিশালীও করিয়াছে। সুতরাং মধ্যযুগে যখন ভারতের অন্যান্য স্থান মুসলমান সুলতান ও বাদশাহগণের করায়ত্ত হইয়াছিল, রাজস্থানের অধিকাংশ স্থান তখন এক প্রকার স্বাধীনই ছিল এবং পলায়িত রাজন্যবর্গ তখন রাজপুতদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

আজমীর রাজপুতানার মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকের রাজপুত-রাজ্যগুলি দমন করিবার পক্ষে একটি কেন্দ্র-বিশেষ।

ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ চৌহানের পতনের পরে দাশ সুলতানগণ আজমীর অধিকার করিলেও রাজস্থান জয়ের চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং রাজপুত রাজগণ অনায়াসেই আপনাদিগের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সময় হইতেই মেবারের শিশোদীয় রাণা রাজস্থানের মুখ্য নরপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। এই মেবারের রাজধানী চিতোর যখন পরাক্রান্ত আলাউদ্দিন খিলজির অধিকারভুক্ত হইল, তখন ইহাই প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক যে, সমস্ত রাজপুতানা শীঘ্রই মুসলমানদের অধীনে আসিবে। কিন্তু একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, রাজার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিরও পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বেচ্ছাচারী রাজার পতনে অথবা মৃত্যুতে নূতন প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সুলতান আলাউদ্দিনের দুর্ব্বল উত্তরাধিকারীরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অসমর্থ ছিলেন। সেই জন্য রাণা হামীর এই সুযোগে অনতিবিলম্বে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন। সুলতান খুশরো খাঁ পারোয়ারী মুসলমান বিজেতৃগণের কার্য্য-প্রণালী বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন; সুতরাং সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলককে পুনরায় প্রথম হইতে কার্য আরম্ভ করিতে হয়। মুহম্মদ তুগলকের অতি কেন্দ্রীভূত কর্ম্মপ্রণালী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং অসমর্থ ফিরোজ তুগলক এই বংশীয় রাজত্বকাল ধ্বংসের পথে টানিয়া আনেন। ফিরোজের মৃত্যুর পরে দিল্লীর সুলতানদিগের প্রভাব দিল্লীর বাহিরে বড় অধিক ছিল না। সৈয়দগণ সুলতান নামের যোগ্য ছিলেন না; লোদীরা অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় রাজপুতানার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই।

কেন্দ্রী শক্তির এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া যদিও নানা প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছিল কিন্তু এ কথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না যে, ভারতের তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি মহারাণা সংগ্রামসিংহের ন্যায় অন্য কেহই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। রাণা সঙ্গ বুঝিয়াছিলেন যে, দ্বন্দ্বরত মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ভারতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য লাভ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার প্রচেষ্টায় রাণা সঙ্গ বাবরকে আমন্ত্রণ করেন। বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। রাণা সংগ্রামসিংহ ভাবিয়াছিলেন, বাবর তৈমুরের মতই হত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্য সমাপ্ত করিয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইবেন এবং তখন তাঁহার পক্ষে ভারতের সম্রাট্ হওয়া অনায়াসসাধ্য হইবে। আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রাণা সঙ্গ তাঁহার সমগ্র শক্তি লইয়া বাবরের বিরোধিতা করেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে কানোয়ার যুদ্ধে তাঁহার আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বাবর এক জন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিজেতা ছিলেন, কিন্তু কূটরাজনীতিজ্ঞ অথবা প্রবল শাসক হিসাবে তাঁহার অধিক প্রতিষ্ঠা নাই। দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া "পাদ্‌শাহ্" উপাধি গ্রহণ করিলেও বাবর লোদীদিগের শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন নাই। মধ্য এশিয়ায় নিজের রাজ্য তিনি অনায়াসে হারাইয়াছেন, কাবুলে বহু বৎসর থাকিয়াও সে রাজ্য তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং কানোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি যে বিনষ্টপ্রায় রাজপুত-শক্তিকে এক শেষ আঘাতে চূর্ণ করিয়া দেন নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পরবর্ত্তী কালে হুমায়ুনের দুর্দ্দশার জন্য মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যে মূলতঃ দায়ী ছিলেন না তাহাও দৃঢ়তা সহকারে বলা যায় না। বাবরের একমাত্র কৃতিত্ব—চান্দেরী দুর্গ-বিজয়। রাজপুতনীতি তাঁহার ছিল না।

রাজপুতানায় স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিবেন কি না, এই বিষয়ে হুমায়ুন কখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। রাণী কর্ণাবতীর নিমন্ত্রণে সুদূর বাঙ্গালা হইতে চিতোর পর্য্যন্ত আসিয়া কেবল কয়েক জন মোল্লার পরামর্শে তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী রাণীকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, যে মেবার রাজবংশকে মোগলশ্রেষ্ঠ আকবর জীবনে কখন বশে আনিতে পারেন নাই, তাহারই সঙ্গে চিরকালের

অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব হেলায় নষ্ট করেন। হুমায়ুন পরে বাহাদুর শাহকে পরাস্ত করিয়া গুজরাত অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার রাজপুত-নীতির পরিচায়ক নহে এবং এই ঘটনায় রাজপুতদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই।

'মাসির উল উমরার' রচয়িতা বলেন, পারস্যের শাহ্ হিন্দুস্থানের পলায়িত বাদশাহ হুমায়ুনকে এই কথা বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আফগানকে কখন বিশ্বাস না করেন এবং রাজপুতদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। হুমায়ুন এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সময় পাইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সেই কার্য্য তাঁহার পুত্র সম্রাট্ আকবর সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শেরশাহ রাজপুত-নীতির পরিচয় দিয়াছেন। কারণ, রাজস্থানকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিবার প্রয়োজন তাঁহার পূর্ব্বে কেহ উপলব্ধি করেন নাই। অধিকন্তু, ঐ সময়ে মারোয়াড়ের মালদেব এতই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শেরশাহের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। মালদেবের পরাক্রমে শেরশাহের এতই ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে এক চাল চালিয়া নিজের রাজত্বে ফিরিয়া যাইয়া শেরশাহ বলিয়াছিলেন, তিনি দুই মুষ্টি 'বাজরার' জন্য হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ভাবে অধিক দিন চলিল না। শীঘ্রই মোগল শক্তি বন্যার স্রোতের মত সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে লাগিল। এই স্রোতঃ মরুভূমি বা পর্ব্বত মানিল না, মৃত্যুপণ যুদ্ধ করিবার রীতিও এই স্রোত আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। ভারতের পরিবর্ত্তিত মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রাজপুতদিগের বুঝিতে বিলম্ব হইল না বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে রাজস্থান মস্তক নত করিতে বাধ্য হইল। বিজেতা আকবর পরাজিত শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। প্রসারিত হস্ত সাদরে গৃহীত হইল এবং মোগল রাজত্বে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।

আকবরের বন্ধুত্ব লাভপ্রয়াসের পরিচয় পাইয়া রাজপুতগণ সম্রাট্ আকবরের বশীভূত হইয়া পড়িল। শীঘ্রই রাজপুত ও মোগলে বিবাহাদি হইতে লাগিল—রাজপুত-নারীরা মোগলের অন্তঃপুরিকা হইতে লাগিলেন—রাজপুতরা মোগল সরকারে উচ্চ পদ পাইতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞ রাজপুতবীরগণ মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া ভারতের সর্ব্বস্থানে মোগলের প্রভুত্ব-বিস্তারকার্য্যে স্বজাতীয় ও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদিগের বন্ধুত্বের বন্ধন অনায়াসেই ছিন্ন করিলেন এবং স্বদেশপ্রেম হেলায় পদদলিত করিলেন। রাজস্থানের এই দুর্দ্দশার দিনে কেবল মেবারের মহারাণা প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ—কিছুতেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই; একমাত্র রাণা প্রতাপ রাজপুত জাতির কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বার বার পরাস্ত হইয়া প্রতাপ যখন নিঃস্ব ও অসহায়, মনে মনে আনন্দিত হইয়া আকবর তখন ভাবিলেন, তাঁহার রাজপুতনীতি এত দিনে ফল প্রসব করিতেছে। জাজিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইল, মোল্লাদিগের প্রভুত্ব খণ্ডিত হইল, হিন্দুরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইল, এবং রাজপুতগণ মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

ঐতিহাসিকগণ এই সন্তোষজনক পরিস্থিতির প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বাহিরের চাকচিক্যে বিমোহিত না হইয়া ঘটনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে আমরা সন্তোষজনক উপসংহারে উপনীত হইতে পারি না। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, রাজপুতানা কখনই মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। কেবল সেই বিরাট্ শক্তির কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সন্তুষ্টিসাধন ও বশীকরণ—এক কথা নহে। দূরদর্শী আকবর এ ক্ষেত্রে বশীকরণ অপেক্ষা তুষ্টিসাধনের অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজপুতনীতি ভারতের তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থা ও ঘটনাসমূহের প্রতিক্রিয়া বা ফল বলা যাইতে পারে। বিদেশী আকবরের পক্ষে এই নীতি অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। পরাজিত পাঠান তখনও সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হয় নাই এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করিত। হিন্দুগণ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও সহায়তা করে নাই; তাহারা এক প্রকার নিরপেক্ষ ভাবে দিন কাটাইতেছিল। আকবরের স্বজাতীয় বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়গণ আস্থা স্থাপনের যোগ্য ছিল না। তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীরা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া অনেক সময়ে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। অনুশাসনের

প্রতিকারক মলম

কাটা, পোড়া, ঘা, ফোড়া, খোষ, একজিমা, হাজা ও অন্যান্য চর্ম্মরোগে অলৌকিক এবং ব্রণ, ব্রণের দাগ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি কুৎসিত ত্বকের লুপ্ত শ্রী ফিরাইতে দুই সপ্তাহ যাবৎ প্রযোজ্য।

ছয় আনার মনি অর্ডার পাঠাইলে ডাকে পাঠান হয়।

ষ্টকিষ্টস্—আনন্দময়ী ষ্টোর্স—৬৯ নং রাজার চক, বড়বাজার।
বি, এন্, দত্ত, ৪২ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।
পি, ভি, ষ্টোর্স—২৮।১ জি, টি, রোড সাউথ, হাওড়া।
গরাই ব্রাদার্স—খুরুট রোড, হাওড়া।

সত্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৫৫।২, শিবতলা লেন, বাজে শিবপুর, হাওড়া।

সুযোগে সৈন্য-সামন্তদিগের মধ্যে বিক্ষুব্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইত না। মধ্য এশিয়া হইতে স্বজাতীয়-দিগকে আনিয়া লোকবল বৃদ্ধি করিবার আর সম্ভাবনা ছিল না এবং আফগানিস্থানে মোগলের প্রভুত্ব দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল। চতুর আকবর ইহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, ভারতেই যত অধিক সংখ্যক বিশ্বাসী সাহায্য-কারী পাওয়া যায় রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দিক্ হইতে তাহা ততই মঙ্গলকর। সুতরাং আকবর রাজ-পুতদিগের বাহুবল এবং চরিত্রবলের সুযোগ লইয়া অতি সুচারুরূপে স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করেন। রাজপুতরা বীর, সাহসী, সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা, সরল ও বিশ্বাসী ছিল। আকবরের সেনাদলে নানা জাতীয় লোক ছিল—তুর্কী, মোগল, পার্শী, আফগানী এবং রাজপুত। ইহাদিগের মধ্যে কেবল যে প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল তাহা নহে, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ভাবও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইত। অথচ বাদ-শাহ সকলকে তুষ্ট করিতে না পারিলে বিদ্রোহ অনিবার্য্য। সেই জন্য দেখিতে পাই, সম্রাট্ আকবর কখন ইহাকে পুরস্কৃত করিতেছেন, কখন উহার গুণে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, আবার কখন তৃতীয় ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতেছেন। সুতরাং ইহা বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যে রাজপুতদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া অন্য শক্তিগুলিকে খর্ব্ব করা তাঁহার পক্ষে কেন একান্ত প্রয়ো-জনীয় ও করণীয় হইয়াছিল। ভারতীয় রাজনীতি-শাস্ত্রের ভেদনীতি মধ্যযুগে আবার অতি সুন্দর ভাবে আকবর কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়। ইহাই আকবরের রাজপুতনীতির মূল কথা।

আকবর রাজপুতানায় এ পর্য্যন্ত যাহা করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে গৌরবের কারণও হইত না। রাজপুতগণ তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে কর প্রদান করিলেও আপনাদিগের রাজ্য আপনারা শাসন করিতেন। আজমীর মোগল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা "সুবা" ছিল এবং ইহার স্থিতি চতুর্দ্দিকের রাজপুত-রাজ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা-জনক ছিল; এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আকবরের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীর উদ্দেশ্য অন্য প্রকার ছিল। রাজনীতির খেলাই এই যে—সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা এবং দৃষ্টি রাখা। আকবর এই খেলা ভালরূপে খেলিয়া-ছেন। সুতরাং এই বিচক্ষণ সম্রাট্ সন্তুষ্টি দিয়া যে খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা সময়ে জয়ে পরিণত হইয়াই ক্ষান্ত হইত না, বোধ হয় এক শতাব্দীর মধ্যে রাজপুতদের অস্তিত্বই লোপ করিয়া দিত। আকবর এই নীতির ক্রম-বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা পূর্ণ বিকশিত করিয়া ইহার সুপক্ক ফল লাভ এবং সম্ভোগ করিবার সময় পায়েন নাই। পরবর্ত্তী মোগল [illegible] উপযুক্ত হইলে তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন।

সাম্রাজ্যের শত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও দিল্লীশ্বর কখন মেবারের গর্ব্বিত রাণার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাই দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া প্রতাপ যখন আকবরের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, আনন্দাতিশয্যে আকবর তখন নগরে উৎসবের আজ্ঞা প্রচার করিলেন এবং সগর্ব্বে বীকানীরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজকে মহারাণার স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইলেন। পৃথ্বীরাজ লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন এবং গোপনে প্রতাপকে লিখিলেন, প্রতাপ ব্যতীত সকলেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহাদিগের শৌর্য্য হারাইয়াছেন, রমণীগণ তাঁহাদিগের পবিত্রতা হারাইয়াছেন। আকবর রাজপুত পণ্যশালায় এক জন ক্রেতা—এক জন দালাল। তিনি সবই ক্রয় করিয়াছেন, কেবল উদয়সিংহের পুত্রকে ক্রয় করিতে পারেন নাই—তাহার মূল্য তিনি দিতে পারে নাই। চিতোরও কি এই পণ্যশালায় এক বিপণিরূপে পরিগণিত হইবে? হতাশ হইয়া বহু লোক এই পণ্যশালায় আসিয়াছে এবং আপনাদিগের পতন ও অসম্মান লক্ষ্য করিয়াছে। হামীরের বংশধর এখনও পবিত্র আছে। এই দালালের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে—সে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না। সেই সময় রাজপুত জাতি যখন প্রতাপের দ্বারে আসিবে তখন কে তাহাদিগের দলপতি হইবে? ইত্যাদি। এই পত্র পাইয়া প্রতাপ, নির্জ্জীব প্রতাপ আবার নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া নূতন উৎসাহে যুদ্ধ করেন এবং ক্রমে ক্রমে চিতোর ব্যতীত সবই পুনরুদ্ধার করেন। সম্রাট্ আকবরের রাজপুতনীতি এই পত্রে বহুল পরিমাণে প্রাঞ্জল হইয়া যায় এবং তাঁহার ইচ্ছা অথবা উদ্দেশ্য কি ছিল, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

এ কথা বলিলে, বোধ হয়, ভুল হইবে না যে, মহারাণা প্রতাপকে তাঁহার পদানত দেখাই আকবরের জীবনে তাঁহার রাজপুত নীতির চরম সার্থকতা হইত। তাহা অসম্পূর্ণ থাকার দুঃখ তাঁহার চিরকাল ছিল। যখন বাদশাহ আকবর মহারাণা প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অত্যন্ত উদাস ভাবে বহু ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহার চিরশত্রু প্রতাপের মৃত্যুতে বাদশাহকে দুঃখিত দেখিয়া দরবারের সব লোক বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেই সময়ে চারণ দুরসা আঢ়া দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া একটা কবিতা গাহিতেছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"হে রাণা প্রতাপ! তোমার মৃত্যুতে বাদশাহও দুঃখে কাতর হইয়াছেন, কারণ, কাহারও সম্মুখে তুমি নিজের মস্তক নত কর নাই, তুমি বাদশাহকে কখনও অভিনন্দন দিতে উপস্থিত হও নাই, তুমি

শারদোৎসবের আনন্দ

পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে প্রয়োজন

স্নিগ্ধ গন্ধাধিবাসিত অভিজাত প্রসাধনী

সুস্নিগ্ধ গন্ধতৈল

ক্যাম্থারাইডিন
□
পারফিউমড ক্যাস্টর
□
লোটাস কোকোনাট
□
গোল্ডেন আমলা

অনুপম গন্ধ সাবান

গোল্ডেন, স্যাণ্ডালউড
□
গ্লিসারিন
ইরা □ সিপ্রা

অনবদ্য অঙ্গরাগ

পার্ল পাউডার
□
বোরেটেড ট্যালকাম
□
রেবা ক্রীম

চিত্তহারী সুগন্ধ নির্যাস

অগুরু □ কস্তুরী
অনুরাধা
ইরা □ গৌরী
নন্দিনী

বেঙ্গল কেমিক্যাল · কলিকাতা · লাহোর · বোম্বাই

সম্রাটের অধীনতা স্বীকার কর নাই; অতএব তুমি সর্ব্ব প্রকারেই জয়ী হইয়াছ।" দরবারের লোকরা ভাবিয়াছিল, বাদশাহ্ চারণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, কিন্তু তিনি উহাকে পারিতোষিক দিয়া বলিলেন যে, "তুমি যথার্থই আমার হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিয়াছ।"

আকবর, বোধ হয়, জীবনের শেষ দিনগুলি সুখে কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রিয়পুত্র সেলিম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, রাজপুতরা খুশরো খাঁ ও সেলিমের মধ্যে ষড়্যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, রাজা তোডরমলের মৃত্যুও বৃদ্ধ বাদশাহের অল্প শোকের কারণ হয় নাই। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়া আকবরের মনে হইয়াছিল কি না কে জানে, তাঁহার রাজত্ব সফল হয় নাই, তাঁহার কায অসমাপ্ত রহিয়া গেল? অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া আকবর সেলিমকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু তাহার কানে কানে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌শক্তি ছিল না। এক জন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞের চিরজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হইতে বিলীন হইয়া গেল এবং আমোদপ্রিয় জাহাঙ্গীর তাঁহার চতুর পিতার সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতেই পারিলেন না। এ কথা সত্য যে, মেবারের রাণা তাঁহার সময়েই মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, রাজপুতদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি ইহার কোন উপায় জানিতেন কি না সন্দেহ।

তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহান, বোধ হয়, স্বপ্নলোকেই বাস করিতেন। তবে তিনি কখন কখন স্বপ্নলোক হইতে অবতরণ করিয়া কিছু কিছু অসহিষ্ণুতাও দেখাইয়াছেন। তাঁহার সময়ে রাজপুতগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছেন। রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যের রাজকুমারদিগকে দিল্লীতে অবস্থান করিয়া বাদশাহের বাৎসল্যরস উপভোগ করিতে হয় নাই অথবা রাজ্য পরিচালনা এবং বাদশাহী কায়দা-কানুন শিক্ষা করিতেও হয় নাই। হয় জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের সাম্রাজ্যবাদের বর্ণমালার জ্ঞানও ছিল না, নহে ত রাজপুতরা সেই সময়ে তাঁহাদিগের তুলনায় অধিক চতুর প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তবে এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সম্রাট্ আকবরের

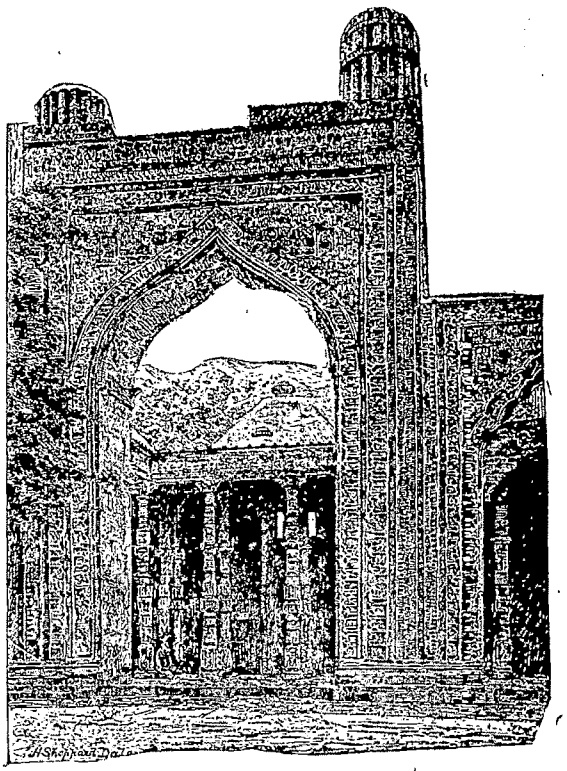

আজমীরের প্রসিদ্ধ মসজেদ

উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাদিগের এক জনও যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

মোগলদিগের যে অবনতি দেখিবার জন্য রাজপুতগণ দিন গণিতেছিলেন, তাহা ঔরঙ্গজেবের সময়ে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। আকবরের ন্যায় ঔরঙ্গজেবও সর্ব্বতোভাবে সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব সহ্য করিতে

করিলেন না। সুতরাং তিনি পুনরায় রাজপুত ইতিহাস আকবরের পরের অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিতে প্রয়াস করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক সময় গিয়াছে। তখন আকবরের রাজপুতনীতির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। যদিও রাজপুতরা মোগল ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই, মারোয়াড়ের যশোবন্ত সিংহ মোগল বন্ধুত্ব লইয়া যে খেলা খেলিলেন তাহাতে ঔরঙ্গজেবও তাঁহাকে সায়েস্তা করিতে অসমর্থ ছিলেন।

ঐতিহাসিক লেন পুলের মতে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে আনিয়া তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ছিল। যদুনাথ সরকার বলেন, রাঠোরগণ সম্রাটের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া চকিত হইয়া উঠে। এই ঘটনা এবং যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সম্রাটের মারোয়াড় আক্রমণ মারোয়াড়ে রাঠোর এবং ঔরঙ্গজেবের মধ্যে ৩০ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের সৃষ্টি করে। যখন ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয় এবং রাঠোরগণ পুনরায় মারোয়াড় অধিকার করে তখনই তাহার পরিসমাপ্তি হয়।

যদুনাথ বলিয়াছেন, "রাজনীতিক অজ্ঞানতার চরমে ঔরঙ্গজেব অবিবেচনার সহিত রাজপুতনায় বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করেন। এই যুদ্ধের জন্য সাম্রাজ্যের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয় এবং বাদশাহের প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত বাদশাহী ফৌজের জন্য রাজপুত সৈনিক পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। কারণ, রাজপুতদিগের আর সাম্রাজ্যের প্রতি সহানুভূতি ছিল না। ফলে বাদশাহকে দক্ষিণে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করিতে হয় এবং এই সর্ব্বধ্বংসী দক্ষিণ নীতি ও আমরণ দাক্ষিণাত্যে অবস্থান তাঁহার রাজপুতনীতি সম্পূর্ণ বিফল করিয়া দেয়। জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের সময়ে যে সকল রাজপুতকে তাহাদিগের স্বীয় রাজ্যের স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছিল এখন তাহারা ঔরঙ্গজেবের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।" বাদশাহের সৈন্যগণ বহু যুদ্ধে ক্লান্ত এবং সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতক প্রতীয়মান হয়। আফগানিস্থান হইতে সৈন্য সরবরাহ করিবার প্রথা বহু দিন পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল; কারণ, মোগল বাদশাহগণ এই আশা পোষণ করিতেন যে, রাজপুতগণ সমগ্র ভারতবর্ষে মোগল প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। কিন্তু রাজপুতগণ যাহাতে মোগল বাদশাহকে সাহায্য করিতে অথবা তাঁহার পক্ষে থাকিতে অস্বীকার না করেন এমন কোন ব্যবস্থা ঔরঙ্গজেবের শাসনে ছিল না বা তিনি করেন নাই।

—চা—

সকল উৎসবেই প্রয়োজন

নায়েকের চা

গন্ধে অতুলনীয়—
স্বাদে অনুপম—
বর্ণে অনবদ্য—

নায়েক টী মার্ট

২৭, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট ঃঃ কলিকাতা

—ম্যানেজিং এজেণ্টস্—

চণ্ডীচরণ নায়েক

প্রসিদ্ধ রং, সিমেণ্ট ও লৌহ ব্যবসায়ী

১২৪।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ঃঃ কলিকাতা।

ব্রহ্মবান্ধবের মুক্তি

মৃত্যু নয়—জীবন।

[সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

[স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গদেশে যে সকল বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাদিগের অন্যতম। 'কংগ্রেস' পুস্তকে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছি—

"'সন্ধ্যার' প্রবর্ত্তক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অসাধারণ পুরুষ। তিনি যৌবনে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন। কবে তিনি সংবাদপত্রসেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষেমচাঁদ নামক এক সিন্ধীর সহিত 'সোফিয়া' নামক একখানি পত্র পরিচালিত করিতেছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পরিচয়। শ্যামসুন্দর তখন 'প্রতিবাসী' পরিচালন করিতেছিলেন—সেই প্রতিবাসীর ছাপাখানায় উপাধ্যায়ের পত্র মুদ্রিত হইত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহু দিন বাঙ্গালার বাহিরে সংবাদপত্র সেবা করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলে উপাধ্যায় তাঁহার সহিত একখানি পত্র প্রচার করেন। তিনি বিলাতে যাইয়া 'বঙ্গবাসীতে' অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সব পত্রেই বুঝা যায়, তিনি আবার হিন্দুধর্ম্মে ও জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাহার পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে তিনি 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্র প্রচার করেন। তাহার পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসীর' যোগেন্দ্রচন্দ্রও বাঙ্গালা দৈনিক পত্র প্রচারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। উপাধ্যায় বেদান্তে ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। তিনি চলিত ভাষায় সোজা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—তিনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রচার করিবেন; লোককে 'সন্ধ্যা' পড়াইবেন। হইলও তাহাই। ট্রামের কণ্ডাক্টর, দোকানী, বেপারী—সন্ধ্যার সময় সকলকেই 'সন্ধ্যা' পড়িতে হইত। উপাধ্যায় য়ুরোপীয়দিগকে 'ফিরিঙ্গী' বলিতেন। * * * উপাধ্যায় শেষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুই হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন, 'ফিরিঙ্গীর সাধ্য নাই, আমাকে জেলে পুরে। আমি সন্ন্যাসী।' হইয়াছিলও তাহাই। মামলার মধ্যেই হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। তখন তাঁহার মৃত্যু লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। তিনি যেন আদালতের বিচারকে উপহাস করিয়া মুক্তির রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। উপাধ্যায়ের কৃত কার্য্য আমাদিগের রাজনীতির বেলায় সাগরোর্ম্মির আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গালা দৈনিকপত্র হাজারে হাজারে দশ হাজারে বিকাইতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহার মূল। ব্রহ্মবান্ধব এ দেশে জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি বয়কটের প্রধান পুরোহিত। সেই নির্ভীক—নিঃস্বার্থ ত্যাগীর আদর্শ এক দিন দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল * * *

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে—(গ্রেপ্তারের পরে) তিনি ক্যাম্পবেল হাসপাতালে গমন করেন। ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টার সময় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবরা যখন হাসপাতাল হইতে আইসেন, তখন তিনি ভাল ছিলেন—পরদিন বেলা ১০টায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মনে পড়ে, সে সংবাদ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে জানাইতে গেলে তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—'উপাধ্যায় খুব দেখাইয়া গিয়াছেন।'

তখন সতীশচন্দ্র তরুণ যুবক। উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহাতে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। প্রবন্ধে তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্যও সপ্রকাশ। সেই রচনা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পত্নী সযত্নে তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা তাহা তাঁহারই প্রবর্ত্তিত 'শারদীয়া বসুমতীতে' প্রচারের সুযোগলাভ করিলাম—সম্পাদক]

বাঙ্গালীর বড় দুর্ভাগ্য, এই দুর্দ্দিনে নব্য বঙ্গের আগ্নেয় গিরি সহসা নির্ব্বাপিত হইল। তেজস্বী, মনস্বী কর্ম্মবীর, সন্ধ্যার উজ্জ্বল নক্ষত্র, নবভারতের ভিসুবিয়স ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, গত রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় লীলা সংবরণ করিয়াছেন।

স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার চির উপাসক, স্বরাজের একনিষ্ঠ সাধক, মাতৃযজ্ঞের হোতা যেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে বরণ করিলেন। শনিবার অপরাহ্ণে উপাধ্যায় রোগশুষ্ক নয়ন-যুগল অপূর্ব্ব দীপ্তিময় করিয়া তাঁহার কোন মিত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি ফিরিঙ্গীর জেলে গিয়া কয়েদীর মত থাকিব না। চির জীবন একভাবে কাটাইয়াছি। আজ আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে; আর আমি বেগার খাটিব? আমি জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।"

উপাধ্যায়ের বন্ধু শুনিয়া একটু হাসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাত-রবির সহিত উপাধ্যায়ের মর বাণী অমর সত্যে পরিণত হইল। চিরকুমার সন্ন্যাসী ইংরেজের কারাপিঞ্জর চূর্ণ করিয়া ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের ন্যায় ইহলোকের সকল বন্ধন ছিন্ন করিলেন। 'সন্ধ্যার' লেখক লিখিয়াছেন—"ইহাই স্বশরীরে স্বর্গারোহণ—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু—ইহাই

নিরিবিলি...

আকাশ মাটীর সাথে কত কথা কানে কানে···দোয়েলেরা তাই নিয়ে করে মাতামাতি···দিগন্তে বিলীয়মান শ্যামল শোভা···রঙীন মেঘের চপল ছুটোছুটী··· ফুটফুটে চাঁদনী রাতের হাতছানি···বাংলার রূপের স্নিগ্ধ-শ্রীটুকু নিরিবিলিতে দেখার তরে মন যেন আকুল হ'য়ে ওঠে। স্নিগ্ধ-শ্রীর প্রতি অন্তরের এই টানের আরো পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার শিল্পে-সাহিত্যে, কথায়-গানে, অশনে-বসনে। বঙ্গশ্রীর সৃষ্ট বসনে বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্য প্রীতির এই বৈশিষ্টটুকু যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
অফিস—২৩নং হরচন্দ্র বল্লিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মিলস্—যোধপুর, বি এণ্ড এ আর।

ঘরে-বাইরে সব জায়গাতেই পরবার মত সুন্দর শাড়ী ও ধুতি

র্ম্মবীরের অবসান। রুদ্র বেদান্তী—প্রগাঢ় মায়াবাদী পাধ্যায়ের ইহাই উপযুক্ত ভোগাবসান, তাহা আজ কে স্বীকার করিবে?"

ভৌতিক জলপিণ্ড—নশ্বর জলবিম্ব কালসাগরে বিলীন ইল। কিন্তু কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী জীবনে যে তত্ত্ব কার্য্যে রিণত করিয়াছিলেন, সে অমর আদর্শ ভারতের শ্মশানে -বাঙ্গালার গৃহে গৃহে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিল।

যাও সন্ন্যাসী! সাধনোচিত ধামে অক্ষয় পুণ্যের ফল ভাগ কর। জীর্ণ বাসের মত ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ রিয়া অধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তুমি স্বাধীন শের পথিক হইয়াছ। ভক্তি-ভাজন উপদেষ্টা! মাতৃ-জার সহযোগী! প্রেম-নির্ঝর অপকট মিত্র! স্বদেশী ন্ত্রের নেতা! স্বরাজের মর্য্যাদা-প্রপাত! আজ তোমার ভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি—দুর্ব্বল হৃদয় তামার শোকে মুহ্যমান—বাঙ্গালার শ্মশানে শোকের রাল ছায়া—বাঙ্গালার জনপদ হাহাকারমুখরিত। কিন্তু তামার জন্য দুঃখ করিব না। জীবন নশ্বর—ভাব বিনশ্বর। তোমাকে হারাইয়াছি—তোমার আদর্শ াইয়াছি। তোমাকে আর দেখিতে পাইব না, কিন্তু তামার কর্ম্মযজ্ঞের পবিত্র হোমানলাগ্নি-শিখা বাঙ্গলার ক্তশালায় বাঙ্গালীর সম্মুখে চিরদেদীপ্যমান। তাহাই ামাদের সান্ত্বনা—তাহাই আমাদের শান্তি।

জীবনের সূত্র ছিন্ন হয়—সংসার-বন্ধন খুলিয়া যায়। ন্তু মনস্বী মহাপ্রাণ সাধকের কর্ম্মবন্ধন কে ছিন্ন করিবে? শের সহিত কর্ম্মযোগীর প্রাণের যোগ কে লুপ্ত রিবে? আজ সমস্ত বাঙ্গালায় তোমার সত্তা বিস্তৃত ইয়াছে। ক্ষুদ্র কারা ভাঙ্গিয়া মহাপ্রাণ তুমি বাঙ্গালীর াণে প্রাণে স্বীয় প্রাণ-বহ্নির উজ্জ্বল কণা বিকীর্ণ রিয়াছ। তুমি এক ছিলে, বহু হইয়াছ। জীবনে দেশবাসীকে যে ব্রতে, যে ভাবে, যে ধর্ম্মে দীক্ষিত রিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলে, মরণে বাঙ্গালার াণে প্রাণে তাহা অনুপ্রাণিত করিয়াছ। হে পুরুষ-াংহ! 'হে নিজবাসভূমে পরবাসী'! তুমি পিঞ্জররুদ্ধ াংহের ন্যায় মুক্তির জন্য লালায়িত ছিলে—স্বাতন্ত্র্যের জন্য ঙ্কারে গর্জ্জনে ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত বিকম্পিত করিয়া ুলে। সেই বন্ধনই তোমার মৃত্যু আর সেই মুক্তিই তামার জীবন—তাহা কি আজ শোকে মুহ্যমান হইয়া ামরা ভুলিতে পারি?

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

* * * পূর্ণের পূর্ব্বে ভাগ্যবান জীবে অংশের ভাব স্ফুরিত হয়। বঙ্কিম আসিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ াসিয়াছিলেন; কার্য্যাবসানে—নিয়তির বিধানে পারের পথিক হইয়াছেন। তুমি আসিয়াছিলে; এ লোক পরিত্যাগ করিলে। আবার এসো, সন্ন্যাসী! আবার এসো স্বদেশপ্রেমিক কর্ম্মযোগী! মা'র অঙ্ক শূন্য। মাতৃমন্দিরে পুরোহিত নাই; যজ্ঞশালায় হোতা নাই। মা'র কমল-নয়নে নীহারবিন্দু—স্নেহাশ্রু; বাৎসল্যসিন্ধু পয়োধরে উচ্ছ্বসিত স্ফীতধারা। এসো মা'র প্রিয় সন্তান! হৃদয়ে হৃদয়ে অবতীর্ণ হও—মাতৃপূজা অপূর্ণ রাখিও না।

এই ত তোমার যোগ্য মৃত্যু! কর্ম্মযজ্ঞে জীবন সফল—সার্থক করিয়াছিলে। সন্ন্যাসী—তোমার মৃত্যুও সফল—সার্থক—আবশ্যক—তাহাও বুঝাইয়া দিলে! কারাগার কি তোমার যোগ্য? কর্ম্মবীর তুমি, কারারুদ্ধ কর্ম্মহীনের জীবন কি তোমার যোগ্য? তাহাই ত মৃত্যু। তুমি মৃত্যুঞ্জয় গণতন্ত্রের উপাসক। * * *

তবে দুঃখ কেন? বাঙ্গালী, আনন্দাশ্রুধারায় সন্ন্যাসীর চিতা নির্ব্বাপিত কর। বল—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। আর হৃদয়ে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত কর—কর্ম্মযোগীর সাধনা সফল হউক।

তাহাই উপাধ্যায়ের তর্পণ—তাহাই মাতৃভক্তের শ্রাদ্ধ। বাঙ্গালী মাতৃব্রতে প্রাণপণ কর। তাহাই উপাধ্যায়ের আদেশ। তাহাই মনস্বী তেজস্বী বীরের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত—মা'র আদেশ বাণী।

* * *

সন্ধ্যার ললাটমণি আজ দীপ্তিহীন। হে মহাকাল! কে তোমার বিচিত্র লীলার গূঢ় রহস্য ভেদ করিবে?

* * *

রাজপথ নরমুণ্ডের সমুদ্র! বিশাল জনতার তরঙ্গ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই জনসমুদ্রে মিশিতেছিল। পুষ্পশয্যায় উপাধ্যায়। চন্দনচর্চ্চিত বর বপু—সেই তেজের আধার সাহসের আধার ভৌতিক দেহপিণ্ড পুষ্পাস্তরণে সমাচ্ছন্ন—ভক্তজনের উপায়ন সুরভি কুসুমদামে সন্ন্যাসীর কায়া সমাচ্ছন্ন—প্রচ্ছন্ন; প্রশান্ত মুখমণ্ডলমাত্র প্রকাশিত। সে মুখে কি প্রসাদ—কি প্রশান্তি! মনে হইতেছিল, সহস্র কণ্ঠের "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রের মহারোলে এখনই বুঝি মাতৃসর্ব্বস্ব ভক্তিময়ের সমাধিমগ্ন সন্ন্যাসীর ঘুম ভাঙ্গিবে, আর মাতৃমন্ত্রের আকর্ষণে কর্ম্মযোগীর আত্মা বুঝি মহাপ্রস্থানের মধ্য-পথ হইতে আবার বীরের ন্যায় সংসার-সমরে অগ্রসর হইবে।

* * *

সেই মহাযাত্রা দেখিয়া বুঝিয়াছি, জীবনের ক্ষণিক স্বপ্ন তুচ্ছ, নব ভাবের শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, মতের দ্বন্দ্ব মৌখিক, অন্তরের যোগ আন্তরিক। মতান্তরে কোন মহাভাব—মুক্তির ধর্ম্ম মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারে না। জীবনের দ্বন্দ্ব-কোলাহল বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রের তুমুল রোলে বিসর্জ্জন দিয়া ঐ দেখ, কর্ম্ম-সন্ন্যাসী মাতৃভক্ত মহাশ্মশানের মিলন-তীর্থে অগ্রসর। পথিক! সঙ্গে যাও—ধন্য হও।

সমবেত ভক্তগণ উপাধ্যায়ের দেহভূষণ পুষ্পসম্ভার ও চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার দীপ্ত বহ্নিশিখা বহ্নি-স্তূপে আহুতি দিয়া "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে" গৃহে ফিরিলেন।

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৩৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট

ফোন—ক্যাল ৩২৫৩ (৩ লাইন)

নিম্নের অঙ্কগুলি লক্ষ্য করুন

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মূলধন	৪০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	৪০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৩২,৫০,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে
রিজার্ভ ফাণ্ড	৬,২৫,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে

—ঃ শাখা সমূহ ঃ—

কলিকাতা কেন্দ্র

কলিকাতা
শ্যামবাজার
হ্যারিসন রোড
ভবানীপুর
বালীগঞ্জ
বহুবাজার
বড়বাজার
হাটখোলা
লেক মার্কেট
হাওড়া

বাঙ্গালা কেন্দ্র

ঢাকা
চট্টগ্রাম
মৈমনসিং
নোয়াখালী
চৌমুহানী
কুষ্টিয়া
নারায়ণগঞ্জ

বিহার কেন্দ্র

পাটনা
পাটনা সিটি
জামসেদপুর
সাকচি
চাইবাসা
ঝরিয়া

যুক্তপ্রদেশ কেন্দ্র

দিল্লী
নবদিল্লী
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
মেষ্টন রোড (কাণপুর)

আসাম কেন্দ্র

শিলং
গৌহাটী
তেজপুর
ধুবড়ী
নওগাঁ

কে, এন, দালাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আমৃতত্ব।

[শ্রীযুত বিভূতিভূষণ রায়]

জ্ঞানদা রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। তাহার শতছিদ্র কাঁথার বিছানাটা কঙ্কালসার দেহে যেন ফুটিতেছিল; কিছুক্ষণ একভাবে শুইয়া থাকিতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। সে উঠিয়া বসিল; কিন্তু একটু পরেই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল; সে আবার শুইয়া পড়িল।

আজ মহাসপ্তমী। দূরস্থিত জমিদার-ভবন হইতে শঙ্খ-ঘণ্টা-ঢাক-ঢোলের বাদ্যধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া তাহার কর্ণে উৎসব-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল; উচ্চ বাদ্য-ধ্বনিতে আনন্দময়ী জননীর আগমনীর বার্ত্তা ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানদার মনে আনন্দের সাড়া নাই। জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখ আজ যেন তাহার অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। সকলেই আজ নূতন নূতন পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে কিন্তু তাহার প্রিয়তম সন্তান একখানি মলিন ছিন্ন বাস পরিধান করিয়া এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছে। এমনিই তাহার দুর্ভাগ্য যে, বৎসরের এই মহা আনন্দময় দিনে একমাত্র সন্তানকে একখানি নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিবার সামর্থ্য তাহার নাই।

—"মা, ! মা !"—সহসা শিবুর ডাক কানে আসিতেই সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিবু ভিতরে ঢুকিয়া মাতাকে তাহার হাতের হাঁড়ীটা দেখাইয়া বলিল—"মা, এই দেখ, আজ একজনরা অনেক ফেন-ভাত দিয়েছে। তুমি এখন এই ফেনটুকু খেয়ে নাও, আমি ভাতক'টায় জল দিয়ে রাখি; কাল সকালে খা'ব। নাও চুমকে খেয়ে নাও।"

—"ওরে পাগল, আমার এখন ক্ষিধেই নেই, ফেনটা রাত্তিরে খা'ব। আমার জন্যে অত ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। সকাল থেকে অনেক ঘুরে এলি, এখন বসে ঐ ভাতক'ট। খেয়ে নে, বাবা।"

—"না মা, এ ভাত কালকের জন্যে থাক। সকালে পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তেমন ক্ষিধে নেই; আর একটু পরেই জমিদার-বাড়ীতে খেতে যাব, সেখানে পেট ভরে খা'ব।"

"আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছে, হয়ত, বিষ্টি আসবে—কাঙ্গালীভোজনে আজ না-ই বা গেলি, বাবা ?"

"বিষ্টি হলেও কোন কষ্ট হ'বে না। কিন্তু আসল কাযটাই ভুলে গেছি, মা। কাল বিকালে চালের ফুটো দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছিল, তুমি ভিজে গিয়েছিলে—ভেবেছিলুম, আজ সকালেই চালটায় দুটো খড় গুঁজে দেব; তা' একবারেই মনে নেই। যাই, এইবেলা চালটা ঠিক করে দিই।"—বলিয়া হাঁড়ীটা যথাস্থানে রাখিয়া বাহিরে গেল।

পাঁচু মণ্ডলের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সে কিছু খড় সংগ্রহ করিয়াছিল। বর্ষার আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত পাঁচ-ছয় বার চালটাকে মেরামত করিতে প্রায় সব খড় ফুরাইয়াছে, কিন্তু জলপড়া বন্ধ হয় নাই। যে কয়েক আঁটি খড় পড়িয়া ছিল তাহা দিয়া সে কোন মতে বৃষ্টির জল আটক করিবার ব্যবস্থা করিল।

* *

বেলা দ্বিপ্রহরেই শিবু জমিদার-ভবনে উপস্থিত হইল। তখন মহাসমারোহে সপ্তমীপূজার উৎসব চলিতেছে। পূজা-বাড়ীর বাহিরে শত শত ভিখারী ভিড় জমাইয়াছে এবং দলে দলে আরও অনেক কাঙ্গাল আসিতেছে। প্রতি বৎসর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিন দিন কাঙ্গালী-ভোজন হইয়া থাকে, বৈকাল হইতে খাওয়ান আরম্ভ হয়। কিন্তু এ বৎসর পূজাবাড়ীর কোথাও কাঙ্গালী-ভোজনের কোনরূপ আয়োজন নাই। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জমিদার-বাড়ীর ছোটবড় সকল কর্ম্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু উত্তর শুনিয়া কেহই সত্য কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। একটু পরে মুখে মুখে প্রকৃত কথাটা রটিয়া গেল,—এ বৎসর জমিদারের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, সে জন্য পূজা উপলক্ষে কাঙ্গালী-ভোজন এবং অপরাপর অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়াছে।

একটি বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া জমিদার-বাড়ীর এক জন কর্ত্তাকে বলিল—"প্রণাম হই, বাবু। যে কথাটা শুনছি তা' কি সত্যি ? এ বছরে গরীব-দুঃখীদের এক দিনও খাওয়ান হ'বে না, বাবু ?"

কর্ত্তা বলিলেন—"হুঁ, এ বার ওসব হাঙ্গাম হ'বে না।"

"সে কি, বাবু ? আমরা চিরদুঃখী, চিরদিন দুঃখ-কষ্টে কাটাই—বছরে শুধু এই তিনটি দিনের আশা করে' থাকি, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আপনাদের বাড়ী এসে পেট-ভরে খাই—আনন্দ করি। তা' বন্ধ ক'রলে আমরা আর কোথায় যা'ব, বাবু ?"

"তোমাদের ঠাকুর দেখতে, আনন্দ ক'রতে আমরা মানা করি না। খাওয়া-দাওয়া না হ'লে কি আনন্দ হয় না ? আরে বাপু আদায়-পত্তর নেই, এই সব বাজে খরচ জুটবে কোথা থেকে ? যাও তোমরা, ভিড় কমাও, কাঙ্গালী-ভোজন হ'বে না।"

বৃদ্ধ মিনতি করিয়া বলিল—"বাবু পাঁচ-ছ' ক্রোশ দূর থেকে আমরা এই সব ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে এসেছি, অনেক আশা নিয়েই এসেছি। আজকের দিনে আমাদের খালি হাতে ফেরাবেন না, বাবু! অন্ততঃ দুটি দুটি চিঁড়ে-মুড়কী-মিঠাই দিয়ে বিদায় করুন, বাবু।"

কর্ত্তা এই বার বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দেখ, এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে বক-বক ক'রতে পারব না। তোমাদের নেমন্তন্ন করে আনিনি—খাওয়ান হ'বে না। আস্তে আস্তে তোমরা সরে পড়।"

কর্ত্তা অন্দরে চলিয়া যাইলেন।

তখন দ্বিতলের বারান্দায় নিমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্ব-ভোজনের ঘটা আরম্ভ হইয়াছে। ভিতর হইতে লুচি-ভাজার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া স্থানটাকে ভরপুর করিয়াছে। হতভাগ্য কাঙ্গালের দল সেই দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধটি সকলের উদ্দেশে বলিল—"তোমরা কুকুরের মতন হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়া দেখলেই কি তোমাদের পেট ভরবে? সন্ধ্যে হয়ে এল' এই বার বাড়ীতে ফিরে চল না, বাবা। আজকের দিনে দু'-এক ঘা না খেয়ে কি এখান থেকে নড়বে না? কাল সকালে এসো; এঁটো-কাঁটা বরাতে জুটতেও পারে; গরীব-দুঃখী হয়ে জন্মেছ, আনন্দ পেতে চাও কোন্ অধিকারে? এই পুজো, এই উৎসব, এই আনন্দ এ সবই ধনীর জন্য, এ আমাদের জন্য নয়। চল, যে যার পথ দেখ।"

বৃদ্ধ তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর একে একে অনেকেই গেল; আবার কেহ উচ্ছিষ্ট অন্নের লোভে বসিয়া রহিল।

অবশেষে শিবুও হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিল। নিজের এই নিঃস্ব জীবনটার প্রতি আজ যেন তাহার ধিক্কার আসিল। সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

তাহার সাড়া পাইয়া জ্ঞানদা বলিল—"হা রে শিবু, তুই যে অমন চুপি চুপি এসে শুয়ে পড়লি? ভেবেছিস্, আমি কিছুই জানি না? জমিদাররা কাঙ্গালী-ভোজন বন্ধ করে দিয়েছে। আমি একটু আগে তা' শুনেছি। তোদের না খাইয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই দুঃখ হচ্ছে। না?"

শিবু বলিল—"না মা, সে জন্যে দুঃখ হচ্ছে না। তখন তোমার বারণ শুনলেই ভাল হ'ত, মিছেমিছি গিয়ে ফিরে আসতে হ'ত না—এত কষ্টভোগ ক'রতে হ'ত না।"

—"শিবু, আমরা জন্ম-দুঃখী, এমন অনেক দুঃখকষ্ট আমাদের রোজই সহ্য করতে হয়। আমরা একটু সুখ, একটু আনন্দ পেতে চাই; কিন্তু ভাগ্যদোষে তা' পাই না। আজকের উৎসবে সকলেই মেতে উঠেছে, আমোদ করছে কিন্তু তাদের আনন্দ-উল্লাসে আজ যেন আমাদের দুঃখটা বেশী করে বেজে উঠছে। ভাগ্যে সুখ না থাকলে জীবনে কোন দিনই আনন্দ পাওয়া যায় না।—ও সব কথা থাক, রাত হয়ে যাচ্ছে, ও বেলার ভাতক'টা খেয়ে শুয়ে পড়।"

—"আচ্ছা একটু পরে খা'ব"—বলিয়া শিবু পাশ ফিরিয়া শুইল। সে ভাবিতেছিল, তাহারা জন্মদুঃখী কেন?"

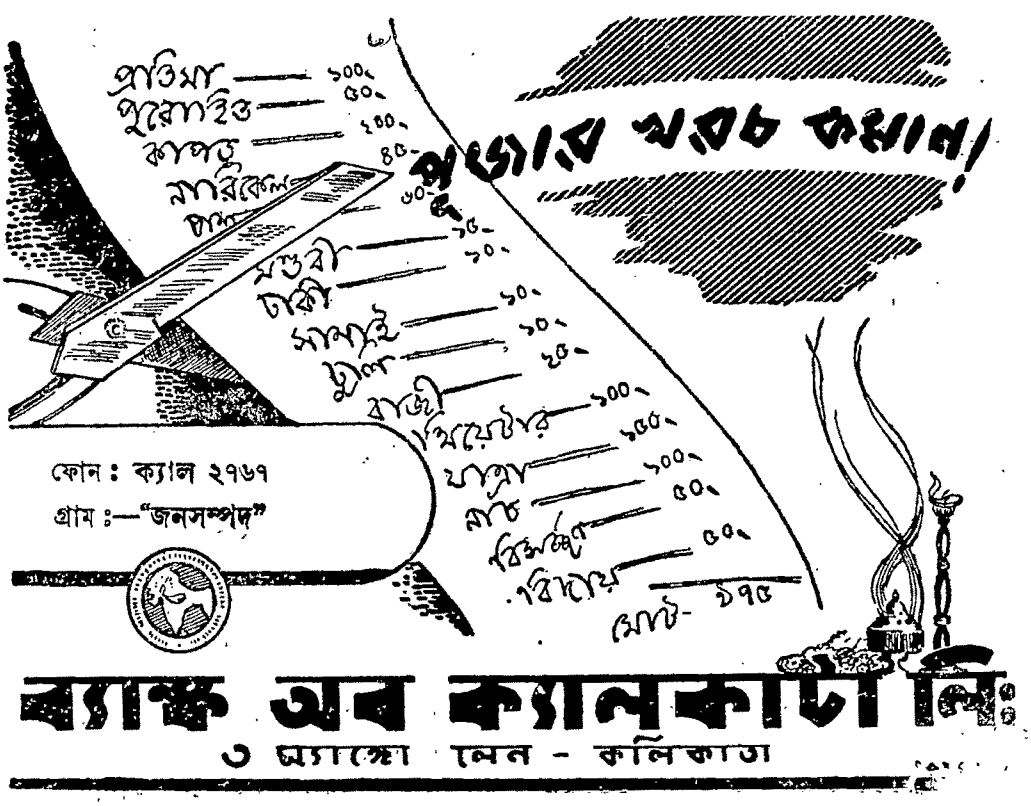

প্রজাপতির জন্ম-রহস্য

[শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাস]

শীতে সমস্ত প্রকৃতি যেন নিদ্রায় স্থাণুভাব ধারণ করে। কিন্তু শীতের শেষে, বসন্তের আগমনে প্রকৃতিকে কে যেন ঐন্দ্রজালিকের সোণার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত ও চঞ্চল করিয়া তুলে। শুষ্ক, নিষ্পত্র তরুলতার দেহে আবার পুলক প্রকাশ পায়, শাখা-প্রশাখা হরিৎ কিশলয়ে পূর্ণ। আকাশ নীল। তরুলতায় বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে। ফুলের বর্ণের সমারোহে ও সৌরভে অজস্র ভ্রমর ও প্রজাপতি আসে। পাখীর প্রলাপ—কলরবে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিপুল আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

প্রকৃতির এই আনন্দমুখর বসন্তের বিপুল উৎসবের সমারোহকালে ফুলের স্তবকে স্তবকে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতিগুলিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। পাখী ব্যতীত প্রজাপতির মত মনোহর জীব, বোধ হয়, আর নাই। একটু জড়তা নাই, একটু মলিনতা নাই, পরম পুলকে ফুলে ফুলে স্নেহের সরস স্পর্শ দেয়, আর তাহাদিগের বুকে সঞ্চিত মধু পান করে। কি মনোমদ দৃশ্য! স্বয়ং প্রকৃতিও যেন মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে। জল, স্থল, আকাশ, তরু-লতা সবই যদি শ্রাবণের মেঘের মত বর্ণ হইত, তাহা হইলে এ ধরণী কি বৈচিত্র্যহীন না হইত! তরুলতার সতেজ সবুজ বর্ণ, আকাশের নীলিমা, ফুল ও প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণ আছে বলিয়াই পৃথিবী এত সুন্দর।

১। প্রজাপতির ডিম

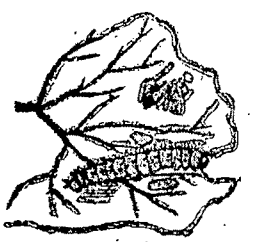

২। পত্র ভক্ষণ-নিরত প্রজাপতির কীড়া

ফুল ও প্রজাপতির সম্বন্ধ অতি প্রাচীন ও ঘনিষ্ঠ—বোধ হয়, সৃষ্টির আরম্ভাবধি। এক দিন এ ধরণীর বুকে ফুল ছিল না। 'টারসিয়ারী যুগে' প্রথম ফুলের জন্ম। সেই সময় হইতে ফুল ও প্রজাপতির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধ অতি নিবিড়, এক ব্যতীত অপরের চলে না। প্রজাপতির একমাত্র আহার্য্য—ফুলের মধু। মধু ব্যতীত প্রজাপতির পক্ষে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। আবার, অপর পক্ষে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ফুল আছে,—প্রজাপতি ব্যতীত তাহাদিগের বংশ-বিস্তার এবং বংশরক্ষা একেবারেই অসম্ভব। উদাহরণ—যেমন "যাক্কা গ্লোরিওসা"। প্রজাপতির সাহায্য না পাইলে ইহাদিগের আধান-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না এবং বীজও হয় না। প্রজাপতিই প্রথম উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌দিগকে তরু-লতার মধ্যে সঙ্কর উৎপাদনের উপায় শিখাইয়াছে।

এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই জীবটির বিচিত্র জীবন-রহস্য বর্ণিত হইতেছে।

সমগ্র পৃথিবীতে বহু জাতির প্রজাপতি আছে। কেহ অতি ক্ষুদ্র, কেহ আবার অতি বৃহৎ, কাহারও ডানার প্রান্তভাগ চাতকের পুচ্ছের মত দীর্ঘ ক্রম-সূক্ষ্মাগ্র; কাহারও দেহ দীর্ঘ লোমাবৃত, আবার কাহারও দেহ অতি মসৃণ; কেহ গাছের পাতার বর্ণ ও আকার ধারণ করিয়া আত্মগোপন করে, আবার কেহ দুর্গন্ধ বা বিষ-বস্তু বিকীর্ণ করিয়া শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতিলাভ করে।

রেশমকীট ও প্রজাপতিতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও ইহারা উভয়েই একই "লেপিডপ্টেরা" বংশ-সম্ভূত। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা "লেপিডপ্টেরাদিগকে" দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন (১) "রফেলোসেরা" এই বিভাগে পড়ে সকল জাতির প্রজাপতি। কথাটি দুইটি গ্রীক্ কথা হইতে উদ্ভূত। "রফেলো" গদা এবং "সেরা" শৃঙ্গ, অর্থাৎ যে সকল প্রজাপতির শুণ্ড বা স্পর্শেন্দ্রিয় গদাকৃতি, (২) "হেটেরোসেরা।" রেশমকীট এই দলের মধ্যে পড়ে। এই "হেটেরো"—নানা প্রকার এবং "সেরা" শৃঙ্গ অর্থাৎ ইহাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়ের আকার নানারূপ হয়। গুটিপোকা বা রেশম-কীটদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় পালকের মত, ব্রাসের মত, সূক্ষ্ম সূতার মত এবং আরও বহু আকারের হয়। এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক প্রজাপতি ও প্রত্যেক রেশমকীট চারিটি ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ডিম্ব হইতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথম ডিম্বাবস্থা, দ্বিতীয় কীড়াবস্থা, তৃতীয় শূক-অবস্থা এবং চতুর্থ পূর্ণাবস্থা। পূর্ণাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে ইহারা পূর্ণ প্রজাপতি কিম্বা রেশমকীট আকারে দেখা দেয়। পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ ডিম্ব, কীড়া বা শূক দেখিয়া উহা প্রজাপতি কি রেশমকীট তাহা বলা দুষ্কর।

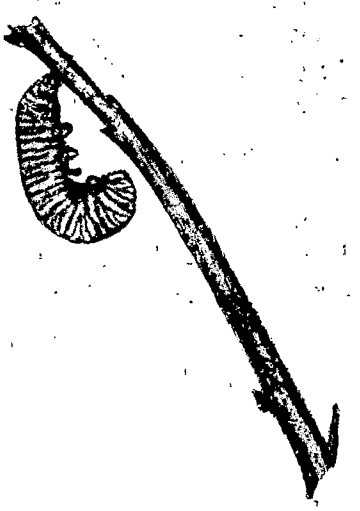

নিদ্রালু কীড়া শূক নিদ্রার উপক্রম করিয়া একটি গাছের ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত দিনে প্রজাপতি-মাতা উড়িতে

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট্ বি. সরকার

— ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স —

অলঙ্কার নির্ম্মাণে—ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসানের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি, পি, ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারাণ্টি থাকে।

ফোন বি বি ১৭৬১

১২৪।১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা

টেলিগ্রাম ব্রিলিয়্যান্টস

উড়িতে একটি মনোমত স্থানে আসিয়া বসে; তাহার পরে একটি গাছ মনোনীত করে এবং তাহার পাতার উপরে কতকগুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া চলিয়া যায়। ডিম্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম্বগুলি সম্পূর্ণ গোলাকার কিম্বা বাদামী আকারের হয়, অর্দ্ধ-গোলাকার চেপ্টা বা খাঁজকাটা আকারের ডিম্বও দেখা যায়। কোন কোন প্রজাপতির ডিম্ব একেবারে সাদা কিম্বা অল্প পীতাভ বর্ণের হয়, আবার কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির ডিম্বের গাত্রে

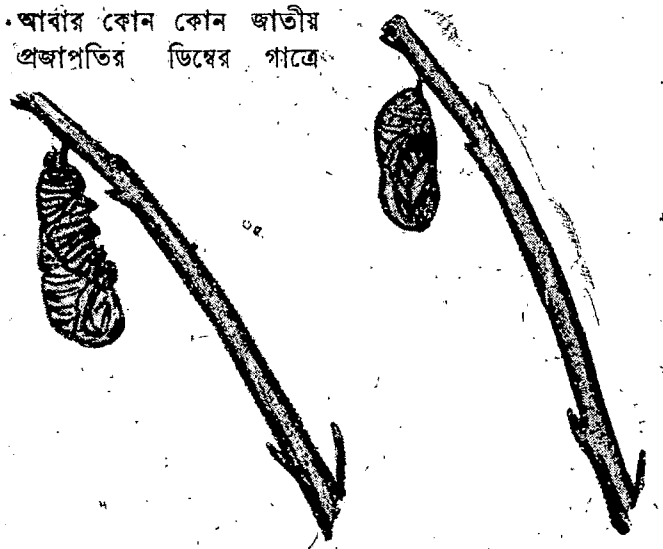

কীড়া দৈর্ঘ্যে হ্রাস পাইতেছে কীড়া পূর্ণ শুকাবস্থায়

এরণ্ডের বীজের মত নানারূপ চিত্র-বিচিত্র বর্ণ থাকে। কোন ক্ষেত্রে প্রজাপতি গাছের পাতা বা শাখার উপর একটি স্তর রচনা করিয়া কতকগুলি ডিম্ব প্রসব করিয়া যায়, আবার কোন কোন জাতির প্রজাপতি ডিমগুলি সুচারুরূপে পর পর উপর উপর সজ্জিত করিয়া ক্রম-সূচাল আকারে যেন ডিম্বের "পিরামিড" রচনা করে। কোথাও কোথাও একটি খাঁজকাটা গোলাকার বলের আকারেও ডিম্ব সজ্জিত দেখা যায়। "সুইফ্‌ট মথ" ও "অ্যাণ্টলার মথ্" নামক রেশমকীটরা আকাশে উড়িতে উড়িতে সহসা কোন লতা-গুল্মের উপর আসিয়া কতকগুলি ডিম্ব বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া আবার উড়িয়া যায়। "ল্যাকি মথ্"- গলার হারের মত সারি দিয়া ডিম সজ্জিত করিয়া রাখে। "ব্রাউন্-টেল্" বা পিঙ্গলবর্ণ লাঙ্গুলবিশিষ্ট প্রজাপতি ও বাগানের ছোট ছোট এক জাতীয় শ্বেতবর্ণের প্রজাপতি ছোট একটি ঢেলার আকারে ডিম পাড়ে ও সেগুলি, দেহের প্রান্তবর্ত্তী সোঁয়া দিয়া, আবৃত করিয়া দেয়। বাঁধাকপির প্রজাপতিরা "পিরামিডের" মত ক্রমসূচাল আকারে গাছের পাতার উপর ডিম্বগুলি সজ্জিত করিয়া যায়। ডিম্বের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন জাতির প্রজাপতি মাত্র পাঁচ সাতটি ডিম পাড়ে, আবার দক্ষিণ আমেরিকার কয়েক জাতীয় প্রজাপতি এক এক বারে প্রায় পনর হাজার ডিম্ব প্রসব করে। তবে সচরাচর প্রজাপতিরা একবারে পঁচিশ ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ ষাটটি ডিম্ব প্রসব করে দেখা যায়।

ডিম্ব প্রসবের পরে প্রজাপতিরা ডিম্বে "তা" দেয় না বা ডিম্বের কোনরূপ যত্ন লয় না। অনেক জাতীয় মাকড়সা উদরের নিম্নে কিম্বা মুখে ডিম্বাধার বহন করিয়া বেড়ায়; বোলতা মৌমাছি প্রভৃতি চক্রের কোষের মধ্যে ডিম্ব আবদ্ধ করিয়া বাহিরে বসিয়া তদারক করে। পিপীলিকারা ডিম্বের বিশেষ তত্ত্বাবধান করে, কিন্তু প্রজাপতি বা রেশমকীটরা ডিম্বের কোন তত্ত্বাবধান করে না। ডিম্ব প্রসবের পর কিছু কাল অতিবাহিত হইলে, ডিম্বের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া এক দিন একটি ক্ষুদ্র কীড়া বাহির হয়। ক্ষুধার্ত্ত কীড়া ডিম্বের বাহিরে আসিয়া রাক্ষসের মত গাছের পাতা ভক্ষণ করিতে থাকে। বিশেষ বিশেষ জাতির প্রজাপতি বিশেষ বিশেষ জাতির গাছের পাতায় ডিম পাড়ে—তাহাতে কীড়ারা ডিম্বের বাহিরে আসিয়া প্রচুর খাদ্য পায়।

কীড়ার দেহ কতকগুলি অঙ্গুরীর মত ভাগে বিভক্ত।

শুকাবস্থার পরে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত প্রজাপতি শুকাবরণ হইতে প্রজাপতি মুক্ত

সচরাচর এক একটির দেহে তেরটি ভাগ দেখা যায়। মস্তকের পরবর্ত্তী তিনটি ভাগে থাকে—তিন জোড়া পা।

এগুলি আসল পা নহে। ইহার পর একটি বিভাগ বাদ দিয়া উদরের নিকটে আর চারি জোড়া পা থাকে; (অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির কীড়ার দেহে এই পায়ের সংখ্যায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়)। পূর্ণাবস্থায় এই চারি জোড়া পা লোপ পায়। দেহের শেষ বিভাগে একটি আকর্ষণী অঙ্গ থাকে। আকর্ষণী অঙ্গটির দ্বারা ইহারা গাছ-পালার ডাল ধরিতে পারে। ইহাদিগের দেহের প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও শেষ বিভাগ ব্যতীত, দেহের সমস্ত বিভাগের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্র দ্বারা ইহারা শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ডিম ফুটিয়া এক সঙ্গে অনেকগুলি কীড়া বাহির হইয়া যে গাছে ডিম্ব প্রস্ফুটিত হয়, বিপুল উদ্যমে সেই গাছেরই পাতা ভক্ষণ করিতে থাকে। উহাদিগের ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি এত প্রবল যে, কয়েক দিনের মধ্যেই যে স্থানে ইহারা জন্মে সেই স্থানের সমস্ত গাছের (অবশ্য যে গাছের পাতা ইহাদিগের খাদ্য) পাতা নিঃশেষ করিয়া দেয়। বাঁধাকপির প্রজাপতি যে বাঁধা-কপির ক্ষেত্রে ডিম দিয়া যায়, সে ক্ষেত্রের প্রায় বাঁধাকপিই পোকা-গুলি সব ধ্বংস করে। সেই জন্য চাষীরা মধ্যে মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কপি-গাছের পাতায় "পোকা লেগেছে" কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখে। কীড়ারা এক স্থানের সব গাছ ধ্বংস করা হইলে আশ-পাশের বাগানে প্রবেশ করে এবং এই ভাবে ধ্বংস করিয়া চলে।

যখন এক স্থানের সব খাদ্য নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন উহাদিগের মধ্য হইতে একটি কীড়া দল ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে চলিতে আরম্ভ করে; সঙ্গে সঙ্গে, মৃগযূথের মত, অপর সকলে তাহার গতিপথ অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে।

খাদ্য নিঃশেষ হইলে কখন কখন ইহারা দল ভাঙ্গিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইহারা নানা জীব-জন্তুর কবলে পড়ে। পক্ষী ও অন্যান্য জীব ইহাদিগকে ভক্ষণ করে। ভীমরুলরা ইহাদিগের দেহে হুল দ্বারা বিষ-বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিয়া অচৈতন্য করিয়া লইয়া যাইয়া মাটীর বাসায় আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ভীমরুল তাহার পর উহাদিগের দেহে ডিম প্রসব করিয়া বাসার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। যখন ডিম ফুটিয়া শিশু কীড়া বাহির হয় তখন তাহারা ঐ কীড়ার দেহে উদরপূর্ত্তি করিয়া বর্দ্ধিত হয়। "ইক্‌নিউমন্" মাছিরাও এইরূপে ইহাদিগের দেহে ডিম্ব প্রসব করিয়া দিয়া যায়

শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য ইহাদিগকে নানা-রূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। "জিওমেট্রিড্ মথের লার্ভা" বা কীড়া দেহটি কঠিন করিয়া গাছের একটি ক্ষুদ্র শাখার আকার ধারণ করিয়া গাছের ডালে সমগ্র দিবস বসিয়া থাকে,—দূর হইতে সে অবস্থায় উহাকে গাছের শাখা বলিয়াই ভ্রম হয়। কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির কীড়া শত্রুর ভয়ে দিনে বাহির হয় না,—রাত্রিকালে খাদ্যের সন্ধানে বাহির হয়। বহু জাতীয় কীড়া শত্রুর আগমন-সঙ্কেত পাইলে, মুখনিঃসৃত এক গাছি সূত্রের সাহায্যে গাছের শাখা হইতে ঝুলিয়া পড়ে। উষ্ণমণ্ডল ও উত্তর আমেরিকার অনেক জাতীয় প্রজাপতির কীড়ার দেহে অতি ধারাল বিছুটীর মত ভঙ্গুর কাঁটা বা শোঁয়া থাকে,—এ গুলির নাম বিষ-কণ্টক,—শত্রু আক্রমণ করিলে তাহাদিগের দেহে ঐ কাঁটা ফুটিয়া যায়, এবং কাঁটা বা শোঁয়া ফুটার সঙ্গে সঙ্গেই, অতিরিক্ত ভঙ্গুরতার জন্য উহা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন উহার মধ্য হইতে বিষ বাহির হইয়া শত্রু-দেহে প্রবেশ করিয়া তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। "ভেনেসা" জাতীয় প্রজাপতির কীট উহা দিগের বিষের জন্য বিখ্যাত। আমাদিগের "শোঁয়া পোকার" শোঁয়া ফোটার যন্ত্রণা অনেকেরই জানা আছে।

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি

সিকিমে এক জাতীয় প্রজাপতির বিষ অতি উগ্র। অনেক জাতীয় কীড়া আক্রমণের সম্ভাবনায় গাত্র হইতে এক প্রকার উগ্র দুর্গন্ধ বাহির করে। "টর্টয়েজ সেল" নামক এক প্রকার প্রজাপতি আছে। উহাদিগের কীড়ারা মুখের লালার সূতা দিয়া গাছের পাতা সংযুক্ত করিয়া একটি চোঙ্গের মত আবরণ করে এবং উহার মধ্যে দিবাভাগ অতিবাহিত করে। কয়েক জাতীয় কীড়া আবার ভয়াবহ আকার বা বর্ণ বা উভয়ই ধারণ করিয়া শত্রুর হস্ত এড়ায়। "হক-মথের" কীড়া-দিগের মাথায় একটি শৃঙ্গ থাকে, উহাতে উহাদিগকে ভয়াবহ দেখায়।

অধিকাংশ প্রজাপতির কীড়াই গাছের পাতা বা পক্ক ফল ভক্ষণ করে। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' ইমস্ লিখিয়াছেন,—"কয়েক জাতীয় প্রজাপতির কীড়া স্বজাতি-ভক্ষক"। একাধিক য়ুরোপীয় মথের এ অভ্যাস আছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"লাইসিনিয়া দ্যায়ৎরিয়ন" জাতীয় প্রজাপতির কীড়ারা "থাইমা" পাতা ভক্ষণ করিয়া একটু বড় হইলে পিপীলিকার বাসায় প্রবেশ করিয়া পিপীলিকার ডিম্ব আহার করে।

উত্তর আমেরিকায় এক জাতীয় প্রজাপতি গাছের পোকা শিকার করিয়া আহার করে। এক জাতীয় প্রজাপতি "স্কেল ইন্‌সেক্ট" নামক ফলের গাছের কীট ধ্বংস করে। "রেড-য়্যাডমিরাল্" প্রজাপতির কীড়া পাকা ও পচা ফল খায়।

প্রচুর আহারের পরে কীড়াগুলি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠে, তাহার পরে সহসা এক দিন তাহাদিগের দেহে কেমন এক শৈথিল্য ও নিদ্রালু ভাব আইসে। এই পরিবর্ত্তন ইহাদিগের জীবনের আর একটি অবস্থার সূচনা। নিদ্রালু বোধ করিলেই ইহারা মুখ হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতার আকারে লালা বাহির করিয়া দেহের চতুঃপার্শ্বে একটি আবরণ বয়ন করে, তাহার পর ঐ আবরণের মধ্যে নিদ্রিত হয়। এই অবস্থায় ইহাদিগকে "পিউপা" বা শূক বলা হয়। এই অবস্থায় ইহারা নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হয়, কিন্তু নিদ্রিত থাকার জন্য ইহাদিগের পক্ষে আত্মরক্ষা একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য কোন কোন জাতীয় প্রজাপতির কীড়ারা এই অবস্থায় আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য দেহের চতুঃপার্শ্বের আবরণটি কঠিন করিয়া বয়ন করে। কোন কোন জাতির কীড়ারা লালা-নিঃসৃত সূত্রের সঙ্গে মাটী বালু-কণা প্রভৃতি মিশ্রিত করে—আবরণটি কঠিন হয়। "হেলিডথিস" জাতীয় প্রজাপতি শূক নিদ্রার পূর্ব্বে দেহের চারিপার্শ্বে পুরু মাটীর আবরণ রচনা করিয়া তাহার বাহিরে রেশমের আবরণ দেয়। শূকের আবরণগুলি গাছের পাতায়, ডালে বা ফাটলে সংযুক্ত করিয়া নিদ্রা যায়। তাহার পরে সহসা এক দিন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রা-ভঙ্গে রেশমের আবরণ ভেদ করিয়া সে যখন পূর্ণাবস্থা পাইয়া বাহিরে আইসে, তখন আর তাহাকে চিনাই যায় না। সেই অবস্থায় পূর্ণপ্রজাপতি দেখিয়া তাহার পূর্ব্বাবস্থা বুঝা যায় না। কীড়ার বহু ভাগে বিভক্ত দীর্ঘ দেহটি তখন নির্দ্দিষ্ট তিনটি অংশে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষোদেশ ও উদরাংশ। অনেকগুলি ছোট ছোট পদের পরিবর্ত্তে মাত্র তিন জোড়া সঙ্কীর্ণ অতি দীর্ঘ পা দেখা যায়। মুখের সম্মুখে এক জোড়া দীর্ঘ স্পর্শেন্দ্রিয়। কীড়াবস্থায় পত্রভক্ষণের তীক্ষ্ণধার দন্তের চিহ্নমাত্র নাই;—তাহার পরিবর্ত্তে একটি শুণ্ডাকার (নল-নির্ম্মিত) মধু-শোষক যন্ত্র দেখা যায়, সর্ব্বোপরি দেহের উপর চারিখানি বিচিত্র-বর্ণের ডানা। কে বলিবে—গাছের ডালে ও পাতায় বিচরণশীল মন্থরগতি পত্রভক্ষক একটি কীড়াই এমন দ্রুত উড্ডয়নশীল বিচিত্রবর্ণ সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হইয়াছে? এখন তাহার প্রয়োজন সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের সুরভিত মধু। সে আর অসহায় মন্থরগতি কীট নহে—চঞ্চল চারিখানি লঘু পাখায় তৃণ-লতা-গুল্ম-ফুল-ফল শোভিত পৃথিবীতে নিবিড় নীলাভ আকাশ, অনাবিল সোনালী রৌদ্র, কত বিচিত্রবর্ণ ফুলে বসিয়া দেখিয়া তাহাদিগের বুকের মধু পান করিয়া মুক্ত বাতাসে অলস পাখা মেলিয়া পুলকে উড়িয়া বেড়ায়।

ঋতু বন্ধ ৪।৫ মাস যে কোন কারণে ও যতই আশঙ্কাযুক্ত গর্ভসঙ্কট হোক "ঋতু প্রবর্ত্তিনী" (রেজিঃ) ১ দিনেই নির্ঘাৎ রজঃস্রাবক। সর্ব্বপ্রকার ঔষধ যেখানে ব্যর্থ "ঋতু প্রবর্ত্তিনী" সেখানে অব্যর্থ ফলপ্রদ। মূল্য ২৷৷০, মাশুলাদি ৸০ জন্ম-নিরোধ "পার্ব্বতী" স্থায়ী ৩৲, অস্থায়ী ১৷৷০ নির্দ্দোষ গ্যারান্টিড।

হাঁপানী যতই পুরাতন ও কঠিন হোক না কেন, এজমলা (Asmala) এক দিনেই শ্বাসকষ্টে মৃতপ্রায় হাঁপানি রোগীর প্রাণ রক্ষা করে। শ্লেষ্মাজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগে সম্পূর্ণ আরোগ্য গ্যারাণ্টি। হতাশ রোগীর পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ২৷৷০ মাঃ ৸০।

একশিরা বাতশিরা যতদিনের হোক ও যতই অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন "বৃদ্ধিহর তৈল" ১ দিনেই অসহ্য ব্যথা দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে। মূল্য ২৷৷০ মাঃ ৸০।

পুরুষত্ব হানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, ধারণ-শক্তির অভাব ইত্যাদি সত্বর দূর করিয়া "ভিগারিণ" প্রচুর বীর্য্য-শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখে। বৈবাহিতের জীবন মধুময় করিয়া তোলে। মূল্য ২৸০ মাঃ ৸০।

কবিরাজ আর, এন, চক্রবর্ত্তী, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
২৪ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর, (২) কলিকাতা।
ফোন সাউথ—৩০৮

Sole Agents : G. B. ELA & Co.
18, Baburam Seal Lane, Calcutta.

মহোৎসবের দিনে

দুর্গা পূজা! একটা দিনের মতো দিন! সমস্ত বছর আপনি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করে' থাকেন। এমনি আনন্দময় দিনে আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আতিথেয়তার মধ্য দিয়ে আপনার মধুরতর সম্পর্ক গড়ে' উঠুক, আর আপনার বাড়িতে হাস্যকলরবে মুখর নিত্যকার চায়ের মজলিশটি প্রচুর চায়ের পরিবেষণে প্রাণময় হয়ে উঠুক। এরূপ প্রত্যেক স্মরণীয় দিনেই অভ্যাগতদের চা দিয়ে অভ্যর্থনা করুন।

ভারতীয় চা

উৎসবে অতুলনীয়

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত I K 150

ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-সাহিত্য

[শ্রীযুত কালীপদ সিংহ]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে একদিকে যেমন প্রাচীন ধারা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, অপর দিকে তেমনই নূতন ধারার সূচনা দেখা দিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বহু কবির আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা অনেক লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েক জন কবির কথা স্মরণীয়।

এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়ে নাই। কাব্যগুলিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের স্নেহ, ভালবাসা, দ্বন্দ্ব, প্রণয় ও দেবদেবীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কারণ আছে। বাঙ্গালায় ইংরেজ শাসন দৃঢ়মূল হইতে বহু দিন লাগিয়াছিল। সেইজন্য বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বহু বৎসর পরে পড়িয়াছিল। ইংরেজদিগের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যে সহযোগিতা করিয়া বাঙ্গালী-সমাজে যাহারা ধনী হইয়া উঠিল, তাহাদিগের জীবন-যাত্রায় ক্রমে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। এ দিকে রাজা বা বড় বড় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অনেক কবিকে নবরুচিসম্পন্ন ধনী ব্যক্তিদিগের কিম্বা অশিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত জনসমাজের আশ্রয় লইতে হইল। তাহাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য লিখিত হইল। বহু ক্ষেত্রে এই সমাজের মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া কবিগণ কবিতা ও গানগুলিকে যমক ও অনুপ্রাস-বহুল করিয়া তুলিলেন; শ্লীলতার গণ্ডীও ছাড়াইয়া গেল।

১

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি—ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর। তিনি মঙ্গল কাব্যের অনুসরণে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার মূল উদ্দেশ্য নহে। এই হিসাবে পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গল কাব্যের সহিত তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তুলনা হয় না। তাঁহার কাব্যের কয়েকটি স্থানে কবিকঙ্কণের প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি দেবদেবীদিগকে তৎকালীন বাঙ্গালা সমাজের নরনারীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছন্দঃ ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্য পরবর্ত্তী কবিদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এমন কি, মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্যেও তাঁহার ছন্দঃ, অলঙ্কার ও শব্দকুশলতার আভাস পাই।

দেবদেবীর উপাখ্যান ব্যতীত ভারতচন্দ্র কয়েকটি প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা, "ধেড়ে-ভেড়ের" কৌতুককাহিনী ও অন্যান্য কবিতা রচনা করিয়া কাব্য-সাহিত্যে নূতন ধারায় প্রবর্ত্তন করেন।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, :—

ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত কংস ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলে'র মুখটী খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥

(সত্যপীরের কথা)

তিনি সংস্কৃত ও পারস্ত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা হীন হওয়ায় জীবনে তাঁহাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া তিনি দেবীর স্বপ্না-দেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন—

সভাসদ্ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভুরশুটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরসী॥
জ্ঞানবান্ হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টমঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥
ডীউসাই নীলমণি কণ্ঠে আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥

('অন্নদামঙ্গল')

'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র 'সত্য-পীরের কথা' (রচনাকাল ১১৪৪ সাল) ও 'রসমঞ্জরী' (রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ) রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম কাব্য নিতান্ত ক্ষুদ্র। ইহাতে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য

ভারতবিখ্যাত রাজবৈদ্য কবিরাজ
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ আবিষ্কৃত
সোমরস
সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি
ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের
অমোঘ ঔষধ
বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক ভারতের
চির প্রসিদ্ধ রসায়ন
রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভবন
১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ইষ্টার্ন ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত ঃ ১৯২১ ইং

হেড অফিস—৮৪ নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ফোন ঃ সাউথ ২০০

কলিকাতা প্রধান শাখা—৯৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ফোন ঃ কলি ৪১৭৩

—শাখা অফিস—

কলিকাতা—বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, ইটালী, ভবানীপুর।

বিহার—পাটনা, রাঁচী, আদ্রা, পূর্ণিয়া, মুজাফ্ফরপুর।

লভ্যাংশ শতকরা ৭৷৷০ দেওয়া হইয়াছে। যাবতীয় আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা হয়।

— শাখা অফিস—

বাংলার অন্যত্র ঃ

নোয়াখালী, চৌমুহনী, ফেণী, চাঁদপুর, পুরাণ-বাজার, পটুয়াটুলী (ঢাকা), নবাবপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

এজেন্সী ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র বড় বড় ব্যবসাকেন্দ্রে

সেক্রেটারী—টি, মজুমদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এম্, কে, গুহ

বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাব্য নায়ক-নায়িকার প্রকার-ভেদ ও ভাব-রস প্রভৃতির কথা লইয়া রচিত। 'রসমঞ্জরী' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত।—'অন্নদা-মঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'মানসিংহ'। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানভাগ যেমন মনোরম ভারতচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গীও তেমনই চমৎকার।

প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সংস্কৃত ছন্দঃ বাঙ্গালায় সুন্দরভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন :—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

কিম্বা তূণকের ছন্দে,

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যজ্ঞ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥

কিম্বা

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দঃ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে॥

ভারতচন্দ্র ছন্দঃ ও ভাবের জয়রথ চালাইয়াছেন। তরঙ্গায়িত ছন্দে গঙ্গার বর্ণনা :

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলঙ্গে।
টল টল টল চল চল ছল ছল
কল কল তরলতরঙ্গে।
পুলকিত শিবজট বিঘটিত সুবিকট
লটপট কমঠ ভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণবর কিরণ বরণ কর
বিধিকর নিকরকরঙ্গে।
ভুবন ভবন লয় ভজন ভাবিকময়
ভারত ভরভয়ভঙ্গে॥

অথবা ঝড়ের বর্ণনায়,

ঝঞ্জনার ঝঞ্জনী বিদ্যুৎ চকমকী।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
ধরথরী স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুটঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥

ভারতচন্দ্রের শব্দকুশলতার পরিচয় কাব্যের বহু স্থলে পাই। উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি:

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতি-ভূষিত কলেবর॥
তরঙ্গ-ভঙ্গিত ভুজঙ্গ-রঞ্জিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।
গণেশ শৈশব বিভূতি ভৈরব
ভবেশ বৈভব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গকুণ্ডল পিশাচমণ্ডল
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃ প্রভায়ত পদাম্বুজানত
সুদিন ভারত শুভঙ্কর॥

রসাল শব্দচয়নের উদাহরণ

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে॥
কমলপরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে চলচল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণীরাণী
করিলা রাজধানী অশোকমূলে॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন হালিসহরের নিকটে কুমারহট্ট

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে রামপ্রসাদ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমার একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

রামপ্রসাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবের কথা বলিয়াছেন :

ধন হেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুষার্থ কত কব
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কর দয়া॥

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচনাকাল লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত চরণগুলিতে এই মত সমর্থিত হয়। প্রথমে নিমতাগ্রামনিবাসী কৃষ্ণরাম বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন ; তাহার পর রামপ্রসাদ এবং তৎপরে ভারতচন্দ্র—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার

Ideal Residential Hotel

TOWER HOTEL LTD
AND
RESTAURANT

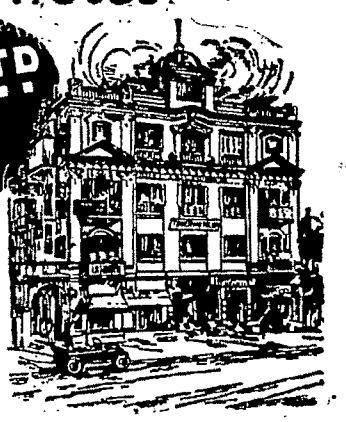

PHONE: B.B. 915
GRAM: "TERHOTEL"

Caterers of High Class
WINE & FOOD

27, UPPER CIRCULAR RD CAL. OPP. SEALDAH RY-STATION, NORTH.

টাওয়ার হোটেল
২৭ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। (শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে)
আরামে ও আনন্দে বাস করিবার স্থান।
দেশীয় ও য়ুরোপীয় ষ্টাইলে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
জে, কে, রায়—ম্যানেজার।

সেন বলেন, রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের (১৬৭৪ শক; ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দ) পরে রচিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "তিনি রাজকিশোরের আদেশে বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

এই রাজকিশোর হুগলীর দেওয়ান ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন তীর্থযাত্রা করেন, তখন হুগলীতে ইঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়াছিলেন, এই কথা 'তীর্থমঙ্গলে' বিজয়রাম বলিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তীর্থযাত্রা করেন। সুতরাং রামপ্রসাদের কাব্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদের পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভব নহে; সম্ভবতঃ পরে ইহা রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ আছেই।"

রামপ্রসাদ চরিত্রাঙ্কণে সুনিপুণ। কয়েকটি সামান্য কথায় মালিনীর চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মালিনীর হিসাবে কড়াক্রান্তির ভুল নাই। তাহাকে কেহ ঠকাইতে পারিবে না। কারণ:—

এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কাণ কাটা ধরে শক্তি হীরা।
কাঁকি দিয়ে চাকি ভুক্তে গাঁয়ে করে ফিরা॥

রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ভক্তিরসাত্মক পদগুলির আলোচনা পরে করিতেছি।

২

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বহু কবি প্রাচীন মঙ্গল-কাব্য, বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে প্রাচীন ধারার কবি বলা যাইতে পারে।

ভুকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল 'কাশীখণ্ড' রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্য রচনার কাল সম্বন্ধে,

সতর শত চৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥

জয়নারায়ণের কাব্য বর্ণনাত্মক। তিনি কাশীর নানা স্থানের বর্ণনা ও কাহিনী সরস ভাবে দিয়াছেন।

১২২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি 'করুণানিধান-বিলাস' কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কাব্য "বার শত একুইশ সালে হইল পূরণ॥"

'করুণানিধানবিলাস' কাব্য অভিনব। কৃষ্ণের ভবিষ্য-দ্বাণীতে নানা বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের কথা আছে। তিনি "ইষু ক্রাইষ্ট" সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে।
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে॥
তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মিলন।
ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান॥

জগদ্রাম রায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকবি ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। ভুলুই গ্রাম কবিদিগের বাসস্থান ছিল

বিপ্র বংশে বন্দ্যঘাটী ভুলুই গ্রামেতে বাটী
জগতে রচিল মহাকাব্য॥

জগদ্রামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদ ১৭১২ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে কাব্য শেষ করেন। রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে ইঁহারা 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। কবি আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। তাঁহার পিতার নাম কিশোরীমোহন। তিনি ভ্রাতা ও ভগিনী-দিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ
শ্রীমধুসূদন মহামতি॥

রেড—শীল

মেটাল পলিস

সেঠ এণ্ড দাস কোং

৭৮।৭৯ বিডন ষ্ট্রীট

ফোন—বড়বাজার ১৪৪৪

ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত।

চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয় শ্রীরামমোহন প্রিয়
নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কনীয়ান্ বীরচন্দ্র অভিধান
তিন ভগ্নী সদ্‌গুণ নিধান॥

কবির বাসস্থান :

বর্দ্ধমান সন্নিধান গ্রাম মাড় অভিধান
তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিতে বন্ধুজন এই গ্রন্থ বিরচন
করিলাম পাইয়া প্রয়াস॥

রঘুনন্দন গোস্বামী সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অভিনব যথা,

বনিতাকুল ধৃতিশৈবল ভঞ্জন ভুজদণ্ড।
বনিতামদ তিমির বিপদ কর শশধরতুণ্ড॥

উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও রামকুমার ("দ্বিজ") ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁহাদিগের কাব্যে তেমন বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

এই সময় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যরচনা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি জিলায় তখন ধর্ম্মমঙ্গল গান হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্ম্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম যেরূপ আসর জমাইয়াছিলেন, সেরূপ অন্য কোন কবি পারেন নাই। ঘনরামের পরে সহদেব চক্রবর্ত্তী, নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম সাউ, মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরামের কাব্যের রচনা-কাল লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কবি। যোগেশ বাবু প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, মাণিকরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনার কাল ১৭০৩ শকাব্দ।

মাণিকরাম 'ধর্ম্মমঙ্গল'-রচনার কাহিনীতে বলিতেছেন, ধর্ম্মঠাকুর একদা ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়াছিলেন। কবি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। দ্বিজবেশী ধর্ম্মঠাকুর "হাজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ" বলিয়া চলিয়া যাইলেন। মাণিকরাম "দ্বিজের" দেখা পাইলেন না; ঘরে আসিয়া বিষম জ্বরে পড়িলেন। তিনি জ্বরের ঘোরে ধর্ম্মঠাকুরকে দেখিলেন। তিনি বলিতেছেন,

কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ॥
গীত রচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি তুমি বট কেবা।
দ্বিজ কন দেশাড়ায় কৈলে যার সেবা॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান॥

পূজা কনসেসন!!

পৌরুষ ও যৌবন

শক্তিবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠ ঔষধ ভারত প্রসিদ্ধ শর্ম্মার

"অনঙ্গবটি বা রতিবিলাস"

কনসেসন মূল্য প্রতি মাস ৪৵০ স্থলে ৩৲

টাকায় আপনার আবশ্যক মত কয়েক শিশি ঔষধ এখনই ক্রয় করিয়া রাখুন।

এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কেবলমাত্র জলসহ সেবন করিলে পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, অবৈধ অত্যাচার হেতু শুক্রমেহ ও প্রমেহাদি রোগের যে কোন লক্ষণ, স্বপ্নদোষ, মলমূত্রের ধাতুক্ষয়াদি দোষ নষ্ট হইয়া পৌরুষ ও যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখে। ইহার সহিত ৮ দিনের ইন্দ্রিয়-পুষ্টিকর প্রলেপ ও শুক্রস্তম্ভক তাম্র মাদুলী বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

হাওড়াকুষ্ঠকুটীর

প্রতিষ্ঠাতা—খ্যাতনামা কুষ্ঠ-চিকিৎসক—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ।

পঞ্চাশ বর্ষোর্দ্ধ কালের পরিচালিত
ভারতের সর্ব্ববৃহৎ এই কুষ্ঠ-চিকিৎসালয়ে

অসাড় ও গলৎকুষ্ঠ

৪৫ দিন হইতে ৬ মাস মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য। একজিমা, উপদংশ, গণোরিয়া, রক্তদোষ, বাত ও ১৮০ প্রকার চর্ম্মকুষ্ঠ দুই সপ্তাহের মধ্যে আশ্চর্য্য ফল।

ধবল বা শ্বেতি

অত্যাশ্চর্য্য সেবনীয় ও বাহ্যিক ঔষধ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রোগের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া সাদা দাগ অল্প দিবসের মধ্যে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। রোগলক্ষণ পাঠাইয়া বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তক লউন।

সতর্কীকরণ—'শর্ম্মা' নামের নকল কুষ্ঠ-চিকিৎসা আছে সতর্ক হইবেন।

ঠিকানা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া ফোন : হাওড়া ৩৫৯

শাখা : ৩৬ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। (মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)।

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'শীতলামঙ্গলের' সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিকা—২)। 'শীতলামঙ্গল' কাব্য-সমাপ্তি এইরূপ—

জগত জননী তুমি মহিমা কি জানি আমি
সাবধানে কর অবগতি।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমাণিকরাম
তব পদে করিল প্রণতি॥

ভবানীশঙ্কর দাস ১৭০১ শকাব্দে 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' রচনা করেন

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্যসনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

ভবানীশঙ্করের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের অযথা প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী এক বৃহৎ 'ষষ্ঠীকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী। তিনি ভণিতায় বলিয়াছেন,

গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী ধীর বিচক্ষণ।
তার পুত্র বিরচিলা শ্রীবিদ্যাভূষণ॥

কবির উপাধি বিদ্যাভূষণ।

৩

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু কবি ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগুলির মধ্যে অধিকাংশই শাক্ত ও বৈষ্ণব কবির রচনা।

ভারতচন্দ্র কয়েকটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিলেও রামপ্রসাদের মত সেগুলি আদৃত হয় নাই। রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন। তিনি সাধনার বলে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন হৃদয়ের ভক্তি দিয়া তাঁহার সঙ্গীতগুলিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে 'শ্যামামায়ের' প্রতি যে আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অন্য কবির রচনায় দুর্ল্লভ।

ভারতচন্দ্রের একটি শ্যামাসঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি।—

কে তোমা চিনতে পারে। (মা গো)
বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর কত মায়া ধর
হেরি হেরি হর হারে।
জিতজরামর হয় সেই নর তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে।

ইহাতে তত্ত্বকথাই প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গীতটি ভক্তিরসসিক্ত হইয়া উঠে নাই। ভারতচন্দ্রের বৈষ্ণব সঙ্গীতে প্রাচীন কবিদিগের প্রভাব দেখিতে পাই :—

রহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিতে না ধৈরজ ধরে পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যাম রায় বিকাইব রাঙ্গা পায়
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢল ঢল॥

সাধক রামপ্রসাদ অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এখনও সবগুলি সংগৃহীত হয় নাই। তাঁহার সঙ্গীতগুলি এখনও বাঙ্গালার গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে কত শত লোকের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে ভক্তিরস উছলিয়া উঠে।

সঙ্গীতগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের নানা ভাবের পরিচয় পাই। তিনি কখন বলিতেছেন,

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্গিব কি হাঁড়ি চাতরে॥

কখন আবার মা'কে না দেখা পাইয়া তাঁহার অভিমান হইয়াছে,

মা বলে ডাকিস্ না রে মন
মা'কে কোথায় পাব ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥

তিনি কখন অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া শমন-ভয় ত্যাগ করিয়াছেন,

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ ক'রেছি॥

আবার কখন বলিতেছেন,

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার;
গণ্ডযোগে জনমিলে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা
দুইটার একটা ক'রে যাব॥

রামপ্রসাদের "মন রে কৃষিকাজ জান না" প্রভৃতি

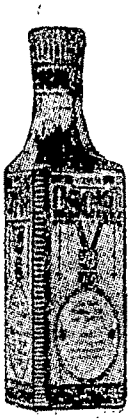

ভিটামিন "বি" ও "ই" যুক্ত

= অশোকাভিট =

বাধক, প্রদর প্রভৃত জরায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় কষ্টপ্রদ স্ত্রীরোগে একমাত্র অবলম্বন।

গ্রাম—অশোকাভিট ফোন : বি বি ৭৫৮

রেম্যান ল্যাবরেটরীজ

পোঃ বক্স ১২২১০, কলিকাতা।

সঙ্গীতের তুলনা হয় না। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে অপূর্ব্ব ভক্তিরসের সন্ধান পাই—

আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥

রামপ্রসাদের কয়েকটি সঙ্গীতের প্রত্যুত্তরস্বরূপ আজু গোঁসাই সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের "এবার কালী তোমায় খাব" সঙ্গীতের উত্তরে আজু গোঁসাই গাহিয়াছেন—

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে
তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি ॥
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূষো কালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা
নিজে যে কলা দেখিবি ॥
(রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, ভূমিকা)

আজু গোঁসাইয়ের সঙ্গীত পাঠে দাশরথি রায়ের শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা মনে পড়ে।

নন্দকুমার রায় ও রঘুনাথ রায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

অম্বিকা কালনা নিবাসী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বহু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মতই ভক্তিরসে পূর্ণ। কমলাকান্তের 'পদরত্নাকর' ১২১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সমাপ্ত হয়—

বার শত চৌদ্দ সন মার্গশীর্ষ মাসে।
বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠ বিংশতি দিবসে ॥
বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদরত্নাকর ॥

কমলাকান্তের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি দেখে এলাম সাহসভাঙা ॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা সুখের সময় সবাই তারা।
বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা ॥
নিজগুণে যদি রাখ করুণা নয়নে দেখ
নইলে জপে তপে তোমায় পাওয়া সে সব কথা
ভূতের সাঙ্গা ॥

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল
এসিওরেন্স কোং লিঃ

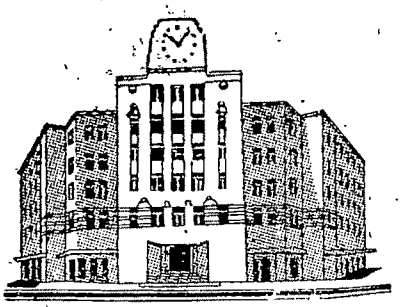

হেড অফিস ঃ—
বোম্বাই

স্থাপিত
ইং ১৯১৩

নূতন বীমা পরিমাণ ইং ১৯৪৩—১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা
মোট চলতি বীমার " ৩১-১২-৪৩—৮ কোটী টাকার উপর
জীবনবীমা তহবিল ৩১-১২-৪৩—২ কোটী টাকার উপর

আধুনিক বীমাপ্রণালী সংক্রান্ত সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন—
কলিকাতা অফিস—১২, ডালহৌসি স্কোয়ার

কমলাস্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা।
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

শাক্ত কবিগণ শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া সকল লোকের হৃদয়ে ভক্তিরসধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন।

৪

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে কবিগান চলিয়া আসিতেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তরজা-গান আরও প্রাচীন। ডাঃ শ্রীযুত সুকুমার সেন বলেন, "প্রহেলিকার ধরণের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ছড়া, গান বা আবৃত্তির দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর করাই ছিল সে কালের তরজা। চড়ক-পূজায় শিবের গাজনে এইরূপ তরজায় মূল সন্ন্যাসী ও 'ভক্তিয়া'-দিগের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইত।"

খেউড়গান এক প্রকার আদি-রসপ্রধান। ভদ্র সমাজে এরূপ সঙ্গীত গীত হইত না, কিন্তু "ইতর জনেরা এরূপ গানে তুষ্ট হইত।" ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন, একবার নিতাই বৈরাগী সখীসংবাদ ও বিরহগান গাহিয়া ভদ্রসমাজকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় সঙ্গীতের "ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিল, 'হাদে দেখ্ লেতাই, ফ্যার যদি কালকুকিলির গান ধল্লি, তো, দো, দেলাম, খাড়্গা' নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউড় ধরিয়া তাহাদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।" এই খেউড় গান মার্জ্জিত করিয়া আখড়াই সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। কলুইচন্দ্র সেন আখড়াই সঙ্গীতের জন্মদাতা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন, "১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালী মহাশয়দিগের মধ্যে 'আখড়াই' গাহনার অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অদ্বিতীয় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহাকে আখড়াই গাহনার এক জন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়, তিনি ৺ রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন, কিন্তু নিধি বাবু তাঁহার পর আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই। ইঁহার কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।" রামনিধি গুপ্তের (১১৪৮—১২৪৫) টপ্পা গানগুলি একদা খুবই প্রচলিত ছিল।

নিধু বাবুর গানগুলি ক্ষুদ্র অথচ রসে পূর্ণ—

সুখে দুখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল।
অরুণ উদয়ে দহে হৃদয়-কমল॥
কামিনী-মুখ না চেয়ে, যামিনী শশীকে লয়ে
দেখিতে দেখিতে দেখ গমন করিল॥

কিম্বা

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ,
রাত্রি দিন প্রাণ প্রাণ করে যার মন।
হরিষ বিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিল,
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥

রামনিধি গুপ্তের পর শ্রীধর কথক (জন্ম ১২২৩ সাল) টপ্পাগান রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। শ্রীধর কথকের বহু সঙ্গীত নিধু বাবুর নামে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার গানের পরিচয় দিতেছি—

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সাগরেরি জল হত যদি সুশীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত॥

মোহনচাঁদ বসু আখড়াই সঙ্গীত ভাঙিয়া হাফ-আখড়াই সঙ্গীত রচনা করেন।

কবিগানের গঠনপ্রণালী ভিন্ন রকমের। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিগানের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কবিগানের গঠন এইরূপ: ক চিতান, ক পর চিতান, খ ফুকা, গ মেলতা, গ মহড়া, গ সওয়ারি, গ খাদ, ঘ দ্বিতীয় ফুকা, গ দ্বিতীয় মহড়া, ঙ অন্তরা। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি রাম বসুর একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১ চিতান। গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি সুস্বপন।
১ পরচিতান। এল হে সেই আমার তারাধন।
১ ফুকা। দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে মা কই মা কই মা কই
আমায় দেখা দাও দুঃখিনীরে।
১ মেলতা। অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি নয়।
মহড়া। ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন
হিমালয়।
সওয়ারি। উঠ দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গা কর কোলে
মুখে বল জয় জয় দুর্গা জয়।
খাদ। কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য তায় তাচ্ছিল্য
করা নয়।

সুবাসিত—
"কুম্—কুম্"
নারিকেল তৈল
ষ্টার অফ্ ক্যালকাটা

২ ফুকা। আঁচল ধরে তারা বলে ছি মা কি মা,
মাগো,
ওমা বাপের কি এমনি ধারা।
২ মেলতা। গিরি তুমি যে অগতি বুঝে না পার্ব্বতী,
খাদ। কন্যা পুত্র প্রতি বাৎসল্য তায় তাচ্ছিল্য
করা নয়।
২ ফুকা। আঁচল ধরে তারা বলে ছি মা কি মা,
মা গো,
ওমা বাপের কি এমনি ধারা।
২ মেলতা। গিরি তুমি যে অগতি বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রস্থতির অখ্যাতি জগন্ময়।
অন্তরা। মা হওয়া যত জ্বালা যাদের মা বলবার আছে
তারাই জানে।
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মে ব্যথা পাই কর্ম্মসূত্রে
সদা স্নেহ টানে॥

কবিগান রচনা করিয়া গোঁজলা গুই, রঘুনাথ দাস হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বণিক্, রাম বসু, এণ্টুনি ফিরিঙ্গী প্রভৃতি যশস্বী হইয়াছিলেন। কবিগানের বাদ-প্রতিবাদ অনেক সময় শ্লীলতার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কবিগানের অধিক প্রচলন ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত কবিগানের বহু গান রচনা করিয়া দিতেন। এই যুগের কাব্য-সাহিত্যে কবিগানের প্রভাব সমধিক।

কবিগানের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচালী গানও চলিতে থাকে। পাঁচালী সঙ্গীত প্রণালী এইরূপ ছিল—"হাফ্-আখড়াই-এর ন্যায় তান্‌পুর, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্যযন্ত্র। ইদানীং ঐক্যতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ্-আখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত। সে বাদ্যের নাম "সাজবাজানো"। সাজবাজনার পর "ঠাকরুণ বিষয়" বা শ্যামবিষয়। প্রথমেই শ্যামাবিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর কাটনদার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন। অর্থাৎ ঐ কার্য্যের উপযুক্ত কোন এক ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত, কখনো বা সহজ গলায়, কখনো বা এক প্রকার সুরের সাহায্যে, কখনো পদ্যের কখনো বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চসুরে ছড়া বিন্যাস করিতেন। কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের রোমাঞ্চ হইত।"

পাঁচালী সঙ্গীত রচনায় দাশরথি রায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন (বাং ১২১২—১২৬৪ সাল)। অতি সুন্দর শব্দ-যোজনা করিয়া সরস ভাবে সঙ্গীত রচনা করিতে তাঁহার সমকক্ষ পাঁচালীকার সে যুগে কেহই ছিলেন না। তাঁহার আগমনী

সুদৃঢ় ভারতীয় কাঁচ দ্রব্যাদি নির্ম্মেতার ও ভারতীয় প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় বেসামরিক ও সামরিক আধারস্বরূপ কৃত কাঁচ ও বোতল ব্যবসায়ীর প্রথম কারখানা জাতীয় স্বীয় অনুপ্রানীত স্বার্থক—সাধনা—মণ্ডলীর—সমষ্টিস্বরূপ—

The Calcutta Glass
&
Silicate Works (1936)
Limited

Office :— 5
Factory :— 9 } KUNDU LANE, Belgatchia, Calcutta,

ফোন : কলিকাতা ৮৭৩ : : টেলিগ্রাম—"CALGLASS"

সঙ্গীতগুলি করুণরসে ও শ্যামাসঙ্গীতগুলি ভক্তিরসে পূর্ণ। নিম্নে একটি শ্যামাসঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি

শ্যামা মার কি নামটি কোমল বলি ডাকি রে।
অতি দুগ্ধপোষ্য বালক আগে মা বলিয়ে ডাকে রে॥
কমলে কি তার উপমা, নীল কমলবরণী শ্যামা,
শঙ্কর যার চরণকমল হৃৎকমলে রাখে রে—
বসতি কমলাসনে কালীদহে কমলবনে,
কমলে-কামিনী মাকে শ্রীমন্ত যায় দেখে রে॥

চরণের পর চরণ মিলাইতে দাশরথির সমকক্ষ কেহই ছিল না। তাহার উদাহরণ দিতেছি,

পরমাণু তুল্য সূক্ষ্ম, হিংস্রক তুল্য মূর্খ, ভিক্ষা তুল্য দুঃখ,
সাধন তুল্য কর্ম্ম, দয়া তুল্য ধর্ম্ম, মানব তুল্য জন্ম,
মাহেন্দ্র তুল্য যোগ স্বর্গ তুল্য ভোগ কুষ্ঠ তুল্য রোগ
বট তুল্য ছায়া সন্তান তুল্য মায়া কার্ত্তিক তুল্য কায়া
গোলোক তুল্য ধাম, রামের তুল্য নাম॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামীও পাঁচালী-সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কয়েকখানি বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল। সেই সময় বাঙ্গালা গদ্যের ভাষা আড়ষ্ট ছিল। অধিকাংশ স্থলে তাহা দুর্ব্বোধ্যও হইত। বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি দেখা যায়।

এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে স্থানে স্থানে কবিতা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, গদ্যের আড়ষ্ট ভাব সাহিত্যিককে পীড়া দিত। তাঁহারা পয়ারে বা অন্য কোন ছন্দে সেই ভাব অতি সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাই গদ্যগ্রন্থে স্থানে স্থানে পদ্যের আত্ম-প্রকাশ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্যের প্রচলন, সংবাদ পত্রের আবির্ভাব ও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। এই নূতন যুগকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি নূতন-পুরাতন যুগসন্ধির কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-প্রতিভা আলোচনার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৬—১৮৫৮) সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করেন।

মদনমোহনের ছন্দঃ-বৈচিত্র্যের পরিচয় উভয় কাব্যে পাই। অনুষ্টুপ্ ছন্দে—

আইল নৃপবালিকা।
বাজিল করতালিকা॥
দোলক ফুলমালিকা।
সা মনসিজনালিকা॥
মন্মথ শিখিজ্বালিকা।
স্থাণুমনবিচালিকা॥
কামবিশিখপালিকা।
মদনহৃদয়লালিকা॥

কিম্বা

ব্যাল-বিলাসিত-কুন্তল হে!
কুণ্ডলী-মণ্ডিত-কুণ্ডল হে!
লোল-জটাপুট-লুণ্ঠিত হে!
ত্বঞ্চপ্রপঞ্চিত-কারণ হে!

কিম্বা গজপতি ছন্দে

বরিব না ইহ নরে।
কহি নহি ধ্বনি করে॥
ফিরি ধনী নত মুখে।
চলি চলে মনোদুঃখে॥

জাতীয় শিল্পের সংগঠন প্রচেষ্টায় আমরা আপনার সহযোগিতা কামনা করি

প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস:—
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
স্থাপিত: ১৯২৯

শাখা
চট্টগ্রাম, চন্দননগর, রাজসাহী ও সিরাজগঞ্জ।
সান্তাহার ও ময়মনসিংহ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সুদ:—সেভিংস ২% কারেণ্ট ½%
ফিক্সড ডিপজিট, ক্যাস সার্টিফিকেট, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, লোন ও ওভারড্রাফট সম্বন্ধে বিবরণ পত্র লিখিলে জানান হয়।

সুবিধাজনক সর্ত্তে
কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বিক্রয় করা হয়

চেয়ারম্যান:—শ্রীমতিলাল রায়
(প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা)
ফোন: বি বি ৪১৮

গজপতি।
বসুধরপতি ॥
নী সুখে গজগতি।
লিল সে নৃপপতি ॥

অথ্য ছন্দে
ধিপতি-বৈভব-কীর্ত্তি শুনে।
বিমুখে চলিলা বনী লাজ মনে ॥
বলিছে সখি এ জন কোন্ কৃতী।
শুনিতে অভিলাষুক মোর মতি ॥

১২১৮ সালে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হয়। ঈশ্বরচন্দ্র অতি অল্প বয়স হইতেই মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বহু দিন যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। 'সংবাদপ্রভাকর' ব্যতীত 'সংবাদরত্নাবলী' প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কবিতা রচনা করিয়া আপনার প্রতিভা নিঃশেষিত করেন নাই। প্রাচীন কবিদিগের জীবনী ও কাব্যসংগ্রহে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখাইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন লেখক সেরূপ করেন নাই। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বহু কবির লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি লেখক-সম্প্রদায় গঠনে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন: পুরস্কার ঘোষণা করিয়া কবিতা রচনায় উৎসাহ দিতেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি 'প্রভাকরের' শিক্ষানবীশ ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সাংবাদিক ছিলেন। তাই তৎকালীন ঘটনার উপর তাঁহার সমধিক দৃষ্টি ছিল। ক্ষুদ্র হউক আর তুচ্ছ হউক, তিনি তাহা কবিতায় প্রকাশ করিতেন। যে কোন ঘটনাকে সরস করিয়া বলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। "বুড়া শিবের স্তুতি (মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়)" কবিতায় তিনি হাস্যরসের পরিচয় দিয়াছেন:

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাত গমন ॥
যোড়-করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়ে প্রজার পীড়ন ॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ॥
বাজাই বিদায়ী-রত্ন টম্ টম্ টম্ ॥
বম্ বম্ বম্ বব বম্ ব্ম্ বম্ ॥
কিসে তুমি কম্?
বাজাও বটিশ শিঙ্গে বম বম বম।

এই অভাব অভিযোগের দিনে কেউই
আর বেশী সন্তান চায় না।
ইচ্ছামতি পিল
তাই জন্ম-নিরোধের শ্রেষ্ঠ ও নির্দ্দোষ ঔষধ ইচ্ছামতি পিলের এত প্রয়োজন—প্রতি মাসে সেবনে সন্তান সম্ভাবনা থাকে না—স্বাস্থ্যহানি বা মাসিকের গোলমাল হয় না। মূল্য—এক বৎসরের ২৷৷০ টাকা, ছয় মাসের সাত সিকা।
যে কোন কারণে স্ত্রীলোকের
মাসিক বন্ধ হ'লে
পুষ্প রেচনী
সেবনের প্রয়োজন—বন্ধ ঋতু সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে নির্গত হ'য়ে যায় এই নির্দ্দোষ ঔষধে। উপকার নিশ্চিত—শুধু মাত্রা কম বেশী। মূল্য—২৲ দুই টাকা।
রমণীর রূপকে অপরূপ ক'রে তুলতে
টাইট ব্রেষ্ট
বাষ্ট হিল পিল
একত্রে সেবন ও মালিশে নারীর শিথিল ও পতিত বক্ষ হয় দৃঢ় ও উন্নত—ছন্দিত দেহ হয় সুগঠিত। নারীর বক্ষ-সৌন্দর্য্য যুবতীর ন্যায় শোভাময় ক'রতে অদ্বিতীয় এই দু'টি ঔষধ। মালিশে দাগ হয় না, সন্তানের স্তন্যপানও নিষিদ্ধ নহে। দাম দুটি ঔষধ একত্রে ৫৲ টাকা।
বিবাহিত জীবন সুখের ক'রতে হ'লে
চাই তেজোময় বীর্য্য ও পূর্ণ যৌবন।
প্রেমিকা
'প্রেমিকা' সেবনে ধাতু ও স্নায়ু-দুর্ব্বলতা, যন্ত্রগত দোষ এবং যৌন-দুর্ব্বলতা দূর হ'য়ে পূর্ণ শক্তি ও অসাধারণ তেজ লাভ হয়। দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালনের পূর্ণ আনন্দ ও স্ফুরণ লাভ হবে, মিলনের সময় ও সুখের মাত্রা বৃদ্ধি নিশ্চিত পাবে। ২৪ দিনের ঔষধ ২৷৷০ আড়াই টাকা।
ইন্দ্রিয়-দুর্ব্বলতার শ্রেষ্ঠ মালিশ
মদন অয়েণ্টমেণ্ট ৩৲
রিসার্চ হারবল হোম [ফোন ৮৫৩ বি, বি।
১২৭ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, পোষ্ট বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিম্বা "বাঙ্গালীর মেয়ে" কবিতায়,

(এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
(এরা) পর্দ্দা তুলে ঘোমটা খুলে
সেজে গুজে সভায় যাবে!

নীলকরের অত্যাচারে বাঙ্গালার দুরবস্থার শেষ নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সমস্ত জিনিষই অগ্নিমূল্য

শুধু চাল ব'লে নয় দ্রব্য সমুচয়
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর বেড়েছে চারগুণ বিধাতা বিগুণ
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জেলে॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি
সস্তা দরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারী মাছ তরকারী
কিনে খাই টাকা হাতে এলে॥
শুনে জিনিষের দর গায়ে আসে জ্বর
ছুটে যাই ঘর-বাড়ী ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই অবাক হয়ে রই
কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরমার্থিক কবিতাগুলিতে ভাবের গভীরতার অভাব। তিনি হাস্যরসের অবতারণা যত সহজে করিতে পারিয়াছেন, ভক্তিরস প্রকাশ করিতে তত সহজে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে আর একটি নূতন ভাবের পরিচয় পাই। তাহা—স্বদেশপ্রীতি। "ভারতের ভাগ্যবিপ্লব" কবিতায় কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার ব'য়ে?
পূর্ব্বেকার দেশাচার বিন্দুমাত্র নাহি আর
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথচ্যুত।

কবির আশা,

স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে ভারতের জরা-দেহে
করিবেন শোভার সঞ্চার॥
দূর হবে সব ক্লান্তি পাবে প্রবলা ভ্রান্তি
শান্তিজল হবে বরিষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বসুখ সহকার
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন॥
প্রবীণা নবীনা হ'য়ে সন্তানসমূহ ল'য়ে
কোলে করি করিবে পালন।
সুধা সম স্তন পানে জননীর মুখপানে
একদৃষ্টে করিব ঈক্ষণ॥

মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় "দেশ" কবিতায় পাওয়া যায়—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে প্রথম বিষয়বস্তু ও ভাবের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য কয়েকটি বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়-বস্তুর গতানুগতিক ভাব দূর করিয়া কাব্যসাহিত্যকে নবীন ও বিচিত্র করিয়া তুলেন।

চণ্ডী চরণ ঘোষ ব্রাদার্স কৃত
ভীমরস সালসা
সর্ব্বপ্রকার বাত, পারদ ও রক্তদুষ্টির সুপ্রতিদ্বন্দ্বী সালসা
২৪বি, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি রোড
যাবতীয় পেটেণ্ট ঔষধ, বাত ও পক্ষাঘাতের তৈল এবং ধাতু রোগের বটিকা পাওয়া যায়।

সি, বিশ্বার এণ্ড কোং
ভারতের শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক প্রতিষ্ঠান।

এসেন্স অব্ মেলন—ডিস্‌পেপসিয়া, বুক-জ্বালা, বদহজম ইত্যাদির মহৌষধ, ১ আঃ শিশি ১৸৹
এভেনা টনিক—সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার মহৌষধ—৪ আঃ শিশি ৩৲
আর্ণিকা হেয়ার অয়েল—মস্তিষ্ক এবং কেশের 'টনিক' রূপ আশ্চর্য্যভাবে বাড়ে ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে—২ আঃ শিশি ১৷৷৹

২৩ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
PHONE. TELEGRAM.

শিশু-সাহিত্য-মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীমতী মণিমালা দেবী]

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন, শিশুদিগের মনে প্রাণ-সঞ্চার করিতে হইলে, তাহারও খাদ্য প্রয়োজন। সে খাদ্য দিতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করেন নাই। তিনি মুক্ত হস্তে তাঁহার অতুলনীয় ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য্যে শিশুদিগের সম্মুখে তাঁহার 'শিশু-ভোলানাথ', 'ডাকঘর', 'খাপছাড়া', 'হাস্যকৌতুক', 'সে', 'ছেলেবেলা', 'গল্পসল্প'—আরও কত রচনা স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি আপনার বাল্যকালের কথা ভুলিতে পারেন নাই; তাই শেষ জীবনে অজস্র কাযের মধ্যেও তিনি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগের আনন্দ প্রদানের জন্য গল্প, কবিতা লিখিয়া

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ

গিয়াছেন—সে সব পড়িতে পড়িতে মন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; হাসি-অশ্রুর সংমিশ্রণে শিশু-মনে আনন্দের ফোয়ারা ছুটে।

* * * *

এ বার আমরা কবির সাহিত্য-মন্দিরে একটু উঁকি-ঝুঁকি মারি, যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু···এ কাহার কণ্ঠস্বর? জানালা দিয়ে ভয়ে ভয়ে উকি মারি; দেখি, আমাদিগের "শিশু-ভোলানাথ" মা'র কাছে আবদার করিতেছে—

"·····তুই যেন কোন দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের, অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই হারিয়ে ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারের কোন্ বটের তলার বাঁশির সুরের মা।···"

মা সহাস্যে ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া লন। ভোলানাথ বলিয়া উঠে—

"ঐ পারেতে যখন তুমি আন্‌তে যেতে জল,
এই পারেতে তখন ঘাটে বল্ দেখি বল,
কাগজ গড়া নৌকাটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছতো সে
বুঝতে কি, সে কার।"

হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করিয়া মেঘের দল ছুটিয়া আসিল; সারা আকাশ কালয় কাল করিয়া দিল। চলিয়া আসিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি, একটি শিশু ছুটিয়া আসিয়া মা'কে দুই হাতে ধরিয়া বলিল—

"ঐ দেখ মা, আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এলো আলো,
আজকে আমার ছুটাছুটি লাগলো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন অনেক এলো বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল ফেলে এলাম খেলা—"

একটা ঝাপটা-বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তাড়াতাড়ি অগ্রসর হই—একটুখানি আসিতেই দেখি, একদল ছেলেমেয়ে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাপাদাপি করিতেছে—

"দিনের আলো নিবে এলো, সুর্য্যি ডোবে ডোবে!
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের ওপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজল ঠং ঠং——"

তাহাদিগের মিষ্ট কথা বেশ লাগে—শুনিতে শুনিতে চলিলাম; কিন্তু পদ আর অগ্রসর হয় না—একটা বাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল। ঘরের জানালা খোলা—দেখি, তলায় ঘরের ভিতর একটি শিশু মা'র গলা ধরিয়া বলিতেছে—

"এলাম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে···"

মা একটু হাসিলেন, খোকা রাগ করিয়া বলিল—

"তবে আমি যাই গো তবে যাই,
ভোরের বেলায় শূন্য কোলে ডাকবি যখন খোকা বলে
বলবো আমি নাই সে খোকা নাই···
মা গো আমি যাই·····"

মা শিহরিয়া শিশুকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু স বলিয়া চলিল—"

"বাদলা যখন পড়বে ঝরে রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর-ঝরানি গান গা'ব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে চমক্ মেরে যাব দেখে
আমার হাস্তি পড়্বে কি তোর মনে।…"

আচ্ছা দুষ্ট ছেলে ত! বৃষ্টি একটু কমিতেই, আবার লি। একটু অগ্রসর হইতেই দেখি, আর একটি শিশু কটা কাগজের নৌকা লইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে াসিতেছে। কাছে আসিতেই প্রশ্ন করিলাম—"খোকা মন করে জলে ভিজ না, বাড়ী যাও।" খোকা বলিল—কে তুমি, পথ ছেড়ে দাও। আমি তেপান্তরের মাটে াচ্ছি, যাবার সময় ঐ…ঐ…মাঠে নৌকা ভাসিয়ে দিব… ন্তু…তুমি কে? দস্যু, আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে? বে রে জান না আমি 'বীরপুরুষ', আমি সঙ্গে থাকলে ও ভয় পেতেন না—?" রহস্য করিবার জন্য বলি—তাই না কি—দেখি—" খোকা লাফাইয়া উঠে—

"দাঁড়া খবরদার
এক পা কাছে আসিস্ যদি আর
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার
টুকরো করে দেবো তোদের মেরে—"

সস্নেহে খোকার হাত ধরিয়া বলি—"না। আমি দস্যু —কিন্তু তুমি বাড়ী যাও—মা ভাববেন।" খোকা আমার কে চাহিয়া বলে "মা ত আমার নেই—" দুঃখিত হইয়া ল—"ওঃ, আচ্ছা তোমার মা'কে মনে পড়ে না?" াকা একবার জল-ঝরা আকাশের দিকে চাহিয়া বলে—

"মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে নীল আকাশের দিকে
মনে হয় মা আমার পানে চাইছে অনিমিখে
কোলের পরে ধরে কবে দেখতো আমায় চেয়ে
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে—"

মনে কষ্ট হইল, বলিলাম "এই বৃষ্টিতে ভিজো না—ামার পড়াশুনা নেই?" খোকা মাথা নাড়িয়া বলে "না, গুরু মশাই যে আমায় বলেছেন—

"বুদ্ধি যে নেই একেবারে
দ্বিতীয় ভাগ করতে সারা ছ' মাস ধরে নাকাল—
রগে খেপে বলেন—'বাঁদর নাম দিনু তোর মাকাল'—"

হাসিয়া বলিলাম—"ও এমনি বলেছেন, গুরুমশাই"—াকা কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি যখন হবো ার মত বড় তখন—কিন্তু পথ ছেড়ে দাও, আমার ী হয়ে যাচ্ছে, শেষে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর দেখা মিলবে না—" খোকা চলিয়া গেল। বৃষ্টি তখন থামিয়াছে, আকাশও প্রায় পরিষ্কার।—আবার চলিলাম। কিছু দূরে যাইতেই দেখি, এক জন ভদ্রলোক চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন—কি যেন খুঁজিতেছেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—"আরে, ইনি যে আমাদের নীলমণি বাবু—মহা পণ্ডিত। ইনি সূক্ষ্ম গণিতের সাহায্যে কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করে বার করেছেন, কিন্তু কি খুঁজছেন? অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম,—'কোথায় যাচ্ছেন?' নীলমণি বাবু কি ভাবিতেছিলেন, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—এই এই—রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছি না'—আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—'হাঁ। আপনি যে রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে এতখানি চলে এসেছেন —সেটা যে আপনার বাড়ীর পাশেই।' 'ওঃ ওঃ—নমস্কার—' বলিয়া নীলমণি বাবু সেদিক্ হইতে আসিতেছিলেন, সেই দিকেই চলিয়া যাইলেন।' মনে মনে হাসিয়া আমিও অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ "সে"-র সঙ্গে দেখা হ'ল। "সে"—"সে"-কে কে না চিনে? যতবড়ই অসম্ভব হোক তাকে তিনি দস্ত করে বলতে পারেন এইটাই তাঁর বাহাদুরী"। বলিলাম—"নমস্কার, কোথা থেকে আসছেন?" আমার দিকে একবার চাহিয়া তিনি বলিলেন—"গড়ের মাঠ থেকে—" ক বলেন শুনিবার জন্য বলিলাম—"হঠাৎ সেখানে?" একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি বুঝি এখনও শোননি, আচ্ছা শোন—স্মৃতিরত্ন মশাই—তাঁকে চেন ন?" আশ্চর্য্য হইয়া যাইলাম—"তিনি …কই চিনি বলে ত মনে হচ্ছে না, সংস্কৃত কলেজের—" বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন—"না, না—বেশ শোনই আগে—"স্মৃতিরত্নমশাই মোহনবাগানের গোলকিপারি করে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ছিদে গেল না, উল্টো হলো—পেট চোঁ চোঁ করতে লাগলো। সামনে পেলেন অক্টালনি মনুমেন্ট, নীচে থেকে চাটতে চাটতে চূড় পর্য্যন্ত দিলেন চেটে, কিন্তু আজ আমাকে এক্ষুণি একবার লাটসাহেবের বাড়ী যেতে হবে।' আচ্ছা—চলিলাম। "সে" —চলে গেলেন। আমিও অগ্রসর হইলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে—ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি উঠিল। এ বার কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে শিশু-কণ্ঠে শুনা গেল—

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে……"

কি সুন্দর, কিন্তু এমনই করিয়া কতক্ষণ ঘুরিব? সারা দিনরাত ঘুরিয়াবেড়াইলেও এই শিশু-সাহিত্যের সকলের সঙ্গে পরিচয় হইবে না। সত্য, শিশুদিগকে আনন্দ দিবার জন্য কি অভিনব আয়োজন! ইহার যেন আদি-অন্ত নাই।

শ্রীশ্রীশারদীয়া

[শ্রীযুত অশোকনাথ শাস্ত্রী]

শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীশ্রী দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে দুর্গাপূজার উপক্রম প্রসঙ্গে নানা কথা বলিয়াছেন। মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও সজ্জা উহার একটি বিস্তৃত অধ্যায়। উহাতে তিনি রত্নাকরাদি-নিবন্ধে উদ্ধৃত দেবী-পুরাণ বচনের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে—দেবী-গৃহ বা পূজামণ্ডপ বাসভবনের ঈশান কোণে অথবা পূর্ব্বদিকে নির্ম্মিত হইলে সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। দশ অথবা দ্বাদশ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টোত্তরশত হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও তদনুযায়ী প্রস্থ-বিশিষ্ট মণ্ডপ বা দেবীগৃহ নির্ম্মিত করা যাইতে পারে। উহার মধ্যে চতুর্হস্ত দীর্ঘ ও চতুর্হস্ত প্রস্থযুক্ত বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কখনও কখনও দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সপ্ত হস্ত পরিমিত বেদীও দৃষ্ট হয়। মণ্ডপের সম্মুখে হইবে তোরণ। উহার এক হস্ত ভূমির অভ্যন্তরে নিখাত থাকিবে ও ঊর্দ্ধে চতুর্হস্ত পরিমিত অংশ দৃশ্যমান হইবে। বেদীর পূর্ব্বাদি চারিদিকে যথা-ক্রমে—ন্যগ্রোধ (বট), উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর), অশ্বত্থ ও প্লক্ষ (পাকুড়) বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে হইবে। দেবী-গৃহের সজ্জার নিমিত্ত ধ্বজ-ছত্র-পতাকা-ঘণ্টা-চামরাদির প্রয়োজন। ধ্বজ-মালা বিচিত্ররূপ হইবে। বেদীর উপরে থাকিবে নানা বর্ণের বিতান (চাঁদোয়া)। চারি দিকে নানা-বর্ণ পতাকা উড়িবে। দ্বারদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিঙ্কিণী (ঘণ্টা) টাঙ্গাইতে হইবে। পুষ্পমালা ও দীপাবলী দ্বারা দ্বার-সজ্জা করা কর্ত্তব্য—ইহা ভবিষ্য-পুরাণের বিধান। দেবীপুরাণে আরও বলা আছে যে—দেবীমণ্ডপের পুরো-ভাগে যে ধ্বজ উচ্ছ্রিত করিতে হইবে, তাহার দণ্ডটি হইবে সরল ও অক্ষত (কীটাদি-দংশন-চিহ্ন-হীন) বংশ-নির্ম্মিত। উহার পরিমাণ অষ্টহস্ত। উহাতে সংলগ্ন পতাকা দৈর্ঘ্যে চতুর্হস্ত ও প্রস্থে একহস্ত মাত্র। দেবীর বিজয়মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উক্ত প্রকার ধ্বজ স্থাপন করিলে পূজকের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেবীমণ্ডপে খড়্গ, খেটক, পাশ ছুরিকা ইত্যাদি অস্ত্র স্থাপনীয়।

দেবীমণ্ডপের যে অংশে মহাস্থান সম্পন্ন হইবে, তাহার উপরে চন্দ্রাতপ ও সম্মুখে ধ্বজ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ঐ স্থানটি পট্টবস্ত্র-বিভূষিত হওয়ার বিধি দেবীপুরাণে রহিয়াছে।

দেবীমণ্ডপের চারিদিকে চারিটি কলস স্থাপন কর্ত্তব্য।

আমাদের এই সদ্য-প্রকাশিত বইগুলি পড়ে

আপনার শারদীয়া মহোৎসবের দিনগুলিকে আরও আনন্দময় করে তুলুন

পূরবী পাবলিশার্স ঃ ৭২ হ্যারিসন রোড কলিকাতা

তমসার শেষে (আলেক্সাই টলষ্টয়) ঃ অনুবাদক—অশোক গুহ

যুগযুগান্তর ধরে রাশিয়ার বুকে ধনিক সম্প্রদায়ের অমানুষিক অত্যাচারে, অবিচারের নির্ম্মম কশাঘাতে জনগণে মনের তুষানল কিরূপে শত লেলিহান শিখায় একদিন জ্বলে উঠেছিল সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতি রন্ধ্রে—তার নিঁখুত আলেখ্য পাবেন এই বইখানিতে—মূল্য ১ম খণ্ড—২৷৷০, ২য় খণ্ড—২।০।

নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা ঃ—বিনয় ঘোষ (২য় সংস্করণ)।

মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিনয় বাবুর লেখার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এ নবযুগ। তার প্রমাণ, এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বি-এ, ছাত্রদের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গৃহীত ও ১ম সংস্করণ এতো স্বল্প সময়ে নিঃশেষ হওয়ায়।—মূল্য—৩৷৷০।

ফণ্টামারা ঃ—(ইগনাৎসিও সিলোনে) অনুবাদক—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

সেই চিরন্তন প্রশ্ন! ধনীদের মিথ্যা একটা ভিত্তিহীন কাল্পনিক অজুহাতে চাষী মজুরদের বুকের রক্ত শোষণ পদ্ধতি। তারই করুণ প্রতিলিপি এই বইখানির প্রতি পাতায় পূর্ণ।—মূল্য—১৷৷০।

বোধন—বিনয় ঘোষ—১৸০

কথা প্রসঙ্গে—অনামী—১৷৷০

মহাচীনের নবজন্ম—অনাদি পাল—১৷০

কলসের মধ্যে তীর্থজল ও উহাতে স্বর্ণখণ্ড প্রদত্ত হইবে। উহার উপর পল্লব, তদুপরি যব অথবা শালিতণ্ডুল-পূর্ণ শরাব ও তদুপরি অখণ্ড ফল দিতে হইবে। কলস বস্ত্রে ও অলঙ্কারে শোভিত হওয়া প্রয়োজন। 'আজিঘ্র' ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রে কলস স্থাপনীয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে যে, উক্ত বিধানানুসারে দেবগৃহে চারিটি ঘট স্থাপন করিলে চতুঃসমুদ্রবলয়ীকৃতা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপর দেবীমণ্ডপে প্রতিমা নিবেশনের বিধান।

দেবীমণ্ডপে শুভ অষ্টমী তিথিতে নয়টি দারুময় গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অর্থাভাব থাকিলে নয়খানির পরিবর্ত্তে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও চলে।

সেই দেবীগৃহে নিজ অর্থ-সামর্থ্যানুসারে সুবর্ণময়ী রজতময়ী মৃন্ময়ী অথবা দারুময়ী দেবী-প্রতিমা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন করিতে হইবে।

যদি তাহাতেও কেহ অসমর্থ হন, তাহা হইলে খড়্গে অথবা ত্রিশূলেও দেবীর পূজা করা চলে। মৃন্ময়ী-মূর্ত্তি-পূজা সকলেই যথাসাধ্য উপচারে করিতে পারেন। এই মৃন্ময়ী-পূজার ইতিহাস অতি প্রাচীন। শ্রীশ্রীসপ্তশতী চণ্ডীতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীপুলিনে দেবীর মহীময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পুষ্প-ধূপ-হোমাগ্নি তর্পণাদি উপচার দ্বারা বর্ষত্রয়ব্যাপী অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

দেবীপুরাণেও লিখিত আছে—পরমাদরে হেমনির্ম্মিতা প্রতিমাতে দেবীর পূজা করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। রজতময়ী প্রতিমার পূজা আয়ুঃ ও আরোগ্যদায়ক। তাম্রময়ী প্রতিমার পূজা সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। চিত্রপটে দেবীর পূজা করিলে সাধকগণ গন্ধর্ব্বাদি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। হেমময়ী, রজতময়ী, ধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, শৈলময়ী অথবা চিত্রময়ী—যে কোনরূপ প্রতিমাতে পূজা করিলে অথবা তদভাবে খড়্গে কিংবা শূলে দেবীর অর্চ্চনা করা হইলে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেবীর দশভুজে যে সকল আয়ুধ বিদ্যমান, তাহাদিগের যে কোনটিতেই দেবীর অর্চ্চনা করা যায়।

কল্প-তরু-কারধৃত দেবীপুরাণের বচনে উল্লিখিত হইয়াছে যে—মৃন্ময়ী প্রতিমাতে অথবা অভাবে কেবল বিল্ববৃক্ষে নিজ বিভবানুসারে দেবীর পূজা করিলে সাধক মূলফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মূলফলে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্মৃতিনিবন্ধ-কারগণ বলিয়াছেন—ভগবতীর প্রতিষ্ঠিতা প্রতিমাতে পূজার যে ফল মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বা বিল্বশাখায় দেবীর পূজায়ও সেই ফলই জন্মিয়া থাকে।

এই কারণেই বাঙ্গালা দেশের যে দুই প্রকার দুর্গোৎসব—শারদীয়া ও বাসন্তী—সেই উভয় উৎসবেই বিল্বশাখাসহ নবপত্রিকা স্থাপন করা হয় ও মৃন্ময়ী প্রতিমাতেই দেবীর অর্চ্চনা করা হইয়া থাকে।

দেবী প্রতিমা সাধারণতঃ কিরূপ হইবে, তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কাত্যায়নীর দশভুজা মূর্ত্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন পরম দেবতার রূপের অনুকরণে নির্ম্মিতা হইয়া থাকে—কারণ, মুখ্যতঃ এই তিন দেবতার তেজঃসার হইতেই মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

এই দশভুজা মূর্ত্তির বিবরণ কালিকাপুরাণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ—মস্তকে জটাজূট, শেখরে অর্দ্ধেন্দু, তিনটি সুন্দর নয়ন পদ্ম ও চন্দ্রসদৃশ (অথবা পূর্ণেন্দুসদৃশ), অতসী (শণ) পুষ্পের ন্যায় অঙ্গবর্ণ, নবযৌবনসম্পন্ন সর্ব্বাভরণে ভূষিত দেহ, দশনগুলি অতি সুচারু, পয়োধর পীনোন্নত, ত্রিভঙ্গ (গ্রীবা, কটি ও জানুদেশ বক্র) ভঙ্গীতে দাঁড়াইবার ভঙ্গী অতি সুন্দর। তাঁহার দশভুজ—দক্ষিণ দিকে পাঁচটি ও বামদিকে পাঁচটি। দক্ষিণের পঞ্চ হস্তে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে—ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি শোভমান। বাম পঞ্চ করে ঐ ক্রমে খেটক (ঢাল অথবা যষ্টি), পূর্ণ চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা অথবা পরশু বিরাজিত। মূর্ত্তির অধোভাগে ছিন্নমস্তক,

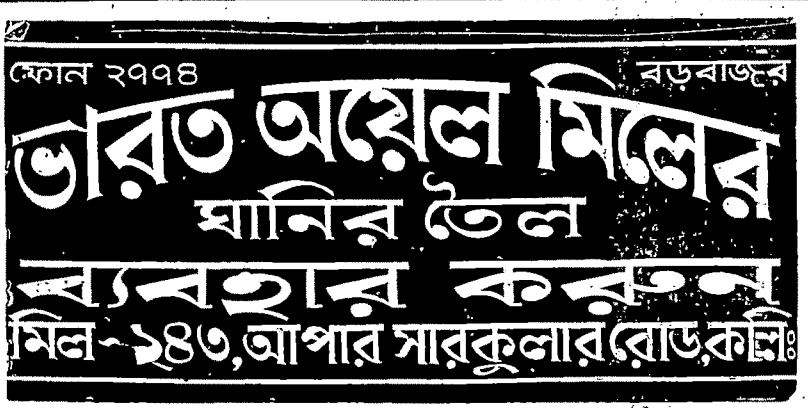

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

বাংলা তথা ভারতকে যাঁহারা বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়াছেন, পরলোকগত আচার্য্য স্যর পি, সি, রায় তাঁহাদের অন্যতম—এ কথা আজ আর বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আচার্য্য রায় যদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজ উচ্চ আসন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবু তিনি দেশবাসীর চিত্তে অমর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র ছিলেন না। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে দেশবাসীর প্রতিটি প্রয়োজনের কথা স্থান পাইত। তিনি দেখিয়াছিলেন, সংসারে উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির তিরোধানে কত সংসার ভাঙ্গিয়া যায়, কত বিধবা ও অপোগণ্ড শিশু অসীম দুর্দ্দশায় নিপতিত হয়। আর শুধু তাই বা কেন। দেশের বেশীর ভাগ লোকই কর্ম্মজীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া দেখে যে, তাহাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে কিছুই নাই—অনশনের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অথচ এই দুইটি সমস্যারই সমাধান হইতে পারে জীবন বীমার সাহায্যে। তাই তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে লইয়া **আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী** গঠন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আর্য্যস্থানের উন্নতি সম্বন্ধে গভীর আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং ইহার কর্ম্মপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৯৪৩ সালে আর্য্যস্থান ২১ লক্ষ টাকার উপর নূতন বীমার কাজ করে এবং বৎসর শেষে কোম্পানীর চলতি বীমার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর খরচের হারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক কোম্পানীর তহবিল গভর্ণমেণ্ট পেপার প্রভৃতি এব নিরাপদ সম্পত্তিতে লগ্নী করা রহিয়াছে এবং ভাল অর্জ্জন করিতেছে। বিশেষ তৎপরতার সহিত দা টাকা মিটান হয় বলিয়া **"আর্য্যস্থান"** ইতিমধ্যে সুনামের অধিকারী হইয়াছে। প্রিমিয়ামের হারও সুল আজই **"আর্য্যস্থানের"** একটি বীমাপত্র গ্রহণ করি পোষ্যবর্গের এবং নিজের ভবিষ্যতের সংস্থান করুন।

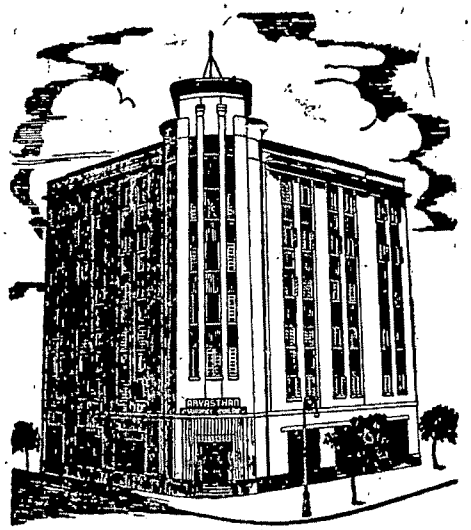

কোম্পানীর হেড অফিস বিল্ডিং

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কো

লিঃ

—হেড অফিস—

"আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং"

১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ঃ কলিকাতা

মিঃ এস, সি, রায়, এম-এ, বি-এল,

—জেনারেল ম্যানেজার

মহিষ, ছিন্নশীর্ষ মহিষদেহ হইতে খড়্গপাণি দানব অর্দ্ধোত্থিত। উহার হৃদয় শূলবিদ্ধ—অস্ত্রগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, চক্ষুঃ রক্তবিস্ফুরিত। দেবীহস্তস্থিত নাগপাশ অসুরকে বেষ্টন করিয়া আছে। পাশযুক্ত বামহস্তে দেবী অসুরের কেশ ধারণ করিয়াছেন। অসুরের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল। দেবীর বাহন সিংহ। সিংহ ও অসুর উভয়েই রক্ত উদ্‌গিরণ করিতেছে। দেবীর দক্ষিণ পাদ সমভাবে সিংহের উপর স্থাপিত। আর তাঁহার বাম অঙ্গুষ্ঠ কিছু ঊর্দ্ধে মহিষের উপর স্থাপিত। দেবগণ দেবীর স্তুতি করিতেছেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতি-চণ্ডিকা—এই অষ্টশক্তি সতত দেবীকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছেন। এইরূপ দশভুজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা ধর্ম্ম-কাম-অর্থ-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের সাধন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আদিতে মহাদেবী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম পূজিতা হইয়াছিলেন। সে পূজা হইয়াছিল—বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে (এ বৃন্দাবন নিত্যবৃন্দাবন—এ স্থলে নিত্য রাসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে)। গোলোকেও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দেবী পূজিতা হইয়াছিলেন।

দেবীর দ্বিতীয় বার পূজা হয়—মহাকালী মূর্ত্তিতে। মধু-কৈটভের দ্বারা উৎপীড়িত ব্রহ্মা ঐ মূর্ত্তির পূজা করেন।

তৃতীয় বার দেবীর পূজা করেন—ত্রিপুরারি। ত্রিপুর-নাশের উদ্দেশ্যে ঐ পূজা হইয়াছিল।

চতুর্থ বারে দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

ইহার পর পঞ্চম বারে মেধস্-শিষ্য রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি সরিতীরে মৃন্ময়ী মূর্ত্তির পূজা করেন।

কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুর্গতি-নাশের উদ্দেশ্যে সুরথ প্রথম দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। পরে রাবণের বধার্থ শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামচন্দ্র অকালে বোধন-পূর্ব্বক শারদীয় দুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত আছে যে, হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে (অগ্রহায়ণ মাসে) নন্দ-ব্রজের কুমারীগণ নিত্য কালিন্দী-জলে স্নান ও হবিষ্যান্ন আহার করিয়া প্রতিদিন অরুণোদয়ে দেবী কাত্যায়নীর মৃন্ময়-মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন। মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে দশভুজা মূর্ত্তিতে মহিষাসুর-নাশার্থ আবির্ভূতা দুর্গা দেবীই কাত্যায়নী।

উক্ত দশভুজা কাত্যায়নী দুর্গা দেবীর যে মূর্ত্তি মৎস্য কালিকাদি পুরাণে বিবৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বর্ত্তমানে যে সকল

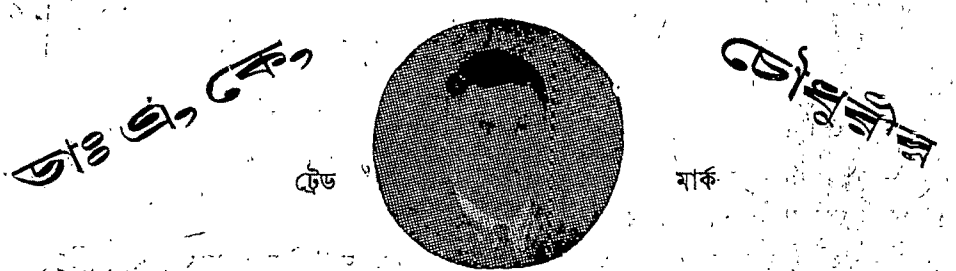

বিখ্যাত

"ক্রিমি-নাশিনী"

সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি রোগের একমাত্র মহৌষধ।

পূথক জোলাপ লাগে না, ইহা পাউডারে প্রস্তুত এবং প্যাকেটে পাওয়া যায়।

ম্যানুফ্যাকচারার্স ঃ

মেসার্স এস, সি, চৌধুরী এণ্ড ব্রাদার্স

৪৭, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

মৃন্ময়ী প্রতিমা এ দেশে পূজিতা হইয়া থাকেন, তাহাতে লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্ত্তিকেয় গণেশাদির মূর্ত্তিও যোজিত হইয়া থাকে। অথচ মৎস্য-কালিকাদি পুরাণোক্ত ধ্যানে এই সকল দেবতার ত কোন উল্লেখই নাই। বরং অষ্ট-শক্তির (উগ্রচণ্ডা ইত্যাদির) উল্লেখ আছে। এরূপ অবস্থায় লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্ত্তি মূল-প্রতিমা-মধ্যে সংযোজন কি অশাস্ত্রীয়?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—কালী-বিলাস-তন্ত্র। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—না, লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিকেয়-গণেশ-জয়া-বিজয়া এমন কি কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর ও গণেশের বাহন মূষিকের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রতিমাতে স্থাপনীয়। অতএব, দশভুজা দুর্গা প্রতিমার সহিত লক্ষ্মী ইত্যাদির পূজা যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয়—তাহাতে সন্দেহ নাই।

নানা ধাতুময়ী দুর্গা-প্রতিমার নিত্য পূজা বাঙ্গালা দেশের বহু শাক্তবংশেই নিত্য প্রচলিত আছে। শৈলময়ী দুর্গা প্রতিমা এদেশে বিরল। কিন্তু মহিষাসুরের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত মহীশূরে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর যে সুপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই অপরিচিত নহে। দারুময়ী দুর্গা-প্রতিমা কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই—কারণ, দারুময়ী দেবমূর্ত্তি সমগ্র ভারতেই অতি বিরল (সুবিখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দারুব্রহ্ম জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ইত্যাদি, ও নবদ্বীপের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দারুময়ী মূর্ত্তি ইত্যাদি কতিপয় সুবিখ্যাত মূর্ত্তি ব্যতীত দারুময়ী দেবমূর্ত্তি বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না।) চিত্রে দুর্গা-পূজাও এ দেশের বহু শাক্তগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অস্ত্রে দেবীর পূজার বিখ্যাত দৃষ্টান্ত—কাছাড় রাজবংশের ইষ্টদেবতা রণচণ্ডী খড়্গ মূর্ত্তিতে নিত্য পূজিতা হইতেন। আর বিল্ববৃক্ষে দেবীর অর্চ্চনা শ্রীহট্টের বহু গৃহেই অদ্যাপি প্রচলিত আছে—তদ্দেশে ইহাই "পত্রিকা-পূজা" নামে খ্যাত।

আমাদিগের এই বাঙ্গালা দেশে মৃন্ময়ী পূজারই প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য কেবল মৃন্ময়ে নহে, শ্রীফলেও দেবীর আবাহন করা হয়—"আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ।" বিল্বশাখা ও যুগ্মবিল্বফল সহ নবপত্রিকা ও মৃন্ময়ী মূর্ত্তির একত্র পূজাই বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য যে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রমাণ বাঙ্গালার স্বাধীন বর্ম্মরাজ শ্রীল হরিবর্ম্ম দেবের প্রধান মন্ত্রী ও ধর্ম্মাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বালবলভীভুজঙ্গ শ্রীভবদেব ভট্টের (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) উক্তি হইতে সংগ্রহ করা যায়। ভবদেব বলিয়াছেন যে, তাঁহা অপেক্ষাও প্রাচীন দুই জন বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার ছিলেন—তাঁহাদিগের নাম বালক ও জিকন (বা জীকন)। ইঁহারা উভয়েই বাঙ্গালায় প্রচলিত মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তির পূজার বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইঁহাদিগের গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় এ সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ সংগ্রহের উপায় আর নাই।

পৌরাণিক মৃন্ময়ী-পূজা—সুরথ-সমাধির মৃন্ময়ী-পূজা—সম্প্রদায়-ক্রমে অন্ততঃ সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া যে বাঙ্গালার মাটীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—তাহার কারণ কি? ইহা সুধীজনের অনুসন্ধেয়। কেবল বাঙ্গালীই কি অনুভব করিয়াছিলেন যে—জগন্মাতৃকা ও দেশমাতৃকা অভিন্নরূপা—তাই মাটীই মা'টিকে গড়িবার প্রকৃষ্টতম উপাদান!

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণি!
বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।"

আর আজ এই অনুভব হইতে বিচ্যুত হইতে বসিয়াছি বলিয়াই কি মা'র সে শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি আজ কঙ্কালমালিনী করালবদনা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে? কে বলিবে!

সুরের সমাধি

[শ্রীমতী ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়]

সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়—

রেডিওতে প্রায়ই বাঁশী বাজায়।

রেডিও সেটের ভিতর দিয়া তাহার বাঁশের বাঁশীর সুমিষ্ট সুর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ের তারে আঘাত করে। সকলেই প্রোগ্রাম খুলিয়া সুরজিতের নাম আছে কি না দেখে, যে সময়ে সে বাজাইবে সেই সময়ের প্রতীক্ষা করে। বাজারে সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ডেরও খুব কাটতি।

এ হেন সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁশীর সুর এক জনের মনোবীণায় বড়ই মধুর হইয়া বাজিয়াছিল। সে ব্যারিষ্টার শশাঙ্কমোহন লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা ফুল্লরা লাহিড়ী।

বেচারী! কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে সে সায়েন্সের ছাত্রী। পড়াশুনায় বরাবরই ভাল। রাজ্যের বহির মধ্যে তাহার বাস। সঙ্গীতচর্চ্চার ধার দিয়াও সে যাইত না। এক দিন একটা পার্টিতে যাইয়া রেকর্ডে সুরজিৎ বাবুর একখানি আশাবরী শুনিয়া সে মুগ্ধ হইল।

ফুল্লরা যেন সুরজিতের সুরের জালে জড়াইয়া পড়িল।

কলেজে মেয়েদের মধ্যে তর্ক চলে। কাহারও ভাল লাগে মৈত্রেয়ী দেবীর আধুনিক গান, কাহারও ভাল লাগে চপলা রায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত ইত্যাদি। ফুল্লরা পূর্ব্বে এ সব তর্কে যোগ দিত না; কারণ, সে এ সব বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ; আজও যদিও সে প্রায় তাহাই তবু সে বলিয়া বসিত, "তোরা যাই বল সুরের রাজা সুরজিৎ বাবু। হাঁ—নাম রাখা সার্থক হ'য়েছে।"

মেয়ের দল হাসিয়া উঠিত।

ফুল্লরার প্রিয় সখী ও মামাত ভগিনী উত্তরা এক দিন বলিল, "ফুলু, তুই সুরজিৎ বাবুর নাম করতে একবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিস্! না হ'লে"—

ফুলু বাধা দিয়া বলিল, "যার যা ভাল লাগে। তোমরা কি সকলেই এক জনের গান পছন্দ কর—?"

যেন তাহাকে একটু রাগাইবার ইচ্ছায় উত্তরা বলিয়া উঠিল, "ওঃ তাই বল্ যে তুই সুরজিৎ বাবু আর তাঁর বাঁশীর সুর দু'টোই পসন্দ করিস্!"

তার পরে মেয়ের দলে একটা হাস্য-কলরব আরম্ভ হয়। চাপল্য তরুণীর পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু ফুলুর সুরের তৃষা বাড়িয়াই চলিল।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বোতামটি টিপিয়া সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত—"এই মাত্র যে গানখানি আপনারা শুনলেন গেয়েছেন বলাই বাগচী। এইবার সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়

=সরকার কর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান=

বাগেরহাট মিলস্

(বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন লিঃ)

হেড অফিস ও মিল ঃ—বাগেরহাট, খুলনা।

শেয়ার এখনও পাওয়া যায়।

১৯৩৬ সাল হইতে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে।

এজেন্সী ও শেয়ারের জন্য আবেদন করুন।

কলিকাতা অফিস ঃ—৭৭-১, হ্যারিসন রোড, ফোন ঃ বি-বি ৬২৯৩।

ক্যাল-কাটা প্রাণে রূপের উৎস উৎসারিত হোক

কেশ পরিচর্য্যায়ঃ ক্যাষ্টরল, ভৃঙ্গল, কোকোনল, তিলল
কুন্তল গরিমায়ঃ লাইজু (লাইমজুস গ্লিসারিণ) সিলট্রেস (শ্যম্পু)
দশনকান্তির উৎকর্ষেঃ নিম টুথ পেষ্ট, মার্গো ফ্রিস (নিমটুথ পাউডার)
অঙ্গরাগের ঔজ্জ্বল্যেঃ মার্গো সোপ, মলয় (চন্দন সাবান)
তনু দেহের লাবণ্যেঃ লাবণী স্নো, তুহিনা (বিউটি মিল্ক)
রূপ সৌন্দর্য্য বিলাসেঃ রেণুকা পাউডার, কান্তা (গন্ধসার)

ক্যাল-কাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

আপনাদের বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে শুনাচ্ছেন। তিনি প্রথমে বাজাচ্ছেন মেঘমল্লার।"

ফুলু তন্ময় হইয়া শুনে। যখন সেটের ভিতর অন্য স্বর শুনা যায়—"সুরজিৎ বাবুর বাঁশী আপনারা শুনলেন এইবার—" তখন তাহার ধ্যান-ভঙ্গ হয়। বাঁশী তখন থামিয়াছে বটে কিন্তু ঘরের বাতাস তখনও সেই সুরে পূর্ণ।

সুরজিতের সমস্ত রেকর্ড ফুলু সংগ্রহ করিয়াছে।

দাদা মৃগাঙ্ক বলে, "ফুলু, তুই আজ-কাল যে একেবারে সুরে মস্‌গুল! এ বার তুই সুরের অর্চ্চনা করছিস্ না কি? দিন-রাত্রি ত দেখি রেকর্ড বাজাচ্ছিস"।

মৃগাঙ্কের দিন-রাত্রির অভিযোগটা সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নহে—কেবল একটু অতিরঞ্জিত।

ফুলুর পরীক্ষার আর বিলম্ব নাই। এ সময় প্রতি বারের মত এবারেও সে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত পড়ে। কিন্তু অন্য বারের মত এ বার পড়ার শেষে তাহার চোখের পাতায় ঘুম নামিয়া আসে না। সে পিন বদলাইয়া এক-খানি রেকর্ড লাগাইয়া দেয়।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সুরজিতের বাঁশীর সুরে মিষ্টার লাহিড়ীর ঘুমন্ত পুরী জাগিয়া উঠে।

উপরের বারান্দা হইতে বাবা স্নেহ-কোমল স্বরে বলেন, "ফুলু, এস; ঘুমুবার চেষ্টা কর, আর রাত্রি জাগে না, অসুখ করবে।"

মা মনে মনে একটা অসুখ হওয়ারই আশঙ্কায় বেশ রাগিয়া উঠিয়াছিলেন। স্বামীকে বলিলেন, "আদর দিয়ে ওকে তুমি মাটী করছ! সবই বাড়াবাড়ি! অর্দ্ধেক রাত্তিরে কে আবার রেকর্ড বাজায়?"

ফুলুর কানে কোন কথাই যায় না।

মৃগাঙ্ক আসিয়া বলে "এই ফুলু, তোর ঐ রেকর্ডগুলো ভেঙ্গে দেব—ঘুমাতে দিবি না বুঝি?"

তখন রেকর্ড শেষ হয়। গ্রামোফোন বন্ধ করিতে করিতে ফুলু প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "এই উঠলুম, দাদা, কি চমৎকার! কলেজে এক দিন প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "ফুলু, তোর সুরজিৎ বাবুকে কি রকম দেখতে রে?"

ফুলু তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কায করিল। দূরে থাকিয়াও বুঝি সুরজিৎ তাহার অত্যন্ত আপনার হইয়াছে। সে চমৎকার বর্ণনা দিল—"রংটা ফর্সা নয় বটে কিন্তু বেশ উজ্জ্বল শ্যাম। ফিগারটা বেশ লম্বা, মাথার চুলগুলিও লম্বা—রবীন্দ্রনাথের চুলের মত। চোখ দু'টী খুব বড় আর টানা, দৃষ্টিটা যেন স্বপ্নমাখা"—

উত্তরা বলিল, "ব্রাভো! ব্রাভো! ফুলু, তোর চোখ দু'টিও যে বলতে বলতে আবেশমাখা হ'য়ে গেল"—

সুরভি বলিল, "আমাদের এক দিন দেখাবি না?"

কিন্তু সুরজিৎ ও তাহাকে লইয়া এই সমস্ত রহস্য তাহার মধুরই লাগে।

বলা বাহুল্য, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মূর্ত্তিটা ফুলুরই কল্পিত; ফুলুর মনের দেউলের মনোমূর্ত্তি।

কিন্তু তাহার আর তাহার বান্ধবীদিগের সত্যই সুরজিৎকে দেখিবার সুযোগ আসিল।

বাঙ্গালার এক অঞ্চল বন্যা-প্রপীড়িত।

ফোর্থ ইয়ারের সঙ্ঘমিত্রা, অরুণিমা ও অনুরাধা প্রভৃতি কয়েক জন ছাত্রী প্রিন্সিপ্যালকে জানাইল, তাহারা 'মেবার-পতন' অভিনয় করিয়া কিছু টাকা তুলিয়া আর্ত্তত্রাণে দিবে। কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য দেখিবার ব্যবস্থা হইবে। প্রিন্সিপ্যাল সম্মত হইলেন। সেকেণ্ড ইয়ারের এমিলি, পম্পা, উত্তরা, সুরভি ও প্রণতি এই পাঁচটি ছাত্রী গোপনে কি পরামর্শ করিল। উত্তরা ফুলুকে বলিল, "হেল্‌প করবার ইচ্ছে আছে তাই একখানা টিকিট কিনব। কিন্তু প্লে দেখতে যাচ্ছি না।" ফুলু বলিল, "কেন?"

উত্তরা, বলিল, "হাঁ—ঐ ত' অনুদির নাকিসুরে গান আর সংঘদি'র চীৎকার—হাঁ, হ'ত যদি ভাল লোকের গান-বাজনা টিকিটও বিক্রী হ'ত বেশী আর চমৎকার হত।" ফুলু বলিল "সত্যি তুই ঠিকই বলেছিস্।"

উত্তরা তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "এক কায করবি, ফুলু, মিস্ ব্যানার্জ্জিকে আমাদের মতটা বলবি?"

ব্যাঙ্ক অফ
কমার্স লিমিটেড
(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)
●
সর্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং
কার্য্য করা হয়।
●
হেড অফিস—
১২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
—ঃ ব্রাঞ্চ ঃ—
কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বালীগঞ্জ,
খিদিরপুর, বর্দ্ধমান খুলনা,
বাগেরহাট, দৌলতপুর ও ঢাকা।

মিস্ ব্যানার্জ্জী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

ফুলু একটু ভাবিয়া বলিল, "তা পারি, তুইও চল।"

উত্তরা যেন উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আমি ত যাব, তা' ছাড়া পঞ্চম বাহিনীর আরও চার জন যাবে, ওদেরও এই মত কি না।" উত্তরা, এমিলি, পম্পা, সুরভি ও প্রণতির নাম কলেজে পঞ্চম বাহিনী।

প্রিন্সিপ্যাল অফিসে ছিলেন না। তখন টিফিন পিরিয়ড।

ফুলু সোজা উপরে তাঁহার ঘরের দিকে গেল।

অধ্যক্ষ সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ডাকিলেন। তাহারা ভিতরে গেল। মিস ব্যানার্জ্জি দেখিলেন, সামনে ফুলু আর তাহার পশ্চাতে পঞ্চম বাহিনী।

মিস্ ব্যানার্জ্জী সহজেই তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রা প্রভৃতি যদিও ফোর্থ ইয়ারের ভাল ছাত্রী কিন্তু ফুলুও অবহেলার পাত্রী নহে। সে ম্যাট্রিকে বৃত্তি পাইয়াছিল, ভবিষ্যতে কলেজের সুনাম আনিবে বলিয়া মনে হয়। আর তাহাদিগের প্রস্তাবও সঙ্গত।

সঙ্ঘমিত্রা প্রস্তাব করিল, স্কুলের আর কলেজের কয়েকটি মেয়ের নাচ-গান বাজনাও যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। সে তাহাই করিবে, তাহাই স্থির হইল। আর স্থির হইল, সুরজিৎ বাবুর বাঁশী বাজান হইবে।

অনুষ্ঠানের দিন—

পঞ্চম বাহিনী সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গে মিলিয়া ভাল ভাল ব্যাক-গ্রাউণ্ডের সিন সংগ্রহ করিয়াছে। উত্তরা ঠিক করিল, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায় যখন বাঁশী বাজাইবেন, তখন একটা বাগানের দৃশ্য থাকিবে, আর পাম গাছের একটা কুঞ্জের মত তৈয়ারী করা হইবে। তাহার মধ্যে বাদকের আসন থাকিবে। তখন ষ্টেজের উপর নীল আলো জ্বলিবে।

ফুলু অনেক টিকিট বিক্রী করিয়াছে। সে দিন মধ্যাহ্নে তাহার পিসীমা'র দুই মেয়ে-বীথি ও যুথী ফোনে বলিল, "ফুলুদি, তুমি দু'খানা টিকিট নিয়ে শীগ্‌গির এস। আমরা তোমার সঙ্গে যা'ব। আজ সবে পুরী থেকে ফিরেছি; এসেই খবর পেলাম।"

ফুলু জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা যাবেন না?"

বীথি বলিল, "না, মা এখন বাড়ী-ঘর গুছাতেই ব্যস্ত।"

পিসীমা'র বাড়ী টালিগঞ্জে।

ফুলু মা'কে কলেজে যাইতে বলিয়া পিসীমা'র বাড়ী গেল।

আসিবার পথে বাধা। হঠাৎ মোটরযানের টায়ার ফাটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিলম্ব অনিবার্য্য বুঝিয়া

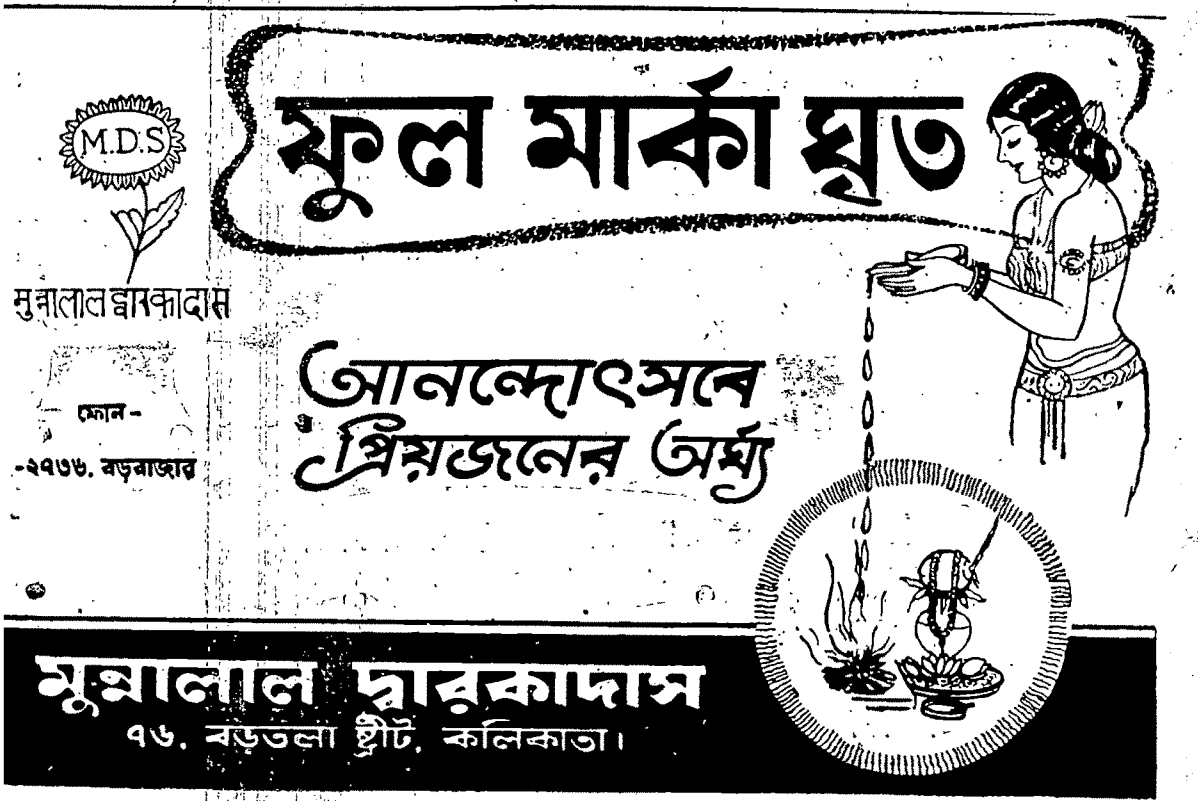

তাহারা অগত্যা বাসে উঠিল। সময় অধিক নাই। যখন তাহারা কলেজে পৌঁছিল, তখন ঠিক সাড়ে ৬টা। কয়েকটি মেয়ের সেতার, এস্রাজ ও বেহালা সংযোগে ঐকতান বাদন প্রথমেই হইবে। তাহারা দ্রুত চলিল। দেবদারু গাছের তলায় ফুলু দেখিল, তাহাদিগের ছোট মরিস গাড়ীখানা দাঁড়াইয়া আছে। মা ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।

ঐকতান বাদনের পরে তিনটি মেয়ের ত্রিবেণী নৃত্য। তাহারা তিনটি ভগিনী তমালিকা, মালবিকা ও মঞ্জুলিকা গুহ।

হিমালয়ের বুক হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর হাত ধরিয়া নামিয়া আসিলেন। তাহার পর তিন জন তিন দিকে কোথাও স্ফীত কোথাও ক্ষীণ হইয়া শেষে আবার তিন জনের মিলনেই শেষ।

চমৎকার! করতালিতে হল মুখরিত হইল।

তাহার পর ভক্তিদেবীর ভজন ও সুভদ্রা গাঙ্গুলীর কীর্ত্তন হইল। (এগুলি বৃদ্ধদিগের মনস্তুষ্টির জন্য)।

তাহার পর অজয় রায়ের টপ্পা, পলাশ বসুর আধুনিক গান, মলিন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁশী। সব শেষে কলেজের কয়েকটি মেয়ের নাচ ও গান।

এইবার সুরজিৎ বাবু বাঁশী বাজাইবেন॥ ড্রপসিন উঠিল। উত্তরার পরিকল্পনার সেই বংশীধারী। আসনের উপর সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অতিরিক্ত মেদবহুল চেহারা, লম্বা কনেষ্টবলী গোঁফ, বয়স ৩৫ও হইতে পারে ৪৫ও হইতে পারে। ফুলু ঠিক বুঝিতে পারিল না। তিনি সমবেত মহিলামণ্ডলীকে নমস্কার জানাইলেন। বাঁশীতে সেই মাদকতা মাখা সুর। বীথি ও যূথী সুরে তন্ময়। কিন্তু ফুলুকে কে যেন উচ্চ স্থান হইতে ফেলিয়া দিয়াছে। ফুলু নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। গাড়ীতে ড্রাইভার নাই। কোথায় গেল? বোধ হয় কোথাও গল্প জমাইতেছে। কিন্তু আজ সে নিজে গাড়ী চালাইতে যাইলেই য়্যাকসিডেণ্ট করিয়া ফেলিবে; কারণ মনের অবস্থা বিক্ষুব্ধ। বৃক্ষান্তরাল হইতে ড্রাইভার বাহিরে আসিল, বোধ হয় ধূমপানে রত ছিল।

ফুলু বলিল, "বাড়ী নিয়ে চল আমায়। আবার এসে মা'কে নিয়ে যা'বে। আমার বড্ড মাথা ধরেছে, বড় গাড়ীটারও টায়ার ফেটে গেছে।"

সভা ভঙ্গ হইলে উত্তরা বলিল, "উঃ কি ডেনজারাস মেয়ে ফুলু। স্রেফ মিথ্যে বর্ণনা দিয়েছে, আর মুগ্ধ হ'বার ভাণ করে আমাদের ঠকিয়েছে। কিন্তু কৈ তাকে ত দেখতে পাচ্ছি না? পিসীমা ত একলাই রয়েছেন।

যূথী ও বীথিকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "ফুলুদি ত আমাদের নিয়ে এল। শেষ গানটার সময় থেকে তাকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ফুলুর মা বলিলেন, "সারা নিউমার্কেট ঘুরেছে, তাই হয়ত বাড়ী গেছে।"

বেচারা ফুলু! সেই অবধি সে রেডিও খুলে না। পথে বা প্রতীবাসীর গৃহে কোন বালক খেলার বাঁশী বাজাইলে সে বিরক্ত হয়। স্বামী পরিমলকে বকে—সে বাঁশীর সুর সহিতে পারে না। সুরকে সে মনের মন্দিরে চির সমাধিস্থ করিয়াছে।

বিনামূল্যে ধবল

বা শ্বেতকুষ্ঠের ৫০,০০০ প্যাকেট ন্যুনা ঔষধ বিতরণ।
ভিঃ পিঃ খরচ ।৵০ আনা, অথবা অর্থব্যয় করে ঔষধে উপকার হইবে কি না প্রথমে যাচাই করিয়া লউন। বিলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও চর্ম্মরোগ চিকিৎসার নিয়মাবলী গ্রহণ করুন।

কুষ্ঠচিকিৎসক কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায়, বৈদ্যশাস্ত্রী, বাচস্পতি।
৪ নং হরগঞ্জ রোড, শালিখা কুষ্ঠাশ্রম, পোঃ শালিখা, জেলা হাওড়া।
ফোন নং হাঃ ১৮৭
ব্রাঞ্চ—৪১ সি, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড।

হেড অফিস—৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান।

আমাদের বৈশিষ্ট্য ঃ—১। দাবী প্রদানে তৎপরতা ৩। উদার বীমাসর্ত্ত
২। স্বল্প খরচের হার ৪। অভিনব বীমা-প্রণালী (Schemes)

কতকগুলি স্থানে চীফ এজেণ্টস্ ও অর্গানাইজারসের পদ খালি আছে।

ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন।

সম্মিলিত শক্তিসঙ্ঘের স্বরূপ

অভাবে স্বভাব নষ্ট, ইংরেজীতে রয়েছে প্রবাদ—
শয্যায় অদ্ভুত সঙ্গী জুটে য'বে ঘটে পরমাদ।
যে রুশিয়া মতবাদে এত কাল ছিল হতমান,
বৃটেন মার্কিণ আজ পাদ্য-অর্ঘ্য তা'রে করে দান।
যে চীন ঘৃণিত ছিল—পীতাতঙ্ক—ধবল সমাজে,
সে আজ মিলিত দলে সসম্মানে সাদরে বিরাজে।
যুদ্ধের বিপদ আজ সৃজিয়াছে নূতন বিধান,
অঙ্গারের মলিনত্ব হরে যথা অনল-স্পর্শন।

তুলনায় আলোচনা

যুদ্ধের সংহার-মূর্ত্তি,
হেরি কভু ডরে—
যে দেশে দুর্ভিক্ষে লোক
অনাহারে মরে?
সমর সহস্রমারী—
তা'রে কিবা ভয়—
দুর্ভিক্ষেতে লক্ষ লক্ষ
প্রাণ হয় ক্ষয়।

মারাত্মক

সিন্ধবাদের অধিক এ যে চাপল এসে ঘাড়ে—
কুলোর বাতাস দিলেও এ যে স্কন্ধ নাহি ছাড়ে;
দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সঙ্গে নিয়ে আসে—
আনন্দ কি লভে এরা আমার সর্ব্বনাশে?

বাঙ্গালা

পণ্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মরে—
এ দৃশ্য সহে না মনে—বেদনা অন্তরে—
তাই দৃষ্টি রুদ্ধ করি অন্নপাত্র করে—
জননী করেন সবে দান অকাতরে।

সীতা

[শ্রীমোহিতকুমার রায় চৌধুরী]

প্রণমি তোমারে আমি, ধরণীর মানসী-দুহিতা,
রাজর্ষির সাধনার তপোমূর্ত্তি, তুমি শুচিস্মিতা !
বিদেহনন্দিনী তুমি, দেহাতীত অরূপের রূপ ·
রূপান্বিতা নারীরূপে—নিষ্পাপের আদর্শ-স্বরূপ।
আদর্শকে মূর্ত্ত করি ফুটায়েছ নারীর মহিমা,
চিরন্তন যুগবক্ষে জাগায়েছ অপূর্ব্ব গরিমা।
ঐশ্বর্য্যের সুখ নহে জীবনের কামনার ধন,
শ্রেষ্ঠাদর্শ রাজ্যসুখ হ'তে শ্রেয়ঃ ঋষি-তপোবন,
এ সত্য জানিয়াছিলে ; উপেক্ষিয়া রাজ্যসিংহাসন—
গহন-অরণ্যে তাই মেনেছিলে নন্দন-কানন।
রত্ন-আভরণহীনা, রাজ্যহীনা রাজার মহিষী,
অন্তর-সৌন্দর্য্যে ছিলে বিভূষিতা, নিত্যগরীয়সী।
সেই সাজ যোগ্য তব, সেই রূপে ধরা আলোকিতা,
বিশ্বনারী-হৃদয়ের অধীশ্বরী, চিরদুঃখী সীতা !
কে বলে দুঃখিনী তোমা ? চিত্তে যার অনন্ত সম্পদ,
কোন্ রাজ্য দিতে পারে তা'রে বিশ্ব-সম্রাজ্ঞীর-পদ।
তোমার সৌন্দর্য্যদীপ্তি যুগ যুগ কাল-পথ ধরি'
মহিমা-মাধুর্য্য-রূপে আলোকে দিগন্ত পূর্ণ করি',
চলিয়াছে সীমাহীন, বাধাহারা শ্রদ্ধায় পূজিতা,
দেহের সীমার মাঝে অসীম সে পূর্ণবিকশিতা।

দিন যায়, বর্ষ যায়, কেটে গেল কত যুগ কাল।
তোমার কীর্ত্তির স্মৃতি উজলিয়া আছে ধরা-ভাল,
সময়-সাগর-বক্ষে কত কীর্ত্তি উঠেছে ভাসিয়া—
বুদ্‌বুদের মত পুনঃ কালগর্ভে গিয়াছে মিশিয়া।
কেহ নাহি জানে আজ তাহাদের লুপ্ত-ইতি-কথা,
অতীত ব্যাপিয়া আছে তাহাদের বিরাট শূন্যতা।
সত্যের আলোকে যাহা নিত্য-শুদ্ধ পুণ্যেতে ভাস্বর
কালবর্ত্মে তা'র গতি বাধাহীন চলে নিরন্তর।
তোমার স্মৃতির রেখা নবারুণ-রশ্মি-রেখাসম
কত যুগ-যুগ ভেদি' আলোক বিচ্ছুরি' অনুপম
বিশ্বের মানসলোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রভায়
চলেছে ভবিষ্য পানে অম্লান সে দীপ্ত প্রতিভায়।

সরযুর কলতানে আজও কানে বাজে তব কথা,
আকাশে-বাতাসে আজও সঞ্জীবিত তোমার বারতা।
সীতা নাম মঞ্জুরিত ভারতের অঙ্কুরে পল্লবে,
তব স্মৃতি ভেসে উঠে কাননের কুসুম-সৌরভে।
অহরহঃ তব স্পর্শ বহি বহে পুলকে পবন,
তব পদরজঃ চুমি তীর্থভূমি দণ্ডক কানন।
রাখিতে তোমার মান বিহঙ্গম তুচ্ছ করে প্রাণ,
তোমার পবিত্র নামে ভাসে জলে কঠিন পাষাণ।
কাননের শাখামৃগ তোমা স্মরি' লঙ্ঘি পারাবার,
তব অসম্মান ফলে স্বর্ণপুরী হয় ছারখার।
মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা, পূজে তোমা বিশ্বচরাচর ;
লভিয়া তোমার স্পর্শ পুণ্য হন নিজে বৈশ্বানর।
শুনিয়া তোমার কথা কালরাত্রি ধরে পুণ্য বিভা,
রচিয়া তোমার গাথা ধন্য হ'ল বাল্মীকি-প্রতিভা।
নিখিলের নারী তুমি নারীত্বের পরিপূর্ণ রূপ,
তুমি মাতা, তুমি কন্যা, তুমি বধূ—আদর্শ স্বরূপ॥

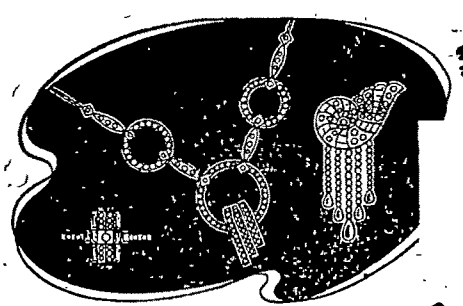

গঠন বৈশিষ্ট

সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন ও ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য আমাদের তৈয়ারী জড়োয়া ও গিনি সোনার গহনা ব্যবহার করুন।
শুভ বিবাহ ও প্রীতি-উপহারের জন্য সর্ব্ববিধ হাল ফ্যাসনের গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

ফোন সাউথ-২৬৫৯

ন্যাশানাল জুয়েলারী ওয়ার্কস ২০নং কালীঘাট রোড
শোরুম-১৬৯, রসা রোড

একটি লোক

ত্রিশ বছর আগে যারা দ্বারিকের প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মী হয়ে যোগ দিয়েছিলেন, আজও তাঁরাই সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু এখন তাঁদের অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতা হয়েছে ঢের বেশী। যে সব বিশেষজ্ঞ একদিন ছিলেন যুবা এখন তাঁরা হয়েছেন বৃদ্ধ। বয়স তাঁদের আরও বেশী নিপুণ করে তুলেছে তার প্রমাণ দ্বারিকের মিষ্টান্ন সম্ভারের অফুরন্ত বৈচিত্র্য।

দ্বারিক

জনপ্রিয় মিষ্টান্ন পরিবেশক

দ্বারিকানাথ ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ

যুদ্ধের ঘটনা

[শ্রীযুত সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

১৯১৪—১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি দ্বারা জার্ম্মাণীকে চিরকালের মত হতবল করিয়া রাখার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নাৎসী-নেতা হিটলারের অধীনে জার্ম্মাণী পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া ভার্সাই সন্ধির অনিবার্য্য পরিণতিস্বরূপ এক সর্ব্বগ্রাসী ও হিংস্রতর যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। কম্যুনিজম-ভীতিগ্রস্ত তৎকালীন বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী চেম্বারলেনও তোষণ-নীতির দ্বারা হিটলারের শক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, হিটলার ছলে বলে কৌশলে ক্রমে রাইন-ল্যাণ্ড, মেমেল ও চেকোশ্লোভাকিয়া রাইখের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পোলাণ্ডে প্রথম প্রবল আঘাত করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধের যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হইল, ক্রমে তাহা য়ুরোপের সর্ব্বত্র, উত্তর আফ্রিকায় ও এশিয়াখণ্ডের মধ্য-প্রাচী, সুদূর প্রাচী ও প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যাপ্তিলাভ করে। ভারতবর্ষও যুদ্ধের স্বাদ অনুভব করিয়াছে। যে সকল দেশ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের গণ্ডীতে আসে নাই, সে গুলিকেও নানা ভাবে মহাযুদ্ধের ফল-ভোগ করিতে হইতেছে। এই যুদ্ধে কত জীবন-হানি হইয়াছে, কত সৌধ-কিরীটিনী নগরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কত ঐতিহাসিক নিদর্শন, শিল্পসৃষ্টি ও ভাস্কর্য্যের সহিত বহু শতাব্দীর শিল্প-সাধনা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, যুদ্ধের চিতাগ্নিতে শান্তি-বারি নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সঠিক হিসাব-নিকাশ হইবে না। যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াই হিটলার যেন অবলীলাক্রমেই তাঁহার দানবীয় শক্তি লইয়া য়ুরোপে দিগ্বিজয় করিতে থাকেন এবং মিত্র ইটালী যখনই যুদ্ধে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তখনই উহাকে সাহায্য করিয়া বিপন্মুক্ত করিতে থাকেন। গ্রীসের ও উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তাহা দেখা গিয়াছে। হিটলারকে অজেয় বলিয়াই মনে হইতেছিল। কিন্তু টিউনিসিয়ার ও রুশিয়ার যুদ্ধ হইতেই জার্ম্মাণীর ভাগ্য-বিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকগণ জানেন, য়ুরোপের যুদ্ধ আজ রাইখ সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীতেই জার্ম্মাণীর শেষ আঘাত করিবেন। যে সকল রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর তাঁবেদার ছিল—(যথা রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ফিনল্যাণ্ড)—সেগুলিও সুবিধাজনক সর্ত্তের লোভে আশায় একে একে সময় থাকিতে জার্ম্মাণীকে ত্যাগ করিতেছে। তুর্কীও জার্ম্মাণীর সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ৫ম বর্ষ শেষ হইয়াছে। প্যারিসের পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে যুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে দেওয়া হইল। চীনের যুদ্ধ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই কারণ, চীনের যুদ্ধ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং

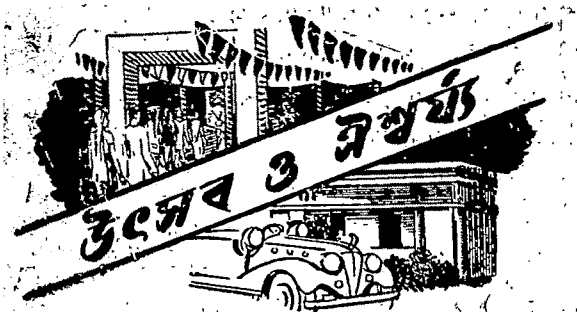

ফরাসী-বিপ্লবের অন্যতম স্রষ্টা, ভলটেয়ারকে একবার তাঁর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন—উৎসবের দিনে লোকে এত আনন্দ পায় কেন? দার্শনিক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"তার সঞ্চিত অর্থের কল্পনা করে।" এই উক্তির মূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে আজকের দিনে তাহাই মনে প্রাণে উপলব্ধি করা দরকার। উৎসবের মূলে যে ঐশ্বর্য্য সেই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইতে হইলে, সকলের আগে যে কথাটি আপনাকে জানিতে হইবে তাহা—"ব্যাঙ্ক"। উৎসবের আনন্দের মধ্যে বৃহত্তর বাংলার সর্ব্বজাতি যেন ইহা স্মরণ রাখেন।

গ্রেট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

৩।১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা

শাখাসমূহ—শ্যামবাজার, নারায়ণগঞ্জ, হরিপাল, বরিশাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টরস · অমলকৃষ্ণ ভাদুড়ী · এন, কর

জনশূন্য পরিত্যক্ত প্রান্তরে, বসতি-বিরল গ্রামে বাংলার সেই শ্যামলশ্রী আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রোগ-শীর্ণ নরনারীর মুখে সে হাসি নাই, সে উৎসাহ নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য বুভুক্ষু কণ্ঠে আজ কেবল শুনিতে পাই—তবু বাঁচতে হবে। তাই এই নিরানন্দের মধ্যে তাদের জীবনে আসে উৎসবের আনন্দ। শত অভাব আর আধি-ব্যাধির মধ্যেও মানুষের মন স্বভাবতঃ সেই উৎসবে মাতিয়া ওঠে। দুঃখের দিনেও দেশবাসীর এ স্বাভাবিক আনন্দে "কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস্" তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত আছেন এবং বর্ত্তমানের বহু ব্যাধি-বিঘ্নের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকদের আবিষ্কৃত ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট আছেন।

কেমিক্যালস্ এণ্ড ড্রাগস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

রিজি অফিস—৩।১ ম্যাঙ্গো লেন কলিকাতা

DS-CD-2

বিক্ষিপ্ত ও মন্থরগতিতে চলিতেছে। তদুপরি এই খণ্ডযুদ্ধগুলির সঠিক ও পর্য্যাপ্ত বিবরণও পাওয়া যাইতেছে না।

১৯৩৯

১লা সেপ্টেম্বর—পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।

৩রা সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঘোষণা।

১৭ই সেপ্টেম্বর—সোভিয়েট সৈন্যের পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ডে প্রবেশ।

২৭শে সেপ্টেম্বর—ওয়ারশ'র আত্মসমর্পণ।

৩০শে নবেম্বর—সোভিয়েট সৈন্য কর্ত্তৃক ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রান্ত।

১৯৪০

১২ই মার্চ্চ—রুশ-ফিনিশ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৯ই এপ্রিল—জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত।

১৫ই এপ্রিল—বৃটিশ সৈন্যের নার্ভিকে অবতরণ।

১০ই মে—জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ আক্রমণ। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যের বেলজিয়ামে প্রবেশ। নার্ভিকে ব্যর্থতার জন্য মিঃ চেম্বারলেনের পদত্যাগ ও মিঃ চার্চ্চিলের প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ।

১৫ই মে—হল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণ।

২৮শে মে—বেলজিয়ামের আত্মসমর্পণ।

৪ঠা জুন—ডানকার্ক হইতে বৃটিশ সৈন্যগণের অপসারণ সমাপ্ত।

১০ই জুন—ইটালী কর্ত্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

১৪ই জুন—জার্ম্মাণ সৈন্যের প্যারিসে প্রবেশ।

২২শে জুন—জার্ম্মাণীর সন্ধি-সর্ত্ত ফ্রান্স কর্ত্তৃক স্বীকৃত।

২৫শে আগষ্ট—বের্লিনে সর্ব্বপ্রথম বোমাবর্ষণ।

২৬-২৭ আগষ্ট—লণ্ডনে সর্ব্বপ্রথম সারারাত্রিব্যাপী বোমাবর্ষণ।

২৭শে সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ১০ বৎসর মিয়াদের চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৮শে অক্টোবর—ইটালীর গ্রীস আক্রমণ।

১৯৪১

৯ই মার্চ্চ—ইটালীর আলবেনিয়া আক্রমণ।

১১ই মার্চ্চ—রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট কর্ত্তৃক ঋণ ও ইজারা বিলে স্বাক্ষর প্রদান।

৩রা এপ্রিল—ইরাকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে রসীদ আলির বিদ্রোহ।

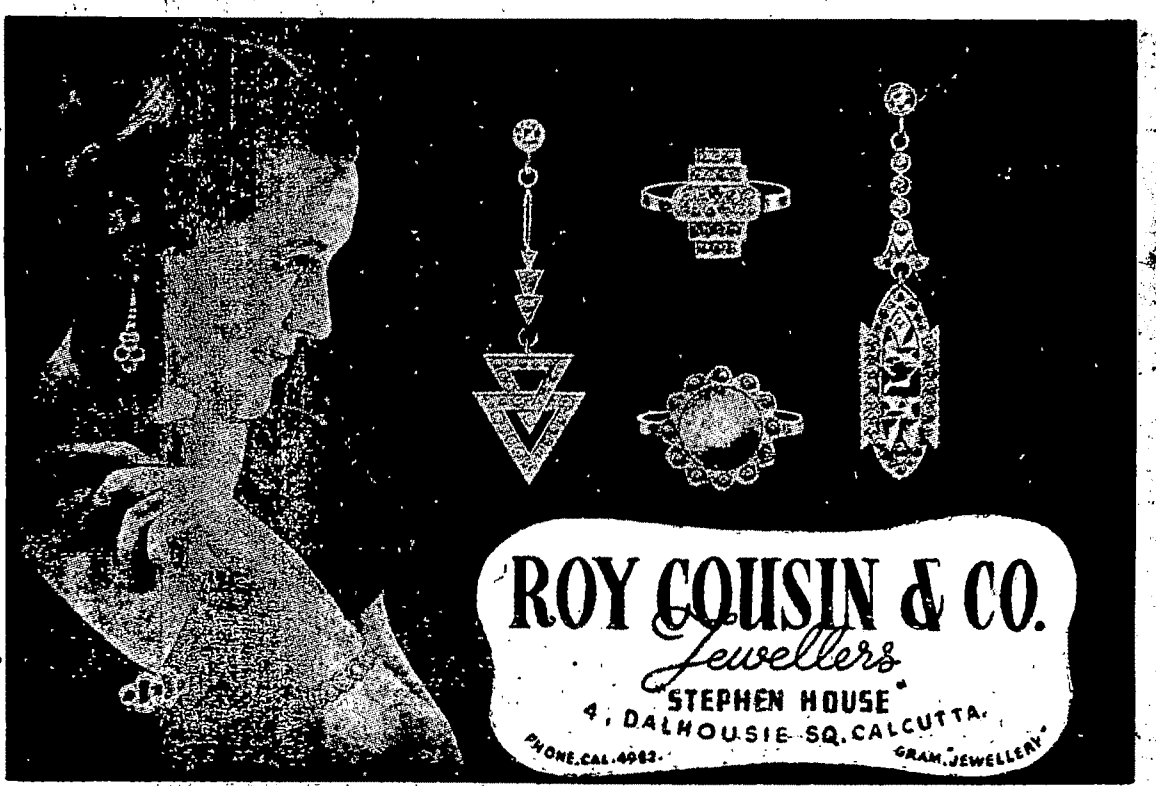

৬ই এপ্রিল—জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ। গ্রীসে মিত্র সৈন্যের প্রবেশ।

১৩ই এপ্রিল—রুশ-জাপান নিরপেক্ষতা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯শে মে—ডিউক অফ এওষ্টারের আত্মসমর্পণের ফলে পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীয় সাম্রাজ্যের অবসান।

৩০শে মে—ইরাকের বিদ্রোহ প্রশমিত। রসীদ আলির পলায়ন। ইরাক ও বৃটিশ সরকারের চুক্তি।

৮ই জুন—বৃটিশ ও ফরাসী মুক্তি-ফৌজের সিরিয়া প্রবেশ।

১৮ই জুন—জার্ম্মাণী ও তুর্কীতে অনাক্রমণাত্মক চুক্তি।

২২শে জুন—জার্ম্মাণীর সোভিয়েট রুশিয়া আক্রমণ।

১২ই জুলাই—পৃথক্ সন্ধি না করার ও পরস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৪ই আগষ্ট—আটলান্টিক সনদ স্বাক্ষরিত।

২৫শে আগষ্ট—বৃটিশ ও সোভিয়েট সৈন্যের পারশ্য প্রবেশ।

১৯শে সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ অধিকার।

৮ই অক্টোবর—লাল ফৌজের ওরেল পরিত্যাগ।

১৬ই „ লাল ফৌজের ওডেসা বন্দর পরিত্যাগ।

২০শে „ মস্কৌ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত।

২৪শে „ জার্ম্মাণ সৈন্যকর্ত্তৃক খারকভ অধিকৃত।

১লা নবেম্বর—জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক ক্রিমিয়ার রাজধানী সিম্পারোপোল অধিকৃত

১৪ই „ লালফৌজ কর্ত্তৃক মস্কৌর উত্তর ও দক্ষিণ অংশ হইতে জার্ম্মাণ সৈন্য বিতাড়িত।

১৮ই „ বৃটিশসৈন্য কর্ত্তৃক লিবিয়ায় আক্রমণ আরম্ভ।

২২শে „ জার্ম্মাণ সৈন্যের রষ্টভে প্রবেশ।

২৬শে „ মার্শাল টিমোশেঙ্কোর ইউক্রেনে ৭০ মাইল অগ্রগতি।

২৮শে „ লালফৌজ কর্ত্তৃক রষ্টভ পুনরধিকৃত।

৭ই ডিসেম্বর—পার্ল হারবার ও হাওয়াই আক্রমণ করিয়া জাপান কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ আরম্ভ।

৮ই „ থাইল্যাণ্ড কর্ত্তৃক জাপানকে প্রবেশ-পথ দান।

৯ই „ মালয় ও ফিলিপাইনে জাপানের অবতরণ।

১০ই „ সমগ্র পূর্ব্বখণ্ডে রুশিয়ার পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ।

১১ই „ ইটালী ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

১৩ই „ জাপান কর্ত্তৃক গুয়াম অধিকৃত।

১৬ই „ জার্ম্মাণদিগের মস্কৌ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ।

১৯শে „ স্বয়ং হিটলার কর্ত্তৃক রুশ রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ।

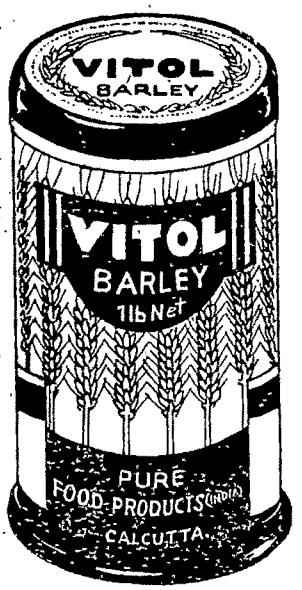

জাতীয় স্বাস্থ্য গঠনে

ভাইটল বার্লি

একমাত্র উপযোগী

পিওর ফুড প্রডাক্টস্ (ইণ্ডিয়া)

৮১, সিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৪শে ডিসেম্বর—জাপান কর্তৃক ওয়েক দ্বীপ অধিকৃত।
২৫শে ডিসেম্বর—হংকং-এর আত্মসমর্পণ।

১৯৪২

১লা জানুয়ারী—ওয়াশিংটনে ২৬টি মিত্রজাতির মধ্যে চুক্তি।
১১ই জানুয়ারী—জাপান কর্তৃক ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ আক্রমণ।
২৩শে জানুয়ারী—জাপানের সলোমন দ্বীপে অবতরণ।
১৫ই ফেব্রুয়ারী—সিঙ্গাপুরের পতন।
১লা মার্চ্চ—ক্রিমিয়ায় লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ।
৭ই মার্চ্চ—বৃটিশ সৈন্যের রেঙ্গুন ত্যাগ।
৯ই মার্চ্চ—জাপানীদিগের নিউগিনিতে অবতরণ।
২৫শে মার্চ্চ—জাপান কর্তৃক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত।
৬ই এপ্রিল—কোকনদ ও ভিজাগাপট্টমে জাপানী বোমাবর্ষণ। ভারতে প্রথম বোমাবর্ষণ।
১৮ই এপ্রিল—আমেরিকা কর্তৃক টোকিয়োতে বোমাবর্ষণ।
৫ই মে—বৃটিশ সৈন্যের ম্যাডাগাস্কারে অবতরণ।
২৬শে মে—লণ্ডনে ২০ বৎসরের জন্য ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত।
৬ই জুন—জাপানের মিডওয়ে দ্বীপ আক্রমণ।
১০ই জুন—রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন বকের নূতন আক্রমণ আরম্ভ।
২২শে জুন—জাপান কর্তৃক এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে কিস্কা অধিকার।

বীমা আইন মতে
সর্ব্বোচ্চ জমানত
৫০,০০০৲ টাকা
সরকারের নিকট আছে

"হারিয়ে ফেলা জাতীয় বিশেষত্বের
বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—
দরিদ্র ও পতিত জাতকে তুলতে হবে।"
—বিবেকানন্দ

আমাদেরও তাই চেষ্টা, যাতে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০৲ টাকার একটি বীমাপত্র গ্রহণ করে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে শেখেন।

এজেন্সী গ্রহণ করিয়া দেশের সেবা ও আয় বৃদ্ধি করুন।

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল
প্রভিডেন্ট সোসাইটী লিমিটেড
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

১লা জুলাই—জার্ম্মাণ-সৈন্য কর্ত্তৃক সেবাষ্টোপোল দুর্গ, সহর ও বন্দর অধিকৃত।

২৪শে জুলাই—নিউগিনিতে পাপুয়ার উত্তর উপকূলে জাপানীদিগের অবতরণ।

২৭শে জুলাই—লালফৌজের রষ্টভ পরিত্যাগ।

৯ই আগষ্ট—ককেশাসে জার্ম্মাণদিগের অগ্রগতি ও লালফৌজের ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ।

১১ই আগষ্ট—আমেরিকান সৈন্যের সলোমোন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ।

১২ই আগষ্ট—মিঃ চার্চ্চিলের মস্কৌ আগমন।

২১শে আগষ্ট—ষ্ট্যালিনগ্রাড এলেকায় ভীষণ যুদ্ধ।

১লা অক্টোবর—নিউগিনিতে জাপানীদিগের পশ্চাদপসরণ।

২৩শে অক্টোবর—অষ্টম বাহিনী কর্ত্তৃক মিশরে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ।

৭ই অক্টোবর—সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদালক্যানেলে জাপসৈন্যের অবতরণ।

৯ই অক্টোবর—জাপদিগের আট্টু ত্যাগ।

৩রা নবেম্বর—মিশরে অক্ষশক্তির পশ্চাদপসরণ আরম্ভ।

৫ই নবেম্বর—ম্যাডাগাস্কারে যুদ্ধবিরতি।

৮ই নবেম্বর—উত্তর-আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের অবতরণ।

২০শে ডিসেম্বর—বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যের আরাকানে প্রবেশ। কলিকাতায় প্রথম জাপানী বোমাবর্ষণ।

৩১শে ডিসেম্বর—লালফৌজের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণে ষ্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চল হইতে মূল জার্ম্মাণ বাহিনীর বেগে পশ্চাদপসরণ।

১৯৪৩

১লা জানুয়ারী—লালফৌজের ভেলিকুলিকি পুনরধিকার।

১৭ই জানুয়ারী—অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ইরাকের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৮ই জানুয়ারী—লেনিনগ্রাডের অবরোধ উন্মুক্ত।

২৬শে জানুয়ারী—ক্যাসাব্লাঙ্কায় ১০ দিন ব্যাপী চার্চ্চিল-রুজভেল্ট আলোচনা সমাপ্ত।

২রা ফেব্রুয়ারী—তুর্কীতে মিঃ চার্চ্চিল। আদানা চুক্তি।

৩রা ফেব্রুয়ারী—ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ শেষ।

৯ই ফেব্রুয়ারী—জাপানীদিগের ওয়াডালক্যানাল ত্যাগ।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—লালফৌজের রষ্টভ ও ভরশিলভগ্রাড পুনরধিকার।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—লালফৌজের খারকভ পুনরধিকার।

১৫ই মার্চ্চ—লালফৌজের পুনরায় খারকভ পরিত্যাগ।

১১ই মে—আট্টুতে আমেরিকান বাহিনীর অবতরণ।

পূজার পরিচ্ছদে প্রসাধন !

পোষাক সকলেই পরে এবং সকলেই তৈরী করে, কিন্তু আপনার পরিচ্ছদের প্রসাধন হয় ডালিয়ায়—

এবার পূজায় ডালিয়া রুচির পরিচয় দিন

ডালিয়া

টেলারিং কোং লিঃ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আপনার উৎসবে...

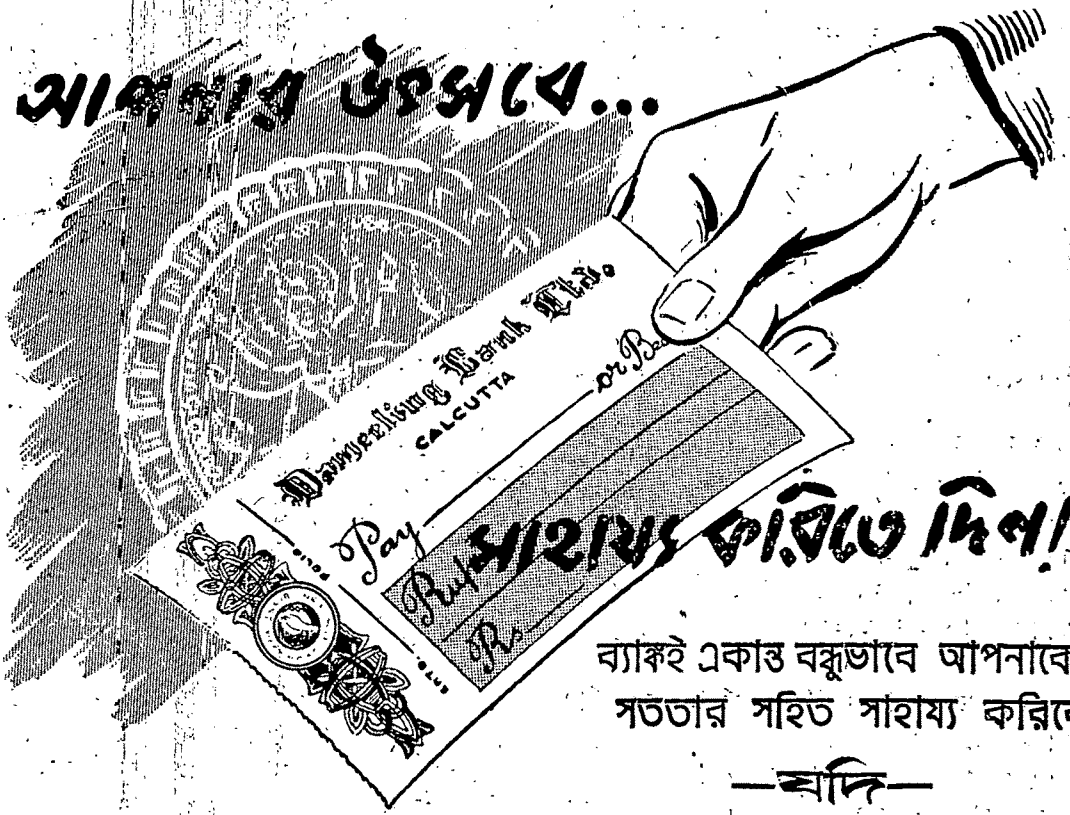

সাহায্য করিতে দিল!

ব্যাঙ্কই একান্ত বন্ধুভাবে আপনাকে
সততার সহিত সাহায্য করিবে

—যদি—

সুসময়ে আপনি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখেন। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকায় শুধু আপনার উৎসবের প্রয়োজন ও ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত করিবে তাহা নহে পরোক্ষে দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সাহায্য করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিবে।

একটী অর্থসঙ্গতিসম্পন্ন
সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক

টেলি: { ফোন—পি, কে, ২৬৮১
গ্রাম—রেনবো, কলিকাতা।

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ
কলিকাতা

১২ই মে—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক টিউনিস অধিকৃত হইলে ফ্রিকায় যুদ্ধ শেষ ও দক্ষিণ ইটালীতে মিত্রপক্ষের ক্রমণের সূত্রপাত।

২৩শে মে—আট্টুতে জাপানীদিগের প্রতিরোধ ষ।

৪ঠা জুলাই—নিউগিনিতে মিত্রপক্ষের আক্রমণ।

৫ই জুলাই—ওরেল, কুরস্ক ও বিয়েলগোরড এলাকায় রায় জার্ম্মাণ-আক্রমণ আরম্ভ।

১০ই জুলাই—মিত্রপক্ষের সিসিলিতে অবতরণ।

২৫শে জুলাই—মুসোলিনীর পতন ও বদগ্লিও সরকার ঠিত।

৪ঠা আগষ্ট—লালফৌজের ওরেল পুনরধিকার।

৬ই আগষ্ট—দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে প্রধান টী মুণ্ডা অধিকৃত।

১৭ই আগষ্ট—সিসিলির পতন।

২৩শে আগষ্ট—লালফৌজের খারকভ পুনরধিকার।

২৮শে আগষ্ট—নিউ জর্জ্জিয়া দ্বীপে জাপ-প্রতিরোধ ষ।

৩রা সেপ্টেম্বর—ইটালীর বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ। টালীর কানবারায় মিত্রপক্ষের অবতরণ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—প্রশান্ত মহাসাগরে লে'র পূর্ব্বে হুনন পসাগরে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যের অবতরণ।

৯ই সেপ্টেম্বর—নেপল্‌স অঞ্চলে মিত্রপক্ষের অবতরণ।

১১ই সেপ্টেম্বর—জার্ম্মাণদিগের নিকট রোমের আত্ম-মর্পণ।

১৬ই সেপ্টেম্বর—অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য কর্ত্তৃক জাপ-হস্ত হইতে লে অধিকৃত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—লালফৌজের ব্রিয়ানস্ক পুনরধিকার।

২৫শে সেপ্টেম্বর—লালফৌজের স্মলেনস্ক পুনরধিকার।

১লা অক্টোবর—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক নেপল্‌স অধিকৃত।

২রা অক্টোবর—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরে ফিন্‌স্‌চাফেন অধিকৃত।

১৩ই—অক্টোবর জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯শে অক্টোবর—মস্কোতে ত্রিশক্তি আলোচনা-বৈঠক। কর্ডেল হাল; ইডেন; মলোটোভ।

৩০শে অক্টোবর—মস্কোতে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত। য়ুরোপে যুদ্ধ হইতে উদ্ভূত অবস্থা বিবেচনার জন্য লণ্ডনে একটি য়ুরোপীয় উপদেষ্টা-কমিশন গঠনের প্রস্তাব গৃহীত।

২রা নবেম্বর—সলোমনে জাপানীদিগের শেষ ঘাঁটী বুগেনভিল আক্রমণ।

৬ই নবেম্বর—লালফৌজের কিয়েভ পুনরধিকার।

১৩ই নবেম্বর—লালফৌজের ঝিটোমির অধিকার।

১৯শে নবেম্বর—পাল্টা আক্রমণে লালফৌজের ঝিটোমির ত্যাগ।

২৯শে নবেম্বর—ষ্ট্যালিনকে তেহারাণে চার্চ্চিল কর্ত্তৃক সম্মানসূচক তরবারি উপহার।

১লা ডিসেম্বর—জাপানকে শীঘ্র পরাজিত করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য কাইরোতে রুজভেল্ট, চিয়াং-কাইসেক ও চার্চ্চিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সম্মিলন সম্পর্কে যুক্তবিবৃতি প্রচারিত।

তেহারাণে ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের মধ্যে আলোচনার পর তাঁহাদিগের যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান। ইহাতে য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পরিকল্পনা করা হয়।

বিশিষ্ট পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈজ্ঞানিক অনুমোদিত
ধর্ম্ম-কর্ম্মে সর্ব্বথা অনুকরণীয়

১৩৫২ সালের

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

বিজ্ঞাপনদাতৃগণ ও গ্রাহকবর্গ সত্বর হউন

বিক্রয়ার্থ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক

অফিস—৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী
মহাসমরের অশান্তির
মধ্যে "মা আনন্দময়ী"
আসিতেছেন। কিন্তু
মানুষের মনে শান্তি ও
আনন্দ কোথায়?
সে ই শা ন্তি ও
আ ন ন্দ দে বে:—

ক্লারিটা

মিউজিক স্যালুন

রেডিও, গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম ও
সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

১০ সি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা।

আমরা মেরামতের কাজ সুন্দররূপে করিয়া থাকি।

৪ঠা ডিসেম্বর—কাইরোতে তুর্কীর রাষ্ট্রপতি ইনেনু, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিলের মধ্যে সম্মিলন।

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান সৈন্যদের আক্রমণ।

৫ই ডিসেম্বর—কলিকাতায় প্রথম দিবালোকে বোমাবর্ষণ।

১৮ই ডিসেম্বর—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক নিউগিনিতে লাকোনা অধিকৃত।

২০শে ডিসেম্বর—ইটালীতে মিত্রসৈন্যের ওর্সোগ্না অধিকৃত।

২১শে ডিসেম্বর—প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক আরাওয়া অধিকৃত।

২৫শে ডিসেম্বর—নিউগিনির গ্লুস্টার অন্তরীপে আমেরিকান নৌবাহিনীর অবতরণ।

২৬শে ডিসেম্বর—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ইটালীর বন্দর অর্টোনা অধিকৃত।

৩১শে ডিসেম্বর—লালফৌজের ঝিটোমির পুনরধিকার।

১৯৪৪

৪ঠা জানুয়ারী—লালফৌজের পুরাতন রুশ-পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম।

৬ই জানুয়ারী—ইউক্রেণে লালফৌজের অগ্রগতি।

১২ই জানুয়ারী—লালফৌজ কর্ত্তৃক সার্নি অধিকৃত।

২৬শে জানুয়ারী—ইটালীতে মিত্রপক্ষের ক্যাসিনে সহরে প্রবেশ।

২৭শে— „ লেনিনগ্রাড সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণ কবলমুক্ত।

৩রা ফেব্রুয়ারী—লালফৌজের এষ্টোনিয়ার ৬ মাইল ভিতরে প্রবেশ। আরাকানে ৩ সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের আরম্ভ।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—লালফৌজ কর্ত্তৃক লেনিনগ্রাড এলাকায় শেষ জার্ম্মাণ-ঘাঁটি লুগা অধিকার।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক গ্রীণ দ্বীপ অধিকার ও সলোমন অভিযান সমাপ্ত।

২২শে ফেব্রুয়ারী—লালফৌজের ক্রিভয়রগ পুনরধিকৃত।

১লা মার্চ্চ—ফিনিস সরকারকে সোভিয়েটের সন্ধিসর্ত্ত প্রদান

২২শে মার্চ্চ—জাপানী সৈন্যের মণিপুর-সীমান্ত অতিক্রম।

৩রা এপ্রিল—প্রুথ নদী অতিক্রম করিয়া লালফৌজের খাস রুমানিয়ায় প্রবেশ।

৮ই এপ্রিল—চেকোশ্লোভাক-রুমানীয় সীমান্তে লাল-ফৌজ উপনীত।

১০ই এপ্রিল—লালফৌজ কর্ত্তৃক ওডেসা বন্দর পুনরধিকৃত।

১১ই এপ্রিল—লালফৌজের কার্চ্চ পুনরধিকার।

১৯শে এপ্রিল—আমেরিকা কর্ত্তৃক উত্তর সুমাত্রার াং ও লোঙ্গা আক্রমণ।

২২শে এপ্রিল—ফিন্‌ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক সোভিয়েট সন্ধিসর্ত্ত ত্যক্ত।

২৫শে এপ্রিল—মিত্রপক্ষের নিউগিনিতে হোল্যাণ্ডিয়া কৃত।

৯ই মে—লালফৌজের সেবাষ্টোপোল পুনরধিকার।

১৭ই মে—সমগ্র ক্রিমিয়া জার্ম্মাণ-কবলমুক্ত।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে জাপানী প্রধান ঘাটী সুরাবায়া কৃত।

১৮ই মে—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ক্যাসিনো অধিকৃত।

১৯শে মে—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরে ডকি অধিকৃত।

২৩শে মে—আঞ্জিও ঘাঁটীতে মিত্রপক্ষের আক্রমণ রম্ভ ও ইটালীর যুদ্ধের নূতন পর্য্যায় আরম্ভ।

২৮শে মে—আমেরিকান সৈন্যদিগের স্কাউটেন দ্বীপ-র বিয়াক দ্বীপে অবতরণ।

৪ঠা জুন—মিত্রপক্ষের রোমে প্রবেশ।

৬ই জুন—মিত্রপক্ষের ফ্রান্সের নর্ম্মাণ্ডি উপদ্বীপে অব-ণ; য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন আরম্ভ।

১৩ই জুন—ক্যারোলিয়ান যোজকের সন্নিকটে ফিনিস. গদিগকে রুশ বাহিনীর আক্রমণ।

১৪ই জুন—ফিন্‌ল্যাণ্ডের নূতন ম্যানারহীম ব্যূহে ভিয়েট আক্রমণ।

১৫ই জুন—আমেরিকান সৈন্যের সাইপান দ্বীপে তরণ।

১৮ই জুন—ইংলণ্ডে উড়ন্ত বোমা প্রেরণ আরম্ভ।

১৯শে জুন—ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক এলবা অধিকৃত।

২০শে জুন—ফিন্‌দিগের ভাইপুরী ত্যাগের সংবাদ।

২২শে জুন—হেলসিঙ্কি অধিকৃত হইবার আশঙ্কা।

২৩শে জুন—কোহিমা-ইম্ফল সড়ক জাপানী-কবল-হইবার সংবাদ।

হোয়াইট রুশিয়ায় মগোলিভের দক্ষিণ হইতে য়াটেবস্ক পর্য্যন্ত রণাঙ্গনে রুশিয়ার নূতন আক্রমণ রম্ভ।

২৬শে জুন—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক মোগং এবং সেরবুর্গ র অধিকৃত। রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক ভাইটেবস্ক কৃত।

২৮শে জুন—রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক মোগলিয়েভ ধিকৃত।

২রা জুলাই—সেরবুর্গ উপদ্বীপে জার্ম্মাণ-প্রতিরোধ ষ।

৪ঠা জুলাই—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক উখরুল অধিকারের বাদ।

মোহন কুকার

স্বাস্থ্যই সম্পদ—কিন্তু অজ স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে "মোহন কুকারে" প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয় কি?

এন ব্রাদার্স

৩৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন: বি, বি, ৩৬০৪

বিনা অস্ত্রে

হার্নিয়া আরোগ্য

অন্ত্রবৃদ্ধি বা হার্নিয়া রোগে কেন আপনি কষ্টভোগ করিতেছেন? আমাদের দৈব চিকিৎসায় বহু লোক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগের অবস্থা লিখিয়া হার্নিয়ার আরোগ্য সংবাদ ও নিয়মাবলী গ্রহণ করুন। বিদেশে থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিতে পারিবেন। চিকিৎসক—

এইচ, সি, রায়—দৈব চিকিৎসা-আশ্রম

১১৮নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ঋতু-উদয়

রেজিঃ (Mixture) স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যত দিনের ও যে কোন কারণে আশঙ্কিত ঋতু-বন্ধ ২৪ ঘণ্টায় স্রাব করাইয়া বিপত্তি দূর করে। মূল্য ২৷৷০, মাশুল ৸০, চুক্তিও নিয়া থাকি। জন্ম-নিরোধ স্থায়ী ৪৲, অস্থায়ী ১৸০।

ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী H.M.E. ১৪৬, শ্যামহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ

টাকপড়া, তোতলাম, মুখ ব্রণাদির দাগ মারাত্মক নহে কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তিকর।

উপায় থাকিতে কষ্টভোগ করেন কেন? আমাদের চিকিৎসা-প্রণালী পরীক্ষা করুন। ঔষধের মূল্য ২৷৷০ টাকা ও তদূর্দ্ধ, মাশুলাদি স্বতন্ত্র। সময়—বৈকাল ৪৷৷ হইতে ৫৷৷টা।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-ই, ভিষগাচার্য্য

৮১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তৈরী করার অসুবিধা আর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার দরুণ আজকাল হয়ত আর যত দরকার তত ঢাকেশ্বরীর শাড়ী পাচ্ছেন না। তবু যেগুলো পাচ্ছেন, তাই বিশেষ যত্ন নিয়ে পরুন। পরে সুখ আর পরতে দিয়ে সুখ, মোলায়েম ও টেঁকসই এমন সুন্দর জিনিষ আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—শ্রীসূর্য্য কুমার বসু।

DCB-17

৭ই জুলাই—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক ডাচ নিউগিনির নিকট ম্যালিন দ্বীপ অধিকারের ঘোষণা।

৮ই জুলাই—সাইপান দ্বীপে মিত্রপক্ষের জয় সম্পূর্ণ।

১২ই জুলাই—রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বাল্টিক রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ।

১৫ই জুলাই—ওয়ারশ'র দিকে রুশ-অভিযান আরম্ভ।

১৯শে জুলাই—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ইটালীতে লেগহর্ণ বন্দর অধিকৃত।

২০শে জুলাই—জাপানে টজো মন্ত্রিসভার পতন। জেনারেল কুনাইকি কয়সো কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত।

হিটলারের জীবন-নাশের তথাকথিত চেষ্টা।

২২শে জুলাই—মধ্য-পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ।

২৬শে জুলাই—রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক নার্ভা অধিকৃত।

২৯শে জুলাই—রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক ওয়ারশ'র বহির্ব্যূহ আক্রমণ।

১লা আগষ্ট—ওয়ারশ'র উপকণ্ঠ প্রাগায় রুশ-সৈন্যের আক্রমণ। পূর্ব্ব প্রুশিয়া অভিমুখে রুশ অভিযান আরম্ভ। বাল্টিক অঞ্চল হিটলার বাহিনী পরিবেষ্টিত। ফিনিশ রাষ্ট্রপতি রাইতির পদত্যাগ ও ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহীম নূতন রাষ্টপতি নিযুক্ত।

২রা আগষ্ট—উত্তর ফ্রান্সে বৃটানী উপদ্বীপের যুদ্ধ আরম্ভ।

৪ঠা আগষ্ট—সোভিয়েট সরকারের সহিত সন্ধিসর্ত্ত আলোচনার জন্য ফিনিশ প্রতিনিধিদিগের ষ্টকহলমে উপস্থিতির সংবাদ।

৫ই আগষ্ট—জার্ম্মাণসৈন্যদিগের প্রায় বিনাযুদ্ধে বৃটানী ত্যাগের উদ্যোগ। রুশসৈন্য পূর্ব্ব-প্রুশিয়ার সীমান্তে উপনীত।

৬ই আগষ্ট—মিত্রসৈন্য কর্ত্তৃক টামু অধিকারের সংবাদ। আমেরিকান সৈন্য বৃটানীর ব্রেষ্ট বন্দরে উপনীত।

৭ই আগষ্ট—কৌনাসে জার্ম্মাণদিগের সোভিয়েট সৈন্যদিগকে দৃঢ় প্রতিরোধ।

১২ই আগষ্ট—মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক ইটালীতে ফ্লোরেন্স অধিকার। সমগ্র বাল্টিক রণাঙ্গনে তীব্রতম যুদ্ধ।

১৫ই আগষ্ট—দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলে মিত্রপক্ষের অবতরণ।

১৯শে আগষ্ট—নর্ম্যাণ্ডির যুদ্ধ শেষ। জার্ম্মাণ-সৈন্যের দ্রুত পশ্চাদপসরণ।

২৩শে আগষ্ট—প্যারিস মুক্ত।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ভারতবর্ষের বৃহত্তম জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক

(স্থাপিত—ডিসেম্বর ১৯১১)

অনুমোদিত মূলধন	...	৩,৫০,০০,০০০৲
বিক্রীকৃত মূলধন	...	৩,৩৬,২৬,৪০০৲
পরিশোধিত মূলধন	...	১,৬৮,১৩,২০০৲
রিজার্ভ ও অন্যান্য ফাণ্ড	...	১,৭০,৫৮,৬০০৲
৩০।৬।৪৪ তারিখে ডিপোজিট		৮৯,৮১,৪১,০৭০৲

হেড আফিস—**মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট, বোম্বে।**

ভারতের সর্ব্বত্র ২৪০টির অধিক ব্রাঞ্চ ও পে আফিস আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—**মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন** জে, পি

ডিরেক্টরগণ—

স্যার এইচ, পি, মোদী, কে, বি, ই, (চেয়ারম্যান)
মিঃ হরিদাস মাধবদাস
মিঃ আর্দ্দেশীর বি, ডুবস
মিঃ দিনশা ডি, রোমার
মিঃ ভিটলদাস কানজী
মিঃ নূর মহম্মদ এম, চিনয়
মিঃ বাপুজী দাদাভাই লাম
মিঃ ধরমশী মূলরাজ খটাউ
মিঃ হরমসজী ফ্রামজী কুমিশারিয়াট

লণ্ডন এজেণ্টস—মেসার্স বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও মেসার্স নিউলণ্ড্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নিউ ইয়র্ক এজেণ্টস—ন্যাশনাল ষ্টেট কোং অফ নিউ ইয়র্ক

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়—আবেদন করিলে সর্ত্তাদি জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাঞ্চসমূহ—

মেন অফিস—১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট; বড়বাজার—৭১, ক্রস ষ্ট্রীট; নিউ মার্কেট—১০, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; শ্যামবাজার—১৩৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট; ভবানীপুর—৮এ, রসা রোড।

বাংলার ব্রাঞ্চসমূহ—ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, জলপাইগুড়ি, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, কালিম্পঙ ও কুলটী।

বিহারের ব্রাঞ্চসমূহ—জামসেদপুর, মজাফরপুর সাসারাম, গয়া, ছাপরা, জয়নগর, সীতামারী, বেটিয়া, মধুবনী, নাগরিয়া, রক্সৌল, কাটিহার, কিষণগঞ্জ, ফরবেসগঞ্জ, নৌগাছিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, পাটনা সিটী, পাটনা, বালিয়া, বৈরাগনিয়া, কোলগঞ্জ, সমস্তিপুর ও পুরুলিয়া।

উড়িষ্যা ব্রাঞ্চসমূহ—কটক।

বঙ্গদেশ কি রক্ষা পাইবে ?

[শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে বঙ্গদেশ অনেক স্থানে জঙ্গল হইয়া যায় ও আজিকার সমস্যাগুলি সে দিনও সমান ভাবে প্রবল হইয়াছিল। শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'ইং ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ' নামক পুস্তকে উদ্ধৃত প্রামাণ্য সরকারী বিবরণ প্রভৃতি হইতে আমরা দেখিতে পাই, ঐ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে বীরভূমে ৬ হাজার পল্লী-মণ্ডলী কৃষিকার্য্য করিত—দুর্ভিক্ষের ১৫ বৎসর পরে মোট ৪ হাজার ৪ শত মণ্ডলী কায করে আর ২০ বৎসর পরে খাজনা দিতে অক্ষম বন্দীদিগের দ্বারা কারাগার পূর্ণ রহিয়াছে। দশ বৎসর পরে জিলা দুর্ভেদ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বাঘ মারিলে একটি কৃষক পরিবারের তিন মাসের খরচ পুরস্কার দিতেছেন। বিষ্ণুপুরে জমীদাররা প্রজার অভাবে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া অপর জমিদারের প্রজা ভাঙ্গাইতেছেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টমাস লো লিখিতেছেন, পাহাড়ীয়া জাতি আনিয়া চাষের চেষ্টা হইতেছে এবং তৎসত্ত্বেও বঙ্গ-দেশের কাহারও মতে এক-তৃতীয়াংশ, কাহারও মতে দুই-তৃতীয়াংশ, কাহারও মতে অর্দ্ধেক জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে।

আমরা যদি এখনও সাবধান না হই ও সকল কথা ভুলিয়া কিরূপে বাঙ্গালী জাতি রক্ষা পায়, সেই চেষ্টা না করি, তাহা হইলে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের অন্ততঃ ১৫ মাস পূর্ব্বে বর্ত্তমান লেখক ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"পাটচাষ গত বৎসর যাহাতে অধিক না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদিগের (অর্থাৎ বাঙ্গালা সরকারের) অবিলম্বে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। * * * এই বিষয়ে তাঁহারা যদি অবহিত না হন তাহা হইলে আগামী ফসলে কেবল যে পাটের দর কম হইবে তাহা নহে, পরন্তু, ধান্যের চাষ

শারদীয় উৎসবের দিনে—

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্প তাঁতের শাড়ী আপনার ছন্দিত দেহকে অপরূপ রূপমাধুর্যে লীলায়িত ক'রে তুলুক।

তন্তুশিল্পালয়ের বিপুল আয়োজন আপনার রুচি অনুযায়ী শাড়ী নির্ব্বাচনে সাহায্য করবে।

বঙ্গলক্ষ্মী

৮৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
(চিত্রা সিনেমার একটু পাশেই)
ফোন-বি,বি, ৪৩০৯

কম হওয়ায় ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর অসুবিধা থাকায় বঙ্গদেশে অন্নাভাব ঘটিতে পারে।"

'ষ্টেট্‌সম্যান্' দুর্ভিক্ষের ৬ মাস পূর্ব্বে আশঙ্কা প্রকাশ

কলিকাতায় দুর্গত

করিয়াছিলেন। আমরা যে আরও ৯ মাস পূর্ব্বে বিপদের ভয় প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিতেছি, তাহা আত্মশ্লাঘা প্রকাশের জন্য নহে; পরন্তু আগামী সঙ্কট যে গত বৎসরের অপেক্ষা প্রবল হইবে আমাদিগের এই অভিমত দেশের সকল শ্রেণী যেন একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন। দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষোত্তর সমস্যাগুলি প্রধানতঃ অর্থনীতির সহিত জড়িত, সুতরাং এগুলিকে বিশুদ্ধ অর্থনীতির পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ও সেই ভাবে বিচার করিতে হইবে। উহা করিতে যাইয়া যদি অপ্রিয় সমালোচনা করিতে হয় তাহা করিতে হইবে।

কলাপাতে ভাত

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এক বৎসরে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, ১১৭৩ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল, আবার ১১৭৫ সালে আশ্বিন কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। ইহাতে ১১৭৬ সালে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ে।

ব্রহ্মদেশ পুনরধিকৃত হইলে আমাদিগের চাউলের সমস্ত মিটিবে বলিয়া আমরা যে আশা করিয়াছিলাম, তাহাও বুঝি নিষ্ফল হইতে চলিল। কারণ, গত ৩রা আগষ্ট ইংরেজ বণিক্ সমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' লিখিতেছেন, জাপানী অধিকারে ব্রহ্মে কৃষিকার্য্য অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়াছে। বৎসরে ৬৫ লক্ষ টন চাউলের পরিবর্ত্তে ২০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইতেছে ও তাহাতে ব্রহ্মের নিজের ১৫ লক্ষ টন অভাব পড়িতেছে।

এ দিকে যে সরকারী নিরুদ্বেগ মনোভাব হইতে গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি এ বারেও তাহা পূর্ণভাবে প্রকট রহিয়াছে।

সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ইংরেজী ১৯৪৪ অব্দের প্রথম ৪ মাসে বরিশাল জিলায় মৃত্যুসংখ্যা ৪৩৯০৬ আর গত বৎসরে ঐ সময়ে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২৬৯৫৩। অন্য সকল জিলার হিসাব লইলে অবস্থা একইরূপ দেখা যাইবে। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার গভর্ণর মিষ্টার কেসী বলেন, আমরা বিপদ প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছি ঠিক সেই সময়ে ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বলেন, এই প্রদেশে প্রায় ২ কোটি লোক রোগাক্রান্ত তাহার পর বর্ষা আসিয়াছে, ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ম্যালেরিয়া প্রতি বৎসরই হয় কিন্তু এ বার অধিক লোক জ্বরে পড়িতেছে।

FOR FOUNTAIN PEN & STATIONERY —
DHAR BROTHERS (REGD.
82, HARRISON RD. CALCUTTA

৭ দিনে চুল পড়া বন্ধ হয়। মণি ধরের "স্কাল্প টনিক" (রেজিঃ।

শরীর অপুষ্ট থাকিলে সহজে রোগ হয়। সার চার্লস ইলিয়ট ও সার থিয়োডর মরিশন-প্রমুখ ইংরেজ শাসক ও অর্থনীতিক বলিয়াছেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক সারা বৎসর পেট পুরিয়া খাওয়া কাহাকে বলে তাহা জানে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কৃষক যাহা খায় তাহা খাইয়া একটা ইন্দুর অধিক দিন

কলিকাতায় চৌমাথায় মৃত্যু

সুস্থ থাকিতে পারে না। যখন ৪ টাকা মণ চাউল ছিল, তখনই এই অবস্থা। এখন ১৬ টাকা মণ চাউল খাইয়া কত দিন লোক বাঁচিবে? বর্দ্ধমান জিলার পল্লীগ্রামে দরিদ্র ভদ্রলোকরা গত দুর্ভিক্ষে ঘটি বাটি পর্য্যন্ত বেচিয়া ৪০ টাকা মণ চাউল কিনিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা কলা-পাতায় ভাত খাইতেছেন। ইহা আমরা দেখিয়াছি। গ্রামের পর গ্রাম ব্যাপিয়া লোকের এই দুর্দ্দশা। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এই অবস্থা। যাহারা জমি, বাটী, করগেট টিন, তৈজসপত্র প্রভৃতি বেচিয়া কোনরূপে এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা গত বৎসর অন্ততঃ পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছিল; কিন্তু এখন বেচিবার কিছু না থাকায় তাহাদিগকে অপূর্ণ আহারে থাকিতে হইতেছে, তাহারা বাড়ীশুদ্ধ সকলে কিছু কিছু করিয়া অন্ন খাইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অপুষ্টি ও রোগ।

গাঙ্গুলী ব্যারাকে কি দেখিলাম

কলিকাতার অন্তর্গত চেতলার নিকটে গাঙ্গুলী ব্যারাক বলিয়া অনেকগুলি বাড়ী আছে। ইহাতে প্রায় ৪শত ঘর লোকের বাস। সকলেই দরিদ্র, ভদ্রশ্রেণীর, কলিকাতার বিভিন্ন অফিসে কায করেন, মাসিক বেতন সাধারণতঃ ৫০ হইতে ১শত ২০ টাকা। এসবগুলি পরিবার ছেলে-মেয়ে লইয়া বাস করে; কিন্তু কখন গোয়ালাকে এখানে আসিতে দেখা যায় না। রাত্রি ৯টার পর শিশু-গুলিকে আর শান্ত রাখা যায় না। তখন পিতারা তাহাদিগকে কোলে করিয়া ভুলাইবার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। এই যে বঙ্গদেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্মাবধি পেটে একটু দুধ পড়িল না, ইহারা কত দিন বাঁচিবে? দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে স্বাভাবিক সময়ে কলিকাতায় ৫ টাকা মণ চাউল বিক্রীত হইত, এখন তাহা ১৬ টাকার উপর দামে কিনিতে হইতেছে। চাউলের দর চড়িলে বাঙ্গালায় সকল জিনিষের দর সেই অনুপাতে চড়িতে বাধ্য এবং ঠিক তাহাই হইয়াছে। যাঁহারা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন ও সম্প্রতি বাড়ী পরিবর্ত্তন করেন নাই তাঁহাদিগের ভাড়াটি কেবল ঠিক আছে। সুতরাং যাঁহারা এখন এক শত টাকা মাহিয়ানা পাইতেছেন, তাঁহারা স্বাভাবিক সময়ের হিসাবে ৩৩ টাকা পাইতেছেন ধরিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কলিকাতার বড় বড় অফিসগুলি (ইহাদিগের মধ্যে ইংরেজ ও মাড়বারীদিগেরই অধিক) যুদ্ধে প্রভূত লাভ করিতেছে, কেন্দ্রী সরকারকে মোটা টাকা অতিরিক্ত লাভ-কর দিতেছে অথচ কেরাণী-দিগের বেলায় সাধারণ বেতন-বৃদ্ধি, দুর্ম্মূল্যতার জন্য সাময়িক সাহায্য প্রভৃতি শতকরা ৪০ হইতে ৫০ টাকার অধিক নহে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িল তিন গুণ, অথচ আয় হইল মাত্র দেড় গুণ। সরকারী অফিস ও রেলে যাঁহারা যুদ্ধের কাযে যেখানে প্রয়োজন যাইবার চুক্তি

বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান
হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ
এসিওরেন্স লিঃ
স্থাপিত—১৮৯১ সর্ব্বনিম্ন প্রিমিয়াম
নিশ্চিত বোনাসের হার ২৫৲ পর্য্যন্ত হাজার প্রতি
লাভজনক হারে এজেন্সীর জন্য আজই অনুসন্ধান করুন।
হিন্দু মিউচুয়াল হাউস
১৪, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহি করেন নাই তাঁহাদিগেরও এই ব্যবস্থা। ইঁহারা দুধ, ঘি যাহা সামান্য কিনিতেন, বন্ধ করিয়াছেন ; সস্তায় রাঙ্গা আলু, কচু কিনিতেছেন ; কন্যার বিবাহের জন্য যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন বা করিতেন তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিতেছেন, চিকিৎসার ব্যয় হ্রাস করিয়াছেন এবং অনেকে পৈত্রিক সামান্য যাহা জমিজমা ছিল তাহা বেচিয়া ফেলিতেছেন। খাদ্য ও বস্ত্রের মূল্য বর্ত্তমান হারে চলিলে কলসীর জল গড়াইতে গড়াইতে ইঁহারা প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন ও ইঁহাদিগকেও অপূর্ণ আহার অভ্যাস করিতে হইবে। অনেককে এখনই তাহা করিতে হইতেছে। দুই চারি ছয় মাসের মধ্যে এই শ্রেণীর বাকী সকলকে এই পথে আসিতে হইবে। পণ দিবার অক্ষমতার জন্য বহু পিতা কয়েক বৎসর ধরিয়া "নেই কাজ ত খই ভাজ" হিসাবে কন্যাগণকে স্কুল-কলেজে পাঠাইতেছেন এবং ইহারাই তথা-কথিত কমিউনিষ্ট সাজিতেছে এবং ইহাদিগের আকর্ষণে কমিউনিষ্ট যুবকদিগের সংখ্যা দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি, মহামতি কার্ল মার্ক্স যে কমিউনিজম্ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আদরের জিনিষ এবং প্রাচীন হিন্দুর সমাজবিন্যাসের সঙ্গে তাহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এক সময়ে এই ভারতে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের আবরণে ব্যভিচারের মোহে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর সংখ্যা অপরিমেয় হইয়াছিল ও আচার্য্য শঙ্কর সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করেন। আজ সার্দ্ধ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণী অবিবাহিত থাকার অনিবার্য্য ফল—দুর্নীতির স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার উপর বর্ত্তমান পণ্যমূল্য চলিতে থাকিলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের (ইঁহারাই অধিকাংশ চাকুরিয়া) শতকরা ৯০টি বালিকার যদি বিবাহ না হয় তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, চিন্তা করিতে ভয় হয়। গত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীতে মার্ক মুদ্রা যখন মূল্যহীন হইয়া গেল তখন বহু ভদ্র পরিবার নিঃসম্বল হইয়া যায় ও এই সকল নারী ঘৃণ্য বৃত্তি-দ্বারা অর্থার্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। হিটলারের অভ্যুত্থানের তাহাই অন্যতম

জননী ও মৃতপ্রায় শিশুদ্বয়

কারণ। যে সঙ্কট আসিতেছে, এখন হইতে তাহার বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত নহে কি ?

ঘুঁটে পুড়ে, গোবর হাসে

আর্থিক অবস্থার দিক্ হইতে বিচার করিলে বাঙ্গালার সমাজকে ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ধনী। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে যাঁহারা বৎসরে হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ আয়ের লোক তাঁহারা ভোট দিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভাকে বিলাতের হাউস অফ লর্ডসের অনুরূপ ধরা হইয়াছে। এখন ৫ শত টাকার মূল্য ১ শত ৬৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা মাসে ৫ শত টাকা আয় করেন, তাঁহাদিগকে ধনী বলা চলে না। ১৫ শত টাকাকে এখন সীমারেখা গণ্য করিতে হইবে। ইহাতে যেমন পূর্ব্বের অনেকে বাদ পড়িবেন, তেমনই যুদ্ধের লাভে স্ফীত

এক শত বৎসরের অধিক স্থাপিত।

ফোন ৫৯৮৮ বি, বি,

স্কাটা ও নিক্তি

নগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার

সন অফ

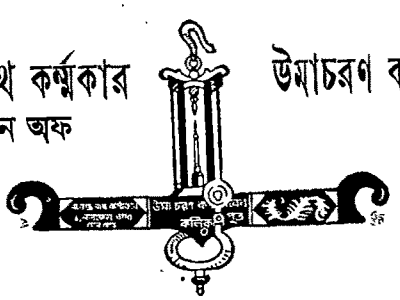

উমাচরণ কর্ম্মকার

বিক্রয় ও মেরামত

ফোন ৫৯৮৮ বি, বি,

আফিস—
২০৮, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার।

বা ১১৩ নং মনোহর দাস চর্ক
রুম নং ১৮৯ (উত্তর ফটক)

প্রোপ্রাইটর—মাখনলাল কর্ম্মকার

ভারত গভর্ণমেণ্টের কাঁটার কণ্ট্রাক্টর। কারখানা—নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা।

অর্ডার-পত্র লিখিবার সময় প্রোপ্রাইটারের নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শরৎ এলো

আবার শরৎ এলো : যেন প্রকৃতি নিজেই স্থলপদ্ম আর শিউলীর সম্ভার সাজিয়ে উৎসবে মেতেছেন। ঘন নীল আকাশে তুষারশুভ্র মেঘের টুক্‌রো। বাংলায় সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার উপযোগী ঋতু শরৎই। এই শরতের দিনে এক পেয়ালা ভালো চা আপনার নিশ্চয়ই চাই। ভ্যালি-ভিউকে ভুলবেন না।

ভ্যালি-ভিউ চা

ভ্যালি-ভিউ টি কোঃ কলিকাতা ও দিল্লী

অনেকে এই দলভুক্ত হইবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে নগণ্য সংখ্যা ব্যতীত গত দুর্ভিক্ষে কেহ দরিদ্রকে সাহায্য করে নাই। আমরা একটি ছোট সহরের হিসাব জানি। তথায় ১২ জন লক্ষ টাকা বা তদূর্দ্ধ সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে ২ জনের ২৫ লক্ষের অধিক ও এক জনের অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা আছে। কিন্তু এই ১২ জনের মধ্যে এক জন ২শত ৫০ ও আর এক জন এক শত টাকা দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এইরূপ হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্য-নিবাস মধুপুরে, আমরা জানি, বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে ৩ শত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। তথা হইতে এক জন ধনী স্বতন্ত্র ৪ শত টাকা পাঠাইয়া দেন। চাঁদার ৩ শত টাকার মধ্যে ৩ জনের নিকট মোট ১৫ টাকা পাওয়া যায় ও অবশিষ্ট টাকা সামান্য এক শত দেড় শত টাকার পেন্সনভোগী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট ছোট দোকান-দারদিগের নিকট সংগৃহীত। অথচ ঐ সহর প্রধানতঃ বাঙ্গালী ধনীদিগের দ্বারাই অধ্যুষিত। কলিকাতার—তথা সমগ্র বঙ্গদেশে কয় জন বাঙ্গালী লক্ষ টাকা গত দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছেন? আমরা মেদিনীপুরের শ্রীরাজ-কুমার সিংহ ও হাওড়ার শ্রীআলামোহন দাস ব্যতীত আর কাহারও নাম জানি না। কেহ জানাইলে অবশ্য বাধিত হইব। বাঙ্গালী বিত্তশালী শ্রেণী যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা যে একেবারে পার পাইবেন তাহা যেন মনে না করেন। কেন্দ্রী সরকারের অর্থসদস্য সার জেরেমী রেইস্‌ম্যান্ গত বাজেট বক্তৃতায় মৃত্যুকর বাঞ্ছনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও সম্প্রতি ভারত সরকারের এই কর বসাইবার অধিকার আছে কি না তাহা যুক্ত-রাষ্ট্র বিচারালয়ে নির্দ্ধারণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত অর্থনীতিক অধ্যাপক সি, এন্, ভকিল এই কর সমর্থন করিয়াছেন ও বাঙ্গালার ধনীরা যদি এখনও বুঝিয়া না চলেন, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গদেশ এই কর সমর্থন করিবে। টাকার বিনিময়-মূল্যের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালার রায়ই বজায় থাকে। এমন দিন নাই যে-দিন কোন না কোন ধনী মরিতেছেন না। এইরূপ স্থলে ত্যক্ত সম্পত্তির শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত রাজকোষে চলিয়া যাইবে। অবশ্য দরিদ্রের দেয় লবণ-কর প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা হইবে। যত দিন দেশে লালা বাবু, মতিলাল শীল, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, মহারাজ সূর্য্যকান্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি দানবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তত দিন ধনি-নির্ধনে সংঘর্ষ বাধে নাই। প্রতীচীর ভোগসর্ব্বস্ব সভ্যতার স্রোতে যদি ধনীরা গা ভাসান্ তাহা হইলে প্রতীচীর কমিউনিজম্ প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ড দিবে। দুর্ভিক্ষ যখন ভীষণ ভাবে চলিতেছিল, তখন লালা কুশলচাঁদ বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ধনীরা মুক্তহস্তে দান করিতেছেন না। মসলেম লীগের সেক্রেটারী নবাবজাদা লীয়াকত আলি খাঁ পূর্ব্ববঙ্গের এক সভায় বলেন, অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী মুসলমানরা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যে বিরত আছেন।

কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ
ইনি এখনও স্বগ্রামে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে দরিদ্র-লোকের বাটীতে মুটের মাথায় করিয়া চাউল পৌঁছাইয়া দিতেছেন

গরু মেরে জুতা দান

যুদ্ধের পূর্ব্বে লোক-প্রতি আহারের ব্যয় মাসে ৫ টাকা পড়িত, কাপড়, জামা ছাতা ও জুতাতে ১ টাকা ৮ আনা ও বাড়ী ভাড়া বা যাহাদিগের নিজের বাড়ী তাহাদিগের মিউনিসিপ্যালিটির কর ও মেরামতী খরচ প্রভৃতিতে ৪ টাকা খরচ হইত। এখন সেই খাওয়া-পরাতে প্রায় ২০ টাকা ও বাড়ীর খরচে ৪ টাকা মোট ২৪ টাকা লাগিতেছে। কারণ, কাপড়ের দাম হ্রাস পাইলেও এখন যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় তিনগুণ আছে। যে সকল পরিবারের আয় মাথা-পিছু ২৪ টাকার কম, সেগুলি বিনা সাহায্যে অধিক দিন থাকিতে পারে না, অপুষ্টি-জনিত রোগে শেষ হইয়া যাইবে। শিশুর ব্যয় পূর্ণ-বয়স্কের সমান ধরা হইয়াছে; বরং অধিক হইবে কিন্তু অল্প হইবে না। যাহাতে এই সাহায্য গ্রহণকারীর আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা করিতে হইবে। ধনীরা

কর্ম্মচারীদিগের বেতন এই হিসাবে বৃদ্ধি করিবেন। লৌহ, কয়লা, কাগজ পেন্সিল কালি প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম, নারিকেল দড়ি, আলকাতরা, কাপড়, মিষ্টান্ন মনোহারী দ্রব্য প্রভৃতির দোকান—এই সকল ব্যবসায়ে বাঙ্গালী এখনও সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই দোকানগুলিতে ও বাঙ্গালীর কাপড়ের কল, পাটকল, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতিতে যদি কর্ম্মচারীরা উপযুক্তরূপ বেতন-বৃদ্ধি পান তাহা হইলে ইংরেজ ও মাড়োয়ারী বণিকরা অনুরূপ বেতন বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবেন, ফলে বহু বাঙ্গালী বাঁচিয়া যাইবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখনও চেষ্টা হয় নাই। কর্ম্মচারীদিগকে অর্দ্ধাহারে রাখিয়া অতিরিক্ত লাভকর দিতে হইবে এ কথা সরকার বলিয়া দেন নাই বরং কাপড়ের কলওয়ালারা যে অসঙ্গত লাভ করিয়া অতিরিক্ত লাভকর দিতেছেন, তাহাতে সার জেরেমী রেইস্‌ম্যান্ আপত্তিই জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে জীবনযাত্রার ব্যয় বিভিন্ন হারে বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রমিকের এই ব্যয় ১০০ ধরিয়া দেখা যায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে ইহা ১৮৫, বোম্বাইয়ে ২২৫ ও কানপুরে ৩৪১ দাঁড়াইয়াছে। অতিরিক্ত লাভকর সমগ্র ভারত হইতে আদায় হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে কর্ম্মচারীদিগকে জীবনযাত্রার ব্যয়ের অনুরূপ বিভিন্ন হারে বেতন না দিলে কি করিয়া চলিবে?

হিন্দুর সমাজতন্ত্রবাদ

কিসে লোককে ভিক্ষুকে পরিণত না করিয়া সাহায্য করা যায় তাহার শত উপায় আমাদিগের সমাজ-ব্যবস্থায় আছে। দুর্গোৎসব তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতে মুচি বাদক পর্য্যন্ত কায পায়। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, চাঁপদানীর ৺শরৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেওড়াফুলী হইতে ভদ্রেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। কাঙ্গালী যে আসিত সে খাইত ও একখানি করিয়া নূতন কাপড় পাইত। ১৮ মাইল দূরে হাওড়া সালিখার কাঙ্গালীকে আমরা কাপড়ের জন্য চাঁপদানীতে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। শরৎ বাবু কেবল দুর্গোৎসবই করিতেন না, তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। এই যুদ্ধে সমর বিভাগের কণ্ট্রাক্টরী করিয়া অনেক বাঙ্গালী তাঁহার তুলনায় অধিক অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু কে চারিখানি বৃহৎ গ্রামের প্রতি লোকের মাসে সাত দিনের খরচ বাঁচাইয়া দিতেছেন? পূর্ব্বে শরৎ বাবুর মত দাতা বঙ্গদেশে অনেক ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স

কোম্পানী লিমিটেড

হেড অফিস—ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্, মিশন রো, কলিকাতা।

পলিসি-হোল্ডার অথবা এজেণ্ট হিসাবে কোন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার আগে দেখিবেন কোম্পানীটি সত্যই প্রগতিশীল কি না।

গত বৎসরে ইণ্ডিয়ান ইকনমিকের প্রগতির পরিচয় নীচে দেওয়া গেল:

নূতন কাজ বৃদ্ধি—শতকরা ৫৬ ভাগ

প্রিমিয়ামের আয় বৃদ্ধি—শতকরা ৯৮ ভাগ

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠান

ডিরেক্টর বোর্ড

শ্রীযুক্ত এস্, এম, ভট্টাচার্য্য, চেয়ারম্যান — শ্রীযুক্ত টি, সি, চ্যাটার্জ্জি

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, এম্-এল্-এ — শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার।

শাখাসমূহ—বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, এলাহাবাদ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, নাগপুর, পাটনা, শিলং ও অমরাবতী।

বলিয়াছিলেন যজ্ঞধূমে যখন ভারতের গগন মলিন হইত, তখনই ভারত উন্নত ছিল। দীয়তাং-ভুজ্যতাং শব্দ-বিরহিত সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব নহে পরন্তু বাঙ্গালার নিজস্ব খাঁটি দুর্গোৎসবের ঢক্কা নিনাদে যখন গ্রামগুলি মুখরিত ছিল। তখন আমাদিগের অনেক সমস্যার সমাধান অতি সরল

অন্নাভাবে মূর্চ্ছিতা তরুণী

ভাবে হইয়া যাইত; বিদেশীয় শাসকের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না।

সহরের পয়সা গ্রামে যাউক

বাঙ্গালী সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীকে আমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আখ্যা দিতে পারি। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাঁহারা মাসিক অন্ততঃ দুই শত ও এখন ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করেন তাঁহাদিগকে এই দলে ফেলা যায়। ভারতের সর্ব্ব-সাধারণের মাথা-পিছু বার্ষিক গড় আয় যুদ্ধের পূর্ব্বে ৬৫ টাকা ও কৃষক সম্প্রদায়ের আয় ২২ টাকা; বিবেচনা করিলে ইঁহাদিগের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। ইঁহাদিগের অধিকাংশ যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, পিতৃহীন ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, পিতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ীর বিবাহের ভাবনা ইঁহারা ভাবেন না। স্বামী, স্ত্রী ও গড়ে ৪টি পুত্রকন্যা ধরিলে এই শ্রেণীর মাসিক মাথা-পিছু আয় সাধারণ সময়ে ন্যূনপক্ষে ৩৩ টাকা দাঁড়ায়; ২শত হইতে ৪শত ৯৯ টাকা মাসিক আয়ের লোকগুলিকে ধরিলে আরও অধিক হইবে। ইঁহারা গত দুর্ভিক্ষে সম্যক্ সাহায্য করেন নাই বলা যায় এবং এখনও করিতেছেন না। ইঁহারা যদি কেবল হিন্দুর যৌথ পরিবারের ও মুষ্টি ভিক্ষার নিয়ম পালন করিয়া যায়েন, তাহা হইলে দেশের দুঃখ অনেক প্রশমিত হইতে পারে। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন রাস্তায় লোক না খাইয়া মরিতেছিল তখন ইঁহারা সিগারেটের ধূমে ট্রামের প্রথম শ্রেণী ও সিনেমা গৃহগুলি পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; ইঁহাদিগের স্ত্রী ও কন্যারা চাকচিক্যময় শাড়ী পরিয়া মলিন-বসনা দরিদ্রা নারীদিগের সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলন। সেই সময়ে দূর পল্লীগ্রামে ইঁহাদিগেরই ভগিনী, মাসী, পিসী, হয়ত কেহ না খাইয়া মরিয়াছেন, এখনও হয়ত কেহ কেহ অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে। গতবৎসর পল্লীগ্রামে জেলে, মুচি, কুম্ভকার, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি ৩৫ লক্ষ মরিয়াছে। ইহাতে ধান কাটারও ধান রোপণের লোকের অভাব হইয়াছে। মাছ ধরা হইতেছে না। অপুষ্টিজনিত রোগে আরও যদি ৫০ লক্ষ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই সব লোক মরে তাহা হইলে বঙ্গদেশে খাদ্যমূল্য কখন হ্রাস পাইবে না ও সকল দ্রব্যের মূল্যও সেই অনুপাতে থাকিবে। তাহার ফলে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নিঃশেষ হইবেন। কারণ, তাঁহারা ধনী নহেন, অত্যধিক মূল্য তাঁহারা কয় বৎসর চালাইতে পারিবেন? বাড়ী তৈয়ারীর মজুরি, ঝি চাকরের মাহিয়ানা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। ইঁহারা যদি এখন হইতে একটু বুঝিয়া চলেন—দেশকেও রক্ষা করিবেন নিজেরাও রক্ষা পাইবেন। ইঁহাদিগের স্ত্রী ও কন্যারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন বাঙ্গালার তন্তুবায়ের শাড়ী ভিন্ন পরিবেন না, তাহা হইলে দুই লক্ষ পরিবার এখনই বাঁচিয়া যায় এবং আরও নূতন লোক এই কাযে যোগদান করে। তাঁহারা যদি বাঙ্গালী মুচির তৈয়ারী জুতা কিনেন, তাহা হইলে কলিকাতা সহরে শত শত বাঙ্গালী মুচির দোকান বাড়িয়া যায় ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এই আন্দোলন প্রবাহিত হইলে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ৪১৪২২১ হিন্দু মুচির ও তুল্যসংখ্যক মুসলমান মুচির অন্নসংস্থান হয়।

শাড়ী, গাড়ী বাড়ী

যদি ইঁহাদিগের চৈতন্যের উদয় না হয় তাহা হইলে গণশক্তির সংঘর্ষে ইঁহারাও দলিত হইবেন। ইঁহারা

মশারী! মশারী!! প্রতারণা নাই

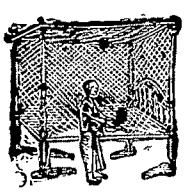

মূল্য কম করিয়া উপহারের লোভ দেখাইয়া নিকৃষ্ট মশারী বিক্রয় করি না। মাপে ছোট দিই না, কম মূল্য হইলেই মাপে ছোট হইবে, আমাদের মশারী অতি উৎকৃষ্ট বুনন, সেলাই খুব মজবুত, চারকোণা, টেকসই, মূল্য ও সাইজ নিচে লেখা হইল।

লম্বা	চওড়া	খাড়াই	মূল্য	উৎকৃষ্ট
৬ ফুট	৩। ফুট	৩। ফুট	৩৷৹ টাকা	৪৲ টাকা
৬ ”	৪ ”	৪ ”	৪৲	৪৷৹
৬। ”	৪। ”	৪। ”	৫।৹	৬৲
৭ ”	৫ ”	৫ ”	৬৲	৬।৹
৭। ”	৬ ”	৬ ”	৬।৹	৭৲
৮। ”	৬। ”	৬। ”	৭।৹	৯।৹

১টি মাশুল ১৲, ৩টি একত্রে লইলে মাশুল ফ্রি। ঠিকানা:—
আমেরিকান ট্রেডিং কোং, পোঃ বক্স নং ১২২০৪ কলিকাতা (প)।

অনেকে সস্তায় কমিউনিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল ডিমেক্রেট বা সমাজতন্ত্রী সাজিয়া ধনীদিগের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া থাকেন ; কিন্তু জানেন না, তাঁহাদিগের অস্ত্র তাঁহাদিগের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। গড়ে বার্ষিক মাথা-পিছু আয় ২২ টাকা বা ৬৫ টাকার সহিত ৩ শত ৯৬ টাকায় কি পার্থক্য! ভারতে জনসংখ্যার শতকরা মোট ১১ ভাগ

একটি শিশু মৃত—শোকাতুরা মাতা ও অবশিষ্টটি

ভোটের অধিকার পাইয়াছে। যুদ্ধান্তে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িবে। আইনসভাগুলিতে প্রধানতঃ মাতৃভাষা চালাইবার আন্দোলনেরও সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশের দরিদ্র ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ প্রতিবেসীর হস্তে যখন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আসিবে তখন তাহারা এই সকল নির্ম্মম লোককে কি ছাড়িয়া কথা কহিবে? অনেক চিন্তাশীল অর্থনীতিক স্থির করিয়াছেন, যৌথ পরিবার প্রভৃতি অর্থের সমবণ্টনের, দরিদ্র প্রতিপালনের চিরন্তন উপায়গুলি যখন লোপ পাইতেছে তখন উচ্চ মধ্যবিত্তের আয়ের একটা বিশেষ অংশ—আয় করে রাজকোষে টানিয়া লওয়া দরকার এবং তাহাতে বেকারদিগকে ভাতা দিতে হইবে। যতক্ষণ বেকারদিগকে প্রতিপালনের নীতি গৃহীত না হইতেছে ততদিন সরকারের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইবে না। সকল সভ্য দেশেই বেকার প্রতিপালনের কর্ত্তব্য সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, ভারতবর্ষেই বা না হইবে কেন? হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে, ব্যবসায় বাণিজ্য বজায় রাখিয়া ধনীদিগের নিকট যতটা আদায় করা যায়, সেই করে ভারতের বিরাট্ বেকারবাহিনী পালন করা যায় না, উচ্চ মধ্যবিত্তকেও সেই ভার বহন করাইতে হইবে। সুতরাং বাঙ্গালার বড় চাকুরীয়ারা যদি দূরদৃষ্টি সহকারে কায না করেন তাহা হইলে তাঁহারা বাড়ী, গাড়ী, শাড়ীর জাঁকজমক অধিক দিন চালাইতে পারিবেন না। বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ সন্তান হারাইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ভারতের সমস্ত সমাজতন্ত্রমূলক আইনের আন্দোলন বাঙ্গালা হইতেই আরম্ভ হইবে।

দুগ্ধের কথা ধরা যাউক। যাহাতে দরিদ্রের ও ধনীর শিশু দুগ্ধে সমান অধিকার লাভ করে, সেই জন্য ইহাতে রেশনিং হওয়া প্রয়োজন। যতটা দুগ্ধ দৈনিক পাওয়া যায়, তাহা যখন সকলের পক্ষে অপ্রচুর তখন ৩ বৎসর বয়সের পর্য্যন্ত শিশুর দৈনিক এক সের ও তদূর্দ্ধ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক-বালিকার আধ সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কোটিপতির শিশু বস্তীর মজুরের শিশু অপেক্ষা এক ছটাক অধিক দুগ্ধ পাইবে না। তখন ধনী ব্যাঙ্কের টাকা চিবাইতে পারেন, কিন্তু সন্তানকে অধিক দুগ্ধ দিতে পারিবেন না।

বাগ্দীকে বাঁচান

বাঙ্গালী সমাজের তৃতীয় শ্রেণী নিম্ন মধ্যবিত্ত ও চতুর্থ শ্রেণী দরিদ্র। প্রধানতঃ গত বৎসর এই চতুর্থ শ্রেণী হইতে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ভিক্ষুক, ধীবর, মুচি, কুম্ভকার ও ভূমিহীন কৃষকই অধিক মরিয়াছে। ফ্লাউড কমিশনের বিবরণে দেখিতে পাই, অধিক জমী অল্প লোকের হাতে যাইয়া পড়িয়াছে। গত দুর্ভিক্ষে ইহা আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল অধিক জমীর মালিক (ইহারা জমীদার নহে) সহরের উচ্চ মধ্যবিত্তের ন্যায় হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছে। ভূমিহীন কৃষকের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা সারা বৎসর কায পায় না এবং যখন পায়, অতি অল্প মজুরীতে কায করে। অথচ ইহাদিগের আরও কিছু মরিলে কৃষিকার্য্য অচল হইয়া পড়িবে। অধিক জমীর মালিকরা এ বৎসর ধান ও চাউল ধরিয়া রাখিয়াছে, গত বৎসর ব্যবসায়ীরা রাখিয়াছিল। ইহার ফলে চাউলের দর নামিতে পারে না। ভূমিহীন কৃষক, ধীবর, কুম্ভকার প্রভৃতিকে চাউল কিনিয়া খাইতে হয়। আমরা জানি, হাওড়া জিলার আমতার নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে সমস্ত বাগ্দী মরিয়া শেষ হইয়াছে। যে লাঠির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে তাহা ইহারাই চালনা করিত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের

খেয়ে ও খাইয়ে আনন্দ পেতে হলে
মজুমদার ব্রাদার্স-এর
দার্জ্জিলিং "চা"
পান করুন।
মজুমদার ব্রাদার্স
১৫৫।১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ—১৬২, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।
নিচে বাজার, কাটোয়া (বর্দ্ধমান)।

আদম সুমারীতে বিভিন্ন জাতির যথার্থ সংখ্যা পাওয়া যায় না। ১০৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে বাগ্দীর সংখ্যা ৯৬৭৫৭০; আর আজ উপযুক্ত কার্য্যের অভাবে ইহারা ভূমিহীন কৃষক। সহরে বাটীর দ্বারবানের ও ব্যাঙ্কের টাকা বহন করিবার কায ইহাদিগকে দিলে ইহাদিগের অবস্থার উন্নতি হয়। বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক ও তাহার শাখার সংখ্যা এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ও বাঙ্গালীর বাড়ীতে হিন্দুস্থানী দ্বারবানও বড় অল্প নাই।

ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়

বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারী ব্যবস্থার কথা আমরা সর্ব্বশেষে আলোচনা করিবার জন্য রাখিয়াছি। সরকার বিদেশী। সরকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা করিলেই কিছু করিতে পারিব না। অনেকে সমাস্তরাজ সরকারের কথা বলিয়া থাকেন। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ও সমাজ রক্ষার কার্য্যে বর্ত্তমানই তাহার অগ্নিপরীক্ষার সময়। আপনাদিগের চেষ্টায় যদি আমরা বাঁচিতে পারি, তাহা হইলে মুক্তির পথ মুক্ত হইবে। শাসন-কার্য্যে যে "না ঘাটকা না ঘরকা" ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলেই যে দুর্ভিক্ষ তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দেশবাসীর সমক্ষে স্থাপন করিতেছি। (১) হক-নাজিমুদ্দীন সচিবসঙ্ঘ পতনের পূর্ব্বে ইংরেজ সদস্যগণকে প্রীত করিবার জন্য পাটচাষের জমীর পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া দেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার য়ুনিয়নের ভারতীয় হাই-কমিশনার সার সাফাৎ আমেদ খাঁন প্রিটোরিয়া হইতে এক বেতার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন, এই পাট-চাষ বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। (২) ১৩৪৮ সালে আমরা তদানীন্তন হক-শ্যামাপ্রসাদ সচিবসঙ্ঘকে এই পাটচাষ বৃদ্ধি নাকচ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। কারণ, তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। তখন রামানন্দ বাবু জীবিত ছিলেন—তাঁহার 'প্রবাসী' পত্রেই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। (৩) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সিংহল, মধ্যপ্রাচী ও বিহারে চাউল রপ্তানী ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক চাউল মজুত সমর্থন করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি দেশকে যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতি ও তাহার ভবিষ্যদ্বংশীয়রা তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে; কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহসচিবগণ—সরকারী

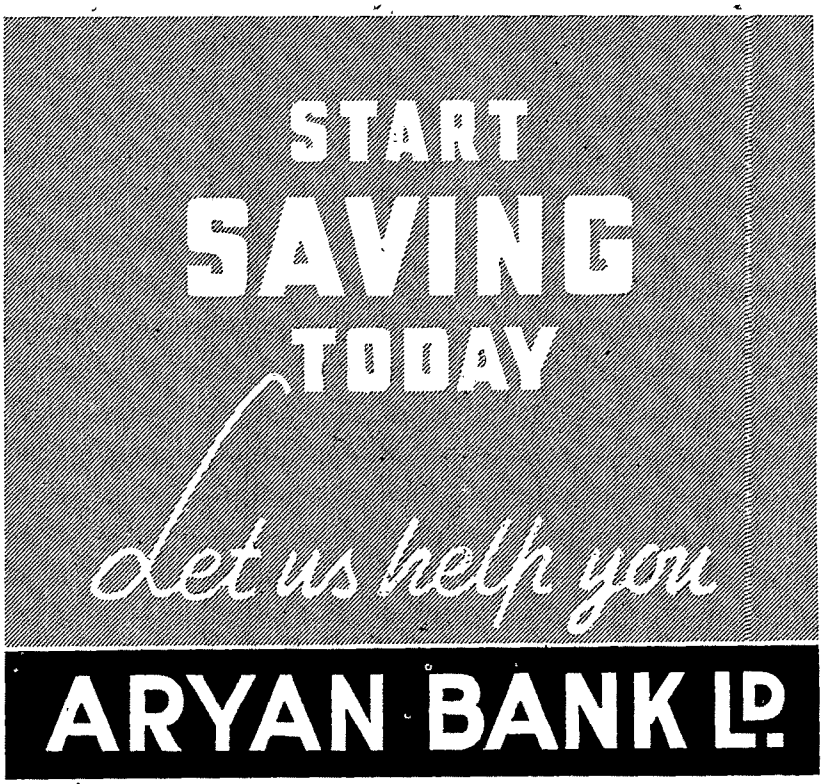

হেড অফিস :—৯ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। Phone : Cal 3894. ব্রাঞ্চ :—ভারতের সর্ব্বত্র।

এর পরেও এলো শরৎ

যে আঘাতে জাতীয়-জীবনের ভিত্তি গেছে ধ্বসে—জাতির প্রাণ-শক্তি হয়েছে ক্ষীণ, যে মর্ম্মান্তিক দুঃখের স্মৃতি যুগ যুগান্তর জাতির মনে বিভীষিকার মত থাকবে জেগে, তার পরেও আজ এসেছে শরৎ—এসেছে নতুন জীবনের আশ্বাস নিয়ে। আজ শুধু একটী কাজ—দরদ দিয়ে, সেবা দিয়ে জাতিকে ফিরে গড়ে তোলা। জাতীয় আয়ুর্ব্বেদের প্রচার, বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ঘরে ঘরে সুলভ করে তোলার যে ব্রত আমরা ৩৩ বছর আগে গ্রহণ করেছিলাম, বাধা বিপত্তি জয় করে তা যেন সার্থক করে তুলতে পারি, জাতির সেবায় যেন লাগতে পারি, এই আশীর্ব্বাদই আজ চাইছি দেশের কাছে।

সাধনা ঔষধালয়·ঢাকা

জন-সেবায় নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম্-এ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী,
এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন),
এম্-সি-এস্(আমেরিকা),
ভাগলপুর কলেজের
ভূতপূর্ব্ব রসায়নাচার্য্য।

শাখা ও এজেন্সী — ভারতের সর্ব্বত্র।

হিসাবে নির্ভর না করিয়া—সময়ে কর্ত্তব্য করিলে দুরবস্থা দারুণ হইতে পারিত। (৪) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীর খাদ্যসম্মিলনে প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হক বলেন, বঙ্গদেশের কাযে হস্তক্ষেপ না করিলে সে চালাইয়া যাইতে পারিত। (৫) ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের খাদ্য-সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন, বঙ্গদেশে যথেষ্ট খাদ্য আছে। (৬) স্থানীয় খাদ্যনিয়ন্ত্রক সার কলিন গারবেট ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর বলেন, বাঙ্গালা সরকার পঞ্জাবের গমে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। এখন শুনা যাইতেছে, লাভের পরিমাণ—এক কোটি টাকার অধিক। (৭) দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবার অন্ততঃ ৬ মাস পরে মহামারী আরম্ভ হয়, কিন্তু সচিবসঙ্ঘ পূর্ব্ব হইতে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। (৮) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন, খুলনা লাইনে রেল-ষ্টেশনগুলিতে প্রভূত পরিমাণ ধান্য পচিবার কারণ রেল মালগাড়ী দেয় নাই। ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রী পরিষদে রেলপথ-সদস্য বলেন, বাঙ্গালা সরকার মালগাড়ী চাহেন নাই।

ইহাতে প্রমাণিত হয়, সকল সচিবসঙ্ঘই দোষী। দেশে শতকরা ১১ জন মাত্র ভোটের অধিকার পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন গণতন্ত্রের বিরোধী। যত দিন আইনসভাগুলিতে মাতৃভাষা মুখ্য ভাবে প্রচলিত না হইতেছে, তত দিন শতকরা যে ১১জন ভোটের অধিকার পাইয়াছে তাহারা শতকরা একজন মাত্র ইংরেজী শিক্ষিতের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার ফলে ব্রীফশূন্য ব্যারিষ্টার, উকিল ও ধনীর ইংরেজী জানা হতভাগা ছেলেতে আইন সভাগুলি পরিপূর্ণ হইতেছে।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি

এই সম্বন্ধে আর কতকগুলি তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ধান কাটিবার পর ৯৩ ধারায় গঠিত বিহার সরকার সেই প্রদেশের সমস্ত সহরে প্রচুর ধান্য ও চাউল ভারতরক্ষা বিধিতে আটক করেন এবং তাহা হইতে প্রায় এক বৎসর কাল দরিদ্রগণকে ৫ আনা সের দরে বেচিয়া যান। সাধারণ ব্যবসায়ীর দোকানগুলি কণ্ট্রোলের দোকান হয় ও সেগুলি সেই ভাবে পরিচালিত হয়। ধান্য ও চাউল সময়ে আটক না করিলে বিহারে বাঙ্গালার অপেক্ষা ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইত। গতবৎসর ব্যবসায়ীরা যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছে তাহাতে এ বার আটক করিতে হয় নাই, কেবলমাত্র এক জিলা হইতে অন্য জিলায় ধান্য ও চাউল সরকারী ছাড় ব্যতীত যাইতে পারিতেছে না এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয়, নিষেধটি কার্য্যে প্রতিপালিত হইতেছে। (২) বাঙ্গালা সরকার আজ পর্য্যন্ত ব্যাপক আকারে আটক নীতি প্রয়োগ করিতে পারিলেন না ও তাহাতেই ব্যবসায়ী ও অধিক জমীর মালিকদিগের বুক বলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য ভারত সরকার বৃহত্তর কলিকাতার আহার যোগাইবার ভার গ্রহণ করা সত্ত্বেও চাউলের দর নামিল না। চাহিদা ও সরবরাহের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এক বার প্রযুক্ত হইতে পারিলে অবস্থা স্বতঃই ভাল হইত। (৩) কলিকাতায় গত বৎসর দুই শতের অধিক কণ্ট্রোলের দোকান ছিল না। বিহারে এক মধুপুরে ৯ হাজার লোকের জন্য ১৪ খানি দোকান ছিল এবং সর্ব্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। পুলিস কলিকাতার ২ শতখানি মাত্র দোকানে অসাধুতা বন্ধ করিতে পারে নাই। (৪) গত বৎসর সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় চাউল অদৃশ্য হয়। ইহা অযোগ্যতারই পরিচায়ক। কলিকাতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার অন্যান্য সহরেও চাউল উধাও হইল ও তাহাতেই অধিক লোক মরিল। (৪) অন্ততঃ ২ মাস কাল আসানসোলে চাউল ৪০ টাকা মণ ও মাত্র ১৫ মাইল দূরে বিহারের প্রথম রেল ষ্টেসন মিহিজামে ১৪ টাকা দরে বিক্রীত হয়। তাহার পরে, নূতন চাউল উঠায়, বাঙ্গালায় চাউলের দর হ্রাস পায়। বিহারের পুলিস যদি বাঙ্গালার পুলিসের মত কায করিত তাহা হইলে

আপনাদের চিরপরিচিত কৃষণ সাইকেল ষ্টোর হইতে আপনার প্রয়োজনীয় গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি কিনিতে ভুলিবেন না। আপনাদেরই সহানুভূতি প্রার্থনা করি—

কৃষণ সাইকেল ষ্টোর

অথরাইজড ডিলার

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিঃ

১৬৫ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বি, বি, ২৫৮৩

চাউল গুপ্তভাবে বিহারের সীমা হইতে বাঙ্গালায় চলিয়া আসিত ও বিহারের দর ৪০ টাকা হইত। (৫) এখনও কলিকাতা ও হাওড়ায় যে কণ্ট্রোলের দোকানে খারাপ চাউল দেওয়া হইতেছে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকার বলিয়াছেন, চাউল দেখিয়া লওয়া বাঙ্গালা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রমাণিত হয়, ভেজাল এখানে দেওয়া হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকার হয় নাই।

যে কোন লোক এই ২৫টি তথ্য নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিবেন, তিনিই বলিবেন, শাসনবিভাগ বাঙ্গালায় আশানুরূপ কায করিতেছে না। মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে শাসনযন্ত্রের ইস্পাতের কাঠাম আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে স্থায়ী কর্ম্মচারীরা সকল দেশেই শাসনযন্ত্রের ইস্পাতের কাঠাম। ইঁহারা যদি কায না করেন, তাহা হইলে যোগ্যতা-সহকারে কায অসম্ভব। সিভিল সার্ভিস আমাদিগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধের কতদূর বিরূপ, তাহা অজ্ঞাত নহে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময়ে তাঁহারা অনেকে পদত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন ও লী কমিশনের বেতনবৃদ্ধি, ভাতা প্রভৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট রাখিতে হয়। ভারতীয়রা গণতন্ত্রের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইলে ইঁহারা যে দুঃখিত হইবেন না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথচ সত্যের খাতিরে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশে যখন "মা-বাপ" শাসন প্রচলিত ছিল তখন ইঁহারা বহু দুর্ভিক্ষ দমন করিয়াছেন ও বিভিন্ন সচিব-সঙ্ঘের সময়ে আজ কোন বৈদ্যুতিক কোম্পানী, কাল কোন চড়াঘাটের চাউল-ব্যবসায়ী, পরশ্ব চাউলের বড় ঠিকাদার প্রভৃতির অনুষ্ঠিত অনাচারের কথাও শুনিতে হয় নাই। বিহারে আজ "মা বাপ" শাসন প্রচলিত আছে বলিয়া আমরা দেখিয়াছি, ইংরেজ ডেপুটী কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত এক ভাবে কায করিতেছে। এক দিন প্রত্যূষে দেখা গেল, সাঁওতাল পরগণা হইতে হাজারীবাগ জিলায় লুকাইয়া রাত্রিতে চাউল লইয়া যাইতেছিল বলিয়া চাউল সহ ২৪।২৫খানি গরুর গাড়ী পুলিস মধুপুর থানায় ধরিয়া আনিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে সকল দেশেই অতিলোভীর প্রাদুর্ভাব ঘটে ও কেবল দৃঢ়তার দ্বারা তাহা নিবারিত হয়। দৃঢ় ও এক সুরে বাঁধা শাসন না থাকিলে বিহারেও বাঙ্গালার মত বা তদপেক্ষা অধিক লোক না খাইয়া মরিত, কারণ বিহার দরিদ্রতর।

অদ্বৈতবাদ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ, লর্ড ক্লাইভের প্রতিষ্ঠিত দ্বৈত শাসন। ভারত-শাসন আইনে প্রবর্ত্তিত দ্বৈত শাসনেই দুর্ভিক্ষ ও বর্ত্তমান অপুষ্টিজনিত মৃত্যু সম্ভব হইয়াছে বলিলে তাহা অসঙ্গত হয় না। সচিবসঙ্ঘ নির্ব্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী, আর স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীরা সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের নিকট দায়ী, এ ব্যবস্থা অসমর্থনীয়। এই ব্যবস্থা আর কিছু দিন চলিলে ধনী সম্প্রদায় ব্যতীত বাঙ্গালার বাকী তিনটি শ্রেণী একে একে শেষ হইবে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর যেমন ব্যাধি পদ হইতে উঠিতে উঠিতে হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিলেই মৃত্যু ঘটে তেমনই দরিদ্রের একটা বৃহৎ শ্রেণী মরিয়াছে, বাকী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মরিতেছে ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী মরিবে এবং তাহা হইলেই শ্রীচৈতন্য হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পর্য্যন্ত বহুরত্নপ্রসিবিনী বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইবে। যাহাতে তাহা না হয় সেই জন্য চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত একই ধ্বনি উত্থিত হউক—"তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রহসন আর আমরা চাহি না।"*

* এই প্রবন্ধে প্রদত্ত গত দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' ফটো হইতে গৃহীত।

উত্তম কনফেক্‌সনারী মনে হলে
"কে, পি, রেষ্টুরেণ্ট"এর কথা
আগে মনে পড়ে।
ষ্টল নং—এফ ৪০।৪১, হগ মার্কেট, ফোন ক্যালকাটা ৪৭৬৮
৫৪, ডায়মণ্ডহারবার রোড (আলিপুর), ফোন সাউথ ১১০৭
Caterers to H. E. The Governor of Bengal.

চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ

[শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহরায়]

[গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলাম। ভারতরক্ষা আইনের বিধানে চারি বৎসরের ঊর্দ্ধকাল কারাগারেও আটক থাকিয়া যখন মুক্তি পাই, তখন স্থির করিয়াছিলাম, আপাততঃ কিছু কালের জন্য অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিব। আইন-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ-কালে সতীর্থ বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন—"মিছামিছি কয়েক মাসের জন্য কেন আদালতে যাচ্ছেন, আপনাকে আবার ত বেরিয়ে আস্‌তেই হবে।" তখন বলিয়াছিলাম, "নিশ্চয়ই না।"

কিন্তু যে দিন সংবাদ পাইলাম, চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমাকে আইন-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হইল। কংগ্রেসের কাযে আত্ম-নিয়োগ করিলাম; কিন্তু অধিক দিন জেলের বাহিরে থাকিয়া কায করিতে পারিলাম না। আপাততঃ দ্বিতীয় বারের জন্য কারাতীর্থের যাত্রী হইলাম।

মাসাধিক কাল নোয়াখালী জেলে রাখিবার পর আমাদিগকে আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। সেই সময় আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেলে বাঙ্গালার বহু হিন্দু-মুসলমান রাজনীতিক কর্ম্মী কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগের জীবনী রচনা ও তাৎকালিক রাজনীতিক অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মিষ্টার আকরাম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, গুরখা নেতা দলবাহাদুর গিরি, শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, মৌলবী সামসুদ্দিন আহমেদ প্রভৃতির জীবনী ও রাজনীতিক অভিমত 'স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী' (প্রথম ভাগ) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের জীবনী রচনার কতকটা উপাদান কারা-বাস-কালে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাঁহার তৎকালীন রাজনীতিক অভিমতও লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। একখানি পৃথক্ গ্রন্থে তাঁহার জীবনী ও রাজনীতিক অভিমত প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহার রাজনীতিক অভিমত প্রশ্নোত্তর আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—লেখক]

প্রঃ—স্বরাজ বল্‌তে আপনি কি বুঝেন? আপনার স্বরাজের স্বরূপ কি?

উঃ—স্বরাজ বল্‌তে দু'টা জিনিষ বুঝা যেতে পারে—একটা ভিতরের বা মনের স্বরাজ—আর একটা বাইরের স্বরাজ—তা' মনের স্বরাজের বহিঃ-প্রকাশ। স্বরাজের এই বহিঃপ্রকাশই শাসন-পদ্ধতি। যারা বাইরের জিনিষটা ভাবে, তারাই সদাসর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে, স্বরাজের মানে কি?—democratic স্বরাজ, না colonial স্বরাজ, না monarchical স্বরাজ? বস্তুতঃ, আমাদের স্বরাজ democratic কি monarchical এ সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কারণ, স্বরাজ যদি আমাদের জাতীয় প্রকৃতির

চিত্তরঞ্জন দাস

বহিঃপ্রকাশ হয়, তবে তা'কে গণতান্ত্রিক হ'তেই হবে। কিন্তু এমন হ'তে পারে যে, গণতন্ত্র বল্‌তে যে সব শাসন-পদ্ধতি আমাদের মনে হয়, আমাদের স্বরাজ তা'র কোনটারই অনুরূপ হ'বে না। গণতন্ত্র একটা ভাব—তার অনন্ত রূপ থাকতে পারে; আমাদের স্বরাজ হয়ত এমন democracy হ'বে যা'র রূপ এখনও ইতিহাসে ধরা পড়েনি। এই এক বছর ধরে' সে স্বরাজ-সাধনা আমরা করেছি তা' শুধু আমাদের জাতীয় জীবনে জাতীয় প্রকৃতিটা কি তা'রই অনুভূতি জাগা'তে। আমাদের স্বরাজের উপলব্ধি হ'লে যে শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হবে

এসিয়া ড্রাগের
অবদান

"পাইরুট"

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ ঔষধ

এসিয়া ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড

চেয়ারম্যান—কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ।

লেবরেটরি :—
দাশনগর,
হাওড়া।

হেড-অফিস :—
২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা।

এ ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উঠে না। তবে সে প্রশ্ন উঠবার বেশী বিলম্ব নাই। আমাদের এই তরুণ জাতিটা তা'র নিজের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশের জন্য যখন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে তখনই এ প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা হ'তে পারে—তা'র আগে নয়।

প্রঃ—আপনি যে মনের স্বরাজ বল্‌লেন, তা আর একটু খুলে' বলুন।

উঃ—প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা বিশিষ্ট স্বভাব-ধর্ম্ম আছে। ব্যক্তি বল্‌লে সমস্ত মানুষটা বুঝায়—তা'র হাত-পা, চোখ-নাক, মন-প্রাণ এই সব নিয়ে যে একটা গোটা সত্য ফুটে' উঠেছে তা'রই নাম ব্যক্তি। তা'র যে স্বভাব-ধর্ম্ম, তা-ই তা'র প্রকৃতি। একটা ব্যক্তির যেমন ব্যক্তিত্ব, ঠিক তেমনই একটা জাতির জাতিত্ব। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান শিখ জৈন—এই সব নিয়ে একটা জাতি গড়ে' উঠছে। এই জাতির একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এই জাতির আত্মা যে দিন তা'র নিজের প্রকৃতি উপলব্ধি করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠবে, সেই দিনই এই জাতির মনের স্বরাজ ফু'টে উঠবে—এই মনের স্বরাজ আগে না ফু'টে উঠ্‌লে কোন জাতিই স্বরাজের বহিঃপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না।

প্রঃ—আপনার আদর্শ স্বরাজ গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগের দ্বারা লাভ করা যা'বে বলে' আপনি বিশ্বাস করেন কি?

উঃ—বিশ্বাস করি।

প্রঃ—অহিংসাকে creed বলে' মানেন কি না? অহিংসা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ—আমি প্রশ্নও ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার কাছে policy ও creedএ কোন তফাৎ নাই। policy বলতে কি diplomacy বুঝায়? আমার আদর্শে জগতে ভবিষ্যৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন কোন্ diplomacy-ই থাকতে পারে না যা' সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মানুমোদিত নয়। অহিংসা আমার ধর্ম্ম; আর অহিংসা আমার ধর্ম্ম ব'লেই অহিংসা আমার নীতি। পরে হিংসা করব—এখন কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ঠকাবার জন্য অহিংস আন্দোলন করব—এই যদি নীতি হয়, তবে এর চেয়ে বড় অধর্ম্মের কথা আমি আর কিছু জানি না। যেখানে ধর্ম্মটাকে জীবন থেকে আলাদা করে' নিয়ে জীবনের বাইরে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেখানেই creed আর policyর কথা উঠতে পারে। যেখানে জাতীয়-জীবন-স্পন্দন ধর্ম্মের অনুশীলনমাত্র, সেখানে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ধর্ম্মের বাইরে আমাদের জাতির স্বভাব-ধর্ম্মের বিকাশ হ'তেই পারে না। আমার বিশ্বাস, অহিংসাই ভারতের প্রকৃত ধর্ম্ম এবং ভবিষ্যতে জগতের ধর্ম্ম হ'বে।

প্রঃ—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এখন যে মিলন ও ভ্রাতৃভাব দেখা যাচ্ছে, এটা স্থায়ী হবে বলে' আপনি বিশ্বাস করেন কি?

উঃ—করি। ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, কিন্তু শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও স্থায়ী হ'বে। যদি আমার এ বিশ্বাস না থাকত, ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

প্রঃ—চরকা-প্রচলন সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উঃ—আমি চরকাকে স্বরাজের স্তম্ভ মনে করি। চরকা না হ'লে আমরা বর্ত্তমান যুগের Industrialismএর হাত থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারব না। চরকা আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ। প্রাচীন ভারতে চরকা যে কায করত, নবীন ভারতেও চরকাকে সেই স্থান দিতে হ'বে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলাম, তা'তে চরকা সম্বন্ধে আমার মতামত পরিষ্কার করে' বলা আছে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল, এপ্রিল, ১৯২৩।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত—

কুণ্ডেশ্বরী কবচ

পুরশ্চরণ-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন। ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত কবচ ধারণে মোকর্দ্দমায় জয়লাভ, চাকরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসা, বাণিজ্যে উন্নতি শত্রুদিগকে বশীভূত করা ও পরাভূত করা, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা ও অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ অনায়াসে করা যায়। বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। ভূত, প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, চোর ও অগ্নিভয় হইতে রক্ষা করিবার ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ ইহা ধারণে কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং অতি দরিদ্রও ধনবান হইয়া থাকেন। পত্র লিখিলেই ধারণের নিয়মাবলী পাঠান হয়। পুরুষাকার—ও দৈবীশক্তির অধীন বলিয়া সকলেরই ইহা ধারণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার মন্দির—বৈদ্যনাথ ধাম, কুণ্ডা পোঃ (এস-পি)।

কোড ঃ প্রাইভেট টেলিগ্রাম ঃ "Self-help" ফোন নং ঃ ক্যাল ২৩৩৯ পোষ্ট বক্স ২২৮৯

দি

নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক)

স্থাপিত—১৯২৯

অনুমোদিত মূলধন	১,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিলীকৃত মুলধন	২৫,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	১২,৫৮,৩১০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মুলধন	১০,১৪,০৭০৲ টাকা

দেড় কোটি টাকা (১,৫০,০০,০০০৲ টাকা) খাটিতেছে।

হেড্ আফিস ঃ

১০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ও সাব-অফিসসমূহ ঃ

কলিকাতায় ঃ দক্ষিণ কলিকাতা, বড়বাজার, শ্যামবাজার ও ভবানীপুর।

বাঙ্গালা ঃ নোয়াখালী, সোনাপুর, চৌমুহনী, ফেণী, চাঁদপুর, পুরাণবাজার, দৌলতগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ও বর্দ্ধমান।

বিহার ঃ রাঁচি, জামশেদপুর, পাটনা, আরা, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া।

যুক্তপ্রদেশ ঃ বেনারস্ আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ।

তিন বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। প্রতি ১০০৲ টাকার ইস্থ মূল্য ৮৬৸৵০ আনা। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও হোম সেভিংস একাউণ্ট খোলা হয়। বিশেষ আমানত গৃহীত হয়। সর্ত্তাবলীর জন্য আবেদন করুন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

মোট প্রদত্ত লভ্যাংশ পরিমাণ শতকরা ৭০৲ টাকা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার ঃ এস, সি, পাল।

বঙ্গদেশ ও দামোদরের প্লাবন

(ভাগীরথীর বিশীর্ণতা)

[শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র মিত্র]

বঙ্গদেশ সুজলা সুফলা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার বারিপাত গড়ে বার্ষিক ৭০ ইঞ্চ। বিপুলতোয়া গঙ্গানদী খরস্রোত ব্রহ্মপুত্র, বহু উপনদী ও শাখানদী লইয়া ইহাতে প্রবাহিত। গঙ্গার উৎপত্তি যে গিরিশৃঙ্গের নিকটে তাহার উচ্চতা প্রায় সাড়ে ২১০ হাজার ফিট। এই চিরতুষারময় স্থানের তুষার-রাশি বিগলিত হইয়া গঙ্গার স্রোতঃ সৃষ্টি করিয়া থাকে—গ্রীষ্মকালে জল-স্রোতঃ অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মপুত্র নদও মানস সরোবরের নিকটস্থ তুষার হইতে সমুদ্ভূত। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ১৮ হাজার ফিট। ইহাতেও কখন জলের অভাব হয় না। পৃথিবীর অতি অল্প সংখ্যক নদনদী তুষাররাশি হইতে উদ্ভূত হইয়া এত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জল প্রদান করে। সে দিন অষ্ট্রেলিয়ায় বহু কোটি টাকা ব্যয়ে যে নদীতে লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইল তাহা গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হয় বলিয়া কৃত্রিম হ্রদ করিয়া রাজধানীর সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে হইয়াছে। নীল নদ মিশরে পূর্ব্বে দুই কূল প্লাবিত করিত। ইহাতে বাঁধ দিয়া যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে জলের উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাখা হইয়া থাকে। সেই জন্য কৃষিকার্য্যে কখন অসুবিধা ঘটে না। মানুষ প্রয়োজনানুসারে নদীর স্রোতঃ ও জল বুদ্ধিবলে নিজ-কার্য্যে প্রযুক্ত করে। কিন্তু বাঙ্গালায় জল অধিক ও অশৃঙ্খলিত বলিয়া কোথাও বা প্লাবনের হাহাকার আর কোথাও জলাভাবে অনুর্ব্বরতা।

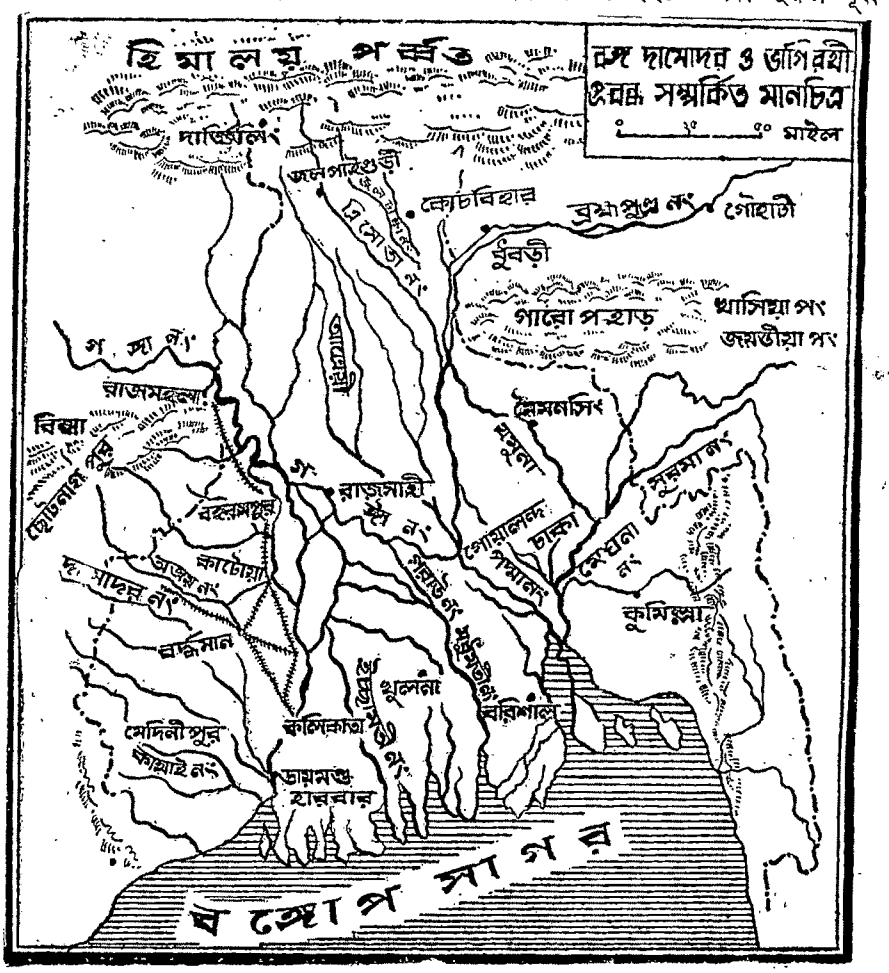

মানচিত্র

দক্ষিণবঙ্গ আকৃতিতে ও গঠনে স্থূলতঃ অশ্বক্ষুরের ন্যায়। দক্ষিণ দিক্ ঢালু হইয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে; উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয় এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যথাক্রমে আসাম ও ছোটনাগপুরের পর্ব্বতমালা ও মালভূমি। শেষোক্ত দিকত্রয়ী বহু নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। প্লাবনে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ লক্ষ ঘন-ফুট এবং ব্রহ্মপুত্রেরও প্রায় তাহাই। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদ-নদীর মধ্যে দামোদর পশ্চিম হইতে এবং সুরমা পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত। প্লাবন-কালে উভয়েরই প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬ লক্ষ ঘন-ফুট।

সহজেই বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত অশ্বক্ষুরাকৃতি ভূমিখণ্ডে জলপ্রবাহ অতিরিক্ত অধিক প্রতি বৎসরই কোন না কোন নদীতে বন্যায় ধনপ্রাণ নাশ হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে ফেব্রুয়ারী মাসের পর বার্ষিক ৭০ ইঞ্চ বারিপাত সত্ত্বেও দেশে জলাভাব ঘটে, এবং পানীয় জলের অভাবে কলেরার আবির্ভাব ঘটে—অজন্মা

লাগিয়াই আছে। বর্দ্ধমান, যশোহর প্রভৃতি জিলায় ভূমির শস্য-উৎপাদিকা-শক্তি শতকরা ৬০।৭০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। নদীয়া জিলা ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিদ্যায়, শিল্পে, ধনসম্পদে, কৃষিজাত দ্রব্যে প্রথম স্থানীয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহা জনবিরল ও অনুর্ব্বর হইয়া যাইতেছে। মোগল রাজগণের বহুশতাব্দীব্যাপী যুদ্ধে যে বাঙ্গালা শস্য সরবরাহ করিয়াছে, এখন তাহাই অধিবাসিগণের আবশ্যক শস্য উৎপাদনে অসমর্থ। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে তাহার তুলনায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ উপেক্ষণীয়।

বিগত ২।৩ শতাব্দী কাল বাঙ্গালার বর্ষণাধিক্যের কোনরূপ সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই; বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, অভাব না থাকিলে কে উপায় চিন্তা করে? আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, সগরের বংশধর মরুময় বঙ্গে গঙ্গাপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দেশের শ্রীবিধান করেন। তদবধি বাঙ্গালার কৃষককে আর জলের জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই; জল নির্গমনের উপায় করিলে কৃষি অনায়াসসাধ্য ছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্প শ্রমে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইত।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দামোদরের বন্যা রাজা ও প্রজা উভয়-কেই বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। পশ্চিম-ভারতের সহিত বাঙ্গালার সংযোগ রেল লাইন ভগ্ন হওয়ায় এবং বাদশাহী সড়ক প্লাবিত হওয়ায়, বিপর্য্যয় ঘটাইল। সামরিক এঞ্জিনিয়ারগণ কাষ্ঠের উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে কত দিনে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইত, বলা যায় না।

এই সময় তদন্ত কমিটী গঠিত হয় এবং বর্ত্তমান লেখকও উহাতে সাক্ষ্য দেন। মোট ব্যাপারটি এই যে, বাঙ্গালায় জলাভাব নাই; কেবল কোথাও অত্যধিক, কোথাও অত্যল্প। প্রাকৃতিক সম্পদের যাহারা সদ্ব্যবহার করিতে জানে না, তাহাদিগের দুঃখ অনিবার্য্য। দামোদরের জল প্রয়োজনাতিরিক্ত। পূর্ব্বে ইহার প্রবাহ অপেক্ষাকৃত নিম্নে দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে কাটোয়া হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ বদ্বীপ সৃষ্টি করিতেছিল। কলিকাতা বন্দর ও হুগলী নদীর উভয় পার্শ্বে বহু সৌধ ও কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় ঐ অতিরিক্ত জলের প্রবাহ অব্যাহত থাকিলে তাহাতে সে সকলের ক্ষতি ঘটিতে পারে। সেই জন্য দামোদরের বামপার্শ্বে উচ্চ ও বিস্তৃত বাঁধ বাঁধিয়া ঐ স্রোতের গতি রুদ্ধ করা হইয়াছিল। সঙ্কীর্ণ পথে দামোদরের পলি ও বালি নদগর্ভে উচ্চতা সাধন

সঞ্চয় শিক্ষার প্রেরণাতেই—

লক্ষ্মীর কৌটায় টাকা তুলে রাখা প্রথার জন্ম।

ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সঞ্চয়ের প্রয়োজন আজ সব চাইতে বেশী। আপনার সঞ্চিত টাকা ভাল একটি ব্যাঙ্কে রাখলে দরকার মত তা ত ফিরে পাবেনই আবার তাই দিয়েই জাতীয় শিল্প বাণিজ্য গড়ে উঠে জাতিকে তথা আপনাকে সমৃদ্ধ করবে। আজ থেকেই কিছু কিছু টাকা সঞ্চয় করতে সুরু করুন।

চাঁদপুর
মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ—চাঁদপুর
কলিকাতা অফিস—৫৭, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ—মিঃ এস, আর, দাস, বি-এ।

করিয়াছে এবং হুগলী নদীর তীর দামোদরের তলা হইতে নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিলে কলিকাতা বন্দর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ প্লাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকায় দামোদরের বামপার্শ্বস্থ বাঁধ বহু ব্যয়ে উচ্চতর ও দৃঢ়তর করা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু অন্ততঃ এ বিষয়ের পরিকল্পনা এবং স্বল্পতোয়া হুগলী নদীর সংস্কার এক সঙ্গেই হওয়া উচিত। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এঞ্জিনিয়ারগণ হুগলী নদীর ভবিষ্যতের যে চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা আতঙ্কজনক। ফেব্রুয়ারী মাসের পর প্রায় প্রতি বৎসরই হুগলী গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। নদীয়ার জলাঙ্গী ও চূর্ণীর জলপ্রবাহ বর্ষাকালে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াও হুগলী নদীর ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি রোধ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে অল্পদিনেই হুগলী মজিয়া যাইবে। সুতরাং ভাগীরথীর উদ্ধার-সাধনে আর কালবিলম্ব করা যায় না।

আসামে "হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক" পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে। তাহাতে দেশের শিল্পের কিছু উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু তাহাতে ধনিকের যত উপকার হইবে, জনসাধারণের তত উপকার সাধিত হইবে না। কারণ, জনসাধারণের উপকার শস্য উৎপাদন ও শিল্প উভয়ের উপর নির্ভর করে।

নদীসমূহের প্রবাহ ও গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া তদনুসারে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাঙ্গালায় প্রায়ই দেখা যায়, একটি নদী মজিতেছে আর তাহার তীরবর্ত্তী সমৃদ্ধ স্থানসমূহ শ্রীহীন হইতেছে। ভৈরব ও কপোতাক্ষী মজিতেছে—পদ্মা ও মেঘনা প্লাবিত হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঙ্গালার সমগ্র ভূমি ও সকল জলপ্রবাহ এক মনে করিয়া পরিকল্পনা না করিলে কোন স্থায়ী উপকার হইবে না। দামোদরের অতিরিক্ত জল বাঁধবন্দী করিয়া ফেলিলে অপকারই ঘটিবে।

বঙ্গে নিম্নে স্তর-চালন

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইনষ্টিটিউট অফ এঞ্জিনিয়ার্সের এক অধিবেশনে বর্ত্তমান লেখক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার ক্রম-নিম্ন-গমনই বহু জিলায় অবনতির কারণ। হেডেন প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এই নিম্ন-গমনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার স্থান ও গতিবেগ নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেচ বিভাগে ও জিলাবোর্ড প্রভৃতিতে বহু কর্ম্মচারী আছেন। একযোগে ইঁহাদিগের দ্বারা কায করাইলে ইহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

বাঙ্গালার স্থান-বিশেষে যে উল্লেখযোগ্য নিম্নগমন চলিতেছে, তাহা প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিলে এবং বর্ত্তমানে সরকারের সংগৃহীত হিসাব তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমরা প্রথমে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিব—

(১) ভারতের মানচিত্র দেখিলেই বুঝা যায়, গঙ্গা ও যমুনা নদী পূর্ব্বে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত গাঙ্গেয় পলি-স্তরের নিম্নগমনহেতু দক্ষিণ-পূর্ব্বে বক্র হইয়াছে। হেডেনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, সাধারণের যে ধারণা আছে, "Tartiary" (টারশিয়ারী) যুগের পূর্ব্ব হইতেই গাঙ্গেয় সমতলে যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহা বিদ্যমান, তাহা নহে। ধীরে ধীরে দেশের স্তর-নিম্নগমন ঘটিয়াছে বলিয়া এত অধিক পলি পড়া (১৪০০ ফুট) সম্ভব হইয়াছে।

(২) সিন্ধুনদে ও গঙ্গায় একই জাতীয় শুশুক দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়, উভয়ের এককালে সংযোগ ছিল।

(৩) ভূতত্ত্ব হিসাবে বিন্ধ্য পর্ব্বত আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ দিয়া এই বিস্তার বিদ্যমান। রাজমহল ও গারো পর্ব্বতের মধ্যে যে ভূখণ্ড বিদ্যমান, উহাই গঙ্গার ব-দ্বীপের শীর্ষ-ভূমি। ঐ স্তরের ক্রম-নিম্নগমন ঘটিয়াছে বলিয়া বিন্ধ্য-স্তরের উপর দিয়া গঙ্গা

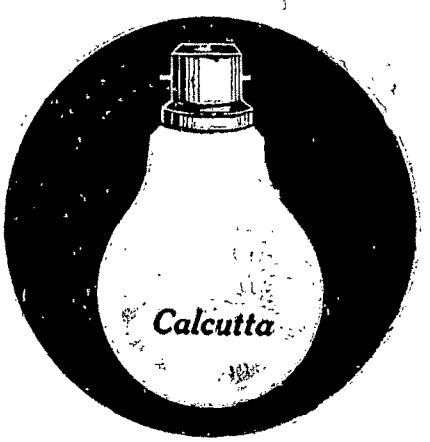

ক্যালকাটা ল্যাম্প

ভারতে প্রস্তুত

গুণে শ্রেষ্ঠ

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ

বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা ফোন : বি, বি, ৪৬৭৩

এজেণ্ট : নিগাম ব্রাদার্স ১৪, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক'রে তুলুন ভারতকে এক মহাশক্তিমান্ দেশ

দি ইণ্ডিয়ান্ কাট্‌লারী ম্যানুফাক্চারিং কোং লিঃ

দি ইণ্ডিয়ান্ মেসিন্ টুল ম্যানুফাক্চারিং কোং লিঃ

সেদিনকার যুদ্ধলিপ্সুদের হাত হইতে যে কল্যাণময় রণচক্র আজ পৃথিবীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিতেছে - জানেন কি যে সেই রণচক্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন কাটিবার — যন্ত্রগুলির যাহা না হইলে সমস্ত যন্ত্রচক্রই অসম্পূর্ণ ?

ইতিহাসে অতুলনীয় এই মহাযুদ্ধ সত্যি-কারের কোথায় চ'লছে জানেন কি ? জলে নয়, স্থলে নয়, আকাশেও নয়, এই মহাযুদ্ধ চ'লছে পৃথিবীর **যন্ত্রশিল্পের কারখানাগুলিতে।**

★ যুদ্ধ ক'রছেন আজ ভারতমাতা অতীতের সেই দশপ্রহরণধারিণী শ্রীদুর্গার মত অসুরদের হাত হ'তে পৃথিবীকে মুক্ত করবার জন্য। মাকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দিয়ে পূজা করুন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার্স

২, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

PHONE CAL. 1817. | একমাত্র স্বত্বাধিকারী — শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য | টেলিগ্রাম-'ইন্টিস', কলিঃ

IPB

ও ব্রহ্মপুত্রের গমন সম্ভব হইয়াছে; গঙ্গাও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গতি-পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

(৪) পুরাণে কথিত আছে, অগস্ত্যের দক্ষিণ গমন-কালে বিন্ধ্য পর্ব্বত তাঁহাকে প্রণাম করিতে অবনত হইয়া আর উঠে নাই। এই প্রবাদ আমাদিগের কথিত ক্রম-নিম্নগমনের প্রমাণ।

(৫) প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহের নিকটবর্ত্তী মধুপুর জঙ্গল নামক কঠিন ভূখণ্ডের পূর্ব্ব দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত। এক্ষণে উহা সিরাজগঞ্জের নিকট দিয়া ঐ মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিমে প্রবাহিত। রাজমহল ও গারো পর্ব্বতমালার মধ্যস্থ ভূখণ্ড বসিয়া যাওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের এই দিক্-পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

(৬) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের পর গঙ্গা সহসা ইহার আধুনিক প্রধান প্রবাহ গোয়ালন্দের নিকট হইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ ও হুগলীর মধ্য দিয়া যে প্রধান প্রবাহ চলিত, তাহা এখন ক্ষীণ শাখায় পরিণত হইয়াছে।

(৭) টলেমির মানচিত্র দেখিলে মনে হয়, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গা ভৈরব দিয়া প্রবাহিত ছিল। ভৈরব তখন প্রবল ছিল; পরে ভাগীরথী ও হুগলীর নিম্নগমনে ক্ষীণ হইয়াছে। এক অনতিপ্রশস্ত খাত হরিণঘাটার দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, উহাই পূর্ব্বে ভৈরবের খাত ছিল। নিম্নদেশ ভরাট হওয়ার পূর্ব্বে মোহানার দিক ভরাট হইয়া প্রবাহ অন্যপথে চালিত হয়।

এই সকল হইতে প্রতীয়মান হয়, বাঙ্গালার কোন কোন অংশ কোন অজ্ঞাত কারণে অল্পে অল্পে নিম্নগামী হইতেছে। অশ্বক্ষুরাকৃতি অঞ্চলে সমুদায় জলই ঐ নিম্নস্থানে প্রবাহিত হইতেছে।

পূর্ব্বের বিখ্যাত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডসমূহে ভূগর্ভস্থ জলতল নামিয়া গিয়াছে এবং জলের উচ্চতাহানি হওয়ায় অনুর্ব্বরতার উদ্ভব হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তন অতি ধীরে সম্পন্ন হয় বলিয়া সহসা অনুভূত হয় না। শেষে জিলার বা প্রদেশের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহারই ফলে বর্দ্ধমান, যশোহর ও নদীয়া তিনটি জিলার অবনতি ঘটিয়াছে।

দামোদর-বন্যার প্রতীকার

প্লাবন-কালে দামোদরের সর্ব্বোচ্চ বন্যার পরিমাণ সেকেণ্ডে ৬ লক্ষ ঘন-ফুট। দামোদরের উচ্চতর অংশে পার্ব্বত্য প্রদেশে যে পার্জরী, উসরী ও পালকিয়া সঞ্চয়-কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবার কথা হইয়াছে, উহাতে সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ ফুট প্রবাহ রোধ করা চলিবে। ব্যবস্থা এই যে, অবশিষ্ট ৩ লক্ষ ফুট প্রবাহ দামোদর বহিয়া চলিয়া

ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠানদ্বয়

বম্বে লাইফ এসিওরেন্স

কোম্পানী লিঃ

বম্বে ফায়ার এণ্ড জেনারেল

ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

বীমাকারী ও এজেণ্টগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা।

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

সেন এণ্ড কোং, চীফ এজেণ্টস্।

যাইবে। বাঁধ বাঁধা জল-সঞ্চয়কুণ্ড পলি পড়িয়া ক্রমে পূর্ণ হয়। অন্যান্য স্থানে ইহার আয়ুষ্কাল ৩০।৩৫ বৎসর—

স্থান	প্রতি বর্গমাইলে সঞ্চয়-কুণ্ডের আয়তন	গড়ে বার্ষিক ক্ষতি
১। সান্তা বারবোয়া (কালিফোর্ণিয়া)	৬৭·৩	৪·৮২
২। ব্ল্যাক রক (উত্তর মেক্সিকো)	৩১·৬	৩·৮৩
৩। ওকল্যাণ্ড (কালিফোর্ণিয়া)	৪০৪·৮	০·০৪৩

এক্ষণে সঞ্চয়কুণ্ড নির্ম্মাণ প্লাবন-প্রতীকারের উপায় ধরিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কুণ্ড নির্ম্মিত হইতে পারে; তাহাদিগের আয়ুষ্কাল নানা প্রকারে দীর্ঘ করা যাইতে পারে; উহা হইতে নানারূপে আয় করা সম্ভব হইতে পারে।

সঞ্চয়কুণ্ড নির্ম্মাণ করা স্থির হইলে, সেকেণ্ডে অবশিষ্ট ৩ লক্ষ ঘন-ফুট জল তিন উপায়ে নিকাশ করা যাইতে পারে :—

(১) দামোদরের বাঁধ উচ্চতর ও প্রশস্ততর অর্থাৎ দৃঢ়তর করিয়া ঐ জলপ্রবাহ দামোদর হইতে রূপনারায়ণ নদীতে ফেলা।

(২) সেকেণ্ডে ২ লক্ষ ঘন-ফুট জল রূপনারায়ণে এবং অবশিষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের নিম্ন দিয়া বর্দ্ধমানের পথে হুগলী নদীতে লওয়া। অবশ্য হুগলী নদীতে ফেলিবার জল দামোদরের সঞ্চিত জলের উপরিভাগ মাত্র হইতে না লইলে জলবাহিত বালুতে হুগলীর জল-প্রবাহে চর উৎপন্ন হইবে।

(৩) প্রথম কল্পনানুযায়ী ৩ লক্ষ ফুট জল দামোদরের পথে রূপনারায়ণে ফেলিবার কথা। দ্বিতীয় কল্পনানুসারে লক্ষ ফুট বর্দ্ধমানের নিম্ন দিয়া হুগলীতে ফেলা এবং অবশিষ্ট লক্ষ ফুট কাটোয়ার সন্নিকটে ভাগীরথীর কোন উচ্চতর অংশে নিক্ষেপ। ইহার জন্য অজয় নদের কতকাংশ ব্যবহৃত হইতে পারে। হুগলী নদীর বর্ত্তমান আয়তনে হুগলীর নিজস্ব প্রবাহের অতিরিক্ত লক্ষাধিক ঘনফুট জল প্রবাহিত করা অসম্ভব। সেই জন্য হুগলী নদীর বামপার্শ্ব দিয়া, প্রয়োজন হইলে, জল ইচ্ছামতীতেও দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তৃতীয় কল্পনা—দামোদর সম্বন্ধে অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। কিন্তু রাজমহলের নিম্নে অশ্বক্ষুরাকৃতি প্রদেশের সমুদায় জল একই পরিকল্পনানুযায়ী ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। এক নদীর জল প্রয়োজনে অপর নদীতে প্রেরণ করাও আবশ্যক হইতে পারে। তাহা না হইলে এক নদীতে প্লাবন ও অন্যটিতে জলের অভাব

সভ্য সমাজের পরিবর্ত্তনশীল
রুচির সঙ্গে তাল রেখে
চলতে পারে
আমাদের
শাড়ী—ব্লাউজ

পূজার উপহার
শাড়ী—ব্লাউজ
ছেলেমেয়েদের পোষাক

কমলালয় লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট ঃ ঃ কলিকাতা
ফোন বি, বি, ৬৪২

ঘটিতে পারে। এই ব্যবস্থাই বাঙ্গালার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন। আর কলিকাতা বন্দর ও হুগলী নদীর তীরস্থ সম্পত্তি রক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এঞ্জিনিয়ারগণ সতর্ক হইতে বলিলেও এ পর্য্যন্ত হুগলী জীবিত রাখিবার কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নাই। যে জলাঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদীয়ার নদীর উচ্চস্থান হইতে আনীত জলে ভাগীরথী এখনও প্রবাহিতা, সে সকলের আয়তনও হ্রাস হইতেছে।

পরিকল্পনার গুণাগুণ

আপাত দৃষ্টিতে প্রথম পরিকল্পনাই দামোদরের বন্যা সম্বন্ধে বিশেষ প্রযোজ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কারণ, সমুদায় জল নিকাশ করিতে পারিলে আর বন্যার ভয় থাকে না। যদি এই প্রকারে চলিলে দামোদর নদের খাত ক্রমোচ্চ হইয়া যায়, তবে বাঁধ উচ্চতর করিলে আর কোন চিন্তা থাকিবে না, মনে হইতে পারে। এই ব্যবস্থা আপাত কার্য্যকরী মনে হইলেও ইহাতে বিশেষ আপত্তি আছে।

প্রথমতঃ, বাম দিকের বাঁধ ক্রমেই উন্নত করিলে নদীও ক্রমশঃ উচ্চ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপ এত বৃদ্ধি পাইবে যে, যদি কখন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যা হয়, তবে ধ্বংসের মাত্রা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। এই অবস্থায় প্রথম প্লাবনে কলিকাতাই সমধিক অপকৃত হইবে।

এই স্থানে মনে রাখা প্রয়োজন, দামোদরের জল ঢালু দিকে কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতির মুখে যাইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। বাঁধ দিয়া তাহা নিবারণ করিলে প্রকৃতির শত্রুতা কখনই নিবারিত হইবে না। বাম দিকের বাঁধ যত বড়ই কেন হউক না, দামোদরের মোটা বালি ও পলি উহার তলদেশে স্থলপৃষ্ঠ ক্রমশঃ উচ্চ করিবে। অবশেষে যে ভূমির উপর বাঁধ নির্ম্মিত হইবে, উহা যদি সম্পূর্ণরূপে জল রুদ্ধ করিতে সমর্থ না হয়, অথবা যদি উহার তল দিয়া কিম্বা কোন "ঘোষ" দিয়া জল যায়, তবে কালে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। কেবল তাহাই নহে, যে নিম্নগমনের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা দামোদরের বাঁধের নিকট চলিলে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কলিকাতা বন্দরাদি প্লাবিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, দামোদরের মোটা বালি ও পলি যে কেবল দামোদরের খাত উচ্চ করিবে তাহাই নহে; পরন্তু কালে রূপনারায়ণের সঙ্গমের মুখে চড়া পড়িবে ও চড়া ক্রমে হুগলীতেও বিস্তৃত হইবে। এইরূপে মোহানা বন্ধ হইলে আরও অধিক পলি পড়িবে এবং বাঁধ অকর্ম্মণ্য

এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে আপনার বাঁচিবার একমাত্র উপায়

'অধিক সব্জী চাষ'

(সরকারী নির্দ্দিষ্ট দরে বীজ পাইবেন)

ফুলকপি	প্রতি আউন্স
ন্যাশনাল গ্লোরী	৩৲
বেনারসী সাদা	২৲
হোয়াইটকিং	৫৲
স্নোবল	৮৲
এসিয়াটিক	২৲
ওলকপি সাদা বা লাল	২৲
সালগম	১৷০
গাজর	১৲
টোমাটো টেনটন	২৲

বাঁধাকপি	প্রতি আউন্স
হিউজবল	৩৷০
সিওর হেড	৩৷০
রাউণ্ড হেড	৩৷০
বীট লাল গোল	২৲
মূলা	
বোম্বাই লাল	।৶০
রাক্ষুসে প্রকাণ্ড	১৲
লাল লম্বা	৷৷০
বেগুন মুক্তকেশী	১৲

কৃষি পুস্তক ঃ—সব্জীর কথা—১৲ ফলের বাগান—১৷০
ফুলবাগ—১৷৷০, গোজীবন ও পোল্ট্রী পালন—১৷০
গাছ ও বীজের মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল নার্শরী

অফিস ঃ—৪৬, রামধন মিত্রের লেন, ব্রাঞ্চ ঃ—৭৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

টেলিঃ—Sabjibeej Cal. ফোন: বি, বি, ৩৩৯৬।

ফোন ঃ
সাউথ ২০৮১

[টেলিগ্রাম—
ASARDAS

এস, আর, দাস

ব্যাঙ্কার, ইঞ্জিনীয়ার, কণ্ট্রাক্টর এণ্ড ইম্পোর্টার

পি ৩১১, সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা

স্বত্বাধিকারী

মেসার্স বিজলী প্রেস
কলিকাতা

মেসার্স এস, আর দাস
ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম বিক্রেতা এবং কণ্ট্রাক্টরস্, কলিকাতা

ম্যানেজিং এজেণ্টস

চাঁদপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাচ ফ্যাক্টরী লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

বেঙ্গল কটন এণ্ড ষ্টোরস্ সিণ্ডিকেট লিঃ
কলিকাতা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দি চাঁদপুর মডেল ব্যাঙ্ক লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ধুবড়ী ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
ধুবড়ী, আসাম

শান্তিনিকেতন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ
শান্তিনিকেতন (বেঙ্গল)

ষ্টীল এণ্ড ইলেকট্রিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ
কলিকাতা

চ্যাটার্জ্জী দাস এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট্যাল ক্লথ প্রডাক্টস লিঃ
কলিকাতা

মডেল গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ
বেলগাছিয়া, হাওড়া

চাঁদপুর গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ
চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

টেকনো ট্রেডার্স লিঃ
মেসিনারী ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম আমদানী-কারক, কলিকাতা

হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে পুরাতন তাম্রলিপ্ত সহরের ব্যাপার স্মরণীয়। যদি বর্ত্তমান তমলুকই পুরাতন তাম্রলিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ভূমির নিম্নগমনই প্রমাণ করে। কারণ, বর্ত্তমান তমলুক সমুদ্র হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং ফাহিয়েনের সময় সমুদ্রকূলে ছিল। এখন তথায় বন্দরও নাই, মন্দিরও নাই এবং বন্দর হইতে সংযোগকারী পথের চিহ্নও নাই। তথায় হস্তিসকলের গমনোপযোগী যে রাজপথের উল্লেখ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে কেবল পঙ্কময় কোমল স্তর বিদ্যমান।

ভাগীরথী বা হুগলী নদী যে ক্রমেই শীর্ণা ও ক্ষীণা হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গত ৫০ বৎসর কাল গ্রীষ্মকালে ইহার শীর্ষস্থান গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাকে প্রায় সমুদ্রের খাঁড়িতে পরিণত করে। যখন দামোদরের বাম দিকে বাঁধ নির্ম্মিত হয় নাই, তখন কাটোয়া হইতে রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত স্থান হইতে দামোদরের জল হুগলীতে পতিত হইয়া ইহাকে সজীব ও সতেজ রাখিত। মেজর রেণেলের মানচিত্র ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে অঙ্কিত মানষ্টারের মানচিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তখনও কাশিমবাজার হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত হুগলী ক্ষীণ ছিল ও ভৈরবই প্রধান ছিল। তখন দামোদর, জলাঙ্গী ও চূর্ণীর সম্মিলিত জল হুগলীতে পতিত হইত। গোয়ালন্দ বসিয়া যাওয়ায় জলাঙ্গীর ও চূর্ণীর জলও কমিয়াছে।

ইহাতেই বুঝা যায়, দামোদরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাগীরথী ও হুগলী ক্ষীণ হইতে দেওয়া সুপরামর্শ নহে। ভাগীরথী, দামোদর এবং সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের অন্যান্য নদী লইয়া একই পরিকল্পনা রচনা করা সঙ্গত। দামোদরের জল বাঁধ বাঁধিয়া কেবল দামোদরের খাতে প্রবাহিত করা সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনানুসারে সেকেণ্ডে ৩ লক্ষের পরিবর্ত্তে ২ লক্ষ ঘন-ফুট জল বাঁধ-বদ্ধ দামোদর দিয়া প্রবাহিত করিয়া অবশিষ্ট জল ভাগীরথী দিয়া প্রবাহিত করা মন্দের ভাল। কিন্তু ইহাতেও বিপদ ঘটিতে পারে। কারণ, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে প্লাবন হয়, তাহাতে প্রবাহ সেকেণ্ডে ৩ লক্ষ ঘন-ফুটের অধিক হয় নাই। সুতরাং দামোদরের খাত আর একটু উন্নত হইলেই সেই খাতে ২ লক্ষ ঘন-ফুট প্রবাহেও প্লাবন-সৃষ্টি হইবে। কাযেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিপদ কিছু বিলম্বিত হইতে পারে, এই মাত্র।

তৃতীয় পরিকল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ইহাতে দামোদরে সেকেণ্ডে মাত্র লক্ষ ঘন-ফুট জল প্রবাহিত হইবে —বাঁধ উচ্চতর করিতে হইবে না এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের

বর্ত্তমান বাংলার
ম্যালেরিয়া-রোগ-সমস্যার
একমাত্র সমাধান
ডাক্তার রঞ্জন ল্যাবরেটারীর
❋ প্লাস্‌মোসিড্ ❋
ম্যালেরিয়া নিবারণের অব্যর্থ মহৌষধ
ডিষ্ট্রীবিউটরস্‌ঃ—
জেনিথ ষ্টোরস্ সাপ্লাইং এজেন্সি
৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (সাউথ), কলিকাতা

প্লাবনের সম্ভাবনাও থাকিবে না। তদ্ভিন্ন ভাগীরথীতে, কাটোয়া বা তদপেক্ষা উচ্চে, ২লক্ষ ঘন-ফুট হইতে লক্ষ ঘন ফুট জল সেকেণ্ডে ভাগীরথী ও ইচ্ছামতী দিয়া চালান যাইবে। মাজদিয়া ষ্টেশনের পূর্ব্বে যে সকল নদী বর্ত্তমান, সে সকল ভৈরবের ধ্বংসাবশেষ। সে সকলেও কায হইতে পারিবে। ইহাতে জমির নিম্নগমনের আশঙ্কাও নাই। ইহাতে আর এক বিশেষ উপকার এই হইবে যে, ভাগীরথীর অবনতিও বন্ধ করা যাইবে। এখনও পুরাতন নদীসমূহের অবশেষ বহু বিল ও খাল আছে। সেই সকলের মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত করিলে ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অল্প হইবে।

উপসংহার

(১) বাঙ্গালার অশ্বক্ষুরাকৃতি ভূমিখণ্ডে জলপ্রবাহ সম্বন্ধে একই পরিকল্পনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

(২) যদি নদীসকল ও অন্যান্য জলপ্রবাহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয়, তবে বাঙ্গালার সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভব হইবে না।

(৩) যাহাতে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সম্পদ্ জল অপব্যয়িত না হইয়া বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর আবশ্যক খাদ্য উৎপাদনে প্রযুক্ত হয় তাহাই করিতে হইবে।

(৪) এখনই চেষ্টা না করিলে কলিকাতা বন্দর ও ভাগীরথী রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।

(৫) বাঙ্গালার ভূমির নিম্নগমন সম্বন্ধে অবিলম্বে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

২৷৷০ টাকায় ৩ ঘড়ি ও ২৯টি উপহার

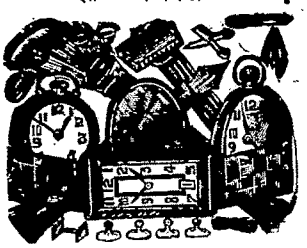

আমাদের ৪ শিশি গোলাপ গন্ধ কেশতৈল বা ৪ কৌটা দাদের মলম বা জর্দ্দা ২৷৷০ টাকায় লইলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিনামূল্যে পাইবেন। ১টি আয়না, ১টি চিরুণী, ১টি সাবান, ১টি রোল্ড গোল্ড গিল্ট ডামী রিষ্ট ওয়াচ, ১টি সেফটি রেজার, ১টি নামলেখা আংটি, পলতে ১ গজ ২টি ফ্যান্সী ডামী হাত ঘড়ি সূতা ১ বাণ্ডিল, সূচ ৪টি, হোল্ডার ১টি, প্রিজারভার ১ জোড়া, (পায়ের মাপ পাঠাইবেন) জুতার ফিতা ২টি, তাস ১ বাণ্ডিল, গোলকধাম খেলার ছক ১টি, কাঁটা ৪টি লজেঞ্জস্ ১৯০টি, টিপ ৭৯টি, ১টি লাইট, মাশুল প্যাকিং ৷৷৵০ আনা বাঙ্গালা ইংরাজী পকেট প্রেস নাম ঠিকানা চিঠিপত্র ঘরে বসিয়া সুন্দররূপে ছাপা যায় ৩০ নং ২৲, ৪০ নং ২৷৷০, ৫০ নং ৩৷৷০ ৫৲ টাকা উৎকৃষ্ট মাশুল প্যাকিং ৷৷৵০ আনা। ঠিকানা—
ইণ্ডিয়ান ওয়াচ ষ্টোর পোঃ বক্স নং ১২২০৪ কলিকাতা (প)।

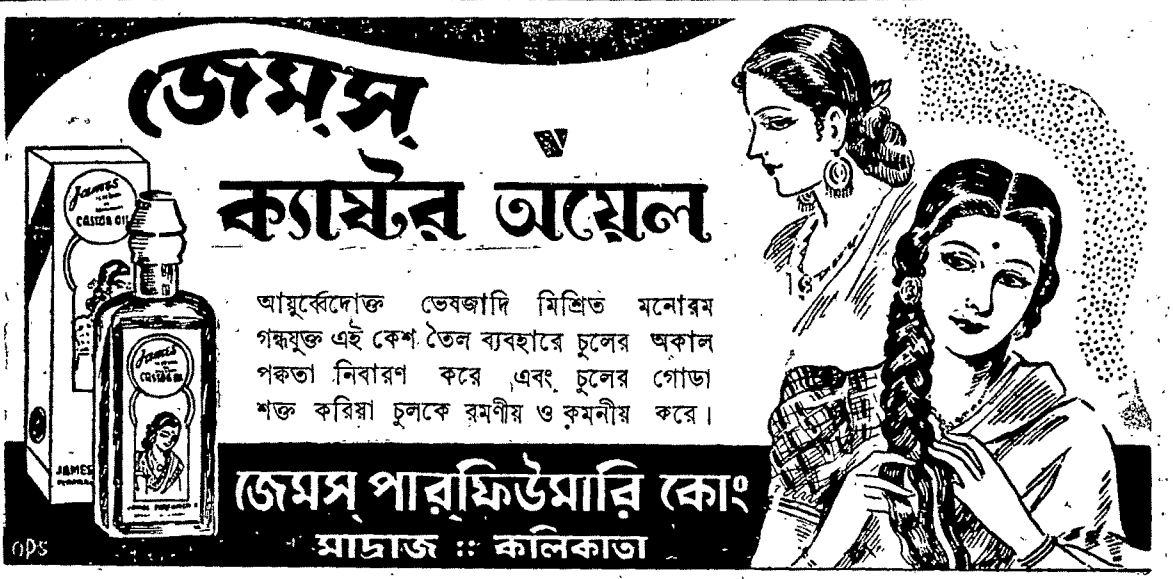

পরিবেশক—দি ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রীবিউটার্স, ২০ পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিণতি

[শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়]

১

ক্ষুদ্র গ্রামে অনিমেশের বাস। সেই গ্রামে সে, তাহার পিতা, তাহার মাতা, এক ভগিনী আর এক ভ্রাতা—এই পাঁচ জনে তাহাদিগের সংসার। সংসার বড় নহে; আর তাহাতে লক্ষ্মী যেন অচলাই ছিলেন। তাঁহার কৃপা বর্ষার ধারার মত বর্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার যে বর্ষণ হইয়াছিল, তাহা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যায়। কিছু জমি-জমা ছিল, তাহার পিতা যোগেশচন্দ্র গ্রামের জমিদারের সদর কাছারীতে চাকরীও করিতেন। অনিমেশ গ্রামের স্কুলের ছাত্র—দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—শ্রেণীর প্রধান ছাত্র।

চারি বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে বার গ্রামের বাগ্‌দী-পাড়ায় মহামারী। অনিমেশ সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিয়াছিল, তাহাতে পুষ্ট ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে উন্নীত করিয়া সেই অজ্ঞ, দরিদ্র, অপরিচ্ছন্ন হতভাগ্যদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল—অনেককে চিকিৎসার দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছিল। তাহারই চেষ্টায় মহামারী বাগ্‌দীপাড়া হইতে গ্রামের অন্যান্য পাড়ায় ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে নাই।

কিন্তু সেই কারণে যাঁহারা উপকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই প্রধান—গ্রামের মোড়লরা সেই কাযের জন্য তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন—"ছোটলোকদিগকে" দয়া করা যায় কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিন্দনীয়—"ভদ্র-সন্তানের" পক্ষে অপমান-জনক। বিশেষ যাহারা পশুবৎ আছে, তাহাদিগকে যদি মানুষের অধিকার দেওয়া হয়—জড়কে যদি প্রাণ-শক্তিতে সঞ্জীবিত করা হয়, তবে সমাজে যাঁহারা কেবল লৌকিক নিয়মে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব আর থাকে না। সেই কথা বুঝিয়া গ্রামের মোড়লরা বিপদ গণনা করিলেন; এক দিন পিতা-পুত্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার বাগ্‌দীপাড়ায় গতায়াত—বিশেষ সেই পাড়ায় অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাহাদিগকে অধিকার সম্বন্ধে নূতন ধারণা প্রদান যে বিষময় ফল প্রসব করিবে, তাহা কি সে ভাবিয়া দেখিয়াছে?

অনিমেশ তাঁহাদিগের সহিত তর্ক না করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের যে উক্তি তাহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহারই উল্লেখ করিল—"ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

তখন মোড়লদিগের এই অনুষ্ঠানের কারণ প্রকাশ পাইল—কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী বনমালী মণ্ডলকে এক কালে পাঁচ টাকা ঋণ দিয়া তাহার সুদে বৎসরে দুই মণ ধান দশ বৎসর আদায় করিয়া আসিতেছিলেন। এ বার ধান দিতে বলিলে বনমালীর ছেলে জগন্নাথ বলিয়াছে—এ বার অজন্মা; তাহারা ধান দিতে পারিবে না। এই উক্তির ধৃষ্টতা মোড়লদিগের বিবেচনায় ক্ষমারও অযোগ্য।

২৷৷০ টাকায় ৩টি ঘড়ী ও ২৯টি উপহার পাইবেন

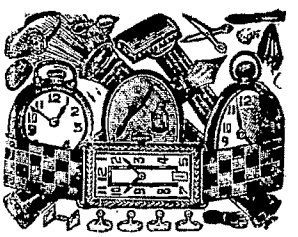

আমাদের ৪ শিশি পুষ্পরাজ তৈল অথবা ৪ কৌটা সুগন্ধি বাদশাহি জরদা ২৷৷০ আনায় লইলে নিম্নের উপহারগুলি বিনামূল্যে পাইবেন। ১টী চৌকা সুদৃশ্য ডামী রিষ্ট ওয়াচ, ১টী সেফ্‌টী রেজার, ১টী ব্রুশ, ১টী আয়না, ১টী সাবান, ১টী চিরুণী, ১টী আংটী, এক জোড়া জিনের প্রিজারভার (পায়ের মাপ পাঠাইবেন) ১ জোড়া জুতার ফিতা, ১ সেট বোতাম, লজেন্স ২০১টী ২টী ফ্যান্সি ডামী হাতঘড়ি, ১টী লাইট, ১টী মাদুলী, ৪টী কাঁটা, ১টী গুলিসুতা, ১ হাত পলিতা, ১টী হোল্ডার পেনসিল, ১টী বড় তাস। মাশুল ও প্যাকিং ৸৹ আনা। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় মশারী। উৎকৃষ্ট সেলাই ও মজবুত বুনন। দেখিতে সুদৃশ্য। মূল্য ৬×৩৷৷×৩৷৷ ফুট, উৎকৃষ্ট ৩৷৷০, ৬×৪×৪ ফুট, উৎকৃষ্ট ৪৸০, ৩৷৷×৪৷৷×৪৷৷ ফুট, উৎকৃষ্ট ৫৸০, ৭×৫×৫ ফুট, উৎকৃষ্ট ৬৷৷০, ৭৷৷×৬×৬ ফুট, উৎকৃষ্ট ৭৷৷৵০, ৮৷৷×৬৷৷×৬৷৷ ফুট, উৎকৃষ্ট ৮৸০, মাশুল ১৵০ আনা। ৩টী লইলে মাশুল ফ্রি।

ঠিকানা:—ভিক্টোরিয়া ওয়াচ কোং
পোষ্ট বক্স নং ১২২১৬, কলিকাতা (বি)

ব্রেনোলিয়া স্মৃতি ও বলবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট টনিক

দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন। নিয়মিত সেবনে দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া দেহ, মন তেজোদৃপ্ত হয়। মূল্য শিশি ১৷৷০ সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। ভিঃ পিঃতেও ঔষধ পাঠান হয়।

ব্রেনোলিয়া ক্যামিকেল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স ১০৮১৮, কলিকাতা

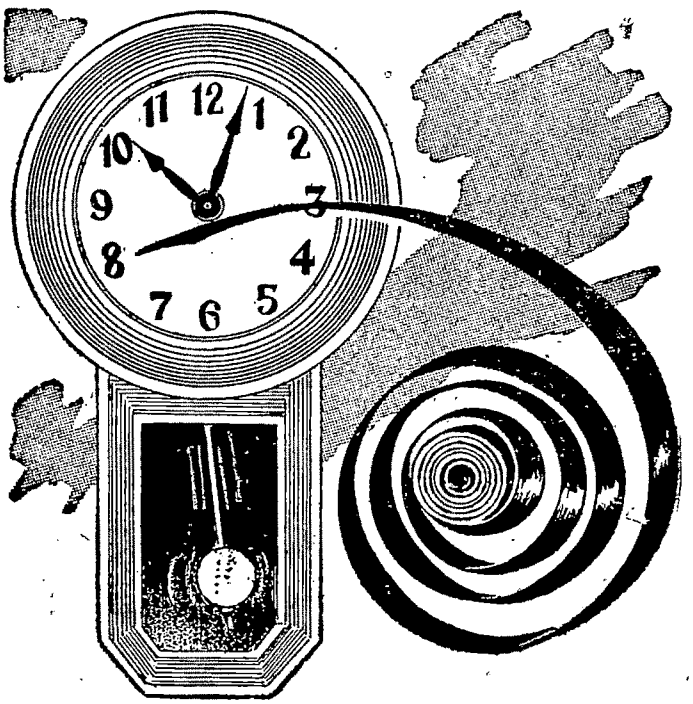

আপনার জীবনী শক্তি

সূর্য্যরশ্মি ধরিত্রীর অন্ধকার ঊর্ব্বর স্তরে প্রবেশ ক'রে ছোলার সুপ্ত বীজগুলিকে জাগিয়ে তোলে, তারপর তারা অঙ্কুরিত হ'য়ে মৃত্তিকাগর্ভ ভেদ ক'রে আলোকোন্মুখী হ'য়ে ধীরে ধীরে পূর্ণাবয়ব লাভ করে। এই প্রাণময় শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রাচুর্য্য মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন কচ্ছে। **এই সারগর্ভ ছোলা আবরণ সমেত চূর্ণ ক'রে ছাতু প্রস্তুত হয়।** এই পুষ্টিকর প্রাণবন্ত খাদ্য আপনাকে শক্তিমান্ ও বীর্য্যবান্ করে আপনার অপরিমেয় জীবনী শক্তির সঞ্চার করবে।

ছাতু যে কেবল মাত্র ধনী ও দরিদ্রেরই আদর্শ খাদ্য এমত নহে, ইহা সকল বয়সের লোকেই গ্রহণ করতে পারেন। আজ কালকার দিনে যখন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও গুণাবলী সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে, তখন ছাতু একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গমজাত খাদ্য ও ভাতের পরিবর্ত্তে ছাতু নির্ব্বিচারে ব্যবহার করতে পারেন—মূল্যও অতি সুলভ।

কতিপয় সুদক্ষ ক্যানভ্যাসার এবং সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ডাইরেক্টর অব্ সিভিল সাপ্লাই, বেঙ্গল, ৭, চার্চ লেন, কলিকাতা।

অথবা

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত ছাতুর একমাত্র প্রস্তুতকারক, পাইকারীবিক্রেতা ও পরিবেশক।

ন্যাশনাল ট্রেডিং এণ্ড এজেন্সী কোং

৪০/২ এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

কারখানা এবং প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র :—

৭৪-এ, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন : পি, কে, ৭০৬

তাঁহাদিগের কথায় কথা বাড়িয়া গেল এবং অণিমেশ স্বাভাবিক বিনয়সংযত ভাব ভুলিয়া—তাহার নবোৎসাহ-দীপ্ত হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল—যাহারা অজ্ঞ, মূর্খ, তাহাদিগের মধ্যে চেতনার সঞ্চার অনিবার্য্য; সেই চেতনা যদি দলিত করিবার চেষ্টা করা হয়, তবেই তাহা প্রচণ্ড বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করিবে—তাহা হিংসায় ও ধ্বংসে সমাজের সংস্কারের স্থানে সংহার আনিবে। আর যদি তাহারা বুঝে, সমগ্র সমাজ তাহাদিগের উন্নতিকামী, তবে কেবল তাহাদিগেরই নহে, পরন্তু সমগ্র সমাজের উন্নতিতে অবস্থার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি হইবে।

পুত্রের কার্য্য সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্রের মনে যে দ্বিধা ছিল, তাহা পুত্রের কথায় দূর হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য মোড়লদিগের এক জন যখন তর্কে না পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখলে হে যোগেশ? ছেলেটার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে?"—তখন তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রের কার্য্যের জন্য লজ্জিত নহেন, তাহাতে গর্ব্বিত।

সকলে নির্ব্বাক্।

প্রথমে অণিমেশ "তবে আমি আসি" বলিয়া চলিয়া গেল; তাহার পরে যোগেশচন্দ্র পুত্রের অনুসরণ করিলেন।

গ্রামের মোড়লরা স্থির করিলেন, এ অপমান তাঁহারা সহ্য করিবেন না—অণিমেশের ও তাহার পিতার ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ তাঁহারা লইবেন এবং সে প্রতিশোধ যদি প্রতিহিংসায় পরিণত হয়, সে দোষ পিতা-পুত্রের।

২

অণিমেশ মোড়লদিগের বৈঠক হইতে গৃহে আসিল—আসিয়াই ডাকিল "মা!" মা'-ই তাহার আশ্রয় ছিলেন—তাহা সে জানিত। মা পুত্রের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, সে কোন কারণে ব্যথা পাইয়াছে। তিনি বসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বাবা?" অণিমেশ সব কথা বলিল। শুনিয়া সুনীতি সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওদের সঙ্গে আর তুই ঝগড়া করিস না। ওরা কি রকম ভয়ানক লোক, তা' তুই জানিস না। ওরা খুন অবধি করতে পারে।"

অণিমেশ বলিল, "কিন্তু, মা, ভয় যদি না ভাঙ্গে তবে ত কখন অনুন্নতদের উন্নতি হ'বে না। আমি না হয় ভয়ে বিরত হ'লাম। কিন্তু ওদের কি হ'বে?"

কয় মাস পূর্ব্বে জমিদার বাবুর বাড়ীতেই কয়টি যুবক ছুটীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল—তাঁহার আত্মীয়। তাহাদিগের মধ্যে সুব্রত নামক এক জন অণিমেশের সহিত পরিচয় করিয়া তাহাকে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান দিয়া গিয়াছিল এবং কতকগুলি পুস্তক দিয়া গিয়াছিল। সেই-গুলি যত্নসহকারে পাঠ করিয়া অণিমেশ তাহার নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে সেই সকল পুস্তকের মত মাতার নিকট ব্যক্ত করিল। সরলা সুনীতি পুত্রের মত সমীচীন মনে করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ও দিকে পাড়ার মোড়লরা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহাকে দলিত করিবার নানা চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগের ষড়্‌যন্ত্রে জমিদার যোগেশ বাবুকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন আর মোড়লরা তাঁহাকে "একঘরে" করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহাতে যোগেশ বাবু দমেন নাই। আর কয়

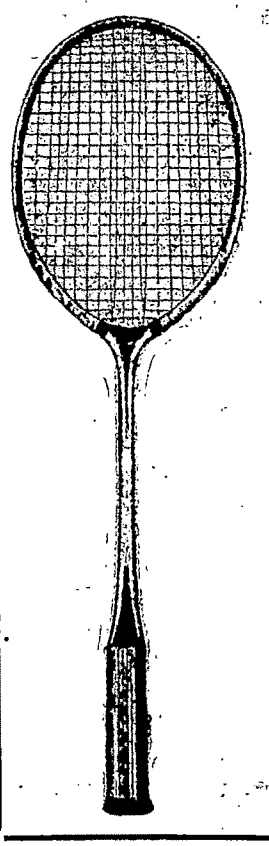

ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট

চ্যাম্পিয়ান	৬৲
কলেজ	৪৲
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৩৷৷০
রয়্যাল	৩।০
স্পেশাল	৩৲
সাকসেস	২৷৷০
সুপারপ্র্যাকটিস	২।০
প্র্যাকটিস	২৲

সস্তা ১৷০, ১।০ ও ১৲

সাটল কক Shuttle Cock

জেমিস্তার ১৯৪২ সালে বেঙ্গল ব্যাড-মিণ্টন এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক মনোনীত

	১২৲ ডজন
রুবি	১০৷৷০ "
রেগুলেশন	৯৲ "
এসোসিয়েশন	৭৷৷০ "
রয়্যাল ক্রাউন	৬৸০ "
ভিক্টরী	৬৲ "
টিপটপ	৫।০ "
প্র্যাকটিস	৪৷৷০ "

অন্যান্য খেলার সরঞ্জামের তালিকার জন্য লিখুন ঃ—

ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

৯ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ঃ বি/বি, ৫৬০৭, টেলিগ্রাম ঃ খেলাঘর

যখন বিজ্ঞাপন ও পেটেণ্ট ঔষধের এত ছড়াছড়ি ছিল না—সেই অতীত কাল হইতে ৭৫ বর্ষ যাবৎ লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

গভর্ণ রেজিষ্টার্ড

কোষবৃদ্ধির ভাস্কর তৈল

শিশি—৩৲

একশিরা, বাতশিরা হার্নিয়া, ফাইলেরিয়া গোদ ও কুরণ্ডে হতাশ রোগীর ইহাই একমাত্র শেষ অবলম্বন। ব্যবহারে কষ্ট নাই। ব্যথা যন্ত্রণা সদ্য নিবারিত হয়, সপ্তাহে নিশ্চয় কমে। এক শিশিতে আরোগ্য।

পুরুষত্বহীনে মদনদীপক শিশি—২৲

মালিশে আশ্চর্য্য স্থায়ী শক্তি জন্মে। সদ্যই ফল দর্শে। ব্যবহারে কোনরূপ কষ্ট নাই। অতি নির্দ্দোষ অথচ যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

ক বিরাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় কবিরত্ন; এড়িয়াদহ পোঃ (২৪ পরগণা)।

অভাবের অবসান

গত দুর্বৎসরের কঠিন পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। বন্যায়, রোগে, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবুও আমরা বেঁচে আছি। দুর্দশার যে অবসান ঘটেছে তা' নয়, এখনো চলছে অগ্নিপরীক্ষা, তবে আগুনের তাপ ক্রমেই কমে আসছে। বিশেষজ্ঞদের মত—যুদ্ধ শেষ হতে আর বিশেষ দেরি নেই। খাদ্য-সমস্যাও কিছু পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারও ক্রমবর্ধমান। চারদিকেই যেন সম্ভাবনার, সুদিনের ইংগিত। এরই প্রতীকরূপে আনন্দময়ীর আগমন। হাতে তাঁর বরাভয়, অসীম করুণা তাঁর দৃষ্টিতে। মনে হয় সকল অভাবের এইবার অবসান হবে।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস কলিকাতা

CPK1

মাস পরেই অণিমেশ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে—কোনরূপে আর দুই তিন বৎসর তাহাকে পড়াইতে পারিলে, সে "মানুষ" হইবে। সেই আশায় তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক—হয় আর। অণিমেশ এক দিন বিদ্যালয় হইতে জ্বর লইয়া ফিরিল এবং সে জ্বর কেবলই বাড়িতে লাগিল। গ্রামের ডাক্তার মোড়লদিগের ভয়ে চিকিৎসা করিতে আসিলেন না—অনেক ব্যয়ে সহর হইতে ডাক্তার আনিতে হইল। কিন্তু চিকিৎসা ও মা'র দেবতার নিকট প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া পক্ষ কাল পরে অণিমেশ পিতামাতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিতামাতার মনে দারুণ শোকের বেদনা ও নিরাশা রহিল।

৩

তিন বৎসর কাটিল। কিন্তু চতুর্থ বৎসর যেন আর কাটে না। সেই বৎসর বাঙ্গালায় শতাব্দীর অভিশাপ মন্বন্তর দেখা দিল। গ্রাম হইতে যাহারা সাময়িক কারণে বিতাড়িত হয় নাই, তাহারা অনাহারে গৃহ—গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে অভিযান আরম্ভ করিল, যদি তথায় আহার্য্য পায়। পথে বুভুক্ষু জনতার স্রোতঃ—তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া চলিয়াছে—আর ফিরিবে কি?

তিন বৎসরে যোগেশ বাবুর সামান্য সঞ্চয় শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি এ বার সামান্য জমিজমা যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিলেন—সুনীতির ও কন্যা নমিতার যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিলেন। তাহার পরে—সম্মুখে উপবাস ও সর্ব্বনাশ। সুনীতির মনে পড়িল, তাঁহার ভগিনীপতি দিবাকর বর্ত্তমানে যুদ্ধের কাযে ঠিকা লইয়া না কি ধনী হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায়। তাঁহারা কলিকাতায় যাইলে কি ভগিনী অপর্ণা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিবে না?

কিন্তু কলিকাতায় যাইবার ব্যয় কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? ঘরে বিক্রয় করিবার ত আর বড় কিছু নাই!

সেই সময় গ্রামে সাহায্যদান-কার্য্যের জন্য সুব্রত আসিল। সে আসিয়া অণিমেশের সংবাদ লইল এবং সংবাদ পাইয়া বেদনানুভব করিল। সে যোগেশ বাবুর গৃহে গেল এবং তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া ও সব শুনিয়া তাঁহাদিগের কলিকাতায় যাইবার জন্য আবশ্যক অর্থ দিল। সুনীতির মনে হইল, সব মানুষ নির্ম্মম নহে।

সুব্রতের প্রদত্ত অর্থ লইয়া যোগেশ বাবু সেই দিন নিশাশেষে স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রকে লইয়া—ভিটা ছাড়িয়া

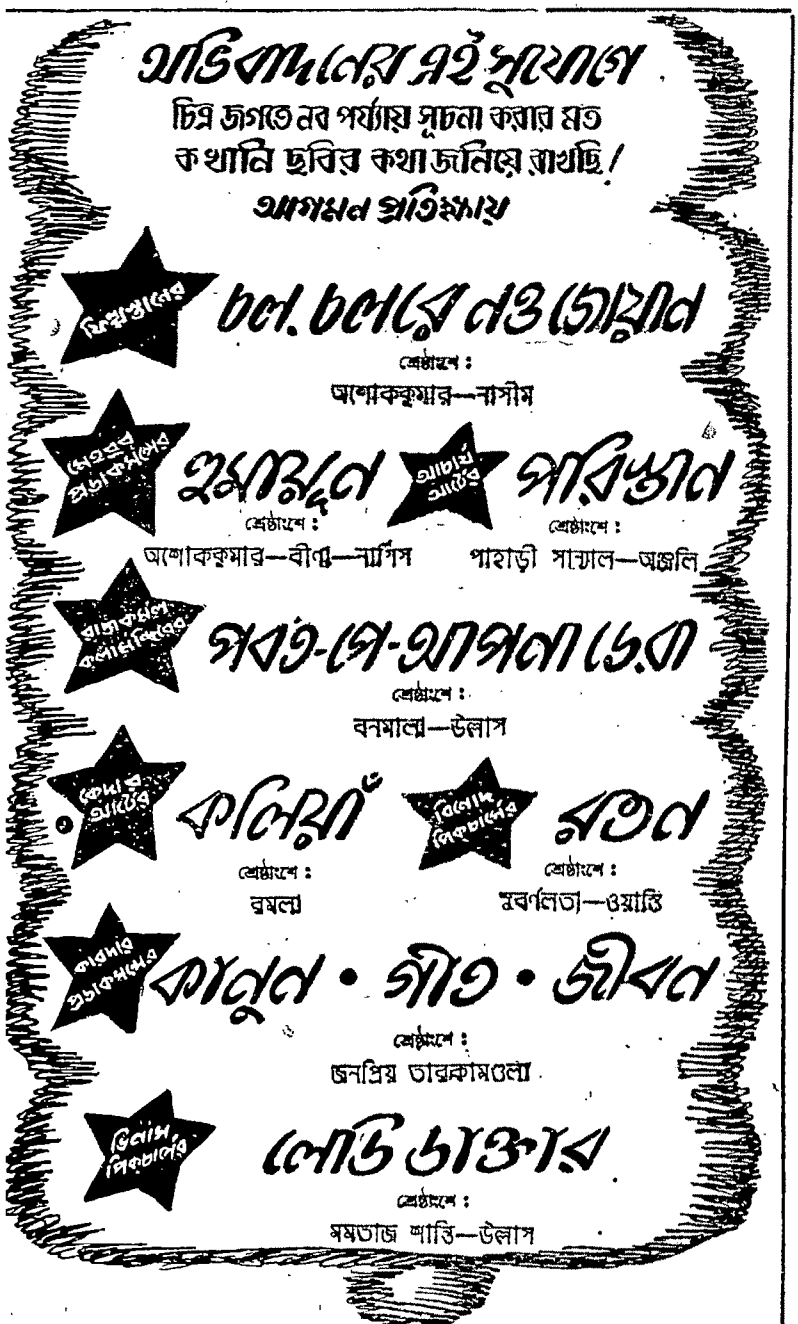

"চারি দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস।" বিশ্বের মানুষ আজ রণোন্মাদ। যুদ্ধ-জয়ের উন্মাদনায় মানুষ আজ ছুটিয়া চলিয়াছে ধ্বংসের রক্ত-রঞ্জিত পথে। যুদ্ধ-বিরতির পর শান্তির জগতে মানুষের নিরুদ্ধ কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইবে কৃষি-শিল্পের সৃজন ও প্রসারে। কৃষি-শিল্পের জয়যাত্রায় ভারতের পাথেয় সঞ্চিত হইতেছে "ভারতীর" ভাণ্ডারে।

নিরাপত্তায় এবং জাতির সেবায় ব্যাঙ্কিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

ভারতী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

লিঃ

গ্রাম "পেমেন্ট"

হেড অফিস ঃ—
১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ক্যাল ঃ ২৫৪৬

কার্য্যকরী মূলধন ৮০,০০০,০০৲ আশী লক্ষ টাকার উপর।

অন্যান্য শাখা

শ্যামবাজার, বড়বাজার, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট, পোস্তা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, গোপালদি, কুমিল্লা, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পাবনা, আসানসোল, গৌহাটি, টাংলা, জোড়হাট, বদরপুর, সিলেট, করিমগঞ্জ, গোলাঘাট, নাগপুর, ইটওয়ারী, রায়গড়, রাজনন্দগাঁও, বেনারস, সোনারপুর, পাটনা, বামরা, জয়নগর-মজীলপুর ও শিলং।

লাহোর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, এম-এ, বি-এল।

যাত্রা করিলেন। সুনীতির মনে হইল, এ কি নিরুদ্দেশ যাত্রা নহে?

যোগেশ বাবু জানিতেন—তাঁহারা আহারের অভাবে দুর্ব্বল—সেই জন্য সময় থাকিতে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে ষ্টেশনে আসিয়া অতিকষ্টে ট্রেণ ধরিলেন।

গ্রাম—ভিটা—গৃহ—ক্রমে দূরস্থ হইতে লাগিল। সে যেন স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৪

কলিকাতা। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ আগন্তুকরা যেন জনস্রোতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন! তাহার পরে সকলে ষ্টেশনের বাহির হইলেন—যোগেশ বাবু সুব্রতের নিকট হইতে দিবাকর বাবুর গৃহে যাইবার পথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়াছিলেন। সকলে তাহার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাস্তায় আসিয়া যে দৃশ্য সকলের নয়নপথের পথিক হইল, তাহাতে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। কতকগুলি শীর্ণ—যেন কঙ্কালসার লোক স্তূপীকৃত হইয়া জঞ্জালের মধ্য হইতে আহার্য্য সন্ধান করিতেছে; আর কতকগুলি কুকুর সেই একই উদ্দেশ্যে তাহাদিগের সহিত কলহ করিতেছে! অদূরে একটি অর্দ্ধনগ্ন নারী ফুটপাথের উপরে শেষ শ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

ক্রমে সকলে দিবাকর বাবুর গৃহে উপনীত হইলে—ভৃত্যের নিকট যে অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহাতে যোগেশ বাবু মর্ম্মে মরিয়া যাইলেন। সে গৃহে প্রবেশ করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু ভৃত্যের কথা শুনিয়া অপর্ণা আসিয়া যখন দিদিকে চিনিতে পারিলেন, তখন তিনি আর তাঁহাদিগকে আশ্রয় না দিয়া পারিলেন না।

কিন্তু সে আশ্রয় "তালপাতার ছাউনী" হইল। কারণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন দিবাকর বাবু সেই দুর্দ্দিনে চারিটি প্রাণীর ভার লইতে অস্বীকার করিলেন। তবে তিনি তাঁহাদিগকে ২ দিন আশ্রয় ও একখানি করিয়া বস্ত্র দিয়া দুর্গতাশ্রয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

৫

যে দিন তাঁহাদিগকে সেই দুর্গতাশ্রয় হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে পাঠান হইবে, সেই দিন সুব্রত সেই আশ্রয় পরিদর্শন করিতে আসিল। সে পরিদর্শকের চাকরী পাইয়াছিল। তাহার চেষ্টায় ব্যবস্থা হইল—তাঁহাদিগকে আবার তাঁহাদিগের গ্রামে পাঠান হইল। সুব্রত তাঁহাদিগকে যে অর্থ দিল, তাহাতে গ্রামে তাঁহারা পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত কোনরূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন—এই পর্য্যন্ত।

তবে সুব্রত আশ্বাস দিল, সে তাহার পরে তাঁহাদিগের জন্য একটা ব্যবস্থা করিবে।

উপায়ান্তরবিহীন যোগেশ বাবু ও সুনীতি তাহাতেই সম্মত হইলেন; কারণ, যাহারা ভিখারী তাহারা আর কি করিতে পারে?

সুচিকিৎসার জন্য

জটিল ও পুরাতন পীড়ায় এবং যাবতীয় স্ত্রীরোগে বিশেষজ্ঞ ও যক্ষ্মা, উন্মাদ, সিফিলিস, গণোরিয়া, বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদি তরুণ রোগেও সিদ্ধহস্ত **ডাক্তার আর, কে, চ্যাটার্জ্জী,** এইচ-এম-বি, এম-এইচ-এস **(২১ বৎসরের অভিজ্ঞ,** কলিকাতার **ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিও-প্যাথিক কলেজের প্রাচীন পীড়া ও মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক** এবং সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় **ডাঃ নীলমণি ঘটক,** বি-এ মহাশয়ের **জ্যেষ্ঠ জামাতা** ও বহু বৎসর যাবৎ **তাঁহার প্রধান সহকারী চিকিৎসক)** মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করুন।

তিনি ভারতবর্ষের সকল স্থানের বহু জটিল ও পুরাতন রোগীর সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করিয়া হোমিওপ্যাথির গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

নিম্নের ঠিকানায় সংবাদ লউন :—

ডাঃ আর, কে, চ্যাটার্জ্জী

রেজিং নং ৬১১

৫৪নং শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, বহুবাজার, কলিকাতা।

হোমিও-হেমোবীন্

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত)

চিকিৎসা জগতে অদ্ভুত আবিষ্কার। বাংলার শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা-চিকিৎসক ডাঃ এস, পাঠক, এম্-ডি, মহাশয়ের আবিষ্কৃত এবং ২৫ বৎসরের অধিক প্রচলিত। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ইহার প্রত্যেক উপাদানটি সঞ্জীবিত। ভারতের লক্ষ লক্ষ রোগমুক্ত নরনারী ইহাকে মৃতসঞ্জীবনী আখ্যা দিয়াছেন। যে কোন কারণ হেতু রক্তহীনতা, রক্তদুষ্টি, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, কৃশ ও দুর্ব্বলতা, **প্রসবের পর রক্তহীনতা** ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যভঙ্গ ইত্যাদিতে ইত্যাদিতে ইহা অমোঘ বজ্র। প্রতি ৬ আউন্স শিশি ২৲ টাকা ও প্রতি পাউণ্ড বোতল ৪৷৷০ টাকা। ডাঃ মাণ্ডল স্বতন্ত্র—

দি ইনষ্টিটিউট্ অফ্ হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ্চ

হোমিও ইঞ্জেকসন ও ঔষধ প্রস্তুতকারক।

৭৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : কলিঃ ৪১৯৫

অক্লান্তকর্ম্মা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীমতী শান্তা দেবী]

আমাদের দেশের অসাধারণ পরিশ্রমী মানুষদের মধ্যে রামানন্দ অন্যতম ছিলেন। যৌবনে তিনি কিরূপ পরিশ্রমী ছিলেন তাহার কিছু পরিচয় তাঁহার একমাত্র রক্ষিত ডায়েরী হইতে পাওয়া যায়। ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া যদি মনে হইত, কাজ বেশী নাই, তাহা হইলে একবার প্রাতর্ভ্রমণে যাইতেন; না হইলে তখন হইতেই কায সুরু হইয়া যাইত। তিনি যখন মাত্র ২৪ বৎসর বয়সের যুবক, তখনও দুই বেলা হাঁটিয়া ভ্রমণ ছাড়া কোনও আমোদ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার সময় বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে কাজে ডুবিয়া থাকিতেন, নিকট বন্ধুদের বলা ছিল, যেন তাঁহারা এ কথা কাহাকেও না বলেন। এত পরিশ্রমী বলিয়া যদি লোকে সাধুবাদ দেয়, তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম ত করা হইবেই না, প্রশংসা-লালসার ইন্ধন বাড়িবে। এই কারণে তাঁহার অতীত জীবনের পরিশ্রমের কথা পরবর্ত্তী জীবনে বেশী লোক জানিত না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের জুন কি জুলাই মাস হইতে ১৮৯০এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ের সহকারি-রূপে বিনা বেতনেই রামানন্দ সিটি কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। তখনই খবরের কাগজের কাজও তিনি সব্যসাচীর মত দুই ভাষায় সুরু করিয়া দিয়াছেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মমিশন প্রেসে কিম্বা মণিকা বা ভিক্টোরিয়া প্রেসে বসিয়া ইংরেজী 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' ও বাঙ্গালা 'ধর্ম্মবন্ধু'র জন্য লিখিত প্রবন্ধাদির প্রুফ দেখিতেন, দুপুরে সিটি কলেজে পড়াইতেন, অবসর সময়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ-মন্দিরে গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উপদেশ ও বক্তৃতাদির রিপোর্ট লইতেন। অনেক বাঙ্গালা রিপোর্ট স্বয়ং অনুবাদ করিয়া লইতেন।

এত কাজের উপর তিনি তাঁহার কয়েকটি হিতকারী বন্ধুকে গৃহশিক্ষকের মত পরীক্ষার জন্য 'প্যারাডাইজ লষ্ট' 'জেনোফোন' প্রভৃতি সাহিত্য পুস্তক এবং হাইড্রোষ্টাটিক্স্ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় পড়াইতেন। কলেজের ক্লাসের জন্য বাড়ীতে নিজেকে প্রস্তুত হইতে হইত, তাহার উপর ছিল এম্, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি। ইহাতেও তাঁহার জ্ঞান-চর্চ্চার আশা মিটিত না বলিয়া তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির সহিত 'নেচার ক্লাবের' সভ্য হন এবং সেখানে রাত্রি ৯।৯টা পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার নিজেরও বক্তৃতা দিবার পালা থাকিত, তখন তিনি ভাষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ক্লাবে বক্তৃতা দিতেন।

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্

মিশন রো, কলিকাতা

"ক্যালকাটা ন্যাশনাল" প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার বিপুল আর্থিক সঙ্গতি জমার টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখে এবং সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা প্রশাখা ও বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্ভরযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করে।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচি, লাহোর ও দিল্লীতে

এবং নিম্নলিখিত স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস আছে ঃ—

কলিকাতা
ক্যানিং ষ্ট্রীট
বড়বাজার
শ্যামবাজার
ভবানীপুর
বালীগঞ্জ
ঢাকা
ময়মনসিংহ
নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম

অমৃতসর
কাণপুর
মেষ্টন রোড (কাণপুর)
পাটনা
গয়া
কটক
এলাহাবাদ
কাটরা (এলাহাবাদ)
বেনারস

আগ্রা
মীরাট
বেরিলী
লক্ষ্ণৌ
আমিনাবাদ
(লক্ষ্ণৌ)
আজমীর
অমরাবতী
(বেরার)

কলবাদেবী
(বোম্বাই)
আমেদাবাদ
নাগপুর
ইটওয়ারী
(নাগপুর)
রায়পুর
জব্বলপুর
জব্বলপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট

কারেণ্ট একাউণ্টস্ ঃ শতকরা বার্ষিক চারি আনা হারে সুদ দেওয়া হয়।
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্টস ঃ এই ব্যাঙ্কের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুবই জনপ্রিয়।
শতকরা বার্ষিক ১৷৷০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

এইচ, সি, সরকার জেনারেল ম্যানেজার

যিনি এম্, এ পাশ করিবার পূর্ব্বে এবং অব্যবহিত পরেই এত পরিশ্রম করিতেন, পূর্ণ উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া তিনি যে কত পরিশ্রম করিবেন, সহজেই অনুমান করা যায়। 'দাসী' 'প্রদীপ' "Kayastha Samarchar" এবং 'প্রবাসী' প্রথম পাঁচ ছয় বৎসর তিনি কোন

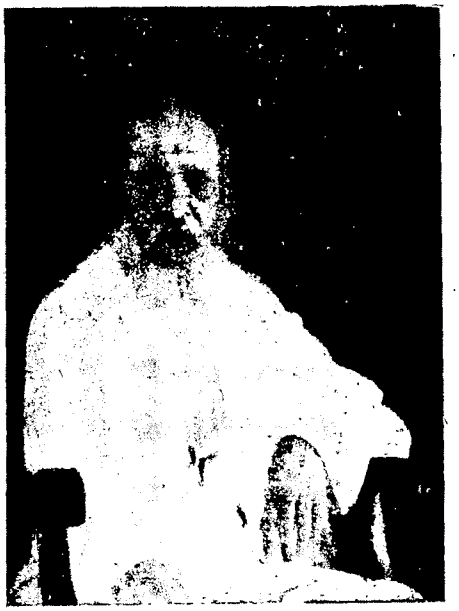

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সহকারীর সাহায্য না লইয়াই সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তদুপরি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের কাজও করিয়াছিলেন। এই সকল সময় তিনি জনহিতৈষণার জন্য নানা কাজেও ব্যস্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজ, কংগ্রেস, মাদকতা নিবারণ, সমাজ-সংস্কার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এত কাজের মধ্যেই তিনি সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন।

'মডার্ণ রিভিউ' পত্র প্রকাশের পরও তিনি কয়েক বৎসর কোন সহকারী রাখেন নাই। একই হাতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী প্রবন্ধ নির্ব্বাচন, সংশোধন, পুনর্লিখন ত করিতেনই, প্রুফ দেখা, দুই ভাষায় বিবিধ প্রসঙ্গ লিখা, আপিস সংক্রান্ত বৈষয়িক দিক্ দেখা, ছবির জোগাড় ও তাহার ছাপার ব্যবস্থা করা, এ সব নিজেই করিতেন।

দৈনিক দশ বার ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম তাঁহাকে পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও অনেকেই করিতে দেখিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় মানসিক পরিশ্রমের সহিত

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ চিকিৎসায় বহু ঠকিয়াছেন। যাঁহাদের বিশ্বাস, এই রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ আরোগ্য করিয়া দিব, এ জন্য কোন মূল্য দিতে হইবে না। মহাপুরুষ-প্রদত্ত এই অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় শত শত হতাশ রোগী রোগমুক্ত! প্রত্যক্ষ প্রমাণ লউন।

পক্ষাঘাত একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ, অঙ্গের অবশতা, শুষ্কতা, কম্পন, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, সায়াটিকা, গেঁটেবাত, দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। সাক্ষাতে বা পত্রে জানুন।

একজিমা বা কাউরের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ—"বিচর্চ্চিকারি লেপ" ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য চুলকানির উপশম, সপ্তাহে সম্পূর্ণ আরোগ্য। মূল্য এক টাকা, নমুনা ছয় আনা মাত্র।

পণ্ডিত এস, শর্ম্মা ঃ (সময় ৩-৮) ২৬।৮ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
পত্র দিবার ঠিকানা—পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ কবচই অব্যর্থ

জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধি, গ্রহবৈগুণ্য, দারিদ্র্য, অর্থাভাব, কর্ম্মচ্যুতি, বা কর্ম্মহীন, নৈরাশ্য, প্রণয়ভঙ্গ, ক্ষতি, অপমান, মামলা-মোকর্দ্দমা, অকালমৃত্যু, বংশনাশ প্রভৃতি দূর করিতে দৈবশক্তিই একমাত্র উপায়। ১। নবগ্রহ কবচ দক্ষিণা ৫৲ ২। শনি কবচ দক্ষিণা ৩৲ ৩। ধনদা কবচ দক্ষিণা ৭৲ ৪। বগলামুখী কবচ দক্ষিণা ১৫৲ ৫। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ দক্ষিণা ১৩৲ ৬। নৃসিংহকবচ দক্ষিণা ১১৲ ৭। রাহুকবচ দক্ষিণা ৫৲ ৮। বশীকরণ কবচ দক্ষিণা ৭৲ ৯। সূর্য্য কবচ দক্ষিণা ৫৲ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারের সঙ্গে নাম, গোত্র, সম্ভব হইলে জন্ম সময় বা রাশিচক্র পাঠাইবেন। ইহা ভিন্ন অভ্রান্ত ঠিকুজী, কোষ্ঠী গণনা ও প্রস্তুত হয়, ষোটক বিচার, গ্রহশান্তি, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করা হয়। পত্রে সবিশেষ জ্ঞাত হউন।

পত্র দিবার ঠিকানা—**অধ্যক্ষ, ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসঙ্ঘ**
পোষ্ট—ভাটপাড়, ২৪ পরগণা।

হিন্দু ফ্যামিলি এনুইটী ফাণ্ড লিঃ

(প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।)

সঞ্চিত ধন—৩৪,৭৭,০০০৲ **বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে—২২,০০,০০০৲**

এক্ষণে প্রতি বৎসর দেওয়া হইতেছে—১,০০,০০০৲

এই ফাণ্ডে বৃদ্ধাবস্থায় নিজের এবং মৃত্যুর পর নিজ স্ত্রী ও আত্মীয় পোষ্যগণের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির, শিশুগণের শিক্ষার বৃত্তির এবং বালিকাগণের বিবাহের ব্যবস্থা আছে।

মহামান্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের যাবতীয় অর্থাদি রক্ষা করেন এবং ইহাকে কয়েকটি সুবিধা দেন।

৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

শারীরিক শ্রমও জড়িত থাকিত। তিনি ভোরবেলা বাড়ীর সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন, জল খাবার খাইবার জন্য আধ ঘণ্টারও কম সময় দিয়া বারটা একটা পর্য্যন্ত একটানা কাজ করিয়া যাইতেন, যদি কেহ দেখা করিতে আসিয়া কাজে বাধা না দিতেন। এই কাজের মধ্যে একবার আপিস পরিদর্শনে যাওয়াও ছিল। জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বৎসর স্নান আহারের পর ঘণ্টা দেড় কি দুই বিশ্রাম করিতেন, পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাও করিতেন না। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' প্রকাশের সময় মাসে দুই সপ্তাহ বিকালে সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতেও কাজ করিতেন, কেবল রাত্রির আহারের পর কাজ ছাড়িয়া দিতেন। যে দুই সপ্তাহ ঘরে, টেবিলের ধারে এবং আপিসে তাঁহার কাজ কম থাকিত, সেই দুই সপ্তাহ তিনি রাজ্যের চিঠি জড় করিয়া জবাব দিতে বসিতেন। চিঠির সংখ্যা শুনিলে লোক বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে দৈনিক চল্লিশ পঞ্চাশ কি ষাট খানা চিঠির জবাব দিতে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাহাদের না বিশ্বাস করিয়া উপায় নাই। ইহারই মধ্যে কখন বা কোন নব্য লেখকের অনুরোধে পড়িয়া তাহার লেখার অসংখ্য ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া তাহা প্রকাশযোগ্য করিয়া দিতেন, নয়ত কোনও নবীন কি প্রবীণ গ্রন্থকারের পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে বসিতেন, হয়ত বা কোন চাকুরী-প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দিতেন। কিন্তু শুধু এইটুকুই সব ছিল না। ইহার চেয়ে বড় এবং কষ্টকর কাজ ছিল তাঁহার ভারত ভ্রমণের কাজ ও সভায় সভায় সভাপতিত্ব করার কাজ। জীবনের শেষ বৎসর অধিকাংশ দিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তৎপূর্ব্বে ষোল বৎসরে ইউরোপ, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম বাঙ্গালা, পূর্ব্ববাঙ্গালা, উত্তরবাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা, শ্রীহট্ট, বিহার, রাজপুতানা, বোম্বাই প্রদেশ, অন্ধ্রদেশ, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, সাঁওতাল পরগণা, লুম্বিনী, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ স্থান, মোহেঞ্জোদাড়ো, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নানা স্থানে নানা সহরে ও গ্রামে গ্রামে তিনি ঘুরিয়াছেন। কোথাও এক বার কোথা ও বা বহু বার গিয়াছেন।

Buy Pure Homoeo Medicines From

HAHNEMANN STORE

(GOVT. RD.)

19-1-7B. Madan Mitra Lane,

(S. E. Corner, Hedua Tank),

P. O. Beadon St. Calcutta,

Direct supervision of Dr. R. N. Mandal,

H. M. B. (Govt. Rd.), Gold Medalist.

Dram :— -/3/- & -/3/6 (General Potency).

VININE

TRADE MARK

SEN CHEMICAL MFG. CALCUTTA

ভাইনিন্

ভিটামিনযুক্ত দ্রাক্ষাপ্রধান উপাদান।

পাশ্চাত্য ও দেশীয় ভেষজাবলীর সমাবেশে ইহা একটী অপূর্ব্ব টনিক।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বলেন যে "শরীর গঠনে ভাইনিন্ অদ্বিতীয় এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য স্নায়বিক, দৌর্ব্বল্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তহীনতায় ও নানাবিধ ক্ষয়রোগে বিশেষ ফলদায়ক। প্রসূতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও শক্তিবর্দ্ধক।

১৬ আউন্স বোতল—৪৲০

প্রাপ্তিস্থান—সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

এজেণ্ট :—বি, ব্যানার্জ্জী ৫৫।৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সেন কেমিক্যাল

১২।১ বেণী মিত্রের লেন, শিবপুর ; (হাওড়া), ফ্যাক্টরী।

ইউরোপে তিনি একবারই গিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার যাইবার সম্পূর্ণ আয়োজন হইয়াছিল, মদনমোহন মালবীয়ের সহিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বিলাতে কাজ করিবার জন্য। কিন্তু মালবীয় মহাশয় না যাওয়াতে এই আয়োজন ব্যর্থ হয়। সে যাহাই হউক, ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রায় প্রতি বড় সহরে ও অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম ও সহরতলীতে তিনি যে বারে বারে দেশেরই নানা কাজে গিয়াছেন, তাহার পরিচয় ভারত-বাসীরাই দিতে পারিবেন। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-মূলক সকল মঙ্গল কাজের সহিতই তাঁহার যোগ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির সাধনাও তাঁহার জীবনব্রত ছিল। কাজেই তিনি যে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রিত হইতেন, তাহা শুধু রাজনৈতিক সভার জন্য নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষানৈতিক, সাহিত্যিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক সকল রকম মঙ্গল প্রচেষ্টারই জন্য। মাসে দুই বার মাত্র পাঁচ দিন ছয় দিন করিয়া দশ-বার দিন তাঁহার কাগজের কাজ একটু হাল্কা হইত। সেই সময়টুকু বিশ্রাম না করিয়া একষট্টি বৎসর বয়সের পর তিনি নূতন করিয়া কি কাজে নামিলেন? বার্দ্ধক্য ও শ্রান্তির বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে জাতির কল্যাণ-প্রচেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিই। বাঙ্গালা ১৩৩৯ সালের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বোম্বাই, পুণা, মালদহ, দিল্লী, এলাহাবাদ, (দুই বার) মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার, ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপাটম ও নাগপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা (দুই বার) ও মজঃফরপুর নানা কাজে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, কয় মাসেই তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে সতের বার যাইতে হইয়াছিল

তিনি সঙ্গে কোন সেক্রেটারী লইতেন না, সেক্রেটারী কখনও রাখেন নাই; ভৃত্যও লইতেন না। একাই দেশবিদেশে ঘুরিতেন। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেই গুছাইয়া সামলাইয়া বেড়াইতেন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও এইরূপ সঙ্গিহীনভাবে তিনি

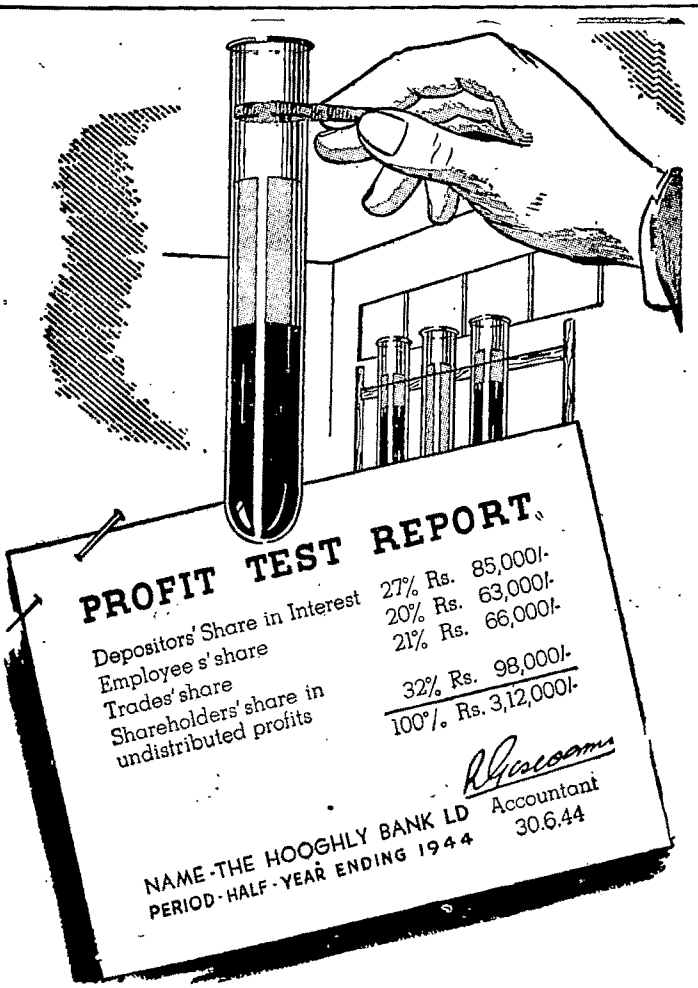

কলিকাতা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়াছেন এবং সেখানে কাজ সারিয়া আবার একাকী ফিরিয়াছেন। শুনিয়াছি, কখন কখন কেহ কেহ তাঁহাকে সঙ্গে লোক লইতে বলিতেন এবং কমিটীর পক্ষ হইতে সঙ্গীর খরচ দিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি তাহা লইতেন না। সেইরূপ একটি সভার কথার সূত্রে শ্রীঅবনীনাথ রায় লিখিয়াছিলেন, "তার ভদ্র মন নিজের বিপদকেও তুচ্ছ করে পরের (সভাসমিতির) অর্থ বাঁচাত।" বাড়ীর কোন চাকরকে সঙ্গে লইতে বলিলে তিনি বলিতেন, "ওরা আমাকে কি দেখবে? আমাকেই ওদের তদারক করতে হবে।" বাস্তবিক দেশ-ভ্রমণে উৎসাহী তিনি ছিলেন না, কর্ত্তব্যবোধেই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইত, তবু অনেক স্থলে তিনি নিজের পাথেয়ও লইতেন না। বাঙ্গালা ১৩৩৬এ তিনি যখন রংপুরে সাহিত্য পরিষদের কোন অধিবেশনে সভাপতি হইয়া যান তখনকার বিষয়ে কবিশেখর প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছিলেন—"প্রশান্ত সৌম্যদর্শন ঋষি রামানন্দের জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত করে তুললাম।...বিদায়কালে পাথেয় নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন:—আপনাদের সাহচর্য্যে যে পাথেয় পেয়েছি, সমস্ত জীবনে তার ঋণশোধ করতে পারব না।—কি প্রাণপূর্ণ মমতা।"

বাঙ্গালা কি ইংরেজী মাসের গোড়ায় এক সপ্তাহ ছুটি পাইয়া তিনি কি কি কাজ করিতেন, তাহার সামান্য আভাস দুই একখানা চিঠি হইতে পাওয়া যায়। ইং ১৮-২-৩৪এ লিখিতেছেন, "আমাকে আজ বিকালে নিমতায় বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রার্থনা করিতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় সভাবাজারে পরমহংস দেবের জন্মদিনের সভায় সভাপতির কাজ করিতে হইবে।" ১৯শে ও ২০শে অন্য কয়েকটি কাজ সারিয়া ২১-২-৩৪এ লিখিতেছেন, "কাল সকালে চট্টগ্রাম যাচ্ছি, একটা কটন মিল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। ২৪শে রাত্রে ফিরে আসব।" অন্য একটি কাজের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় এই খবরগুলি দিয়াছিলেন। উনসত্তর বৎসর বয়সে এক সপ্তাহ একটু ফাঁক পাইয়া এইরূপে অবসর বিনোদন!

লোক তাঁহাকে সাংবাদিক বলে। কিন্তু তিনি কি সাংবাদিকমাত্র ছিলেন? তাঁহার আদর্শে, ব্যক্তিত্বে,

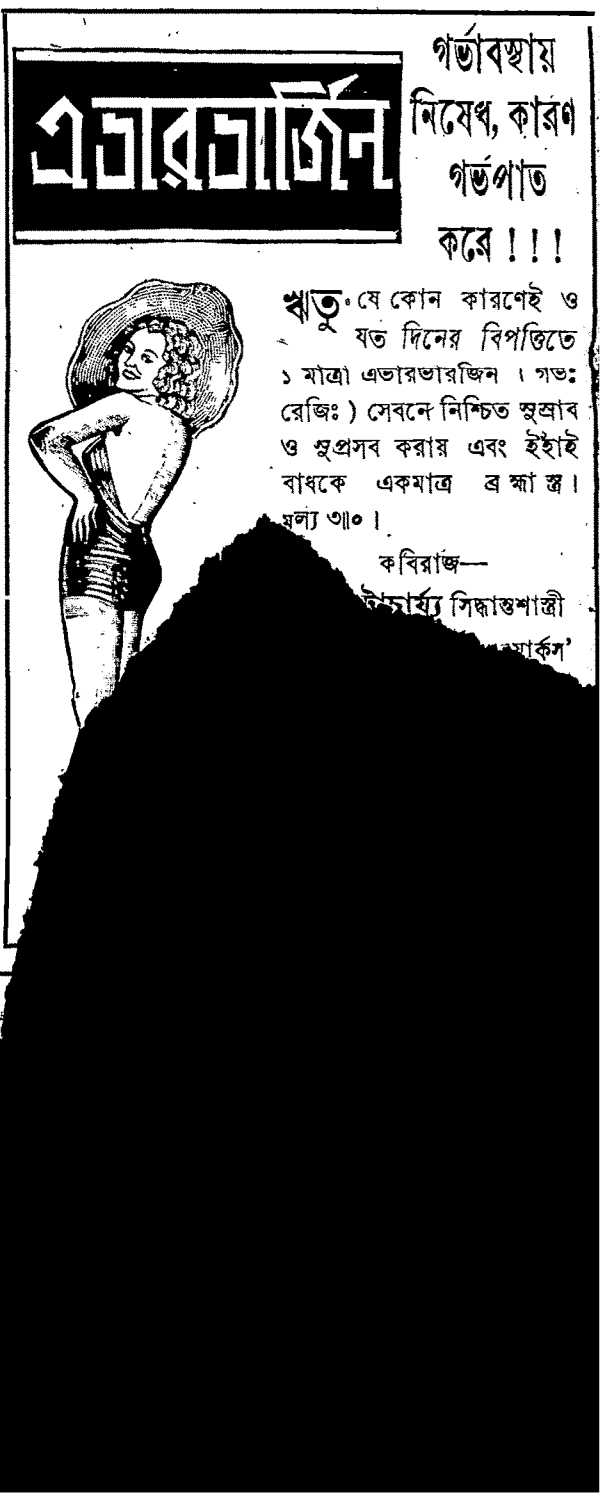

মানবতায়, কর্ম্মে তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। মহামানবতার প্রচার তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। এই উদ্দেশ্যেই মাসিক পত্রিকায়, অন্যান্য সংবাদ পত্রে, পুস্তিকায়, সাংস্কৃতিক সভাসমিতিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ধর্ম্মসংস্কারে, গ্রামোন্নয়নে, অবনত সম্প্রদায়ের উন্নতি-প্রচেষ্টায়, নারী-প্রগতিতে, জাতীয় আর্থিক উন্নতির কার্য্যে, বিখ্যাত কত মানুষকে কত রকম সাহায্যদান এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। নানাক্ষেত্রে তাঁহার পরিশ্রমই তাহার পরিচয়। কলিকাতায় শেষ কয়েক বৎসর এমন গিয়াছে, যখন তাঁহাকে সভাপতি করিতে না পারিলে কোন সভা নিজেদের কাজকে সার্থক মনে করিতেন না। এই জন্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী মাসের গোড়ায় অনেক সময় দিনে তিন চারিটা সভায় প্রত্যহ তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন।

মানসিক পরিশ্রমই যে তিনি শুধু করিতেন তাহা নয়, শারীরিক পরিশ্রমও তাঁহার অবস্থা ও বয়সের পক্ষে বেশীই করিতেন। প্রায় ষাট্ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিজের কাপড় জামা তোয়ালে নিজে কাচা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি পরিচ্ছন্নতার এমন অনুরাগী ছিলেন যে, অপরের কাচা কাপড় তাঁ[illegible] পছন্দ হইত না। তিনি ইংরেজী চিঠিও কখন টাই[illegible] লিখিতেন না, সবই স্বহস্তে লিখিতেন। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হইলে কত সময় মাইল দুই হাঁটিয়াই চলিয়া যাইতেন। নিজের কাগজপত্র বই সব নিজে গুছাইতেন ও দেখিতেন, ছুটীর সময় কোথাও গেলে পৌছিবার দিনই নিজের বই কাগজ পত্র সব নিজে বাক্স হইতে বাহির করিয়া নূতন জায়গায় টেবলে যথাস্থানে রাখিতেন, এক দিনও আলস্য করিয়া দেরী করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। অথচ সচরাচর দেখা যায়, বিদেশে গেলে সব মানুষই প্রথম ২।৪ দিন আলস্যে কাটাইয়া দেয়।

প্রথম যৌবনে অর্থাভাবে ভাল বই হাতে নকল করিয়া দেশে পত্নীকে পড়িতে পাঠান তাঁহার অভ্যাস ছিল; বৃদ্ধ বয়সেও দেখিয়াছি, কোন রচনা হইতে বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইলে অনেক সময় নিজেই পাতার পর পাতা নকল করিয়া লইতেছেন।

৭৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কাগজগুলির সম্পাদকীয় মন্তব্য তিনি সব স্বয়ং লিখিয়াছেন, সমস্ত চিঠি-পত্রও নিজেই লিখিয়াছেন।

কঠিন রোগে যখন তিনি একেবারে অক্ষম হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অনেকে বলিতেন, "এক মাস আগে পর্য্যন্ত আপনার লেখা দুটি কাগজ

[illegible] অভিনন্দন

[illegible] বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় শিল্প
[illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে যে বিপুল অর্থের
[illegible] য্য করিয়া আমরা আজ জাতীয়
[illegible]। আমাদের এই শুভ প্রচেষ্টায়
[illegible] য্য পাইতেছি—তাঁহারা আমাদের

[illegible] ঞ্জ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড
[illegible] াগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
ফোন : ক্যাল ২৬৯২

পড়িয়া একবারও ভাবিতে পারি নাই যে, আপনি এতটা পীড়িত।" তিনি পা ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইবার আগে পর্য্যন্ত নিজে অনেক চিঠি লিখিয়াছেন, প্রবন্ধাদির কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন, আপিসের বৈষয়িক ব্যাপারের খোঁজও নিয়মিত লইয়াছেন। যখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না, তখনও কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়দের দিয়া দেশে এবং বিদেশে ইউরোপ আমেরিকায় পর্য্যন্ত 'মডার্ণ রিভিউ' ও 'প্রবাসীর' লেখকদের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বন্ধুদের, দেশের রাজবন্দী অনুরক্তদের এবং তাঁহাদের অসহায় স্ত্রীপুত্রদের, বাঁকুড়ার কর্ম্মী ও আত্মীয়দের, বলিয়া বলিয়া চিঠি লিখাইয়াছেন, ; লেখা হইয়া গেলে চিঠি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইত, পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে স্বয়ং বলিয়া দিতেন। রোগযন্ত্রণা যখনই সামান্য কমিত, তখনই নানা কাজের চিন্তায় তাঁহার মন ধাবিত হইত। কি বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখান প্রয়োজন, রবীন্দ্র সংখ্যায় কাহার কাহার লেখা দেওয়া দরকার, মনোরমা দেবীর মৃত্যু-মাসে তাঁহার বিষয় 'প্রবাসীতে' কি লেখা দেওয়া উচিত, তাঁহার শ্রাদ্ধদিবসে কি করা উচিত, কাহার লেখা অনেক দিন বাহির হয় নাই, কাহার লেখা পাইয়াও প্রকাশ করিতে দেরী হইতেছে, ইত্যাদি নানা ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং এই কাজগুলি করাইবার জন্য বাড়ীর লোকদের ক্রমাগত তাগিদ দিতেন। শয্যাশায়ী রামানন্দের সেই সময়ের দুই একখানি চিঠির নমুনা দেখিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না যে, তখন তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাইতে পারিতেন না এবং একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগযন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেন।

মৃত্যুর পঁচিশ দিন পূর্ব্বেও অন্ধ বন্ধুদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন! তাঁহাকে কথা বলিতে বারণ করা হয় কিন্তু তিনি সেটা ভদ্রতাসঙ্গত মনে করেন নাই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন সকল কর্ম্মে অক্ষম তখনও তাঁহার কর্ম্মাভ্যস্ত মস্তিষ্ক নানা জনের মঙ্গল-চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। *

* তাঁহার মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিবস ৩০শে সেপ্টেম্বর স্মরণে 'রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা' [illegible] সমস্ত পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য-চাষ

[শ্রীযুত হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি, এস সি (লণ্ডন) ডি, আই-সি, এফ, এন,
আই অধ্যাপক প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

মৎস্য চাষের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মাছের বিষয় জানিতে হইবে। মাছ-শিশুকে জলে রাখিয়া তাহার কিছুকাল পরে সে কিঞ্চিৎ বাড়িলেই, তাহাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ-চাষ বলা চলে না।

মাছের স্ত্রী পুরুষ ভেদ

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্য চাষ করিতে হইলে মাছের স্ত্রী পুরুষ কিরূপে চিনা যায়, তাহা জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই প্রভেদ সহজে জানা যায় না। তবে কোন কোন মাছের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নানা উপায়ে জানা গিয়াছে। বাঙ্গালার পোনা মাছের স্ত্রী পুরুষ ভেদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে স্থিরীকৃত হইয়াছে—(১) **রুই** মাছের বক্ষঃস্থলের পাখ্না হইতে পায়ুর পাখ্না লম্বায় ছোট বা সমান হইলে পুরুষ রুই। বক্ষস্থলের পাখ্না পায়ুর পাখ্না অপেক্ষা ছোট হইলে স্ত্রী রুই। ([illegible] মাছের বক্ষঃস্থলের পাখ্না [illegible] মৃগাল এবং সমান [illegible] পুরুষের পায়ুর [illegible] স্ত্রী ট্যাংরার পায়ুর পরে আর একটি ছেদ থাকে। (৪) **পুঁটির** পুরুষের গায় জননের সময় একটি লম্বা দাগ উঠে, কিন্তু স্ত্রী মাছের এরূপ দাগ দেখা দেয় না।

(৫) **মাগুর** ও **শিঙ্গি** পুরুষ ও স্ত্রী মাছের পায়ুর নিম্নে একটি অঙ্গ আছে। পুরুষ মাছের এই অঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরু; তদ্ভিন্ন পুরুষ মাছের এই অঙ্গের অগ্রভাগে ছেদ আছে এবং স্ত্রী মাছে এই অঙ্গের মধ্যভাগে ছেদ আছে।

ইহা ব্যতীত আরও কয়টি ছোট ছোট মাছেরও স্ত্রী পুরুষ ভেদ চিনিবার উপায় অন্যান্য লোক নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু সে সব মাছের বিবরণ এ স্থানে দেওয়া হইল না।

মৎস্য-জনন

জননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার মাছই প্রয়োজন, কারণ যদি সবই পুরুষ বা সবই স্ত্রী মাছ হয় তবে জননের সম্ভাবনা নাই।

নদীতে সাধারণতঃ পোনা ডিম পাড়ে। পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট জননের সময়

আধুনিক জীবনের উদ্দাম গতিতে, স্নায়ুমণ্ডল ও পেশী
াব দূর করিতে, শরীরে জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিতে

ত এসিয়া ড্রাগ কোম্পানীর ল্যাবরেটারিতে,
কগণের তত্ত্বাবধানে, পেপ্‌টোন, গ্লিসেরো-ফস্‌ফেট্‌
ও নিও-ভিনা অবসাদগ্রস্ত মন ও জীর্ণ স্নায়ুমণ্ডল
খাইতে অতি সুস্বাদু। ইহা প্রসূতি ও রোগমুক্ত-
াশাতীত ফল প্রদান করে।

কোম্পানী লিঃ
অফিস :—২৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা।

এলিক্সির
ভিটা-ফস
গ্লিসারোফস্‌ফেট ও ভিটামিন বি১, বি২, বি৬ ও সি সংযুক্ত নার্ভ টনিক

আমাদের তৈয়ারী
কয়েকটী
সুপরীক্ষিত ঔষধ

লিষ্টারগল
থাইমল, মেন্থল সংযুক্ত সুবাসিত বীজাণুনাশক— গলা ও মুখ পরিষ্কারক ঔষধ

হিন্দুস্থান ল্যাবরেটরিজ
—ঃ লিমিটেড ঃ—
"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সিরাপ
ভিটা ক্যালসিন
ক্যাসিয়াম গ্লুকোষ্ট, থিক্কল ও ভিটামিনযুক্ত—
সর্দ্দি, কাশি ও ফুসফুস সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের ঔষধ

হিপাট্যাব
লিভার পিলস্
বয়স নির্ব্বিশেষে ব্যবহারযোগ্য কোষ্ঠপরিষ্কারক
নিয়মিত ব্যবহারেও ক্ষতি হয় না

নবগঠিত
ম্যানেজিং এজেন্সীতে আছেন

(১) মিঃ এস্, চ্যাটার্জ্জি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
এরিয়্যান সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ
মাইকামাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ
ইত্যাদি ইত্যাদি—

(২) ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জি
ডিরেক্টর ঃ বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিঃ
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ

(৩) ডাঃ ডি, এন, গাঙ্গুলী
ডিরেক্টর ও টেক্‌নিক্যাল এ্যাডভাইজর ঃ
ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিঃ

এজেন্সির সর্ত্ত ও অন্যান্য নিয়মাবলীর জন্য লিখুন

ম্যানেজিং এজেণ্টস্ ঃ—হিন্দুস্থান ল্যাবরেটরিজ লিঃ
"শেয়ার ডিলার্স হাউস"
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাধারণতঃ মাছরা যাইয়া ডিম্ব প্রসব করে, কিন্তু সম্প্রতি দেখা গিয়াছে এই জনন নদীর সর্ব্বত্র হইতে পারে, তবে নদীসংলগ্ন নীচু জমিতে বৃষ্টির জল জমিয়া একাকার হইয়া যাইলে তাহার উপরে এই জনন নির্ভর করে। এই নিম্ন জমি ধান ক্ষেত বা পতিত জমিও হইতে পারে। বৃষ্টির জল জমিয়া নদীর জলের সহিত মিশিয়া যাইলে বড় বড় মাছ (স্ত্রী পুরুষ উভয়েই) এই জলে নদী হইতে জননের জন্য চলিয়া যায় ও তথায় বিহারের ফলে স্ত্রী মৎস্য ডিম্ব প্রসব করে ও পুরুষ মৎস্য তাহা নিষিক্ত করে। বৃষ্টির জলে অম্লযান অধিক থাকে। এই অধিক অম্লযানই স্ত্রী মৎস্যের anterior lobe of the putuitary bodyতে উত্তেজনা আনে; ফলে ডিম্ব পরিপক্ক হয় ও জননের জন্য তাহারা পুরুষ মৎস্যের সঙ্গ খুঁজিয়া ফিরে। পুরুষ মৎস্যের সঙ্গ পাইলে তাহারা ডিম্ব প্রসব করে।

নদী ব্যতীত সাধারণতঃ পোনা মাছ ডিম পাড়ে না। তবে বিশেষ বিশেষ পুষ্করিণীতে পোনা মাছের জনন বাঙ্গালায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা চট্টগ্রামে হইয়া থাকে। যে জাতীয় পুষ্করিণীতে জনন হয় তাহাকে বাঁধ বলে। বাঁধ কেবল পুষ্করিণী নহে। পুষ্করিণীসংলগ্ন আরও অনেকটা জমিতে মাটির দেওয়াল দেওয়া হয় ও তাহার মধ্যে যাহাতে মুসলধারে বৃষ্টির সময় জল জমে তাহার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নদী ও বাঁধের মধ্যে ব্যবস্থা একই প্রকার, অর্থাৎ পুরাণ জল ও নূতন বৃষ্টির জল থাকাই প্রয়োজন—যেন পুরাতন জল হইতে নূতন জলে মাছেরা ডিম্ব পাড়িবার জন্য বিহার করিতে পারে। আর এক প্রকার বাঁধকে শুষ্ক বাঁধ বলা হয়। তাহাতে পুষ্করিণী নাই। বৃষ্টির জল একটা গর্ত্তে ভরিয়া অন্য একটা পুষ্করিণী হইতে জননোন্মুখ স্ত্রী পুরুষ মাছ

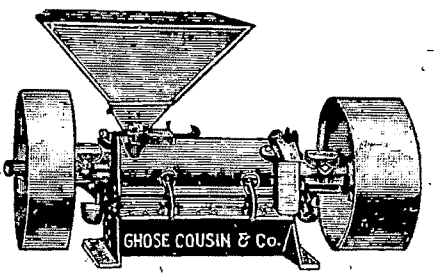

হস্ত দ্বারা এবং মেসিনে চালিত চাল কলের যাবতীয় সরঞ্জামের জন্য লিখুন।
ঘোষ কাজিন এণ্ড কোং
৩৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

কৃষিযোগ্য পতিত জমিগুলির সংস্কার করুন!

"খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ান" (Grow more food) এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পতিত জমিগুলিকে চাষ আবাদোপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। কলিকাতার সন্নিকটে একত্রে ৭৫০০ বিঘা জমির উপর আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে উন্নততর প্রণালীতে বিরাট ভাবে যান্ত্রিক-কৃষি-কার্য্যের জন্য আয়োজন হইয়াছে। ইহা যে শীঘ্রই একটি লাভ-জনক পরিকল্পনায় পরিণত হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুখের বিষয় যে, প্রথমেই বিলাতী তরীতরকারী ও শাকসব্জী সরবরাহের জন্য একটি মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট পাওয়া গিয়াছে।

শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত।

ডিরেক্টর বোর্ড

১। মাননীয় সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কে-টি, কে-সি, আই, ই, এম্-এ, বি-এল চেয়ারম্যান।
২। মিঃ জ্ঞাঃ বসু
৩। মিঃ এস, এন, দত্ত
৪। মিঃ সুশীলচন্দ্র সেন
৫। " এইচ, এন, সাহগল
৬। " এন, সি চন্দ্র
৭। " আর, দত্ত
৮। " এস, দত্ত

ইণ্ডিয়া কলেকটীভ ফার্ম্মস্ লিঃ

হেড অফিস ঃ ১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফার্ম্ম ঃ "দত্তনগর", মাজদিয়া, বি এণ্ড এ, রেলওয়ে।

ফোন—ক্যাল ৫৮৩৩

দি ব্যাঙ্ক অফ হণ্ডাষ্ট্রীজ

লিমিটেড

হেড অফিস—

২৮ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যের জন্য
নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

হোমিওপ্যাথির চরম উৎকর্ষ—

ডাঃ শীলের

হোমিও ইনজেকসন

ডাঃ শীলের দীর্ঘকাল ঐকান্তিক গবেষণার ফলে হোমিও চিকিৎসাপ্রণালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে সদ্য ফলপ্রদ হোমিও ইনজেক্‌সন ও স্পেসিফিক ঔষধসমূহ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বত্রই—সহস্রাধিক হোমিও চিকিৎসকগণ সাধারণ হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শীলের হোমিও ইনজেক্‌সন ও স্পেসিফিক ঔষধ ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি অতিশয় সাফল্যের সহিত আরোগ্য করিয়া চিকিৎসার বাস্তবক্ষেত্রে এই ঔষধগুলির সমধিক উপযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক হোমিও চিকিৎসককে বিনামূল্যে পুস্তক পাঠানো হয়।

দি হোমিও রিসার্চ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস,

৬৬।১, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।

তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও ইহাতে জনন সম্ভব হয়। এই প্রকারে সর্ব্বত্র মাছের জনন হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, স্রোতঃ না থাকিলে পোনা মাছের জনন সম্ভব নহে, তাহা ভুল। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগার হইতে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করা হইয়াছে।

বাঁধ মাত্রেরই যে কঠিন পাতরের মত মাটি থাকিবে তাহাও নহে, কারণ ধানক্ষেতেও জনন সম্ভব।

মাছের জীবনেতিহাস

জীবনেতিহাস বলিতে অনেক বিষয় বুঝায়। মাছরা যে ডিম পাড়ে তাহা নিষিক্ত অবস্থায় জলে ভাসে বা ডুবিয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগাল ও কালবোসের ডিম জলে পড়িবামাত্র ডুবে; কিন্তু কৈ, খলিসা প্রভৃতির ডিম ভাসে। নিষিক্ত ডিম এক-কোষ প্রাণী। পৃথিবীতে এমন কোন বহু কোষযুক্ত প্রাণী নাই যাহার নিষিক্ত ডিম এককোষ নহে। এই এককোষ অবস্থা হইতেই বহু-কোষের উৎপত্তি। তবে এই ক্রমবর্দ্ধনের ইতিহাস এক প্রকার নহে। মাছ মাত্রই এই ইতিহাসের নানা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এক-কোষ অবস্থা হইতে বহু-কোষে পরিণত হইতে সাধারণতঃ প্রথমতঃ দুই কোষ হইয়া থাকে। প্রসবের পর এই কোষ বৃদ্ধি কিছু সময় সাপেক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার বা অন্যান্য স্থানে এইরূপ ডিম্বের কোষ-বৃদ্ধি হইতে অন্ততঃ ২০।২৫ মিনিট সময় লাগে, কিন্তু সম্প্রতি মৃগাল মাছের ডিমের কথায় এক জন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন কোষ-বৃদ্ধি আরম্ভ হইতে ডিম্ব প্রসবের পর ৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। আমরাও এইরূপ মৃগালের ডিম্বের কোষ-বৃদ্ধি মেদিনীপুরের বাঁধে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

জননের ঋতুতে গায়ের বর্ণ

জননের ঠিক পূর্ব্বে অনেক মাছের গাত্রের বর্ণে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁটি, কৈ, খলিসা প্রভৃতি মাছের জননের বিশিষ্ট বর্ণের বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

জননের জন্য উত্তেজনা আনিবার ব্যবস্থা

স্ত্রী মাছের ডিম পাকিলে, তাহা পুরুষ মাছের দৃষ্টিতে পড়িলে প্রায় পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের সঙ্গ পাইবার জন্য স্ত্রী মাছকে তাড়া করে। স্ত্রী মাছ প্রায়ই সঙ্গ চাহে না এইরূপ ভাব দেখায়। তাহাতে ক্রমে পুরুষ মাছটি বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। কোন কোন শ্রেণীর পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের পেটের তলে "ঢু" দেয় ও তাহাতে স্ত্রী মাছের পেটের ডিম শীঘ্রই ডিম বাহির হইবার পথে আসিয়া পড়ে।

"জল-প্লাবন" উপন্যাস আপনারা পড়েছেন,
আবার জলপ্লাবনের কথা শুনেওছেন ও তা' দেখেওছেন।
এই প্লাবনে বহু শিশু-যুবা-বৃদ্ধের ক্ষুধার জ্বালা
নিবারণ করেছে এবং তা'দের বাঁচিয়ে রেখেছে
"সন্তোষের" রুটি-বিস্কুট-কেক্
যা' স্বাদে-গন্ধে ও স্বাস্থ্যবিধানে অতুল্য।
মহাপূজার আনন্দে—
"সন্তোষ" যে আপনাদের সন্তোষ দান করবে,
এ কথা জানাচ্ছেন তাঁ'রাই যাঁরা নিরানন্দে আনন্দ পেয়েছেন।
সন্তোষ-বিস্কুট কোম্পানী
৮নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্: বড়বাজার ৪৫৭৬

ষষ্ঠীর দিনে

দুর্গা পূজার প্রারম্ভে ষষ্ঠীর দিনে সন্তানের মঙ্গল কামনা ক'রে মায়েদের উপবাস করা হিন্দুর প্রচলিত রীতি। কিন্তু মায়েদের জানা উচিত কেবল উপবাসে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। কেন না "স্বর্গের করুণা শুধু তারই মেলে যিনি নিজেও চেষ্টা করেন।" ষষ্ঠীর দিনে তাই সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা আর একটু ভেবে দেখ্‌তে হবে। শিশুর স্বাস্থ্য প্রধানতঃ নির্ভর করে খাদ্যের উপর। শিশুর পক্ষে কোন্ খাদ্য শ্রেষ্ঠ? —মাতৃদুগ্ধ?—কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তন্যে তার জন্যে সব চেয়ে উপযোগী খাদ্য বর্ত্তমান। কিন্তু কোন কারণে যদি স্তন্যদান সম্ভব না হয়? তা' হ'লে? গরুর দুধ? কখনও না। শিশুর পক্ষে গরুর দুধ বড় বেশী গুরুপাক। সেজন্যে বমি, যকৃৎ-পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি জন্মায়। বড় বড় ডাক্তাররা তাই মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ গুণবিশিষ্ট গুঁড়া দুধ (Humanised Dried Milk) দিতে বলেন। কিন্তু গুঁড়া দুধ তাজা টাট্‌কা হওয়া চাই। বিদেশী দুধ এদেশে আমদানী হ'তে যে সময় লাগে তারই মধ্যে অনেকাংশে নষ্ট হয়। অপর পক্ষে **ভিটামিল্ক** পাওয়া যায় কারখানা থেকে টাট্‌কা তাজা অবস্থাতেই।

ন্যাশনাল নিউট্রিমেণ্টস্ লিমিটেড্, কলিকাতা

জননের সময়

সাধারণতঃ জনন প্রত্যূষে বা সন্ধ্যার সময় হইয়া থাকে। তবে এ ব্যবস্থার নানা ব্যতিক্রম আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে তেচোখো মাছের জনন সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে, তাহারা অন্ধকার রাত্রি ব্যতীত ডিম পাড়ে না। দিনে অন্ধকার ঘরে রাখিলে ডিম পাড়িতে পারে। দিনে মধ্যাহ্নের পর বা সকাল ১০।১১টার সময় খলিসা, মৌরলা প্রভৃতিকে পরীক্ষাগারে ডিম পাড়িতে দেখা গিয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক মাছে দেখা যায় যে, সব ডিমের জনন এক সঙ্গে হয় না। যে সব মাছ পরীক্ষাগারে দেখা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির জনন দুই বা তিন বারে হইয়াছে। এই দুই ক্ষেপের মধ্যে কখন আধ ঘণ্টা বা কখন ততোধিক সময় যায়। নদীতে বা পুষ্করিণীতে এ সব লক্ষ্য করা অসম্ভব; কিন্তু পরীক্ষাগারে যাহা দেখা যায় তাহাতে এই ব্যবস্থার কোনই ব্যতিক্রম নাই। তাহাতে মনে হয় সর্ব্ব ক্ষেত্রে ইহাই নিয়ম। আমরা মেদিনীপুরে বোয়াল মাছের জনন দেখিয়াছিলাম ও ডিম্বারোহণ করিয়াছিলাম। ডিম্বারোহণের পরই স্ত্রী মাছটিকে মারিয়া দেখা গেল যে তাহার পেটে তখনও অনেক পুষ্ট ডিম ছিল।

সর্ব্বপ্রকার কবরী রচনায়

হি মে লা

সুবাসিত কেশ তৈল।

স্নানে দানে উৎসবে উপায়নে উপচারে

সর্ব্বজন সমাদৃত "হিন্দুস্থানের"

প্রসাধনী সামগ্রী—

হিন্দুস্থান আমলা তেল, হিন্দুস্থান শখীফুড, সিনোরা স্নে, অস্তরাগ সিন্দুর, রক্তরাগ আলতা, ঝরণা কালি ইত্যাদি।

হিন্দুস্থান মিসেলেনী

১১, রতন নিয়োগী লেন, কলিকাতা।

ল্যাকস্ কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর

সুবাসিত নারিকেল

ও

আমলা তৈল

ব্যবহারে এবং উপহারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

সোল্ প্রোপ্রাইটার্স:—

"ইষ্টার্ণ এজেন্সিজ"

২০, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেয়ার প্রডাক্টস্—

পাইরেক্সিনল—ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।

মাইওডেকস্—কাটা, ক্ষত এবং মচকানির বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ফিমোটোজেন—প্রসবের পরে এবং স্ত্রী-রোগে বিশেষ উপকারী।

ভাইনোমেয়ার—স্বাস্থ্য ও বলবর্দ্ধক টনিক।

মেয়ার কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

৭৮বি, গিরিশ পার্ক, নর্থ, কলিকাতা।

ফোন :—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম :—"এরিওপ্ল্যাণ্টস্"

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট

লিমিটেড

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসায়ে

ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান

হেড অফিস

শাখা ও এজেন্সী
এলাহাবাদ
বম্বে, বেনারস,
ভাগলপুর, বাঁকুড়া,
দিল্লী, ঢাকা

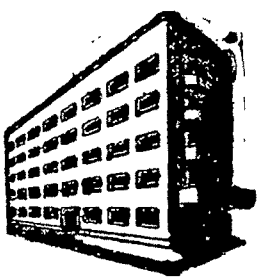

শাখা ও এজেন্সী
লক্ষ্ণৌ
মুঙ্গের, ময়মনসিংহ,
পাটনা, রাঁচি

শেয়ার ডিলার্স হাউস
(আমাদের নিজস্ব বাড়ী)
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার কলিকাতা

মূলধন

অনুমোদিত	— —	২৫,00,000৲ টাকা
বিক্রীত	— —	১৮,00,000৲ টাকা
আদায়ীকৃত	— —	১0,0,0000৲ টাকার উর্দ্ধে

* আমরা সব রকম শেয়ারের কাজ করিয়া থাকি।
* টাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা লাভজনক উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।
* ভাল সুদে "স্থায়ী আমানত" গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের "মাছলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট" পাঠ করুন।
বিনামূল্যে নমুনা সংখ্যা পাওয়া যায়।

কোন কোন মাছে নিজের ডিম নিজেরাই খাইয়া ফেলে

মাংসাশী মাছ প্রায়ই নিজের ডিম নিজেই খাইয়া ফেলে। ইহা বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ; কারণ, তাহা না হইলে এই সকল মাছের সন্তান অত্যধিক হইত। মাংসাশী মাছের বাচ্চা অন্য মাছের বাচ্চা খাইয়া অতি দ্রুত বড় হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে দেখিয়াছি একটি বোয়ালের বাচ্চা ও ১০০টি পোনার বাচ্চা (যাহাদের এক দিনে জন্ম হইয়াছিল) একটি কাচের আধারে রাখিয়া খাবার দেওয়া এবং প্রত্যেক দিন যতগুলি পোনার বাচ্চা সেই বোয়াল বাচ্চাটি খাইয়া ফেলে, তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ৪০ দিনে বোয়ালের বাচ্চাটি ১০৯৬ পোনার বাচ্চা খাইতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা হইতে দুইটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। একটি, ডিম্বাবস্থায় মাংসাশী ও উদ্ভিদ-ভুকে পৃথক করিতে হয়; আর একটি, বাচ্চাদের মধ্যে এই দুই পর্য্যায়ভুক্ত মাছকে পৃথক করা প্রয়োজন।

এই ডিম পৃথক করিবার নানা উপায় আছে, যেমন—বর্ণ, আকার, মাপ প্রভৃতি প্রায় ২০ প্রকার চিনিবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগারে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ডিম ফুটা

সব মাছের ডিম এক সময়ে ফুটে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে প্রায় ২০ প্রকার ডিম ফুটান হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে, ডিম ফুটিতে পোনা মাছের ১৫।১৮ ঘণ্টা সময় লাগে। কেহ কেহ সময় অনেক বেশী লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

ডিম ফুটাইতে জল নাড়া পাওয়া দরকার কিনা

আমরা দেখিয়াছি, সামুদ্রিক মাছের মত মিঠা জলের মাছের ডিম ফুটাইতে নাড়া পাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এমন কি সামান্য মাটির খুরিতে একটু জলে নিষিক্ত ডিম রাখিলেও তাহা ফুটে।

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হওয়ার পর মৎস্য শিশুরা খাদ্য গ্রহণ করে কিনা

ডিম ফুটার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক মাছেরই দেহ-সংলগ্ন কুসুম ফুরাইয়া যায় না। এই কুসুম হইতেই তাহাদিগের খাদ্য পাওয়া যায় অর্থাৎ শরীরের পুষ্টি সাধন ঘটে। এমন কি এ সময় তাহাদিগের মুখও খুলে না।

মাংসাশী ও উদ্ভিদভুক্ মৎস্য-শিশুর খাদ্য

উভয় শ্রেণীর মৎস্য-শিশু মুখ খুলিবামাত্র এক-কোষ শৈবাল খায়। তখন তাহাদিগের মুখ এত ছোট থাকে

[বিজ্ঞপ্তি]

দি ফেডারেশন ব্যাঙ্ক

অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস—১০, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ঃ—ক্যাল—৪৫৪৫, ৪৫৫০

পৃষ্ঠপোষক—মহামান্য ত্রিপুরাধিপতি

[মূলধন]

অনুমোদিত—	১,০০,০০,০০০৲	
বিক্রীত—	৯,২৫,০০০৲	উপর
আদায়ীকৃত—	৬,২১,০০০৲	”
মজুত তহবিল ও অন্যান্য	১,৬২,০০০৲	”

১৫ লক্ষ, ৭৫ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে—

[শেয়ার ক্রয়ের নিয়ম লিখিয়া জানুন]

১৯৪২ সালে শতকরা ৮৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
মৌঃ সামসুউদ্দিন আমেদ এম, এল, এ

চেয়ারম্যান—
রায় এস্, এন্, সিংহ বাহাদুর

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা বিধানের ৯৪-এ ধারা অনুযায়ী এই কোম্পানীকে আরও শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন, এই অনুমতি প্রদানের দ্বারা ভারত সরকার কোম্পানীর অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য বা এতদর্থে প্রচারিত কোন বিবৃতির সত্যতা ব মতামত সম্পর্কে কোন দায়িত্ব লইতেছেন না।

কেমন সুন্দর দেখায়!

ঠিক এই কথা আপনিও বলবেন যখন আমাদের গেঞ্জি ব্যবহার করবেন।

দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, ব্যবহারে তেমনি আরামদায়ক, অথচ বেশ টেক্‌সই ও সস্তা। আমাদের তৈরী **"সানসাইন"** ও **"এভার-বিউটি"** গেঞ্জি সত্যই অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে আমরা বিশেষ চেষ্টা করেও ক্রেতাগণের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পাচ্ছি না।

বীণা হোসিয়ারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ

৭, শশীভূষণ চ্যাটার্জ্জী লেন, টালা, কলিকাতা।

যে, এক-কোষ প্রাণী paramoecium পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষে বড় হইয়া পড়ে। যে সকল মাছ পরিণত বয়সে মাংসাশী হয় তাহারাও এ সময় এক-কোষ শৈবাল আহার করে। পরে উভয় প্রকার মৎস্যশিশু মাংসাশী হইয়া পড়ে। পোনা মাছের শিশু ১০ হইতে ২০।২২ মিলিমিটার পর্য্যন্ত এক-কোষ প্রাণী, ছোট চিংড়ী প্রভৃতি খায়। একটা অদ্ভুত কথা এই যে, সাধারণতঃ মাংসাশী মৎস্যের অন্ত্র দেহের তুলনায় ছোট হয় ও উদ্ভিদ্‌ভুক মৎস্যের অন্ত্র দেহের তুলনায় বড় হয়। শিশু-মৎস্যেও দেখা যায় যে উভয় মৎস্য-শিশু মাংসাশী থাকা কালে অন্ত্র দেহের তুলনায় ছোট থাকে। পরে ২০।২২ মিলিমিটার অপেক্ষা বড় পোনার শিশু যখন উদ্ভিদ্‌ভুক হইয়া পড়ে তখনই তাহাদিগের অন্ত্র দৈর্ঘ্যে বড় হইতে থাকে।

পোনা মাছের মধ্যে কাতলা মাছের খাদ্যের প্রায় অর্দ্ধভাগ চিংড়ী ও অপরার্দ্ধ ভাগ উদ্ভিদ। সে জন্য পরিণত কাতলা মাছের অন্ত্র রুই, মৃগাল হইতে দৈর্ঘ্যে অল্প। এই পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হইয়াছে—কাতলার পর রুই এবং মৃগালের অন্ত্র বড় কারণ তাহারা উদ্ভিদ অধিক আহার করে।

স্বজনভুক্ মাছ

মাংসাশী মাছ মাত্রই স্বজনভুক্, দেখা যায়। খাদ্যাভাব স্থানাভাব প্রভৃতি ঘটিলে তবে মাছ স্বজনভুক্ হয়। চিতল বোয়াল, কৈ, শিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতির মধ্যে প্রায়ই স্বজনভুক্ অবস্থা দৃষ্ট হয়। কিন্তু রুই কাতলাও যে স্বজনভুক্ হইতে পারে, তাহা সাধারণের জানা নাই। আমরা পরীক্ষাগারে ইহাদিগের শিশু অবস্থায় দুর্ব্বলদিগকে সবল কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে বার বার দেখিয়াছি। এই স্বজনভুক্ অবস্থাটা

৩৯, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি, ২০১৯

বগুড়া সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ
১৫।২, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

বোর্ড অব ডাইরেক্টস

১। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
২। ” হেমচন্দ্র মিত্র
৩। ” উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪। ” জীবনকৃষ্ণ মৈত্র
৫। ” অমৃতলাল কুণ্ডু
৬। ” অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৭। ” রমেশচন্দ্র চৌধুরী
৮। শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ পাণ্ডে
৯। ” মণিলাল মিত্র
১০। ” নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
১১। ” বিমলেন্দু বাগচী
১২। ” হরিসত্য রায়
১৩। ” মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
১৪। ” অমলেন্দু বাগচী
১৫। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন

যে ব্যাঙ্কে আপনার টাকা কড়ি রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন

এখানেই তুমি ভুল ক'রেছ।
আমি তোমাকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। যাদের আমি জি, জি, প্রডাক্টস পরিবেষণ ক'রেছি তাঁদের প্রত্যেকেই তার রসাস্বাদ গ্রহণ ক'রে বেশ আনন্দ পেয়েছেন। ঐ জাতীয় জিনিসগুলোর যা দাম, এ'র দাম সেগুলোর চেয়ে মোটেই বেশী নয়। যাদেরই **জি, জি, প্রডাক্টস** পরিবেশন করা হয়, তাদের প্রত্যেকের মুখে চোখে একটা তৃপ্তির ছবি ফুটে ওঠে, তা দেখতে বেশ আনন্দ হয়। জি, জি, ব্রাণ্ড পাবার জন্যে সকলের আগ্রহ থাকা উচিত।

জি, জি, ব্রাণ্ড দিয়ে
পূজার উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করুন।

GG BRAND

G. G. FRUIT PRESERVING FACTORY - AGRA.

G. G. Products Sales Depots :—
(1) Chawrhi Bazar, Delhi. (2) Kitab Mahal, 190, Hornby Road, Fort, Bombay.
(3) Messrs. Girdharlal Vakil, Generalgunj, Cawnpore.

GFGI/CP

পোনা মাছের ১০ হইতে ২০।২২ মিলিমিটার পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, এই সময়ে তাহারা মাংসাশী থাকে।

মাছের খাদ্য

একেবারে মাংসাশী বা একেবারে উদ্ভিদভোজী মাছ নাই বলিলেই চলে। প্রকৃতপক্ষে সকল মাছই উভয় প্রকার খাদ্য আহার করে। তবে যে যাহা অধিক আহার করে তাহাকে সেই হিসাবে মাংসাশী বা উদ্ভিদভুক মাছ বলা হয়। ছোট মাছ বা শিশু মাছ শৈবাল খাইতে পারে ও তাহা পরিপাক করে। বড় পোনার আমাশয়ে বা অন্ত্রের শেষে শৈবাল পাওয়া যাইলেও সে তাহা পরিপাক করিতে পারে না। বড় পোনা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ খায় কিন্তু তাহা টাট্‌কা অবস্থায় নহে—ঈষৎ নরম পচা অবস্থায়। এই তত্ত্ব সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাছ সকল প্রকার জলজ উদ্ভিদ খাইতে পারে কিন্তু ঈষৎ পচা না হইলে খায় না। এমন কি অনেক রুই কাতলার পেটে কচুরীপানার শিকড়ের অংশ পাওয়া গিয়াছে।

কত জলে কত বাচ্চা-পোনা ফেলা চলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারের অভিমত এই যে দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট প্রস্থে ৫০ ফুট ও উচ্চে ১০ ফুট জলে প্রথম অবস্থায় ২ হাজার পোনার শিশু দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ৪।৬ মাস পরে তাহাদিগের মধ্যে কিছু তুলিয়া লইয়া স্থান-সংকুলান করা কর্ত্তব্য। নচেৎ স্থানাভাব বা খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে। উপরে উক্ত হিসাবও খাদ্যের উপর নির্ভর করে। খাদ্যাভাব থাকিলে ইহা অপেক্ষা কম মৎস্য-শিশু ঐ জলে রাখা যায়।

পোনার বাচ্চা চিনিবার উপায়

বড় হইলে পোনার বাচ্চা অনেকেই চিনিতে পারে কিন্তু তাহাতে ফল অতি সামান্য। অতি ছোট অবস্থায় চিনিতে পারিলে তবে তাহাতে টাকার দিক হইতে লাভবান হওয়া যায়। মৎস্য-শিশু ছোট অবস্থায় কিনিলে সংখ্যায় অধিক ও কমদরে পাওয়া যায়। যত বাড়িতে থাকে দামও তত বাড়ে। মাপে অর্থাৎ বাটীতেও কম ধরে এবং না চিনিয়া কিনিলে ফল সাংঘাতিক হইতে পারে। রুই বলিয়া পুঁটি কেনা হইয়া যাইতে পারে বা রুই কাতলার সহিত চিতল বোয়ালের বাচ্চা থাকিতে পারে। বোয়ালের বাচ্চা থাকা যে কি সাঙ্ঘাতিক তাহা আগেই বলিয়াছি।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অতি ছোট পোনার বা ঐ জাতীয় অতি ছোট মৎস্য-শিশুর বর্ণ দাগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা দেখিয়া কিরূপে পৃথক করা যায় সে বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রী ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড অফিস ঃ—৩।১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন ঃ কলিকাতা ঃ ১১২২, ১১২৩

ভিন গাঁয়ের মৌমাছিরা এলো আমাদের গাঁয়ে। এ ফুলের ও ফুলের পরাগ এনে সঞ্চয় কোরলো মৌচাকে। ভবিষ্যতের দিনে তাদের আহার হোল আমাদের গাঁয়ের পরাগ। আর আমাদের দেশের মৌমাছিরা তাদেরই কাছে থেকে কি পেলো……? ……ইতিহাস লিখে রেখেছে তার ইতিবৃত্ত। আমাদের দরকার সঞ্চয়ের, দরকার পরিবার প্রতিপালনের।

শাখা সমূহ

দক্ষিণ কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা, বহুবাজার, বড়বাজার, বেহালা, বজবজ, বাটানগর, ঘাটশীলা, কার্সিয়াং।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার ঃ
মিঃ সুধাংশু বিশ্বাস

ডিরেক্টার ও জেঃ ম্যানেজার
মিঃ সুশীল সেন

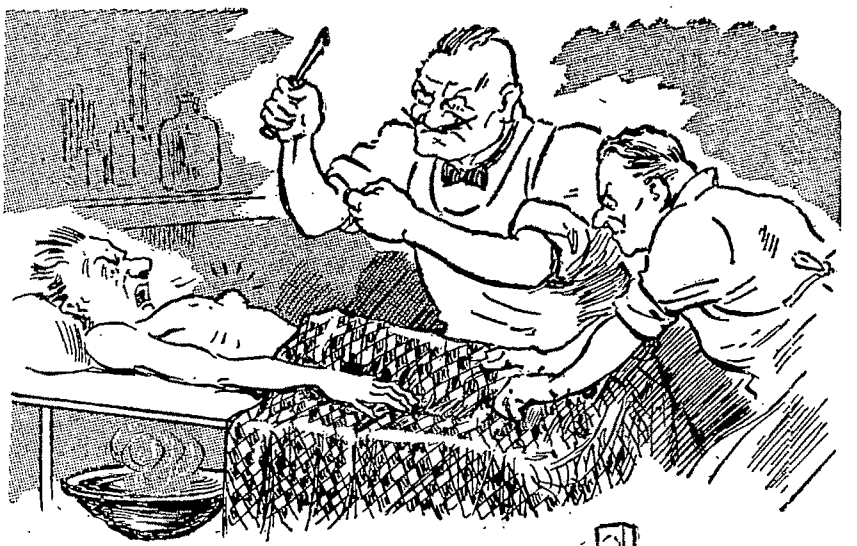

অস্ত্রোপচারের আতঙ্ক!

অনেককেই খুব কাতর করে। ইহা হইতে মুক্ত হইতে হইলে এক শিশি **"কিউরল"** কাছে রাখুন। রোগের সূত্রপাত হইতে কিউরল ব্যবহার করলে ফোড়া, গলাফোলা প্রভৃতি রোগে আর অস্ত্রোপচার করিবার প্রয়োজন হয় না। জ্বালা যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গেই উপশম হয় ও অল্পদিনে রোগ নির্ম্মূল হয়।

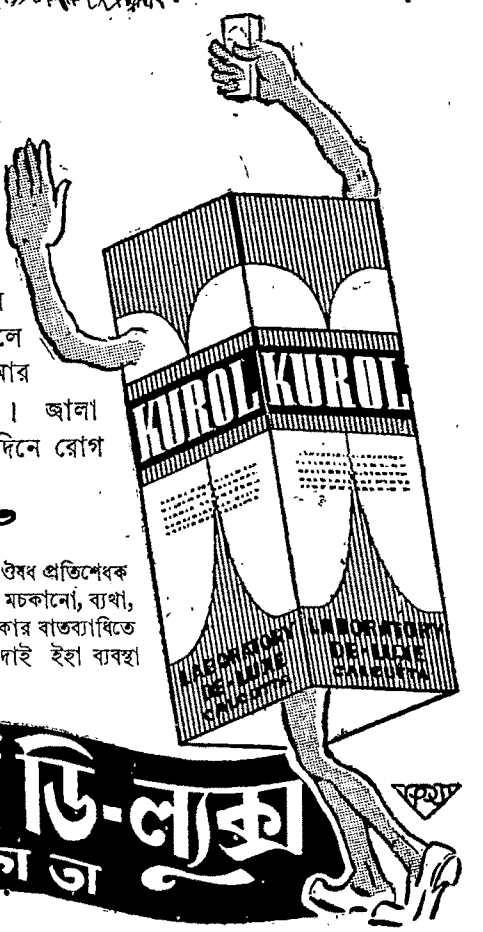

"কিউরল"

গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত অত্যাশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রতিশেধক ও পচননিবারক। কাটা, ছড়া, আঘাত লাগা, মচকানো, ব্যথা, ফোলা, গলাফোলা (mumps) ও সকল প্রকার বাতব্যাধিতে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে। ডাক্তারগণ সর্ব্বদাই ইহা ব্যবস্থা করেন।

লেবোরেটরী ডি-ল্যুক্স
কলিকাতা

৪নং মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলিকাতা।

নিম্নে একটা ছক দ্বারা শিশু হইতে পরিণতবয়স্ক কয়েকটি মাছের ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে স্থির করা হইয়াছে—

১। রুই—শিশু অবস্থায় লেজে তিনটি ছোট কাল ফোঁটা থাকে, সেগুলি ক্রমে একটিতে পরিণত হইয়া শেষে পরিণত বয়সে একেবারে লোপ পায়।

২। কালবোস—শিশু অবস্থায় বর্ণের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ঘাড়ে হরিদ্রা বর্ণের লম্বা ডোরা ও পিঠের পাখ্‌নার নিম্নে একটা দাগ ও সারা গায়ে কাল ও হরিদ্রা বর্ণের দাগ পর্য্যায়ক্রমে দেখা যায়। পরিণত বয়সে এ সব কালবর্ণে পরিণত হয়।

৩। ভাঙ্গন বাটা—শিশু অবস্থায় গাত্রের দুই দিকে লম্বাভাবে একটা দাগ থাকে; উহা বয়সের সহিত চলিয়া যায়।

৪। গণি—শিশু অবস্থায় ও পরিণত বয়সে বর্ণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। গাত্রে লম্বা লম্বা সাদা দাগ দেখা যায়।

৫। সরল পুঁটি—শিশু অবস্থায় পৃষ্ঠের পাকনার অতি সন্নিকটে একটা ডোরা থাকে। ক্রমে তাহা গোলাকৃতিতে পরিণত হয় এবং পরিণত বয়সে একেবারে লোপ পায়।

৬। কাতলা—শিশু অবস্থায় ফুলকার লাল আভা স্বচ্ছ কানকুয়ার ভিতর দিয়া দেখা যায়, পরিণত বয়সে উহা দেখা সম্ভব নহে।

৭। রাই বাটা—শিশু অবস্থায় লেজের দিকে যে তিনটি ফোঁটা থাকে, তাহা পরে পরিণত বয়সে পার্শ্বের একটা লম্বা দাগের সঙ্গে যুক্ত হয়।

৮। মৃগাল—শিশু অবস্থায় পার্শ্বে লম্বা নীল-সবুজ বর্ণের দাগ থাকে, পরিণত বয়সে এই দাগের বর্ণ সাদাটে ছাই বর্ণে পরিণত হয়।

মাছের জন্য কৃত্রিম খাদ্য ও তাহার চাহিদা

অধিকাংশ লোকের ধারণা মাছের চাষ করিতে হইলে খাদ্য দিয়া অতি সত্বর মাছ বা শিশু-মাছের বৃদ্ধি করা উচিত। খাদ্য বিষয়ে ভারতের নানা স্থানে মৎস্য-বিভাগ বহু পরীক্ষা করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিলাম।

মাদ্রাজ—তিল তৈলের খৈল বা বাদাম তৈলের খৈল।

বোম্বাই—ভাত ও টোম্যাটো সিদ্ধ।

ত্রিবাঙ্কুর—চিংড়ীর গুঁড়া, তুলার বীজের গুঁড়া ও মেষ প্রভৃতি জীবের যকৃৎ।

বিহার—ভেড়ার পিষ্ট হৃদয় বা যকৃৎ, ধানকলের ও তাড়িখানার আবর্জ্জনা।

পঞ্জাব—রান্নাঘরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি।

ফোন :—ক্যাল : ১৪৬৪ ও ১৪৬৫ গ্রাম :—"এরিওপ্ল্যান্টস্"

টাকা খাটাবার সব চেয়ে নিরাপদ ক্ষেত্র

যুদ্ধের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিরাপদ ও লাভজনক ভাবে টাকা খাটাবার ক্ষেত্র নির্ণয় এক প্রকার দুঃসাধ্য; কিন্তু যুদ্ধ বা শান্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন জমিতে টাকা নিশ্চিন্ত মনেই খাটান যেতে পারে,—কারণ গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী অথবা অন্য যে কোন প্রকারের মূল্যবান জমি একটা স্থায়ী সম্পত্তি ত বটেই, অধিকন্তু তা থেকে স্থায়ী আয়েরও ব্যবস্থা হ'তে পারে।

জমিতে টাকা খাটাতে চান? লিখুন

ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ

শেয়ার ডিলার্স হাউস ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

* আমরা কাশী, কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জমি খরিদ করিয়াছি।
* ভারতের প্রতিটি বৃহৎ শিল্পপ্রধান নগরীতে জমি খরিদের আমাদের যে পরিকল্পনা তাহা ক্রমশঃ কার্য্যকরী করা হইতেছে।
* আমরা নিয়মিত উচ্চহারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছি।

আমরা স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া থাকি, সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩৲ হইতে ৭৲ পর্য্যন্ত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট লিখুন।

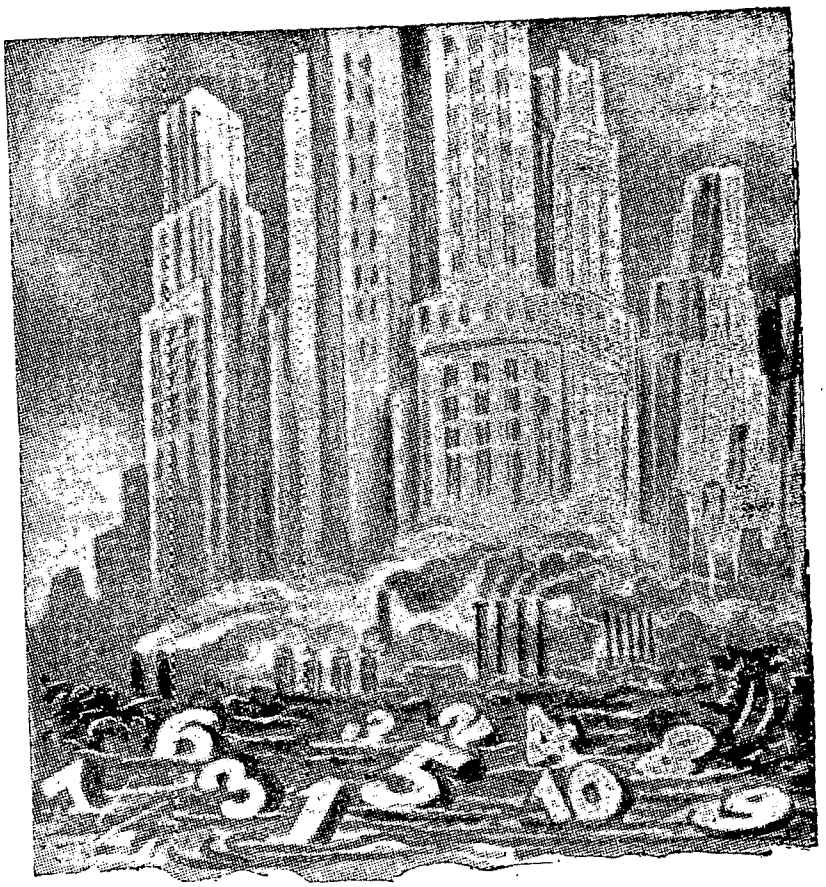

যুদ্ধের জয়োল্লাস
শান্তির জয়গানে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মহাযুদ্ধ তার নিষ্করুণ জয়যাত্রার পথেই নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, তার পর সুরু হয় শান্তির অচঞ্চল অক্ষুণ্ণ জয়যাত্রা—কৃষ্টি ও সভ্যতা এক নব জন্ম পরিগ্রহ করে জগতকে সুখময় ও আনন্দময় করে। জনহিতকর আবিষ্কার, শিল্পবাণিজ্য কৃষির অভূতপূর্ব্ব উন্নতি এবং ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষ সাধন এই পুনর্গঠনকে সুদৃঢ় ও শোভন করে। ব্যাঙ্কগুলিই এই নব নির্ম্মিত শান্তি-সৌধের লৌহ কাঠামো। ব্যাঙ্কের সঙ্গে সহযোগিতা করে এই নির্ম্মাণ কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করুন।

মণীন্দ্র ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড

ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান ঃ
কাশিমবাজারের **মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর** এম-এ, এম, এল, এ

হেড অফিস ঃ **বহরমপুর** (বেঙ্গল)
কলিকাতা শাখা ঃ **৮ বি, লালবাজার ষ্ট্রীট**
অন্যান্য শাখা ঃ **ধুলিয়ান ঃ বেলডাঙ্গা ঃ**

এই সকল কৃত্রিম খাদ্যের দোষ এই যে, এসব পুষ্করিণীতে বা নদীতে একেবারেই দেওয়া যায় না। যতটা দেওয়া যাইবে মাছ তাহার কিছু খাইবে কিন্তু অবশিষ্ট অংশ পচিয়া জল নষ্ট করিয়া ফেলিলে তাহা বাহির করিয়া নূতন জল দিয়া পরিষ্কার করা অসম্ভব। পরীক্ষাগারে ছোট পাত্রে জল ফেলিয়া দেওয়া ও নূতন জল ভরা সহজ, কিন্তু পুষ্করিণীতে বা নদীতে তাহা হয় না। কোন লোক যেন জীবন্ত জীব ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য মাছ-চাষে ব্যবহার না করেন। অনেক টাকা এসব পরীক্ষায় মৎস্য-চাষ বিভাগ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু তাহা জলে গিয়াছে অর্থাৎ অপব্যয়িত হইয়াছে।

জীবন্ত দ্রব্য অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ বা প্রাণী ব্যতীত কোন খাদ্য দিবার ব্যবস্থা একেবারে অচল। কৃত্রিম উপায়ে গামলা বা মাটীর হাঁড়িতে এ সব ক্যাল্‌চার করিয়া জলে দেওয়া চলে। শৈবাল, এক-কোষ প্রাণী, ক্ষুদ্র চিংড়ী প্রভৃতি দিলে মাছেরা খাইলে পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জীবন্ত বলিয়া আবার বাড়িবে।

নানা প্রকার লবণ জাতীয় দ্রব্য জলে দিলে শৈবাল বাড়ে। শুষ্ক ঘাসের বা শুষ্ক কচুরি পানার তড়পা জলে চুবাইয়া রাখিলে কিছু দিনে এক-কোষ প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ী জন্মে। এক-কোষ প্রাণী বা ক্ষুদ্র চিংড়ী শৈবাল খায়।

পুষ্করিণীতে মাছের খাদ্যের জন্য সার দেওয়া

পুষ্করিণীতে যাহাতে মাছের খাদ্য অধিক হয় সে জন্য সার দিতে হয়। তবে যে সকল সার দিলে মানুষের পক্ষে সেই জল পানের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে তাহা দিবার পূর্ব্বে ভাবা উচিত কোন্ পুষ্করিণীতে সার দিব কোন্‌টিতে দিব না। বাঙ্গালায় প্রায় শতকরা ৯৫টি পুষ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য সার দিবার আগে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন।

যে পুষ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে নিম্নলিখিত সার দেওয়া চলে—

১। শুষ্ক খড় বা ঘাসের তড়পা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দিন, ১০ পরে তুলিয়া ফেলুন (তড়পা না বাঁধিলে খড় বা ঘাস ছড়াইয়া যাইয়া পচিতে থাকে) ইহাতে এক-কোষ প্রাণী জন্মাইতে থাকে।

২। শুষ্ক কচুরি পানার তড়পা জলে ডুবাইয়া রাখিয়া দিন, ১২।১৪ পরে তুলিয়া ফেলুন। ইহাতে শৈবাল, এককোষ প্রাণী ও প্রচুর পরিমাণে ক্ষুদ্র চিংড়ী জন্মে।

৩। আস্তাবলের বা রন্ধনশালার আবর্জ্জনা জলে দিলে সত্বর শৈবাল, এক-কোষ প্রাণী ও চিংড়ী জন্মে।

৪। খৈল দিলে এক-কোষ প্রাণী ও চিংড়ী বাড়ে।

মাছের শ্বাসকার্য্য ও তাহার জন্য ব্যবস্থা

যত মাছ মরে তাহার শতকরা ৯০ ভাগ শিশু-মাছ শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাতের জন্য মরে। শিশু-মাছ যখন নদী বা বাঁধ হইতে আহরণ করা হয় তাহার পরে হাঁড়ীতে তাহা

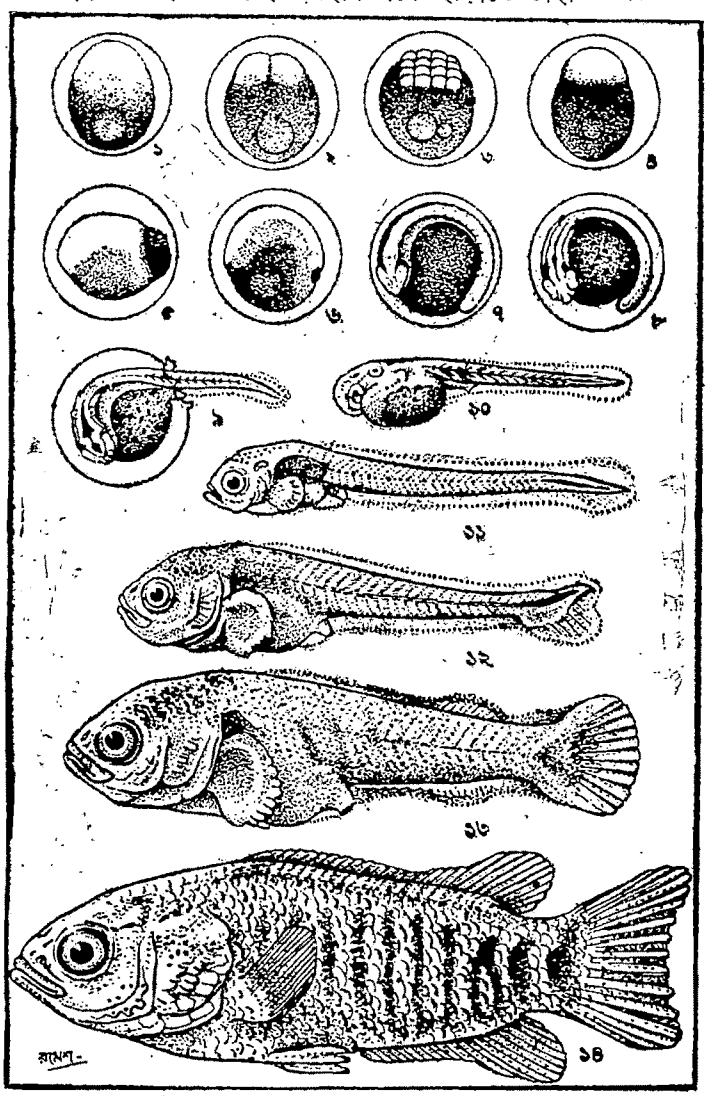

মাছের ক্রমবর্দ্ধন—কৈ

১—৪—ডিমের কোষবিভাগ ; ৫—কুসুম অভিযান ; ৬—৮—ভ্রূণের গঠন ; ৯—ভ্রূণের বহির্গমন ; ১০—ডিম হইতে বহির্গত ভ্রূণ ; ১১—১৪—মাছ শিশু (বিভিন্নাবস্থায়)

চালান দেওয়া হইয়া থাকে। এ সময় হাঁড়ীর জলে হাত দিয়া চাপড়ান হয়। ইহাতে বায়ু অর্থাৎ অম্লযান গ্যাস অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। ইহা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ বিষয়ে যে আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে শ্রম হ্রাস হয় এবং চলিবার সময় রেলে, নৌকায় গাড়ীতে সকল সময়ে হাওয়া দেওয়া চলে। মটর বা বাইসাইকেল গাড়ীর চাকার ভিতরের টিউবে বাতাস ভরিয়া তাহাতে রবারের নল লাগাইয়া সেই নল জলে ডুবাইলে টিউব হইতে বাতাস বাহির হইয়া জলে বুড়বুড়ি কাটিবে। এই নলে একটি pinch cock (এক প্রকার চিমটা) লাগাইয়া সামান্য খুলিলে অতি মন্থর গতিতে বাতাস বাহির হইবে। ইহাতে ব্যয় অতি সামান্য। পরিত্যক্ত টিউব হইলেই চলিবে, কেবল তাহাতে ছিদ্র না থাকে। ছিদ্র থাকিলে রবার "সলিউশন" দিয়া তাহা সারিয়া লইলেই চলিবে। এই প্রকারে "জিওল" মাছ রাখিয়া তাহাতে হাওয়া দিলে প্রত্যেক দিনে জল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না।

ইলেক্ট্রিক পাম্প বা অন্যান্য ব্যয়সাধ্য ব্যাপার আমাদিগের দরিদ্র দেশে চলিতে পারে না।

এই টিউব অন্যান্য বিষয়েও কাজে লাগান যাইতে পারে, যেমন গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর জল কমিয়া অম্লযান গ্যাসের অভাবে অনেক সময় "খাবি খাইয়া" মাছ মারা পড়ে। এ সময় কয়েকটি টিউবে হাওয়া দিলে বা জলে জাল টানিলে বিশেষ উপকার হয়।

বাজারে জীবিত অবস্থায় মাছ বিক্রয় করিতে হইলে, ছোট ছোট ইটের চৌবাচ্চায় মাছ রাখিয়া টিউব দিয়া বাতাস দিলে জীবিতাবস্থায় মাছ দুই চারিদিন অনায়াসে রাখা চলে।

পুষ্করিণী পরিষ্কার করা

পুষ্করিণী মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কারণ, নানা প্রকার আবর্জ্জনা পড়িয়া জলের তলে পলি পড়িতে থাকে। এই পলি মধ্যে মধ্যে বাহির না করিলে শেষে সর্ব্বনাশ ঘটে। ইহাতে গ্যাস হইয়া শেষে সব মাছ বা শিশু-মাছ মরিয়া যায়। পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে নিম্নলিখিত ভাবে কাজ করা যাইতে পারে। যে পুষ্করিণীতে বহু আগাছা ভাসমান অবস্থায় থাকে তাহা মোটা কাছি দিয়া এক দিক হইতে অপর দিকে টানিয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যে সব উদ্ভিদ্ জলের তলে শিকড় নামাইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সে সব পরিষ্কার করিতে হইলে একটি বড় বাঁশ জলের মধ্যে শায়িত অবস্থায় পাকাইয়া এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত লইয়া যাইলে ঐ সকল গাছ বাঁশে জড়াইয়া শিকড়

সমেত উঠিয়া আসিবে। নিম্নের পলি তুলিয়া ফেলিতে siphon ব্যবহার চলিতে পারে। সাইফন্ galvanized iron sheet—দিয়া তৈয়ারী করিতে কলিকাতায় ৪৲ টাকা খরচ পড়িয়াছিল। ইহার পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই হইয়াছে। সাইফনের সুবিধা এই যে, ইহাতে একটু একটু করিয়া প্রতিদিন পলি তুলিলে

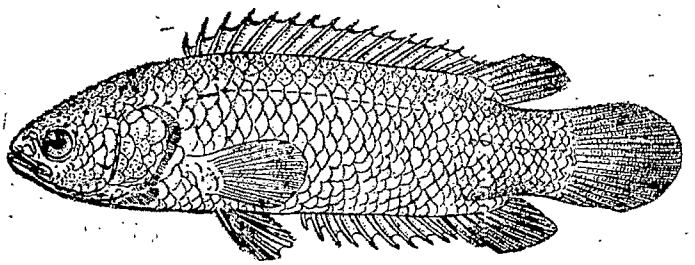

পূর্ণবয়স্ক কৈ মাছ

নেকটা পরিষ্কার হইবে. কিন্তু সব তুলিয়া লওয়ার জন্য খাদ্যাভাব ঘটিবে না বা জলও ঘোলাইয়া যাইবে না।

অধিক পলি পড়িলে পুষ্করিণীতে গ্যাস জন্মে। সাধারণতঃ কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসই জমে, কিন্তু কখন কখন "মার্স গ্যাসও" জমিতে দেখা যায়। এই সকল গ্যাস বাহির করিতে হইলে জাল টানিলে কতকটা উপকার হয়। সাইফনেও অনেক সুবিধা হয়। বাঙ্গালায় দেখা যায়, বাঁশের বড় তড়পার মধ্যে পাথরের ঢেলা পুরিয়া ও তাহাতে সরু সরু বাঁশের কঞ্চি আড় ভাবে দিয়া সেই তড়পার দুই প্রান্তে দুইটা মোটা কাছি বাঁধিয়া ঐ বাণ্ডিল ডুবাইয়া দুইপাড়ে দুইজন দ্রুত টানিয়া প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যায়। ইহাতে পলি মধ্যস্থ গ্যাস জলে বুদবুদ কাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বাঙ্গালার অনেক স্থানে ইহাকে হা বলে। এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে, ঐ কঞ্চি বাঁশগুলি পলি আঁকড়াইয়া এমন জল ঘোলা করে যে, তাহাতে অনেক মাছ শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাতে মরিয়া বা তদ্ভিন্ন দ্রুত টানাতে মাছ বা শিশু আহত হয়। বাঙ্গালায় এই প্রথা প্রায় অচল হইয়া আসিয়াছে। সাই সকল ভয় নাই।

মৎস্য চাষে মাছের জীবনেতিহাস জ্ঞান অত্যাবশ্যক

মাছ-চাষ করিতে হইলে তাহার জীবনেতিহাস জা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় বা অন্যান্য প্রদেশে মৎস্যবিভাগ অনে দিনের হইলেও মাছের জীবনেতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছু কাজ হয় নাই। বাঙ্গালার অনেক মিঠা জলের মাছে

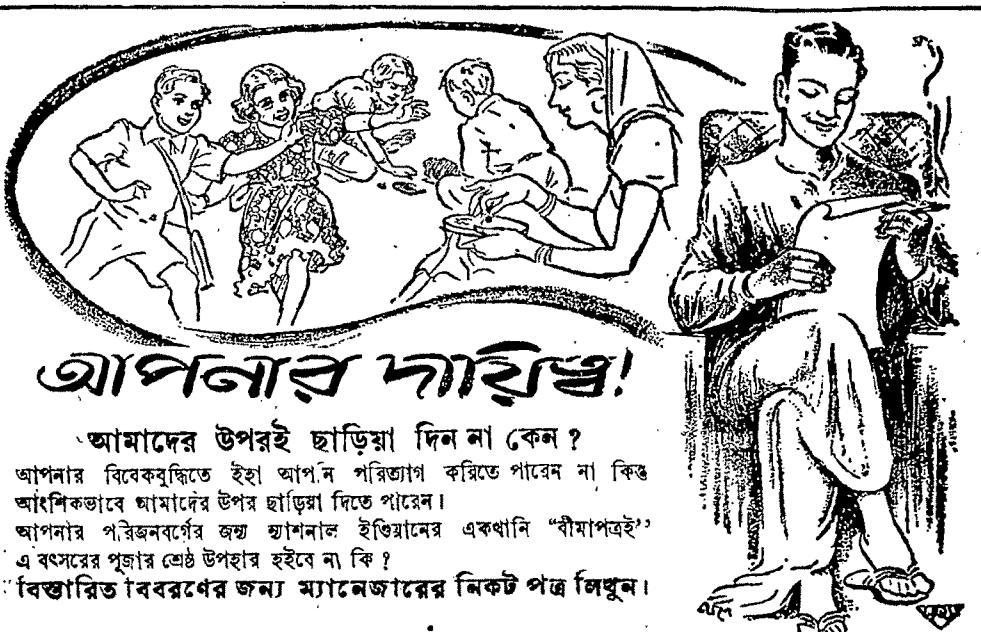

আপনার দায়িত্ব!

আমাদের উপরই ছাড়িয়া দিন না কেন?

আপনার বিবেকবুদ্ধিতে ইহা আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু আংশিকভাবে আমাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন।

আপনার পরিজনবর্গের জন্য ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের একখানি "বীমাপত্রই" এ বৎসরের পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার হইবে না কি?

বিস্তারিত বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
মার্কেনটাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউলভুক্ত
উন্নতিশীল জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ডিরেক্টরবর্গ

১। মিঃ জে, সি, মুখার্জি, বার-এট-ল	ভূতপূর্ব্ব চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টর, আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং লিঃ প্রভৃতি।
২। খান বাহাদুর এম-এ মোমিন, সি-আই-ই	ডিরেক্টর :— নিউ এসিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোং লিঃ প্রভৃতি।
৩। জি, ভি, সোয়াইকা	প্রোপ্রাইটার :—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানেজিং ডিরেক্টর :—সোয়াইকা কেমিকেল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ, সোয়াইকা ফারটিলাইজার লিঃ, সোয়াইকা ষ্ট্যাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিস কোং লিঃ প্রভৃতি।
৪। মিঃ এন, সি, চন্দ্র	ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, গ্রিপেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ প্রভৃতি।
৫। মিঃ বি, সি, ঘোষ	কণ্ট্রোলার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
৬। মিঃ এস, দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ডিরেক্টর :— এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্লভপুর টী কোং, বৃটিশ ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ প্রভৃতি॥

আদায়ীকৃত মূলধন ...	৯,২৫,০০০৲	টাকার উর্দ্ধে
মজুত তহবিল ...	১,১০,০০০৲	” ”
কার্য্যকরী বিল ...	১,৫০,০০,০০০৲	” ”

নগদ টাকার বিনিময়ে আমাদের গ্যারাণ্টি সর্ব্বত্র গৃহীত হয়।
অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল এবং ইন্সিওরেন্স পলিসি প্রভৃতির উপর টাকা ধার দেওয়া হয়।
অল্প পারিশ্রমিকে বিদেশে চেক, হুণ্ডি ও ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম আদায় করা হয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

হেড অফিস—
১৫ ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জে, এন্, সেন, বি-এ
এফ্, আর, ই-এস (লণ্ডন)
জেনারেল ম্যানেজার।

CCB

সংবাদ নাই। যাহা আছে তাহাও অতি সামান্য ভাবে। অনেক সংবাদই বাদ পড়িয়াছে।

২ (খ)। উইলি—বাসা, ডিম ও বাচ্চা বিষয়ে কিছু কিছু সংবাদ আছে।

৩। উইলি—চিতল—ডিম্ব হইতে ক্রমবিবর্ত্তন বা কুসুম লিয়া যাওয়ার পরের ইতিবৃত্ত দেওয়া নাই।

৪। খান—মৃগাল—ক্রমবিবর্ত্তনেতিহাস মোটামুটি াছে বটে কিন্তু আহার, বিহার ও জননের সংবাদ নাই।

৫। খান—রুই, কাতলা ও গণি—কেবল ডিমের বর্ণ নার খবর আছে।

৬। আহামেদ—বোয়াল—ডিম ফুটার পরের কথা ার নাই।

৭। জব—পাঁকাল—সর্ব্ব বিষয়েরই কিছু কিছু খবর া হইয়াছে, তবে মধ্যে মধ্যে অনেক বাদ আছে বলিয়া ন হয়।

৮ (ক)। জেনকিন্স্—ইলিশ—ডিম্ব প্রসব সম্বন্ধে ঞ্চিৎ বিবরণ আছে।

৮ (খ)। প্রসাদ, হোরা ও নায়ার—ইলিশের পারি-র্শিক বিষয় সম্বন্ধে বিবরণ।

া ব্যতীত আরও ২।৪ প্রকার মাছের সামান্য বিবরণ কিতেও পারে। খাদ্যোপযুক্ত মাছ ব্যতীত আরও য়েকটি মাছের বিবরণ জানা গিয়াছে।

উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে মনে হয় মাছের জীবনেতিহাস প্রায় কিছুই জানা নাই, সে জন্য ডাক্তাররাও বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'Progress of Science in India' নামক পুস্তকে এই বিষয় বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যগবেষণাগারে গত ৮ বৎসরের নিম্নলিখিত মাছের জীবনেতিহাস বিষয় ধারাবাহিকভাবে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে—

১। কৈ, ২। কালবোস, ৩। চোরপ্লা, ৪। খলিসা, ৫। লাল খলিসা, ৬। কাঞ্চন পুঁটি, ৭। ফলুই, ৮। বোয়াল,

আধুনিক—

বেনারসী শাড়ী

ও

নূতন নূতন ডিজাইনের

ছাপা শাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

অবিচলিত আস্থা

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুদূরদর্শী পরিচালকবর্গের সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠান বীমাজগতে অল্পদিনের মধ্যে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে। বীমাকারিগণের ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের অবিচলিত আস্থা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সুপরিচিত প্রতিভা-সম্পন্ন সুদক্ষ ও সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলীর সুনিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধান এই প্রতিষ্ঠানের যশ অর্জ্জনে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

ডাইরেক্টর বোর্ডের সভ্যগণ ঃ

১। স্যার **হরিশঙ্কর পাল,** কে, টি, গভর্ণিং ডাইরেক্টর, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, লিঃ, ডাইরেক্টর ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ।

২। **মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি,** এম, এ, বার-এট-ল, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আসাম বেঙ্গল সীমেণ্ট কোং লিঃ'র ডাইরেক্টর ; টাটা আইরণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ (জামসেদ্) টাউন্ অর্গানাইজর।

৩। **মিঃ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ,** বি, এস-সি, অংশীদার মেসার্স কে, সি, ঘোষ এণ্ড কোং, ইঞ্জিনীয়ার্স এণ্ড কণ্ট্রাক্টর্স।

৪। **মিঃ চ, পি, ব্যানার্জ্জি,** বি, এল, উকীল, জজকোর্ট, আলিপুর।

৫। **মিঃ ন, এন, বসু,** এম, এ, বি, এল, এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট।

৬। **অধ্যাপক কে, পি, চট্টোপাধ্যায়** এম, এ (ক্যাণ্টাব) অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনথ্রপলজি ডিপার্টমেণ্টের প্রধান অধ্যাপক।

৭। **মিঃ চ, ভি, স্বইকা,** ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেসার্স মদাস মহাদেও প্রসাদ।

৮। **মিঃ অ কৃষ্ণ ঘোষ,** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ইষ্টার্ণ (কলিকাতা) অঞ্চলের লোকাল বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

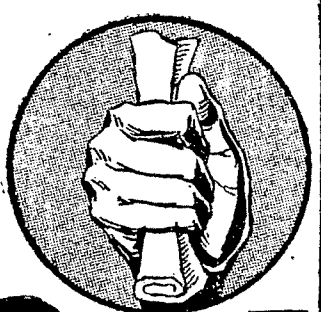

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স
এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ
১১৭ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

৯। গণি, ১০। সরল পুটি, ১১। কাতলা, ১২। রুই, ১৩। মৃগাল, ১৪। শোল, ১৫। ল্যাটা, ১৬। মাগুর।

এই ১৬টি খাদ্যোপযুক্ত মাছ ব্যতীত মশকভুক মৎস্য হিসাবে তেচোক মাছের জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

যে সকল খাদ্যোপযুক্ত মাছের জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে প্রথম দুইটির জীবনেতিহাস চুম্বকভাবে নিম্নে দেওয়া হইল।

মাংসাশী মাছ—কৈ

জননের ঋতুতে দেহের বর্ণ

জনন ঋতুতে স্ত্রী কৈয়ের দেহের বর্ণ হালকা বাদামী এবং পাখ্না সকল—বিশেষ বক্ষঃস্থলের পাখনা. গাঢ় বাদামীতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ ইহা চৈত্রের মধ্যভাগ হইতে বৈশাখের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রথম দেখা দেয়, তাহার পরে জনন হইয়া যাইলে বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। এই বর্ণ দেখিয়া বুঝা যায়, স্ত্রী কৈয়ের পেটের ডিম পাকিয়াছে। পুরুষ কৈয়ের গাত্রের বর্ণ জননের সময় কাল সবুজ বর্ণ ধারণ করে। এই জনন বর্ণ আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক লিপিবদ্ধ করেন নাই।

স্ত্রী-কৈয়ের পেটে কত পুষ্ট ডিম থাকে ?

গবেষণাগারে এক বৎসর বয়স্ক স্ত্রী কৈয়ের পেটে সাধারণতঃ ৪৫০০।৫০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় এই প্রকার কৈয়ের পেটে প্রায় ৯০০০।১০০০০ ডিম দেখা যায়।

জনন ঋতু

বৈশাখের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ জনন হয়। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম আবহাওয়ায় সময় সময় জনন শ্রাবণ এমন কি ভাদ্র পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষাগারে কৈ মাছের জনন

১৯৪১ সালে বর্ষার সময় একটি কৈ স্ত্রী ও একটি কৈ পুরুষকে বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ একটি কাচের চৌবাচ্ছায় রাখিয়া, সেই চৌবাচ্ছা বৃষ্টিতে রাখা হয়। ১৪ ঘণ্টার পরে দেখা গেল, তাহাদিগের ভূত চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। বৃষ্টির জলই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ; ইহার p H. ৭, যদি p H. ৭ অপেক্ষা অধিক বেশী হয় তাহাই জল ক্ষারাত্মক ও ৭ হইতে কম হয় ত অম্লাত্মক হইয়াপড়ে। কৈ মাছ যে জলে ছিল তাহার p H. ছিল ৭'৬ অর্থাৎ কতকটা ক্ষারাত্মক। তাপ ৮৩ ডিগ্রী ফার্ণহাইট ছিল। এই অবস্থায় এই কৈ মাছ ডিম্ব প্রসব করিয়াছিল।

১৯৪২ সালে অন্যভাবে ডিম্ব সম্ভব হয়। এবার নূতন বৃষ্টির জল পুষ্করিণীর পুরাণ জল উভয়ের মিশ্রিত জল কাচের চৌচাচ্ছায় কৃত স্ত্রী পুরুষ কৈএর উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ঘণ্টা করিয়া ধারা দেওয়ায়

ভীম নাগ
সবার প্রথম
অভিনন্দন ও অভিবাদন

মাথা প্রথমে বাহির হইতে দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেজ আগে বাহির হয়।

ডিম ফুটার সময় গবেষণাগারের মৎস্যাধারের জল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল উহার P. H. ৭.৬ এবং তাপ ৮০ ডিগ্রি ফারেণহাইট। ইহা হইতে অনুমিত হয়, এই অবস্থাই ডিম ফুটার পক্ষে প্রশস্ত।

ভ্রূণের বৃদ্ধি

বহির্গত ভ্রূণ দৈর্ঘ্যে ১·৯ মিলিমিটার থাকে। এই সময় ভ্রূণে কুসুম থাকায় উহা উল্টাইয়া জলে ভাসিতে থাকে। তখনও মুখ খুলে না, চক্ষুর দৃষ্টি হয় না, দেহ বঙ্কিম এবং মাথা কুসুমের উপর রক্ষিত থাকে না। হৃৎস্পন্দন মিনিটে ১২০ বার হইতে থাকে (৪নং ছবি)।

৯ ঘণ্টা বয়স্ক ভ্রূণ দৈর্ঘ্যে ২ মিলিমিটার। এই সময় মুখ খুলে এবং বাচ্চা মাছ এক কোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ খাইতে আরম্ভ করে।

তৃতীয় দিনে কুসুম শরীরে শোষিত হইয়া যায় এবং বাচ্চা সাঁতার দিয়া বেড়ায়। ডিমের মধ্যে যে পাখনা-গুলির চিহ্ন মাত্র ছিল এখন সেইগুলি সুস্পষ্ট হইতে আরম্ভ করে। ইহার পরে ক্রমশঃ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্ফুরণ উন্মেষণে খুঁজিতে পারা যায়, মুখ সম্পূর্ণ খুলিয়া যায় ও অন্যান্য ছোট ছোট এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী বা "প্রোটোজোয়া" খাইতে থাকে। ১০ দিন হইতে বাচ্চা ছোট ছোট চিংড়িজাতীয় প্রাণী খায়। ১৫ বাচ্চা মশার ছানা খাইতে থাকে (৪নং ছবি)।

এই সময় বাচ্চার গাত্রে লম্বা দাগ, লেজের দুই দিকে একটি করিয়া কাল জড়ুল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাল জড়ুলের চারি দিকে একটি পাখির মত দাগ থাকে, দাগটি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করে (৪নং ছবি)। এই অবস্থায় বাচ্চাটি ক্রমশঃ পূর্ণবয়স্ক মাছে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে মশার ছানা, ছোট চিংড়ি, ক্রিমি, ছোট মাছ, জলীয় উদ্ভিদ প্রভৃতি খায়। মশার ছানা খাওয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়রূপে কৈ মাছের পালন চলিতে পারে (৫নং ছবি)।

কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে ভাত, ছোলার ছাতু, শুঁটকি চিংড়ি ও মাছের টুকরা প্রভৃতি কৈ মাছকে দেওয়া যাইতে পারে।

উদ্ভিদ্‌ভোজী মাছ—কালবোস

জন্মস্থান

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কালবোস প্রভৃতি পোনা মাছ নদীতে ডিম পাড়ে। কিন্তু বিশেষ প্রকার পুষ্করিণীতে ইহারা ডিম দিয়া থাকে। ইহারা বৈশা-

'সিনকো'র সৌন্দর্য্য প্রসাধনী

আপনার তনুদেহের লাবণ্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলতে চান? প্রকৃতঃ রূপোৎকর্ষ বিধায়ক ও ধনী ব্যবহার করুন। 'সিনকো' বিবিধ বস্তু আপনার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল করে তোলার পক্ষে একা উপযোগী উপকরণ। আপনাদে সকলের প্রিয় জেসমিন সুরা সুবাসিত কেশ তৈল, লাইমজু মিগারীন, প্যারীর সৌন্দর্য্য-কল বিলাস কুতুহল রূপ-পঙ্ক শ্রে অনুরূপ সিনকো'র স্নো, স্নগন্ধ-স প্রভৃতি সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

এ জন্মীর জন্য আবেদন করুন

সিনকো'জ টয়লেট প্রোডাক্টস্, ৮৫ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাংসার

"লক্ষ্মী শ্রী"

ফিরিয়া আসুক

"লক্ষ্মী শ্রী"

হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ডিম দেয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বৃষ্টিপাতের পর নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া পার্শ্বস্থিত ধান্যক্ষেত্রে অথবা নিম্ন জমিতে যাইয়া পড়ে। নদী হইতে মাছগুলি ঐ সকল নীচু জমিতে বা ধানক্ষেতে উঠিয়া ডিম পাড়ে এবং রুই মাছ সেই ডিমগুলি নিষিক্ত করে। বৃষ্টির জলে অম্লজানের অংশ অধিক থাকে। ইহাই মাছগুলির জনন-ক্রিয়ার উদ্দীপনা আনিয়া দেয়।

বিশেষ বিশেষ পুষ্করিণীতে জনন

যোদনীপুরে যে সকল পুষ্করিণীতে কালবোস প্রভৃতি মাছের জনন-ক্রিয়া হইয়া থাকে সেগুলিকে বাঁধ বলা হয়। এইগুলি এরূপ ভাবে গঠিত যে, বর্ষা আরম্ভ হইলেই বৃষ্টির জল প্রবল বেগে আসিয়া এইগুলিতে পড়িতে থাকে। বৃষ্টির নূতন জল বাঁধের পূর্ব্বের জলকে বাহির করিয়া দেয়। এই জল বাহির হইবার একটি পথ থাকে, ইহাকে "চুলা" বলে। বর্ষার এই নূতন জল পাইয়া মাছগুলির মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে। পরিপক্ক ও ডিম পাড়িবার উপযুক্ত মাছগুলি "চুলানের" কাছে আসিয়া ডিম পাড়ে ও পুরুষ মাছগুলি তাহা নিষিক্ত করে। পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের পায়ুর কাছে আসিয়া দু মারে, স্ত্রী মাছটিকে জড়াইতে আরম্ভ করে এবং পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছের দেহে শরীর ঘষিতে থাকে। এইরূপে পুরুষ মাছ স্ত্রী মাছকে জননের জন্য উত্তেজিত করে। জনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অত্যধিক উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি-বশতঃ তাহারা কিছুকাল প্রায় অজ্ঞানাবস্থায় থাকে। পার্শ্বস্থগুলি অন্ততঃ ২ বৎসর হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে ইহারা জননের উপযুক্ত হয়।

ক্রমবর্দ্ধন

ডিমের বর্ণনা—পরিপক্ক অবস্থায় ডিমের ব্যাস ১·৫ মিলিমিটার। ইহা স্বচ্ছ ও শুভ্র, সামান্য হরিদ্রা আভাযুক্ত। জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে না। ডিমের এক প্রান্তে প্রোটোপ্লাজম্ থাকে, অন্য প্রান্তে কুসুম থাকে। কুসুমের গায়িয়াণ অধিক থাকে এবং এই কুসুমের মধ্যে (কৈ মাছের মত) তৈলকণিকা থাকে না। ডিমের একটি স্বচ্ছ আবরণ থাকে। উহাকে খোলা বলে, এই খোলা ও ডিমের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে perivitelline space বলা হয়। ডিম জলের সংস্পর্শে আসিয়া প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে ৩·৫ মিলিমিটার আকারে পরিণত হয়। প্রোটোপ্লাজম্ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া কুসুমের উপর শিরস্ত্রাণের আকার ধারণ করে—ইহাকে blastodisc বলে।

ডিম নিষিক্ত হইবার প্রায় ৩৫ মিনিট পর blastodisc-এর উপর ফাট ধরে এবং এই ফাটলের ফলে উহা ২টি কোষে পরিণত হয়। এই কোষ ২টি ক্রমাগত বিভক্ত হইয়া বহু কোষে পরিণত হয় এবং কোষের স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারা যায় না (৬নং ছবি)।

কুসুম-অভিযান

কোষগুলি এইরূপে তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একটি স্তরের আকার ধারণ করে। এই স্তর ক্রমে কুসুমের উপর বিস্তৃত হইয়া ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। শুধু এক দিকে সামান্য একটু ছিদ্র থাকে, ইহাকে blastopore বলে।

ভ্রূণের আকার প্রায় অর্দ্ধচন্দ্রের মত হয়। ভ্রূণের প্রান্ত সামান্য একটু স্থূলাকার প্রাপ্ত হয়। এই স্থূল ভ্রূণের সম্মুখ প্রান্ত ও অপর প্রান্তকে শেষ প্রান্ত বলে।

ইহার পর প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ভ্রূণ দৈর্ঘ্যে বাড়ে, কুসুম কমিয়া যায়, ভ্রূণের পশ্চাদ্ভাগ কুসুম হইতে সামান্য ছাড়িয়া আসে ও মধ্য পাখনার আবির্ভাব বুঝিতে যায়।

ডিম নিষিক্ত হইবার প্রায় ১৪ ঘণ্টা পরে ভ্রূণাকারে ৪ মিলিমিটার হয়। এই সময়ে চক্ষুর কাণকুয়া, বক্ষস্থলের পাখনা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫ ঘণ্টা পরে ভ্রূণের গুচ্ছের আন্দোলন বুঝিতে যায় এবং ভ্রূণ খোলাটিতে গুচ্ছ দ্বারা আঘাত করিতে

সর্ব্বাপেক্ষা অধুনা বিজ্ঞানসম্মত
শ্বাসারি
হাঁপানি, কাশি ও ব্রঙ্কাইটীস
ইত্যাদির অব্যর্থ মহৌষধ
১ দাগে হাঁপ কমে, ১ শিশিতে উপশম।
শ্বাসারি সেবনে শ্বাসনালীর দুর্ব্বলতা দূর হইয়া তরল হইয়া উঠিয়া যায় ও শ্বাস-যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। চিকিৎসকগণ ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও রোগীকে দেন। ১ শিশি ব্যবহারেই ইহার অসীম শক্তির পাইবেন। এ যাবৎ এক কোটির উপর নরনারী ব্যবহারে চিরতরে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
মূল্য প্রতি শিশি—১৷৷০, ডাকমাশুল-
একত্রে ৩ শিশি—৩৷০, ডাকমাশুল—১৷০
সর্ব্বত্র বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়।
কবিরাজ—এস, সি, শর্ম্মা এণ্ড
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
শাহাপুর, পোঃ বেহালা, কলিকাতা।

পূজার
সময়
সকলকে অভিবাদন
জ্ঞাপন করা
যাইতেছে—

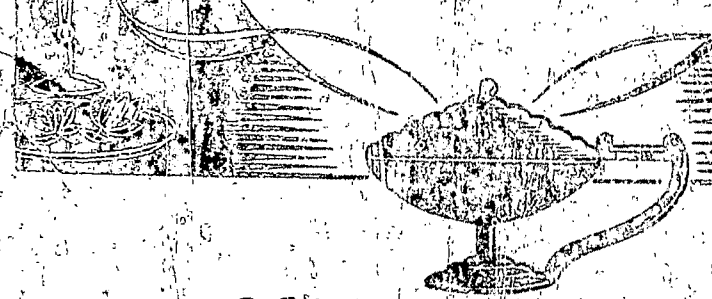

দি নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ
ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সর্ব্ববিধ বীমার প্রতিষ্ঠান
৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অবস্থায় বাহির হইয়া আইসে। ডিম্ব হইতে সদ্যমুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা পোনা। উহা তখনও ভ্রূণ সংযুক্ত থাকে।

ভ্রূণের ডিম্ব হইতে নির্গত হইবার চতুর্থ দিনে মুখ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়। এই দিনই ভ্রূণ কর্তৃক কুসুম সম্পূর্ণরূপে শোষিত হইয়া যায়। কুসুম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রূণ কুসুম হইতেই তাহার খাদ্য গ্রহণ করে (৬নং ছবি)।

ডিম্বের ডিম্ব হইতে বহির্গত হইবার ৪২ দিনে মৎস্য-শিশু দেখিতে ২৩·৫ মিলিমিটার হয়। তাহার পাখনাগুলি আংশিক পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতেই মৎস্য-শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, আকারে, ব্যবহারে ও বর্ণবৈচিত্র্যে পরিণত মৎস্যের তুল্য হইয়া উঠে। ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, এই শিশু প্রকৃতির ক্রোড়ে ৪২ দিনে ৪৭ মিলিমিটার দীর্ঘ দেখা হয় এবং আমাদের গবেষণাগারে ঐ শিশু ৪৫ দিনে ২৩·৫ মিলিমিটার দীর্ঘ হইয়াছে। তুলনার জন্য পরিণত বয়সের কালবোসের একটি ফটোগ্রাফ দেওয়া গেল (৬নং ছবি)।

উপসংহার

মাছের অভাব ঘটায় সরকার এখন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ৮ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এবং Imperial Council of Agriculture কিছু টাকা দিয়া সাহায্য না করিলে বাঙ্গালী যুবক কামজল মৎস্যবিদ্ ছাত্র পাইয়াছেন তাহাও পাইত না।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের এম, এ, পরীক্ষার ছাত্রগণকে পতঙ্গ বা মৎস্যচাষ বিষয়ে দিতেই হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালা বা ভারত সরকার বুদ্ধ শেখে মৌলিক গবেষণার খুলিলে রাজ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা [illegible] মাছের চাষ বিষয়ক এক মাসের পঠন [illegible] কল্পনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উপস্থিত করেন। এ বিষয়ে পাঠ্য-তালিকাও নাকি [illegible] বঙ্গীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কয়েকটি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য গবেষণাগারে দেন তবে [illegible] এখন সমবেত চেষ্টা না করিলে কোন [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। যৌথ চেষ্টায় দেশের [illegible] মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান কাহারও নিজস্ব [illegible] নহে। জ্ঞান বিতরণই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিল্ব-বোধন

হে শ্যাম-সুন্দর!
পার্থ-সখি বেলায় অর্থ্য লহ, রাধামনোহর।
শ্রীগঙ্গাতীরে লহ বামে,
পিঞ্ছচূড়, শিঙ্গে, পীতবাস, মুরলী-অধর;
কেলী-কুঞ্জে নীপমূলে
মধু রসে গরা বাঁশী সুরে ভুলে গহন অন্তর;
মুক্তি-কামনার সঙ্গে
হৃদয় অর্পণ যেন—মহারাসে তুমি রসেশ্বর;
হে মুক্তি—সেথা তুমি অনন্ত শিবির।

হে চাঁদ-সুন্দর!
নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা মুক্তিযজ্ঞে ভরি
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে শান্ত মুক্ত করি চরাচর
নিষ্কাম কর্ম্মের তুমি বিশ্বরূপ—প্রতীক সুন্দর
চক্রী—চক্রধর।

দূর দ্বারকায়—
মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য লীলা চক্রিণীর শেষ সঞ্চয়।
যেথা সিন্ধু-ঊর্ম্মিরাশি বেলা তুমি প্রান্ত
জল স্থল পারাবার সীমাহীন অম্বর মিলায়
ক্লান্ত শান্তের সাথে অনন্ত মিলনে ভরা
কর্ম্মময় জীবনের অবসান মরণে সেথায়।
বাঁশী আর নাহি বাজে, পাঞ্চজন্য শঙ্খ
অদর্শন সুদর্শন, লীলা শেষ দিন-শেষ প্রায়,
উপবনে শেষ রশ্মি অন্ধকার-সিন্ধু মাঝে
দূর দ্বারকায়।

কমল-লোচন,
আয়ুশেষে মরণের অধিকার আসিবে যখন—
ঘনায়িত অন্ধকার, [illegible] দেহ-কা
প্রাণ যবে মহাপ্রাণে মিলিবারে করিবে গমন
ভুলি 'মোর ত্রুটি ভ্রান্তি চরণে দিবে কি
শেষ দৃষ্টি লভিবে কি এক বার তব দরশন?
নাহি সাধকের ভক্তি, [illegible] অ
মরীচিকা-ভ্রান্তি-শ্রান্ত [illegible]
দিনশেষে এ মিনতি [illegible]